প্রবেশক

বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট শতপথব্রাহ্মণের দ্বিতীয় খণ্ড উপহৃত হইল। এই খণ্ডে মূল ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় কাণ্ডের অনুবাদ রহিয়াছে। এই কাণ্ডের নাম এ ক পা দি কা। কি জন্য ইহার এই নাম হইয়াছে, তাহা অনুবাদকের নিকট এখনো অপরিজ্ঞাত। এই কাণ্ডে মোট ৬ অধ্যায়, বা ৫ প্রপাঠক, ২৪ ব্রাহ্মণ ও ৫৪৯ কণ্ডিকা আছে। অগ্ন্যাধান, পুনরাধেয় বা পুনরাধান, অগ্নিহোত্র, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ, আগ্রয়ণেষ্টি, দাক্ষায়ণেষ্টি ও চাতুর্ম্মাস্যসমূহ—অর্থাৎ বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস, সাকমেধ ও শুনাসীর্য্য এই কাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। অরণিসংঘর্ষণে কিরূপে অগ্নির উৎপাদন করা হয়, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য এই খণ্ডে একটি অগ্নিমন্থনের চিত্র প্রদান করিয়া তৎসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। অগ্নিহোত্রের বেদি ও যজ্ঞিয় পাত্রসমূহের এক-একটি সবিবরণ চিত্র প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানাকারণে এই খণ্ডে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ হইলে পরবর্ত্তী খণ্ডে তাহা সংযুক্ত করিবার চেষ্টা করিব। বহুবিধ অসুবিধায় এই খণ্ড প্রকাশিত করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
১১ই পৌষ, ১৩১৮। } শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

অনুক্রমণিকা

ওঁ

শতপথ ব্রাহ্মণ

-ঃ*ঃ-

দ্বিতীয় কাণ্ড

প্রথম প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[অগ্নিকুণ্ডের সংস্কারের জন্য সম্ভার বা উপকরণ আবশ্যক হয়, সম্ভার-শব্দের ব্যুৎপত্তি, প্রয়োজন-বর্ণন ;—২ অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক গার্হপত্য অগ্নির কুণ্ডে রেখাত্রয়-অঙ্কন ও তাহার প্রয়োজন ;—৩-৪ জলের দ্বারা রেখাত্রয়ের অভ্যুক্ষণ, (সম্ভার পাঁচটি—জল, হিরণ্য, উষ বা ক্ষারমৃত্তিকা বা লোণামাটি, আখুকরীষ বা ইন্দুরে মাটি, ও শর্করা বা কাঁকর। এই সম্ভারসংগ্রহের প্রয়োজন কি তাহারই ক্রমান্বয়ে উল্লেখ), জল সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন বর্ণন ;—৫ হিরণ্যসংগ্রহ, হিরণ্যের উৎপত্তি-বিবরণ, হিরণ্যপাত্রের দ্বারা (পদাদি) না ধোয়ার ব্যবহার, হিরণ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ;—৬ উষ বা ক্ষারমৃত্তিকার সংগ্রহ, তাহার প্রয়োজন, উষর স্থানসমূহ পশুগণের প্রিয় ;—৭ আখুকরীষ-সংগ্রহ, তাহার প্রয়োজন, ইন্দুরসমূহের মাটীতে প্রবেশ করিবার কারণ ;—৮-১১ দেবাসুর-আখ্যায়িকা দ্বারা তাহার প্রয়োজন-বর্ণন ;—১২ ঋতুর পঞ্চ সংখ্যা উল্লেখে পঞ্চ সম্ভার সংগ্রহের সমর্থন ;—১৩ বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন ;—১৪ কেহ কেহ বলেন যে, সম্ভারসংগ্রহের প্রয়োজন নাই, এই মতের খণ্ডন ।][1]

১। দ্বিতীয় কাণ্ডের প্রথম প্রপাঠকের প্রথম ব্রাহ্মণ হইতে দ্বিতীয় প্রপাঠকের প্রথম কাণ্ড পর্য্যন্ত অ গ্ন্যা ধা ন (বা অ গ্ন্যা ধে য়) প্রতিপাদিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত দর্শ-পূর্ণমাস ও অন্যান্য অগ্নিহোত্রপ্রভৃতি যত কর্ম্ম আছে, তৎসমুদয়ই গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ এই অগ্নিত্রয় দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই অগ্নিত্রয়ের বিধিপূর্ব্বক আধান বা স্থাপনের নাম অ গ্ন্যা ধা ন, বা অ গ্ন্যা ধে য়। কি প্রকারে কোন সময়ে ইহা করিতে হয় তাহাই সবিস্তর ক্রমশঃ এখানে বিহিত হইতেছে।

দারপরিগ্রহ বা দায়সংবিভাগের পর অমাবাস্যায় (অথবা শাখান্তরমতে পূর্ণিমায়) অগ্ন্যাধান বিধেয়। এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রের বিধান পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণে উক্ত হইবে। বিশেষ বিশেষ ঋতুরও বিধান আছে, তাহাও উক্ত হইবে। যে দিন যাহার শ্রদ্ধা উপস্থিত হইবে, সে সেই দিনেই আধান করিতে পারে, ইহার পক্ষে অপর কাল-নিয়ম নাই, এরূপ ব্যবস্থাও আছে।

দর্শ ও পূর্ণমাসের ন্যায় অগ্ন্যাধানেও দুই দিন আবশ্যক হয়; ইহার পূর্ব্ব দিনে ব্রত গ্রহণ করিয়া পর দিনে প্রধান কার্য্য করিতে হয়।

অগ্ন্যাধানের জন্য যজমান প্রথমে দেহশুদ্ধির নিমিত্ত কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইয়া আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবেন, এবং তাহার পর ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু, ও আগ্নীধ্র, এই চারি জন ঋত্বিক্‌কে বরণ করিয়া তাঁহাদের সহিত দুইটি পরিমাণমত অগ্নিশালা নির্ম্মাণ করিবেন। প্রথমে গার্হপত্য ও তাহার পর আহবনীয় অগ্নির আগার করিতে হয়। গার্হপত্য অগ্নির আগার প্রাগ্বংশ বা উদগ্বংশ হইবে, এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণে দ্বার থাকিবে; আহবনীয় অগ্নির আগার প্রাগ্বংশ হইবে, এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দ্বার থাকিবে। গার্হপত্য অগ্নির আগারে গার্হপত্য ও দক্ষিণ বা অন্বাহার্য্যপচন, এই উভয় অগ্নির কুণ্ড (খর, বা ধিষ্ণ্য) থাকে, এবং আহবনীয় অগ্নির আগারে আহবনীয় অগ্নির কুণ্ড ও বেদি থাকে। এই সকল অগ্নির স্থান ঠিক করিবার জন্য অধ্বর্য্যু পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে একটি রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহাতে আট পা, এগার পা, বা বার পা তফাতে, অথবা নিজের মনে উপযুক্ত মত ব্যবধান ঠিক করিয়া (১. ৬. ১. ২২-২৫) একটু চিহ্নিত করিয়া দিবেন, এবং সেই স্থানে পশ্চিম দিকে গার্হপত্যের স্থান করিয়া তাহার পূর্ব্বদিকে উল্লিখিত ব্যবধানে আহবনীয়ের স্থান করিতে হইবে, এবং বেদি ও দক্ষিণাগ্নির মধ্যে দক্ষিণ দিকে দক্ষিণাগ্নির স্থান করিতে হইবে। গার্হপত্যের স্থান বর্ত্তুলাকার, আহবনীয়ের স্থান চতুরস্রাকার ও দক্ষিণাগ্নির স্থান অর্দ্ধচন্দ্রাকার হইবে। এই স্থান গুলির প্রত্যেকের ক্ষেত্রফল এক অরত্নি-প্রমাণ করিয়া হইবে।

অনন্তর যজমান পূর্ণমাসের ন্যায় কেশ ও শ্মশ্রুর মুণ্ডন ও নখচ্ছেদন করাইবেন, এবং যজমান-পত্নীও নখচ্ছেদন করাইবেন। পরে উভয়েই স্নান করিয়া নূতন ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিবেন। অগ্ন্যাধান সম্পূর্ণ হইলে এই বস্ত্রদ্বয় অধ্বর্য্যুকে দিতে হয়। ইহার পর অধ্বর্য্যু গার্হপত্য অগ্নির কুণ্ডে সাধারণ অগ্নি স্থাপন করেন। অগ্নিস্থাপন করিতে হইলে দুই উপায়ে অগ্নি সংগ্রহ করিতে হয়, অরণি বা কাষ্ঠ মন্থন (ঘর্ষণ) করিয়া, অথবা স্থানান্তর হইতে আনয়ন করিয়া। অরণি হইতে অগ্নি বাহির করিয়া লইলে এই সমস্ত দ্রব্যের দরকার হয়, যথা—অ ধ রা র ণি, উ ত্ত রা র ণি, প্র ম ন্থ, ও বি লী, চা ত্র, ও নে ত্র। ইহার মধ্যে প্রথম পাঁচটি অগ্নিমন্থনের বিশেষ-বিশেষ কাষ্ঠ ও ষষ্ঠটি একখানি রজ্জু (ইহাদের বিশেষ লক্ষণ ও চিত্র স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে, দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ. ৪. ৭. যাজ্ঞিকদেবপদ্ধতি; পা. গৃ. সূ. ১. ২. ৫, হরিহরভাষ্য; তদ্ধৃত যজ্ঞপার্শ্বকারিকা, ইত্যাদি; বাহুল্য-ভয়ে এখানে বিবৃত করা হইল না)। অরণিদ্বয় শমীবৃক্ষের মধ্য হইতে উৎপন্ন ("শমীগর্ভ", আপ. শ্রৌ. ৫. ১. ২. রুদ্রভাষ্য; কা. শ্রৌ. ৪. ৭. ২ বৃত্তি) অথবা শমীবৃক্ষের সহিত সংসক্তমূল ("সংসক্ত-মূলো যঃ শম্যা স শমীগর্ভ উচ্যতে"—যজ্ঞপার্শ্বকারিকা) অশ্বত্থ বৃক্ষের পূর্ব্বমুখ, উত্তরমুখ বা ঊর্দ্ধমুখ

শাখায় হইবে। শমীগর্ভ অশ্বত্থ না হইলে সাধারণ অশ্বত্থেরই শাখায় হইতে পারে। আর যদি স্থানান্তর হইতে অগ্নি আহরণ করিতে হয় তাহা হইলে বৈশ্যগৃহ, কন্দুগৃহ (যে স্থানে নিয়ত ধান্য, তণ্ডুল প্রভৃতি ভাজা হয়, "অম্বরীষ, ভ্রাষ্ট্র)" বা পাকশালা ("মহানস", যে স্থানে অনবরত বহু অন্নের পাক হয়) হইতে অগ্নিসংগ্রহ করিতে পারা যায়। অগ্নি এইরূপে সংগৃহীত হইলে অধ্বর্য্যু পঞ্চবিধ ভূমিসংস্কার করিবেন; পঞ্চবিধ ভূমিসংস্কার যথা—পরিসমূহন, দর্ভত্রয়ের দ্বারা ভূমির ধূলিসমূহের অপসারণ; উপলেপন, গোময়াদি দ্বারা ভূমির লেপন; উল্লেখন, স্ফ্য দ্বারা ভূমিতে রেখাত্রয়ের অঙ্কন; উদ্ধরণ, অঙ্গুষ্ঠ-অনামিকা দ্বারা অঙ্কিত রেখা হইতে ধূলির নিক্ষেপ; ও অভ্যুক্ষণ, পাত্রস্থিত জলের দ্বারা ঐ ভূমির সেচন। অনন্তর তিনি গার্হপত্য অগ্নির কুণ্ডে সেই অগ্নিকে স্থাপন করিবেন। যজমান সেই দিন দিবাভাগে ভোজন করিবেন, রাত্রিতে ইচ্ছা হইলে করিতে পারেন। তিনি সন্ধ্যার সময় আহবনীয় অগ্নির পূর্ব্বদিকে উপবিষ্ট হইয়া দেবগণ ও পিতৃগণকে মন্ত্রবিশেষের উল্লেখে আহ্বান করেন, এবং পত্নী সেই সময়ে তাঁহার নিকটেই উপবেশন করিয়া থাকেন। অনন্তর তিনি অগ্ন্যাগারদ্বয়ের মধ্যে আহবনীয়-আগারের পূর্ব্ব দ্বার দিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন, এবং পত্নী দক্ষিণ দ্বার দিয়া গার্হপত্য-আগারে প্রবেশ করেন; এবং তাঁহারা উভয়েই ঐ স্থাপিত অগ্নির পশ্চাতে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হন; ইহাদের মধ্যে পত্নী দক্ষিণ দিকে এবং যজমান উত্তর দিকে থাকেন। অনন্তর পর দিন যে দুইখানি অরণির দ্বারা অগ্নি মন্থন করিতে হইবে অধ্বর্য্যু সেই অরণিদ্বয়কে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া যজমানকে অর্পণ করেন, এবং পত্নী তাঁহার হস্ত হইতে অধরারণিখানি গ্রহণ করিয়া নিজের অঙ্কদেশে স্থাপন করেন, যজমানও উত্তরারণিখানিকে নিজের অঙ্কে স্থাপন করেন। এবং তাঁহারা উভয়েই ঐ অরণিদ্বয়কে চন্দন, কুঙ্কুম, ও কুসুমাদির দ্বারা পূজা করেন। অনন্তর ঋত্বিগ্‌গণ তিলকাদি প্রদানে মাঙ্গল্য ও আশীর্ব্বাদ অনুষ্ঠান করিলে ঐ অরণিদ্বয়কে যজমান ও তাঁহার পত্নী কোন পীঠের উপর রাখিয়া দেন। তাহার পর গার্হপত্য-আগারে সমস্ত রাত্রির জন্য যজমানকে স্বকীয় বা পরকীয় একটি ছাগল বাঁধিয়া রাখিতে হয়। অথবা ইহা না বাঁধিলেও হয়। বদ্ধ ছাগলটি যদি যজমানের নিজের হয়, তবে তিনি প্রাতঃকালে কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইলে তাহা আগ্নীধ্রকে প্রদান করিবেন।

অনন্তর সূর্য্য অস্তমিত হইবার পর অধ্বর্য্যু রক্তরাগরঞ্জিত বৃষচর্ম্মের উপর চারিটি তণ্ডুলপাত্র স্থাপন করেন, ও ইহার প্রত্যেকটিতে তিন প্রসৃতি-পরিমাণ (যাহাতে এক জনের পূর্ণ আহার হইতে পারে) তণ্ডুল নিক্ষেপ করেন। ইহার পর ঐ সমস্ত তণ্ডুলকে একটি স্থালীতে ঢালিয়া ও দুইবার তাহা ক্ষালন করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থালীতে অগ্নিতে চাপাইয়া পাক করেন। এই পক্ক অন্নের নাম চাতুষ্প্রাশ্য ওদন, অর্থাৎ যে অন্নকে চারিজনে ভোজন করিতে পারেন। ব্রহ্মা-প্রভৃতি চারিজন ঋত্বিক্ ইহা ভক্ষণ করেন বলিয়া এই ওদনকে ব্রহ্মৌদন নামেই সাধারণত অভিহিত করা হয়। অন্ন পক্ক হইলে তাহা নামাইয়া তাহার মধ্যে একটি গর্ত্ত করিতে হয়, এবং সেই গর্ত্তে ঘৃত ঢালিয়া ঐ ঘৃতের দ্বারা প্রাদেশপ্রমাণ তিন খানি অশ্বত্থ কাষ্ঠের সমিৎ লিপ্ত করিয়া লইতে হয়, এবং তিনি তাহা হস্তে করিয়া ক্রমশ মন্ত্রবিশেষ পাঠপূর্ব্বক স্থাপিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অনন্তর যজমান ব্রহ্মা-প্রভৃতি চারিজন ঋত্বিকের যথাক্রমে পাদ প্রক্ষালন করিয়া দেন, এবং তাঁহাদিগকে উপবেশন

১। তিনি এই-এই (বিভিন্ন-বিভিন্ন দ্রব্য বা স্থান) হইতে স ম্ভ র ণ (সংগ্রহ) করেন বলিয়া সম্ভারসমূহের নাম স ম্ভা র হইয়াছে; যেখানে যেখানে অগ্নির (কোন তেজ) নিলীন থাকে, তিনি তাহা তাহা হইতেই সংগ্রহ করেন। তিনি একটিকে (হিরণ্যকে) সংগ্রহ করিয়া যশের দ্বারা, একটিকে (ক্ষারমৃত্তিকা) সংগ্রহ করিয়া পশুসমূহের দ্বারা, এবং একটিকে (জলকে) সংগ্রহ করিয়া মিথুনের দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) সমৃদ্ধ করেন।[২]

করাইয়া ও গন্ধমাল্যাদির দ্বারা অর্চনা করিয়া ঐ অন্ন ভোজন করিতে অনুরোধ করেন, এবং তাঁহারাও তাহা ভোজন করেন।

(চা তু প্রা শ্য ও দ ন সম্বন্ধে বিধানান্তরও আছে। এই মতে আধান-দিবসের পূর্ব্বে এক বৎসর যাবৎ প্রতিদিন পূর্ব্বোক্ত রীতিতে ঐ অন্ন পাক করিয়া পূর্ব্ববৎ অগ্নিতে সমিৎ প্রক্ষেপ করিতে হয়। বৎসর পূর্ণ হইলে সমস্ত বৎসর ধরিয়া সমিৎ প্রক্ষেপ দ্বারা সংস্কৃত ঐ অগ্নি হইতেই আহবনীয়াদি অগ্নিত্রয় আহিত হইয়া থাকে। বিনা অরণিতে অগ্নি আধান করিতে হইলেই এই বিধান মানা হয়)।

যজমান ও তাঁহার পত্নী সেই রাত্রিতে জাগরণ করিবেন এবং স্থাপিত অগ্নিকে কাষ্ঠখণ্ড অথবা গোময়-পিণ্ড (ঘুঁটে) দ্বারা জ্বলন্ত রাখিবেন। তাঁহারা পরিহিত বসনযুগল রাত্রিতে প্রক্ষালন করিয়া শুখাইবার জন্য প্রসারণ করিয়া দিবেন, এবং প্রত্যুষ সময়ে স্নান করিয়া পুনর্ব্বার তাহা পরিবেন। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে অরুণোদয়কালে অধ্বর্য্যু স্নান করিয়া সেই স্থাপিত অগ্নিকে প্রযত্নে উপশান্ত করিবেন, অথবা যদি এই অগ্নিকেই দ ক্ষি ণ, বা অ ন্বা হা র্য্য প চ ন-রূপে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে সেই স্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া দক্ষিণ দিকে কোন এক সুগুপ্ত স্থানে রাখিয়া দিবেন। অনন্তর অধ্বর্য্যুর আদেশানুসারে যজমান পূর্ণাহুতিহোমপর্য্যন্ত বাক্‌সংযম করিয়া থাকেন, এবং অধ্বর্য্যু বক্ষ্যমাণ প্রথম ব্রাহ্মণে বর্ণিত ক্রমের অনুসরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

২। অগ্নির ধর বা কুণ্ডকে কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য এই প্রণালী অবলম্বিত হয়—গার্হপত্য অগ্নির কুণ্ডে পূর্ব্বদিন যে অগ্নি স্থাপন করা হইয়াছিল, পরদিন অধ্বর্য্যু তাহা উপশান্ত বা স্থানান্তরে রক্ষিত করিয়া রাখেন, ইহা উক্ত হইয়াছে (১ম টীকা ৪র্থ পৃ·)। অধ্বর্য্যু ঐ অগ্নিকুণ্ডে পঞ্চবিধ ভূমি-সংস্কার করিয়া প্রথমে তিনটি রেখা অঙ্কিত করেন, এবং তাহা জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া ঐ কুণ্ডের মধ্যে এক খণ্ড স্বর্ণ ('হিরণ্যশকল') ফেলিয়া তদুপরি ক্ষারমৃত্তিকা (লোণামাটি, 'উষ') ও ইন্দুরের মাটি ('আখুৎকর') ফেলেন, এবং ঐ ইন্দুরের মাটির দ্বারা কুণ্ডটিকে বৃত্তাকার করেন, ইহার ক্ষেত্রফল এক অরত্নিপ্রমাণ হইবে। কুণ্ড বৃত্তাকার হইলে তাহার চারিদিকে ৫০ পঞ্চাশ খানি কাঁকর ('শর্করা') দিতে হয়। এই স্থলে আহবনীয় ও গার্হপত্যের কুণ্ডের মধ্যদেশ সংস্কৃত করিতে হয়। এই পাঁচটি দ্রব্য অর্থাৎ জল, হিরণ্য, ক্ষারমৃত্তিকা, ইন্দুরমৃত্তিকা, ও শর্করা স ম্ভা র নামে উক্ত হয়। এস্থানে এই সম্ভার-শব্দেরই ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে, ও তাহাদের প্রয়োজন বর্ণিত হইতেছে। "স ম্ভ র ণ (সংগ্রহ)

২। অনন্তর তিনি (অধ্বর্য্যু, গার্হপত্য অগ্নির কুণ্ডে স্ফ্য দ্বারা তিনটি) রেখা অঙ্কিত করেন। এই পৃথিবীর উপর যে দাঁড়ান যায়, বা নিষ্ঠীবন ফেলা যায়, তাহাই তিনি ইহা দ্বারা বিনষ্ট করেন; এবং তাহার পর যজ্ঞার্হ পৃথিবীতেই (অগ্নিকে) আধান করেন; তিনি সেই জন্যই রেখা অঙ্কিত করিয়া থাকেন।

৩। অনন্তর তিনি (সেই রেখাত্রয়কে) জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করেন, তিনি যে জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করেন, তাহাই জল সংগ্রহ (করিবার উদ্দেশ্য)। তিনি যে জল সংগ্রহ করেন তাহার (অপর) কারণ এই যে, জল অন্ন; জল অন্নই, এবং সেই জন্য যখন এই লোকে জল আগমন করে, তখন ভোজনীয় অন্ন জাত হইয়া থাকে। অতএব তিনি ইহা দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) ভোজনীয় অন্নের দ্বারাই সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন।

৪। জল ('আপ', স্ত্রীং) স্ত্রী, এবং অগ্নি যুবা; অতএব তিনি ইহাতে উৎপাদক মিথুনের দ্বারাই ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত (বিশ্ব) জলের দ্বারা ব্যাপ্ত ('আপ্ত'), এবং তিনি ইহাকে জলের দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়া ('আপ্ত্বা') আধান করেন, [৩] এবং সেই জন্য জলকে সংগৃহীত করেন।

৫। অনন্তর তিনি হিরণ্য সংগ্রহ করেন। অগ্নি জলের ('আপ্', স্ত্রীং) সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছিলেন যে, 'আমি ইহার দ্বারা মিথুনবান্ হইব।' তিনি তাহার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন, ও তাহাতে রেত সেচন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে হিরণ্য (উৎপন্ন) হইয়াছিল। সেই জন্যই ইহা (হিরণ্য) অগ্নিসঙ্কাশ; কারণ, ইহা অগ্নির রেত; এবং সেইজন্যই (লোকেরা হিরণ্যকে) জলের মধ্যে পাইয়া থাকে, কেননা, তিনি জলের মধ্যেই (রেত) সেচন করিয়াছিলেন। সেইজন্য ইহা দ্বারা (কেহ কিছু) ধৌত করে না, এবং কোন (কার্য্যও) করে না।[৪] (হিরণ্য) যশঃস্বরূপ,

করেন"; কাহাকে সংগ্রহ করেন? সায়ণ এস্থানে বলেন—হিরণ্য প্রভৃতি তত্তৎ দ্রব্যসমূহ হইতে তাহাদেরই একদেশ সংগ্রহ করা হয়, এবং সেই জন্যই যাহা সম্ভরণ বা সংগ্রহ করা যায়, তাহার নাম স ম্ভা র। অনুবাদ সায়ণানুসারে।

৩। দ্রষ্টব্য—১. ১. ১. ১৪। এস্থানে জলবাচী 'অপ্, ("আপঃ")' শব্দের ও প্রাপ্ত্যর্থক √অপ্ ধাতুর সাদৃশ্য দেখিয়া এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

৪। হিরণ্য বা স্বর্ণের উৎপত্তি-বিবরণ পুরাণসমূহেও বর্ণিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড, ১৩১. ৩৩-৩৭। "পুরা নিজাশ্রমাস্থানাং সপ্তর্ষীণাং জিতাত্মনাম্। পত্নীর্বিলোক্য লাবণ্যলক্ষ্মীসম্পন্নযৌবনাঃ॥ কন্দর্পদর্পবিধ্বস্তচেতসো জাতবেদসঃ। পতিতং তদ্ধরাপৃষ্ঠে

কেননা, তাহা দেবতার রেত ; তিনি ইহাতে যশেরই দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে সমৃদ্ধ করেন, এবং সমগ্র অগ্নিকে রেতোযুক্তই করেন।[৫] তিনি সেই জন্য হিরণ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

৬। অনন্তর তিনি ক্ষারমৃত্তিকাসমূহ (লোণামাটী, 'ঊষ') সংগ্রহ করেন। ঐ দ্যৌ এই পৃথিবীকে এই (ক্ষারমৃত্তিকারূপ) পশুগুলিকে প্রদান করিয়াছিলেন ; সেই জন্য (লোকেরা) ঊষর স্থানকে পশুহিতকর বলিয়া থাকে। ইহারা (ক্ষারমৃত্তিকাসমূহ) সাক্ষাৎ পশুই ; সেইজন্য তিনি ইহাতে পশুসমূহের দ্বারাই ইহাকে (অগ্নিকে) সমৃদ্ধ করেন।[৬] তাহারা (ক্ষার-মৃত্তিকারূপ পশুসমূহ) ঐ (দ্যুলোক) স্থান হইতে আগমন করিয়া এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; এই জন্য (তাঁহারা) ইহাকে এই দ্যৌ ও পৃথিবীর রস বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। অতএব তিনি ইহাতে এই দুই-এর রসের দ্বারাই ইহাকে (অগ্নিকে) সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন। তিনি সেইজন্যই ক্ষারমৃত্তিকাসমূহ সংগ্রহ করেন।

৭। অনন্তর তিনি আখুকরীষ (ইঁদুরের মাটী) সংগ্রহ করেন। ইঁদুরেরা এই পৃথিবীর রসকে জানে, এবং সেইজন্য তাহারা এই পৃথিবীর অধোধঃ প্রদেশে বিবর করিয়া স্থূলতম হয়, কেননা, তাহারা এই পৃথিবীর রসকে জানে। যে স্থানে তাহারা এই পৃথিবীর রসকে জানিতে পারে, সেইখানেই উৎক্ষিপ্ত করে। অতএব তিনি ইহাতে এই পৃথিবীর রসের দ্বারাই ইহাকে (অগ্নিকে) সমৃদ্ধ করেন। তিনি সেই জন্যই আখুকরীষ সংগ্রহ করেন। যে ব্যক্তি শ্রী প্রাপ্ত হয়, (লোকেরা) তাহাকে পু রী ষ্য বলিয়া থাকে, এবং পু রী ষ ও ক রী ষ সমান, অতএব তাহা ইহারই (অগ্নিরই শ্রী) প্রাপ্তির জন্য।[৭] তিনি সেই জন্য আখুকরীষ সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

রেতস্তু হেমতামগাৎ ॥"—গরুড়পুরাণ, শব্দকল্পদ্রুম, সুবর্ণশব্দ। এই জন্য অগ্নির অপর নাম হি র ণ্য-রে তাঃ। দ্রঃ—বামনপুরাণ, ৫৪ অধ্যায় ; মহাভারত, আনুশাসনিক পর্ব্ব, ৮৪-৮৫ অধ্যায় ; '"অগ্নির্বৈ সকলা দেবাঃ সুবর্ণন্তু তদাত্মকং। তস্মাৎ সুবর্ণং দদতা দত্তাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥" তস্মাৎ তৎ পদাদৌ ন ধার্য্যম্' ইতি শুদ্ধিতত্ত্বে রঘুনন্দন।

৫। ১ম কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

৬। ১ম কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

৭। সায়ণ বলেন—শ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তি যখন পু রী ষ্য বলিয়া উক্ত হন, তখন বুঝা যায় যে শ্রীপ্রাপ্তির

৮। অনন্তর তিনি শর্করাসমূহ (কাঁকর) সংগ্রহ করেন। দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য ; তাঁহারা উভয়েই স্পর্দ্ধা করিয়া ছিলেন। তখন এই পৃথিবী পদ্মপত্রের ন্যায়[৮] চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং এতাদৃশ ইহাকে বায়ু (যেন) সঞ্চালিত করিয়াছিল ; ইহা (পৃথিবী, একবার) দেবগণের নিকটে গমন করিয়াছিল, এবং (একবার) অসুরগণের নিকটে গমন করিয়াছিল। ইহা যখন দেবগণের নিকট গমন করিয়াছিল—

৯। তখন তাঁহারা বলিয়াছিলেন—'অহো ! আমরা এই (পৃথিবীরূপ) প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ়তর করিব ! এবং ধ্রুব ও অশিথিল ইহাতে আমরা অগ্নিকে স্থাপিত করিব ও তাহাতেই শত্রুগণকে ইহার ভাগরহিত করিব !'

১০। তদনুসারে, লোকে যেমন (আর্দ্র) চর্ম্মকে (বিস্তৃত করিয়া চারি দিকে) শঙ্কু (গোঁজ) দ্বারা বিদ্ধ করে, তাঁহারাও এইরূপ শর্করাসমূহের দ্বারা (পৃথিবীরূপ) এই প্রতিষ্ঠাকে চারিদিকে দৃঢ় করিয়াছিলেন। (তাহাতেই) এই প্রতিষ্ঠা ধ্রুব ও অশিথিল হইয়াছিল, এবং সেই ধ্রুব ও অশিথিল প্রতিষ্ঠাতে তাঁহারা অগ্নিদ্বয়কে স্থাপিত করিয়াছিলেন, ও তাহা দ্বারাই শত্রুগণকে ইহাতে ভাগরহিত করিয়াছিলেন।[৯]

১১। তিনি সেই প্রকারেই ইহা দ্বারা এই প্রতিষ্ঠাকে শর্করাসমূহের দ্বারা চারিদিকে দৃঢ় করেন, এবং দৃঢ় ও অশিথিল ইহাতে অগ্নিদ্বয়কে স্থাপন করেন,

হেতু পু রী ষ (ধূলামাটী) ; এবং পু রী ষ ও ক রী ষ অভিন্নার্থক বলিয়া বলিতে হইবে যে, করীষ শ্রী-প্রাপ্তির হেতু ; অতএব করীষসংগ্রহের দ্বারা অগ্নি শ্রীপ্রাপ্ত হয়।

৮। 'পুষ্কর পর্ণ'।

৯। তুলঃ—তৈ. ব্রা. ১. ১. ৩. ৫। তৈত্তিরীয় সংহিতা অনুসারে সম্ভার চতুর্দ্দশটি হইয়া থাকে, সাতটি পা র্থি ব (পৃথিবীসম্ভব), এবং সাতটি বা ন স্প ত্য (বৃক্ষসম্ভব), অথবা উভয়বিধই পাঁচ-পাঁচটি হয় ; অথবা পার্থিব বেশী মাত্রায় হয়, বানস্পত্য অল্প মাত্রায় (আপ. শ্রৌ. ৫. ১. ৫)। সপ্ত পার্থিব সম্ভার যথা—সিকতা (বালি), ক্ষারমৃত্তিকা, আখুকরীষ, বল্মীকবপা (উই পোকার মাটি), সূদ (পাঁক, শুষ্ক হয় না এরূপ জলাশয়ের মাটী ; বরাহবিহত মৃত্তিকা ?) শর্করা ও হিরণ্য। সপ্ত বানস্পত্য যথা অশ্বত্থ, উডুম্বর, পলাশ, শমী, বিকঙ্কত ও অশনিহত বৃক্ষ (অশনিহত বৃক্ষের অভাবে শীতহত বা বাতহত বৃক্ষ লইতে পারা যায়—বৌধায়ন)—এই সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ ও পুষ্করপর্ণ (পদ্মপত্র ?)। দ্রঃ—তৈ. ব্রা. ১. ১. ৩. ইত্যাদি ; আপ. শ্রৌ. ৫. ১. ৪—৫. ২. ৪।

ও তাহা দ্বারাই শত্রুগণকে ইহাতে ভাগরহিত করেন। তিনি সেই জন্য শর্করা-সমূহকে সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

১২। তিনি (পূর্ব্বোক্ত) এই পাঁচটি সম্ভার সংগ্রহ করেন, কেননা, যজ্ঞ পঞ্চাবয়ব, পশু পঞ্চাবয়ব, এবং সংবৎসরের ঋতু পঞ্চ।[১১]

১৩। তদ্বিষয়ে কেহ কেহ বলেন—'সংবৎসরের ঋতু ছয়টিই।' তাহা হইলে উৎপাদক মিথুনকে ন্যূন করা হয়, কিন্তু ন্যূন হইতেই এই প্রজাসমূহ জাত হয়; এবং উত্তর কালে তাহা কল্যাণ হয়। অতএব (সম্ভার) পাঁচটি হইয়া থাকে। যদি সংবৎসরের ঋতু ছয়ই হয়, তবে অগ্নিই ইহাদের (সম্ভারসমূহের) ষষ্ঠ হইবে, এবং তাহা হইলেই ইহা অন্যূন হয়।"

১৪। কেহ কেহ এখানে বলিয়া থাকেন—'একটিও সম্ভার সংগ্রহ করিবে না।' কেননা, (তাঁহারা বলেন—) 'এই সমস্তই (সম্ভার) পৃথিবীতে রহিয়াছে, অতএব, তিনি যখন ইহাতে (পৃথিবীতে) আধান করেন, তখন সমস্ত সম্ভারকেই প্রাপ্ত হন। অতএব একটিও সম্ভার সংগ্রহ করিবে না।' কিন্তু তিনি সংগ্রহ করিবেনই; কেননা, তিনি যখন আধান করেন, তখন সমস্ত সম্ভারকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু যদি সংগৃহীত সম্ভার সমূহের দ্বারা তাহার (আধান) হইয়া থাকে, তবেই তাহা (আধান, যথার্থত) হয়। অতএব তিনি সংগ্রহ করিবেনই।

১০। দ্রঃ—১. ১. ১. ১৬; ৫. ৫. ৮।

১১। হেমন্ত ও শিশিরকে একত্র ধরিয়া (ঐ. ব্রা. ১. ১. ২. ১) পাঁচ ঋতু গণনা করা হয়। যাঁহারা বলেন যে, ঋতু ছয়, তাঁহাদের মত অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, ছয়টি ঋতুতে মিথুন পূর্ণ হয়—ছয়টি ঋতুতে তিনটি মিথুন হয়, এবং তাহা উৎপাদক হইতে পারে। ঋতুর সাদৃশ্যে সম্ভার গ্রহণে ছয়টি সম্ভারই লওয়া উচিত. কেননা, তাহা হইলেই মিথুন পূর্ণ-অন্যূন হইবে, এবং সেই অন্যূন মিথুনই উৎপাদক হইতে পারে। কিন্তু বস্তুত পাঁচটি মাত্র সম্ভার থাকায় মিথুন ন্যূন হইয়া পড়িতেছে; এই ন্যূন মিথুন উৎপাদক হইতে পারে না। ইহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে, প্রকৃত বিষয়ে পাঁচটি সম্ভার হইলেও কোন ক্ষতি হয় না। ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ন্যূন হইলেও তাদৃশ মিথুন হইতে প্রজা উৎপন্ন হইতে পারে, এবং তাহা ভবিষ্যতে মঙ্গল হয়। সায়ণ বলিয়াছেন—স্ত্রী-পুরুষের বীর্য্যের পরস্পর ন্যূনতায় স্ত্রী-পুরুষ-লক্ষণ অপত্য হইয়া থাকে; অতএব পাঁচটি সম্ভার হওয়ায় যে মিথুনের ন্যূনতা হয়, তাহা ভবিষ্যতে মঙ্গল হয়। এইরূপে সম্ভারের পঞ্চসংখ্যাত্ব প্রশংসা করিয়া পরে প্রকারান্তরে আবার তাহা সমর্থন করিতেছেন যে, ছয় সংখ্যার আবশ্যক হইলে অগ্নিই তাহা পূর্ণ করিবে।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[১ কৃত্তিকানক্ষত্রে গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নিকে আধান করিবার বিধি, কৃত্তিকা অগ্নির নক্ষত্র; —২ অন্যান্য নক্ষত্র অপেক্ষা কৃত্তিকা বহুতর নক্ষত্রের সমষ্টিরূপ বলিয়া তাহা বহুতম, তাহাতে আধান করিলে বহুত্ব লাভ হয়;—৩ কৃত্তিকায় আধানের অপর যুক্তি, কৃত্তিকা পূর্ব্ব দিক্ হইতে সরিয়া যায় না, অন্যান্য নক্ষত্র পূর্ব্ব দিক্ হইতে সরে,—৪ কেহ কেহ বলেন কৃত্তিকায় আধান উচিত নহে, তাঁহাদের যুক্তি;—৫ এই মত খণ্ডন করিয়া পূর্ব্ব মতের স্থাপন;—৬ রোহিণী নক্ষত্রে আধানের বিধান ও তাহার যুক্তি;—৭ ঐ বিধির অর্থবাদ;—৮ মৃগশিরা নক্ষত্রে আধানের বিধান; —৯ মতান্তরে তাহার নিষেধ;—১০ তাহার খণ্ডন ও পূর্ব্ব মতের স্থাপন, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে পুনরাধেয় বিধান;—১১ ফল্গুনী নক্ষত্রে আধানের বিধান ও তাহাতে যুক্তি;—১২ হস্তা নক্ষত্রে আধানের বিধান ও সমর্থন;—১৩-১৭ চিত্রায় আধানের বিধান, দেবাসুর-সম্বন্ধ আখ্যায়িকার দ্বারা ঐ বিধির সমর্থন, চিত্রাশব্দের ব্যুৎপত্তিপ্রদর্শন, আদিত্য ও নক্ষত্র শব্দের অর্থনির্ব্বচন, নক্ষত্রসমূহ পূর্ব্বে সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় ছিল;—১৯ সূর্য্যোদয় হইলে আধান বিধেয়, রাত্রিতে নহে।]

১। তিনি কৃত্তিকায়[১] অগ্নিদ্বয়[২] আধান করিবেন; কেননা, এই যে কৃত্তিকা, ইহাই অগ্নির নক্ষত্র;[৩] যিনি অগ্নির নক্ষত্রে অগ্নিদ্বয়কে আধান করেন, (তাঁহার) তাহা সদৃশ (করা) হয়; অতএব তিনি কৃত্তিকায় অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন।

২। অন্য নক্ষত্রসমূহ একটি, দুইটি, তিনটি, বা চারিটি (নক্ষত্র লইয়া, অতএব অল্পতর), আর এই যে কৃত্তিকা, ইহা বহুতম;[৪] তিনি ইহাতে

১। মূলে এখানে বহুবচন আছে ("কৃত্তিকাঃ"); কৃত্তিকা অগ্নিশিখাসদৃশ (কাহারো কাহারো মতে ক্ষুরসদৃশ) ছয়টি নক্ষত্রের সমষ্টিরূপ বলিয়া ঐ শব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হয়। ইহা একবচনেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। আহবনীয় ও গার্হপত্য।

৩। কৃত্তিকানক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা অগ্নি; "এতদ্বা অগ্নের্নক্ষত্রং যৎ কৃত্তিকাঃ"—তৈ. ব্রা. ১. ১. ২. ১।

৪। কৃত্তিকা ভিন্ন অপর নক্ষত্রসমূহের কোন কোনটিতে একটি, দুইটি, তিনটি, বা চারিটি নক্ষত্র থাকে; যথা, আর্দ্রাপ্রভৃতির একটি, ফল্গুনীপ্রভৃতির দুইটি, অশ্বিনীপ্রভৃতির তিনটি, এবং পুনর্ব্বসুপ্রভৃতির চারিটি। অল্প নক্ষত্র অধিষ্ঠান হওয়ায় অন্যান্য নক্ষত্র অল্পতর, আর কৃত্তিকায় ছয়টি নক্ষত্র অধিষ্ঠান হওয়ায় তাহা বহুতম বা ভূয়িষ্ঠ।

বহুত্বেরই নিকটে গমন করেন; এবং সেই জন্য তিনি কৃত্তিকায় আধান করিবেন।

৩। ইহাই (কৃত্তিকা) পূর্ব্ব দিক্ হইতে চ্যুত হয় না, অপর সমস্ত নক্ষত্র পূর্ব্ব দিক্ হইতে চ্যুত হইয়া থাকে;[৫] ইহাতে তাঁহার (অগ্নিদ্বয়) পূর্ব্ব দিকে আহিত হয়; এবং সেই জন্য তিনি কৃত্তিকায় আধান করিবেন।

৪। অনন্তর (কাহারো কাহারো মতে) তিনি যে কারণে কৃত্তিকায় আধান করিবেন না, (তাহা উক্ত হইতেছে)—পূর্ব্বে ইহা (কৃত্তিকা) ঋক্ষগণের পত্নী ছিল; পূর্ব্বে সপ্তর্ষিগণ ঋক্ষ বলিয়া কথিত হইতেন; কিন্তু ইহা (নিজের পতির সহিত) মিথুন হওয়া সম্বন্ধে ঋদ্ধিহীন হইয়াছিল, কেননা, ঐ সপ্তর্ষিগণ উত্তর দিকে উদিত হন, এবং ইহা পূর্ব্ব দিকে উদিত হয়। যে ব্যক্তি (নিজের স্ত্রীর সহিত) মিথুন হওয়া সম্বন্ধে ঋদ্ধিহীন হন, তাঁহার তাহা শুভ নহে; পাছে তিনি মিথুন হওয়া সম্বন্ধে ঋদ্ধিহীন হইয়া পড়েন, সেই জন্য কৃত্তিকায় আধান করিবেন না।

৫। কিন্তু তিনি তাহাতেই আধান করিবেন; কেননা, অগ্নিই ইহার মিথুন (মিথুনত্বসম্পাদক), এবং মিথুন অগ্নি দ্বারা ইহা সমৃদ্ধ; সেই জন্য তিনি (তাহাতে) আধান করিবেনই।

৬। তিনি রোহিণীতে অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন। প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া রোহিণীতেই অগ্নিদ্বয়কে আধান করিয়াছিলেন; তিনি প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং ইঁহার সৃষ্ট প্রজাসমূহ রোহিণীগণের ন্যায় একরূপ ও স্থির হইয়া অবস্থান করিয়াছিল। রোহিণীর (নক্ষত্রের) ইহাই রোহিণীত্ব।[৬] যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানিয়া রোহিণীতে আধান করেন, তিনি প্রজা ও পশুসমূহে বহু হইয়া উঠেন।

৫। কৃত্তিকা নক্ষত্র উত্তর বা দক্ষিণ দিকে সরিয়া না গিয়া সর্ব্বদা পূর্ব্ব দিকেই থাকে। অপর নক্ষত্র এরূপ নহে।

৬। "একরূপা উপস্তব্ধাস্তস্থু রোহিণ্য ইব;" সায়ণ ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"একরূপা অবিচ্ছিন্নপ্রবাহাঃ," অর্থাৎ যাহাদের প্রবাহ অর্থাৎ সন্ততি বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায়; "উপস্তব্ধাঃ প্রাপ্তবন্ধগতয়ো বিনাশরহিতাঃ পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ," অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদিরূপে বর্ত্তমান থাকায় যাহাদের বিনাশ নাই। রোহিণীশব্দের অর্থ গাভী; এবং এস্থলে তাহা অসঙ্গত নহে। গাভী যেমন সন্তান-

৭। 'আমরা মনুষ্যগণের কামনাকে' প্রাপ্ত হইব' এই মনে করিয়া পশুগণ রোহিণীতে অগ্নিদ্বয় আধান করিয়াছিল, এবং তাহারা মনুষ্যগণের কামনাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। যিনি এইরূপ জানিয়া রোহিণীতে আধান করেন, তিনি, পশুগণ তখন মনুষ্যগণের মধ্যে যে কামনাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, পশুগণের মধ্যে সেই কামনাকে প্রাপ্ত হন।

৮। তিনি মৃগশীর্ষে (মৃগশিরায়) অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন। এই যে মৃগশীর্ষ, ইহা প্রজাপতির শির (মস্তক)৮; শির শ্রীস্বরূপই, কেননা শির শ্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ; সেই জন্য যে ব্যক্তি গ্রামাদির শ্রেষ্ঠ হয়, (লোকেরা) তাহাকে বলিয়া থাকে যে, 'অমুক অমুক-গ্রামাদির শির।'* যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া মৃগশীর্ষে আধান করেন, তিনি শ্রী প্রাপ্ত হন।

৯। অনন্তর তিনি (কাহারো কাহারো মতে) যে কারণে মৃগশীর্ষে আধান করিবেন না (তাহা উক্ত হইতেছে)—১০ ইহা (মৃগশীর্ষ) প্রজাপতির শরীর; উক্ত হইয়া থাকে, তাঁহারা (দেবগণ) যখন ইহাকে ত্রিকাণ্ড১১ ইষু দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি এই শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন। (আত্মহীন)

সন্ততির প্রবাহে বিনাশরাহিত হইয়া থাকে, প্রজাসমূহও সেইরূপ। এবং ইহাই রোহিণী নক্ষত্রের রোহিণীত্ব—রোহিণীর ধর্ম্ম, অর্থাৎ রোহণের অর্থাৎ প্রজা ও পশুসমূহের সাধনস্বরূপত্ব। সায়ণ বলেন—স্বর্গাদি আরোহণের সাধনভূত।

৭। "কামং;" অর্থাৎ আমরা যেন মনুষ্যগণের কামনার বিষয় হইতে পারি, তাহারা যেন আমাদিগকে কামনা করে।

৮। পুরাকালে প্রজাপতি মৃগরূপ ধারণ করিয়া মৃগীরূপধারিণী নিজের দুহিতাতে গমন করেন। দেবগণ ইহা জানিয়া অকার্য্যকারী প্রজাপতির শিরশ্ছেদনের জন্য এক ক্রোধময় পুরুষ সৃষ্টি করেন। সে ইষু দ্বারা প্রজাপতির মস্তক ছেদন করে, তখন সেই মৃগের শরীর ও শির অন্তরীক্ষে উঠিয়া নক্ষত্র-রূপ ধারণ করে। দ্রষ্টব্য—১.৬.২.১, ১ টীকা; ঐ. ব্রা. ৩.৩.৯।

৯। দ্রঃ—১.৪.১.৫।

১০। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ-মতে।

১১। পত্র (পাখা), দারু ও শল্য-রূপ অবয়বত্রয়-বিশিষ্ট,—সায়ণ; ইনি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (৩.৩.৯) ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"অনীকং, শাল্যঃ, তেজনম্, ইত্যবয়বত্রয়োপেতা।"

শরীর শূন্যস্থানস্বরূপ (অথবা বাসভূমিস্বরূপ, 'বাস্তু'), এবং অযজ্ঞিয় ও নির্বীর্য্য।[১২] সেই জন্য তিনি মৃগশীর্ষে আধান করিবেন না।

১০। কিন্তু তিনি তাহাতেই আধান করিবেন; কেননা, এই দেব প্রজাপতির শরীর শূন্যস্থানস্বরূপ নহে, এবং অযজ্ঞিয় (ও নির্বীর্য্য) নহে।[১৩] সেইজন্য তিনি (মৃগশীর্ষে) আধান করিবেনই। তিনি পুনর্বসুদ্বয়ে পু ন রা ধে য়[১৪] আধান করিবেন।

১১। তিনি ফল্গুনীসমূহে[১৫] অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন। এই ফল্গুনীসমূহ ইন্দ্রের নক্ষত্র[১৬], এবং ইহার প্রতিনাম বিশিষ্ট; কেননা, ইন্দ্র অ র্জ্জু ন নামে (অভিহিত হন)[১৭]; ইহা ইঁহার গুহ্য নাম, এবং ইহারাও (ফল্গুনীসমূহ)

১২। অর্থাৎ প্রজাপতি শরীর ত্যাগ করায় ঐ আত্মহীন শরীরের কোন কার্য্যকারিত্ব থাকে না, তাহা নির্ব্বীর্য্য হয়, এবং সেইজন্যই তাহা যজ্ঞের অযোগ্য।

১৩। "ন বা এতস্য দেবস্য বাস্তু ন যজ্ঞিয়ং ন শরীরমস্তি যৎ প্রজাপতেঃ"; এখানে তৃতীয় 'ন' এর সহিত কাহারো সম্বন্ধ পাওয়া যায় না; কিন্তু পরবর্ত্তি কণ্ডিকা আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, তাহার সহিত 'নির্বীর্য্য' পদের অধ্যাহার করা অসঙ্গত নহে। কাণ্বশাখার পাঠ ইহা সমর্থন করে:—"ন বৈ তস্য বাস্তু ন নির্বীর্য্যং নাযজ্ঞিয়মস্তি।"

১৪। অগ্নি আধান করিবার পর যদি এক বৎসরের মধ্যে আধানকারীর বিত্তমানাদির হানি হয়, বা পুত্রাদির মরণ হয়, বা কোন লাভ না হয়, তাহা হইলে সেই দুষ্ট অগ্নিদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার নূতন অগ্নি আধান করিতে হয়, এবং এই আধানের নাম পু ন রা ধে য়। দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ. ৪.১১.১-৫; শাঙ্খ্যা. শ্রৌ. ২.৫.১। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১.১.২.৩.) ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার সহিত উক্ত হইয়াছে যে, পুনর্বসুদ্বয়ে ঐ অগ্নি আধান করিলে আধানকারী পুনর্ব্বার বসু বা ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐ দুই নক্ষত্রে তাদৃশ আধান করিলে পুনর্ব্বার বসু প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়াই তাহাদের নাম পু ন র্ব্ব সু। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রদ্বয়াত্মক বলিয়া পু ন র্ব সু-দ্বয় ("পুনর্বস্বোঃ") উক্ত হইয়াছে। নক্ষত্রসমূহগণনাক্রমে পুনর্বসুনক্ষত্র পূর্ব্বোক্ত মৃগশীর্ষ ও বক্ষ্যমাণ ফল্গুনীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় প্রসঙ্গবশতঃ এখানে পু ন রা ধে য়-বিধি উক্ত হইয়াছে। পরে মূলেই (২.২.১) পুনরাধেয় সবিস্তর উক্ত হইয়াছে।

১৫। ফল্গুনী নক্ষত্র দুইটি, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী; আবার এই ফল্গুনীদ্বয় প্রত্যেকে নক্ষত্রদ্বয়াত্মক, এইজন্য 'ফল্গুনীসমূহ' ("ফল্গুনীষু") উক্ত হইয়াছে।

১৬। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১.১.২.৪) পূর্ব্বফল্গুনীদ্বয়কে অর্য্যমার ও উত্তরফল্গুনীদ্বয়কে ভগের বলা হইয়াছে।

১৭। এস্থলে সায়ণ বলেন—অর্জ্জুন, ইহা ইন্দ্রের রহস্য নাম, এইজন্য তৎপুত্র মধ্যম পাণ্ডবকেও তাহা বুঝাইয়া থাকে; এবং অর্জ্জুন ও ফল্গুন শব্দ পর্য্যায়।

অর্জ্জুনী নামে (কথিত)। তিনি ইহাদিগকে (ফল্গুনীসমূহকে) পরোক্ষভাবে ফল্গুনী বলেন, কেননা, ইঁহার গুহ্য নাম গ্রহণ করিতে কে সমর্থ? যজমান ইন্দ্র-স্বরূপ ; অতএব তিনি ইহাতে স্বকীয় নক্ষত্রে অগ্নিদ্বয় আধান করিয়া থাকেন। ইন্দ্র যজ্ঞের দেবতা, অতএব ইহাতেই তাঁহার এই অগ্ন্যাধেয় ইন্দ্রযুক্ত হয়। তিনি পূর্ব্ব (ফল্গুনী)-দ্বয়ে আধান করিবেন ; ইহাতে ইঁহার ক্রতু অগ্রসর হয়। তিনি উত্তর (ফল্গুনী)-দ্বয়ে আধান করিবেন ; কেননা, ইহা ইঁহার কল্যাণকর ও ভবিষ্যদ্-অভিবৃদ্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

১২। তিনি হস্তে (হস্তা-নক্ষত্রে) অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন ; কেননা, যিনি ইচ্ছা করিবেন যে, 'আমাকে (এই দান) প্রদত্ত হইবে', তাঁহার তাহা অনুষ্ঠানেরই দ্বারা (সম্পন্ন) হইয়া থাকে ; এবং হস্ত দ্বারা যাহা প্রদান করা যায়, তাহা তাঁহাকে প্রদত্ত হয়।[১৮]

১৩। তিনি চিত্রায় অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন। দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য। তাঁহারা পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ঐ লোকে অর্থাৎ দ্যুলোকে সমারোহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অনন্তর অসুরগণ রৌহিণ[১৯]-নামক অগ্নিকে (অগ্নিবেদিকে) এই মনে করিয়া চয়ন (গ্রন্থন) করিয়াছিলেন যে, 'আমরা ইহা দ্বারা ঐ লোকে সমারোহণ (√রুহ্) করিব।'

১৪। ইন্দ্র দেখিলেন যে, ইহারা (অসুরেরা) যদি ইহাকে (পূর্ব্বোক্ত অগ্নি-বেদিকে) চয়ন করে, তাহা হইলে তাহা দ্বারাই আমাদিগকে অভিভব করিবে। অনন্তর ইন্দ্র (নিজেকে) ব্রাহ্মণ বলিয়া একখানি ইষ্টক (ইষ্টকা) গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিলেন।

১৫। তিনি বলিলেন—'আমিও ইহা (ইষ্টক) স্থাপিত করিব!' তাহারা বলিল—'তাহাই হউক।' তিনি তাহা স্থাপিত করিলেন। তাহাদের অগ্নি (অগ্নিবেদি) অল্পের জন্য অসঞ্চিত ছিল।

১৬। অনন্তর তিনি (ইন্দ্র) বলিলেন 'আমার এখানে যাহা (যে ইষ্টক-খানি) আছে, তাহা আমি ফিরাইয়া লইব!' তিনি তাহা ধারণ করিয়া চালিত

১৮। এইজন্যই কাত্যায়ন বলিয়াছেন—"হস্তো লাভকামস্য" ; কা. শ্রৌ. ৪.৭.৩।

১৯। অর্থাৎ আরোহণের সাধনভূত।

করিলেন, এবং তাহা চালিত হওয়ায় অগ্নি (অগ্নিবেদি) বিশীর্ণ হইয়া পড়িল,[২০] এবং অগ্নি (অগ্নিবেদি) বিশীর্ণ হওয়ার পর অসুরগণ বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। (অনন্তর) তিনি (ইন্দ্র) সেই সমস্ত ইষ্টককে বজ্র করিয়া (তৎপ্রহারে তাহাদিগের) গ্রীবা ছেদন করিলেন।

১৭। দেবগণ সমাগত হইয়া বলিলেন—'আমরা চিত্র (বিস্মিত) ভাবে রহিয়াছি যে, এতগুলি শত্রুকে আমরা বধ করিতে পারিয়াছি!' ইহাই চিত্রার (অর্থাৎ চিত্রানক্ষত্রের) চিত্রাত্ব (অদ্ভুতস্বভাব)। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া চিত্রায় আধান করেন, তিনি চিত্র (বিস্মিত) ভাবে থাকেন; তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে বধ করেন, ও দ্বেষকরী শত্রুকে বধ করেন। অতএব ক্ষত্রিয়ই এই নক্ষত্রকে (আধানের জন্য) স্বীকার করিবেন; কেননা, ইনি প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে বধ করিতে ইচ্ছা করেন, বিজয় করিতে ইচ্ছা করেন।[২১]

১৮। এই (নক্ষত্র) সমুদয় পূর্ব্বে ঐ সূর্য্যের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন তেজ ('ক্ষত্র') ছিল। কিন্তু ইহা (সূর্য্য) উদিত হইতে হইতেই ইহাদের বীর্য্য ও তেজ

২০। কাণ্বশতপথে এই আখ্যায়িকাটি এইরূপ উক্ত হইয়াছে—অসুরগণ ও দেবগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন,...অনন্তর দেবগণ ভীত হইয়া ভাবিলেন যে, অসুরেরা যদি অগ্নিবেদি সম্পূর্ণ করিয়া ফেলে, তবে তাহারা আমাদিগকে পরাভব করিবে। ইন্দ্র তখন ব্রাহ্মণরূপে বৈদ্যুতরজ্জু দ্বারা এক খানি ইষ্টক বন্ধন করিয়া সেখানে উপস্থিত হন ও অসুরগণকে বলেন যে, আমিও ইহা অগ্নিবেদিতে চয়ন অর্থাৎ স্থাপন করিব, অসুরেরা তাহা স্বীকার করেন। ইন্দ্র সেই ইষ্টক স্থাপন করেন ও পরে টানিয়া লন, এবং তাহার পর তাহা বিশীর্ণ হইয়া যায়...।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ১. ২. ৫-৬) এই আখ্যায়িকাট আরও কিঞ্চিৎ কৌতুকপ্রদ—কালকঞ্জ নামে কতগুলি অসুর ছিল। তাহারা স্বর্গলোকের জন্য অগ্নিবেদি চয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকে এক-একটি করিয়া ইষ্টক স্থাপন করিতেছিল। এমন সময় ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপে আগমন করিয়া তাহাতে এক খানি ইষ্টক (ইষ্টকা) স্থাপন করেন ও বলেন যে, তাঁহার ইষ্টক খানির নাম চিত্রা। অসুরগণ স্বর্গলোকে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলে ইন্দ্র নিজের ইষ্টক খানি টানিয়া লইলেন, এবং সেই অসুরগণ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল,। যাহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, তাহারা ঊর্ণনাভ ("ঊর্ণাবভয়ঃ") নামক কীট হইল। অসুরগণের মধ্যে কেবল দুইজন স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিল, এবং তাহারা উভয়ে সেখানে কুকুর হইয়াছিল।

২১। "চিত্রায়াং ক্ষত্রিয়স্য"—কা. শ্রৌ. ৪.৭.৪।

('ক্ষত্র') আ দা ন (গ্রহণ, আ + √দা) করে; সেইজন্য ইহার নাম আ দি ত্য;[২২] কেননা, ইহা ইহাদের (নক্ষত্রসমূহের) বীর্য্য ও তেজ আ দা ন করে।

১৯। দেবগণ বলিয়াছিলেন—'সেই যাহারা পূর্ব্বে তেজ ('ক্ষত্র') ছিল, (এখন) আর তাহারা তেজ নহে ('ন-ক্ষত্র'); 'এবং ইহাই নক্ষত্র'; সমূহের ন ক্ষ ত্র ত্ব।[২৩] অতএব তিনি সূর্য্যরূপ নক্ষত্রে (আধান) করিবেন[২৪], কেননা ইহাই তাহাদের বীর্য্য ও তেজকে গ্রহণ করে। তিনি যদি নক্ষত্র কামনা করেন, তথাপি, এই যে সূর্য্য, ইহা নির্দ্দোষ নক্ষত্র; তিনি এই নক্ষত্রসমূহের নিকট যাহা কামনা করেন, এই পুণ্য দিনের দ্বারাই তাহা প্রাপ্ত হন; অতএব সূর্য্যরূপ(নক্ষত্রেই আধান) করিবেন।

২২। নিরুক্তে আদিত্য-শব্দের এই সকল নির্ব্বচন প্রদত্ত হইয়াছে:—"আদিত্যঃ কস্মাৎ? আদত্তে রসান্, আদত্তে ভাসো জ্যোতিষাং (এই দ্বিতীয় নির্ব্বচন শতপথের নির্ব্বচনের সহিত সমান), আদীপ্তো ভাসেতি বা, আদিতেঃ পুত্র ইতি বা।" নিরুক্ত, ২. ৪. ১।

২৩। নিরুক্তে (৩.৪.৩) উক্ত হইয়াছে—"নক্ষত্রাণি নক্ষতের্গতিকর্ম্মণঃ, 'নেমানি ক্ষত্রাণীতি' ব্রাহ্মণম্;' ", তুলনীয়—অত্রত্য দুর্গাচার্য্যবৃত্তি, "ন ক্ষরতে ক্ষীয়ত ইতি বা নক্ষত্রম্। ক্ষিয়ঃ ক্ষরতের্ব্বা ক্ষত্রমিতি নিপাত্যতে"—পাণিনি, ৬. ৩. ৭৫ কাশিকা।

২৪। "সূর্য্যনক্ষত্র এব স্যাৎ"; অর্থাৎ সূর্য্য যখন উদিত হয়, তখন আধান করিবেন, নক্ষত্র দৃশ্যমান থাকিতে আধান করিবেন না,—রাত্রিতে আধান করিবেন না।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[১ অগ্ন্যাধানে বসন্তাদি ঋতুর বিধানের জন্য ঋতু ও পক্ষপ্রভৃতির প্রশংসা, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা দেবস্বরূপ, শরৎ, হেমন্ত ও শিশির পিতৃস্বরূপ ;—২ ঋতুসমূহকে ঐরূপে জানিবার ফল ; —৩ উত্তরায়ণে সূর্য্য দেবগণের নিকটে, এবং দক্ষিণায়নে পিতৃগণের নিকটে যান ;—৪ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে আধানের ফল, উত্তরায়ণে আধান প্রশস্ত ;—৫ ব্রাহ্মণের বসন্তে, ক্ষত্রিয়ের গ্রীষ্মে, এবং বৈশ্যের বর্ষায় আধানের বিধি ;—৬ ব্রহ্মবর্চ্চসকামীর বসন্তে আধানবিধি ;—৭ তেজঃকামীর গ্রীষ্মে আধানবিধি ;—৮ সন্ততি ও পশুসমূহ কামনা করিলে বর্ষায় আধান করিতে হয় ,—৯ মতান্তরে যখন যজ্ঞের সময় উপস্থিত হইবে, তখনই আধান করা বিধেয়, কাল বিলম্ব উচিত নহে ।]

১। বসন্ত, গ্রীষ্ম, ও বর্ষা, এই ঋতুগুলি দেবগণ ("দেবাঃ") ; এবং শরৎ, হেমন্ত, ও শিশির, এই ঋতুগুলি পিতৃগণ ("পিতরঃ") ।[১] যে অর্দ্ধমাস (পক্ষ) আপূর্য্যমাণ (অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত) হয় (শুক্ল), তাহা দেবগণ ; এবং যাহা অপক্ষীয়-মাণ হয় (কৃষ্ণ), তাহা পিতৃগণ । দিবাই দেবগণ, এবং রাত্রি পিতৃগণ। আবার দিবার পূর্ব্বাহ্ণ দেবগণ, এবং অপরাহ্ণ পিতৃগণ ।

২। এই ঋতুসমূহ দেবগণ ও পিতৃগণ(-স্বরূপ)। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া তাহাদিগকে দেবগণ ও পিতৃগণ বলিয়া আহ্বান করেন, তাঁহার দেবা-হ্বানে দেবগণ আগমন করেন, ও পিতৃ-আহ্বানে পিতৃগণ আগমন করেন ; দেবগণ তাঁহাকে দেবাহ্বানে রক্ষা করেন, ও পিতৃগণ তাঁহাকে পিতৃ-আহ্বানে রক্ষা করেন।

৩। তাহা (সূর্য্য) যখন উত্তর দিকে আবর্ত্তন করে, তখন দেবগণের নিকট অবস্থিত হয়, এবং সেই সময়ে দেবগণকে অভিরক্ষিত করে। আর যখন দক্ষিণ দিকে আবর্ত্তন করে, তখন পিতৃগণের নিকট অবস্থিত হয়, এবং সেই সময়ে পিতৃগণকে অভিরক্ষিত করে।

৪। তাহা যখন উত্তর দিকে আবর্ত্তন করে, তখন তিনি অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন। দেবগণ পাপরহিত ; যিনি সেই সময়ে আধান করেন, তিনি

১। এস্থানে সায়ণ বলিয়াছেন—'বসন্তপ্রভৃতি ঋতুসমূহে দেবগণের সূর্য্য দর্শনহেতু দিন হয়, এজন্য তাহাদের (বসন্তাদির) তৎস্বরূপতা (দেবস্বরূপতা), এবং শরৎপ্রভৃতির তদ্বৈলক্ষণ্য থাকায় পিতৃরূপতা ।'

পাপকে অপহত করেন, এবং (যদিও) তাঁহার অমৃতত্বের আশা নাই, তথাপি তিনি সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন। আর যখন তাহা (সূর্য্য) দক্ষিণ দিকে আবর্ত্তন করে, সেই সময়ে যিনি আধান করেন, তিনি পাপকে অপহত করিতে পারেন না, কেননা, পিতৃগণ পাপরহিত নহেন। পিতৃগণ মর্ত্ত্য; অতএব যিনি সেই সময়ে আধান করেন, তিনি আয়ুর (পূর্ণতা হইবার) পূর্ব্বে মৃত হন।

৫। বসন্ত ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ-শক্তি, বা জাতি), গ্রীষ্ম ক্ষত্র (ক্ষত্রিয় শক্তি, বা জাতি), এবং বর্ষা (সাধারণ) প্রজা ("বিট্")। অতএব ব্রাহ্মণ বসন্তে আধান করিবেন, কেননা, বসন্ত ব্রহ্ম; অতএব ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মে আধান করিবেন, কেননা, গ্রীষ্ম ক্ষত্র; অতএব বৈশ্য বর্ষায় আধান করিবেন, কেননা, বর্ষা প্রজা।[২]

৬। যিনি কামনা করিবেন যে, 'আমি ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত হইব', তিনি বসন্তে আধান করিবেন, কেননা, বসন্ত ব্রহ্ম; তিনি (ইহাতে) ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত হইয়া থাকেন।

৭। আর যিনি কামনা করিবেন যে, 'আমি শ্রী ও যশের দ্বারা তেজঃস্বরূপ ("ক্ষত্র") হইব', তিনি গ্রীষ্মে আধান করিবেন, কেননা, তেজই গ্রীষ্ম; তিনি (ইহাতে) শ্রী ও যশের দ্বারা তেজঃস্বরূপই হইয়া থাকেন।

৮। আর যিনি কামনা করিবেন যে, 'আমি সন্ততি ও পশুসমূহে বহু হইয়া উঠিব', তিনি বর্ষায় আধান করিবেন; কেননা, প্রজাই বর্ষা, এবং প্রজাসমূহ-অর্থে অন্ন; যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া বর্ষায় আধান করেন, তিনি ইহাতে সন্ততি ও পশুসমূহে বহু হইয়া উঠেন।

৯। (মতান্তরে) এই উভয় (অর্থাৎ দেব ও পিতৃরূপে দ্বিবিধ) ঋতুই পাপরহিত; সূর্য্যই ইহাদের পাপের অপহন্তা, সূর্য্য উদিত হইয়া ইহাদের উভয়েরই পাপকে অপহত করেন। অতএব যে কোন সময়ে ইহার নিকটে যজ্ঞ উপনত হইবে, ইনি তখনই অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন; 'কল্য (করিব)' এই মনে করিয়া কল্যকার প্রতীক্ষা করিবেন না; মনুষ্যের কল্য কে জানে?

২। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১.১.২,৭) বলেন—"শরদি বৈশ্য আদধীত।"

৪। অনন্তর 'আমরা ইহার দ্বারা ছন্দঃসমূহকে' তৃপ্ত করিব' এই মনে করিয়া তাঁহারা চাতুষ্প্রাশ্য ওদন (চারিজনের ভোজনের উপযুক্ত অন্ন)[৮] পাক করেন। তাঁহারা বলেন—'যে বাহনের দ্বারা গমন করিতে হইবে, তাহাকে যেমন সুতৃপ্ত করিবার জন্য বলিতে হয়, ইহাও সেই প্রকার।'[৯] কিন্তু তাহা তিনি করিবেন না; কেননা, ইঁহার গৃহে ঋত্বিক্ ও অনৃত্বিক্ ব্রাহ্মণগণ যে বাস করেন, তাহাতেই তিনি সেই অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হন। অতএব তিনি তাহা আদর করিবেন না।

৫। তাঁহারা তাহাতে (চাতুষ্প্রাশ্য ওদনে) ঘৃত আসেচনের জন্য (একটু) গর্ত করিয়া, ও তাহাতে ঘৃত আসেচন করিয়া, এবং তিন খানি অশ্বত্থ সমিৎকে (সেই) ঘৃতের দ্বারা লিপ্ত করিয়া তৎসমুদয়কে 'সমিৎ'-পদযুক্ত ও 'ঘৃত'-পদযুক্ত[১০] ঋক্‌সমূহের দ্বারা এই মনে করিয়া (অগ্নিতে) আধান করেন যে, 'আমরা ইহাতে শমীগর্ভকে (অর্থাৎ শমীবৃক্ষের মধ্যস্থিত অগ্নিকে) প্রাপ্ত হইব।' যিনি (আধানের) পূর্ব্বে সংবৎসর যাবৎ (প্রত্যহ তিনখানি সমিৎ অগ্নিতে) আধান করেন, তিনি সেই অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হন; অতএব তিনি তাহা আদর করিবেন না।[১১]

৬। তদ্বিষয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়[১২] বলিয়াছেন—'যেমন কেহ এক করিতে গিয়া আর এক করে, যেমন কেহ এক বলিতে গিয়া আর এক বলে, (অথবা) যেমন কেহ এক পথে যাইতে গিয়া আর এক পথে গমন করে, যিনি চাতুষ্প্রাশ্য ওদন পাক করেন, তিনিও সেইরূপ করিয়া থাকেন; ইহা অপরাদ্ধই।' ইহা ঠিক হয় না যে, তিনি যে অগ্নিতে ঋকের দ্বারা, বা সামের

৭। "গায়ত্রী-ত্রিষ্টুব্-জগত্যাখ্যানি ছন্দাংসি"—সায়ণ।

৮। ১ম ব্রাহ্মণ, ১ম টীকা দ্রষ্টব্য, ৩-৪ পৃ.।

৯। অর্থাৎ গমন করিবার জন্য যেমন বাহনকে তৃপ্ত করা হয়, আগামী কর্ম্মের জন্য ঋত্বিগ্‌গণের ভোজনও সেইরূপ, ইহাতে ইহারা সমর্থ হইয়া থাকিতে পারিবেন।

১০। বা. স. ৩. ১, ৩. ৪; তৈ. ব্রা. ১ ২ ১. ৯-১০।

১১। "সংবৎসরং বা পুরস্তাৎ কুর্য্যাৎ ততঃ সমাধানাদধীত"—কা. শ্রৌ. ৪. ৮. ১১; অত্রত্য পদ্ধতি। ৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তুঃ—১৪ শ টীকা।

১২। 'ইন্দ্রদ্যুম্নো ভাল্লবেয়ঃ"—১০. ৬. ১. ১; ছা. উ. ৫. ১১. ১।

দ্বারা, বা যজুর দ্বারা সমিৎ আধান করিবেন, বা আহুতি হোম করিবেন, আবার তাহাই তাঁহারা দক্ষিণদিকে লইয়া যাইবেন বা উপশান্ত করিবেন।[১৩] (কিন্তু সেই অগ্নি) অন্বাহার্য্যপচন (অর্থাৎ দক্ষিণ অগ্নি) হইবে বলিয়া তাঁহারা তাহা দক্ষিণদিকে লইয়া যান, অথবা উপশান্ত করেন।[১৪]

১৩। প্রথম টীকা দ্রষ্টব্য। এখানে "অনুগময়ন্তি"-উপশময়ন্তি, নির্ব্বাপয়ন্তি; দ্রষ্টব্য—"'অনুগতে"-উপশান্তে'", কা. শ্রৌ ৪. ৮. ১২, বৃত্তি; ৪·৮. ৫, বৃত্তি।

১৪। চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত মূলব্রাহ্মণে চাতুষ্প্রাশ্য ওদন সম্বন্ধে কি উক্ত হইয়াছে, আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সায়ণ যাহা বলেন তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ—চতুর্থ কণ্ডিকায় সর্ব্বপ্রথমে ঐ ওদনের পাকের বিধি উক্ত হইয়াছে, তাহার পর দৃষ্টান্তের দ্বারা ঋত্বিগ্‌গণ-কর্ত্তৃক তাহার ভোজন প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার পর এই ওদনের ভোজন (পাক নহে) নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং এই প্রসঙ্গেই উক্ত হইয়াছে যে, ভোজন করিলে যে ফল হয়, গৃহে ব্রাহ্মণগণের বাসের দ্বারাও সেই ফল হয়, (অতএব ভোজনের আবশ্যকতা নাই)। তাহা হইলে পক্ব ওদনের প্রয়োজন কি, তাহাই পঞ্চম কণ্ডিকায় উক্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে যে, পক্ব ওদনে ঘৃত ঢালিয়া সেই ঘৃত দ্বারা লিপ্ত সমিৎ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে শমীগর্ভ অগ্নিকে পাওয়া যায়, শমী-গর্ভস্থ অগ্নিই প্রশস্ত। এই সমিৎ-নিক্ষেপ কখন করিতে হইবে, তাহাই কণ্ডিকার শেষ অংশে প্রতিপাদিত হইয়াছে—অর্থাৎ এই সমিদাধান অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে এক বৎসর ধরিয়া করিতে হইবে। ঐ পক্ব ওদন ভোজন করিলে যে ফল হয়, এইরূপ সমিদ্ আধান করিলেও সেই ফল হয়; অতএব তাহা ভোজন করিবার প্রয়োজন নাই, ভোজনবিধি অনাদরণীয়। ষষ্ঠ কণ্ডিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভাল্লবেয়ের মতে তাদৃশ ওদনের পাকই অসঙ্গত অসমৃদ্ধিকর ("চাতুষ্প্রাশ্যকরণমসঙ্গতং, অতোঽসমৃদ্ধিক এব তথাবিধৌদনপাক ইতি ভাল্লবেয়াভিপ্রায়ঃ"—সায়ণ); কেননা, তিনি অগ্নিকে আধান করিতে গিয়া আবার অগ্নিতেই যে কিছু করিবেন, তাহা ঠিক হয় না। ইহার পর যাহা উক্ত হইয়াছে, সায়ণ বলেন, তাহাতে তাদৃশ অন্নের ভোজনই প্রতিপাদিত হইয়াছে ("তমিমং দোষং পরিহৃত্য প্রাশনপক্ষমেব নিগময়তি")। তাঁহার এবিষয়ে শেষ মন্তব্য এই—"অতঃ পক্বতণ্ডুলো ন হোমার্থঃ, কিন্তু প্রাশনার্থ ইত্যভিপ্রায়ঃ।" কিন্তু মূল ব্রাহ্মণের তাৎপর্য্য যেন কিছু বিভিন্ন বোধ হয়। প্রথমতঃ, ৪র্থ কণ্ডিকায় চাতুষ্প্রাশ্য ওদনের পাক ও ঐ পাকের প্রয়োজন উল্লিখিত হইয়াছে, ও তাহার পর তাহার নিষেধ ও যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ৫ম কণ্ডিকায় দেখান হইয়াছে যে, চাতুষ্প্রাশ্য ওদন পাক করিয়া তাহা দ্বারা উক্ত প্রকার হোমে শমীগর্ভস্থ অগ্নি লাভ হয়, অতএব চাতুষ্প্রাশ্য ওদন হোমের জন্য, ভোজনের জন্য নহে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, আধানের পূর্ব্বে সংবৎসর যাবৎ ঐ বিধিতেই সেই অভিলষিত সিদ্ধ হয়, এ দিন আর ঐ পাক করিবার প্রয়োজন নাই। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকাতেও পাক নিষেধ করা হইয়াছে, এবং তাহাতে আর একটি যুক্তি দেখান হইয়াছে।

৭। তিনি (সেই রাত্রি পত্নীর সহিত) জাগরণ করেন। দেবগণ জাগরণ করেন ; সেই জন্য তিনি ইহাতে দেবগণেরই নিকট উপস্থিত থাকেন,[১৫] এবং সদেবতর,[১৬] শ্রান্ততর ও তপস্বিতর হইয়া অগ্নিদ্বয়কে আধান করেন। তিনি ইচ্ছা করিলে নিদ্রা যাইতে পারেন ; কেননা, অনাহিতাগ্নি ব্যক্তির ব্রতচর্য্যা নাই, কারণ তিনি যতক্ষণ অনাহিতাগ্নি, ততক্ষণ মানুষ থাকেন ;[১৭] অতএব তিনি ইচ্ছা করিলে নিদ্রা যাইবেন।[১৮]

৮। এখানে কেহ কেহ (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতেই (অগ্নিকে) মন্থন করেন, এবং তাহার পর উদিত হইলে তাহাকে পূর্ব্বদিকে (আহবনীয়ের জন্য) লইয়া যান। (এতৎসম্বন্ধে) তাঁহারা বলেন যে, 'ইহাতে আমরা প্রাণ ও উদান এবং মন ও বাক্যের পরিপ্রাপ্তির জন্য দিবা ও রাত্রি উভয়কেই পরিগ্রহ করি।' কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না ; কেননা, সেরূপে ইঁহার উভয় (আহবনীয় ও গার্হপত্য) অগ্নিই (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতেই (অর্থাৎ রাত্রিতেই) আহিত হয় ; কারণ, তিনি (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতে মন্থন করিয়া (সূর্য্য) উদিত হইলে তাহা পূর্ব্বদিকে লইয়া যান।[১৯] যিনি (সূর্য্য) উদিত হইলে আহবনীয়কে মন্থন করেন, তিনি তাহা (পূর্ব্বোক্ত প্রাণ ও উদানাদি) পরিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।[২০]

১৫। উপবসথের দিন দেবগণ যজমানের গৃহে আগমন করেন (২-১.৪.১), এই দেবগণ জাগিয়া থাকেন বলিয়া গৃহপতি যজমানের নিদ্রাগমন যুক্ত নহে—সায়ণ।

১৬। সদেবতর—অধিকতর দেবযুক্ত।

১৭। দ্রঃ—২য় কণ্ডিকা ; তুলঃ—১.১.১.৪,৬ ; ১.৭.৪.২৩।

১৮। কা. শ্রৌ. ৪.৮.১৩। এই রাত্রিতে প্রাগুক্ত অগ্নিকে কাষ্ঠখণ্ড বা গোময়পিণ্ড দ্বারা প্রজ্বলিত রাখিতে হয়। কা. শ্রৌ. ৪.৮-১৪।

১৯। সূর্য্যোদয়ের পর আহিত হইলেও তাহা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে (অতএব রাত্রিতে) মথিত হয় বলিয়া ইহার রাত্রি সম্বন্ধ নিষেধ করা যায় না। অতএব বস্তুত ইহাও সূর্য্য অনুদিত থাকিতেই আহিত হয় বলিতে হইবে।

২০। কাত্যায়ন উদিতে অনুদিতে উভয়ত্রই আধানের বৈকল্পিক বিধান করিয়াছেন ; কা.শ্রৌ.৪.৮.২১-২২। এখানে তাৎপর্য্য এই :—গার্হপত্য ও আহবনীয় এই উভয় অগ্নির মধ্যে কাহারো কাহারো মতে আহবনীয় অগ্নির মন্থন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এবং কাহারো কাহারো মতে সূর্য্যোদয়ের পরে করিতে হয়। মূল ব্রাহ্মণে সূর্য্যোদয়ের পরেই মন্থন সমর্থিত হইয়াছে। মথিত অগ্নির উদ্ধরণ বা তত্তৎ স্থানে লইয়া যাওয়া উভয় মতেই সূর্য্যোদয়ের পরে হইয়া থাকে। কা. শ্রৌ. ৪,৮.২৩।

৯। দিবাই দেবগণ; যে ব্যক্তি (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতে মন্থন করেন, তিনি পাপকে অপহত (তাড়িত) করিতে পারেন না, কেননা, পিতৃগণের পাপ অপহত নহে; তিনি আয়ুর (শেষ হইবার) পূর্ব্বেই মৃত হন, কেননা পিতৃগণ মর্ত্ত্য। কিন্তু যিনি এইরূপ (বক্ষ্যমাণ তত্ত্বকে) জানিয়া সূর্য্য উদিত হইলে আধান করেন, তিনি পাপকে অপহত করেন, কেননা, দেবগণের পাপ অপহত; তাঁহার যদিও অমৃতত্বের আশা নাই, তথাপি তিনি সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, কেননা, দেবগণ অমৃত; তিনি শ্রীপ্রাপ্ত হন, কেননা দেবগণ শ্রীস্বরূপ; তিনি যশস্বী হন, কেননা, দেবগণ যশঃস্বরূপ।

১০। তাঁহারা এখানে বলেন—'অগ্নি যদি ঋকের দ্বারা আহিত না হয়, সামের দ্বারা না হয়, এবং যজুরও দ্বারা না হয়, তবে কাহার দ্বারা আহিত হয়?' ইহা (অগ্নি) ব্রহ্মেরই, (অতএব) ব্রহ্ম দ্বারা ইহা আহিত হয়। বাক্যই ব্রহ্ম, সেই বাক্যের সত্যই[২১] ব্রহ্ম, এবং এই (বক্ষ্যমাণ) ব্যাহৃতিসমূহ সত্যই; অতএব সত্য দ্বারাই ইহা (অগ্নি) আহিত হইয়া থাকে।

১১। 'ভূঃ' এই বলিয়াই প্রজাপতি ব্রহ্মকে (ব্রাহ্মণজাতিকে) উৎপাদন করিয়াছেন, 'ভুবঃ' এই বলিয়া ক্ষত্রকে (ক্ষত্রজাতিকে), এবং 'স্বঃ' এই বলিয়া দ্যৌকে। যে-পর্য্যন্ত এই (ভূ-প্রভৃতি) লোক রহিয়াছে, এই সমস্ত (জগৎ) তাবৎ পর্য্যন্তই; অতএব সমস্তেরই দ্বারা (ইহাঁর অগ্নি) আহিত হয়।

১২। 'ভূঃ' এই বলিয়াই প্রজাপতি আত্মাকে (নিজেকে) উৎপাদন করিয়াছেন, 'ভুবঃ' এই বলিয়াই প্রজাকে, এবং 'স্বঃ' এই বলিয়া পশুসমূহকে। যে-পর্য্যন্ত আত্মা, প্রজা ও পশুসমূহ, এই সমস্ত (জগৎ) তাবৎপর্য্যন্তই; অতএব সমস্তেরই দ্বারা (ইহাঁর অগ্নি) আহিত হয়।

১৩। তিনি "ভূর্ভুবঃ' এই মাত্র দ্বারা গার্হপত্যকে আধান করেন; কেননা, তিনি যদি সমস্ত (তিন ব্যাহৃতি) দ্বারা আধান করেন, তবে আহবনীয়কে কাহার দ্বারা আধান করিবেন? (অতএব) তিনি দুইটী অক্ষর[২২] অবশিষ্ট

২১। অর্থাৎ বাক্যের যাহা ভূতার্থপ্রতিপাদক, তাহাই।

২২। 'স্বঃ'—'সুবঃ'।

রাখেন, এবং তাহাতেই এই সমস্ত (অর্থাৎ পাঁচটি পদাংশ)[২৩] অগতবীর্য্য থাকে। তিনি 'ভূর্ভুবঃস্বঃ' এই সেই পাঁচটি (পদাংশ) দ্বারা আহবনীয়কে আধান করেন। তাহারা আটটি অক্ষর হইয়া থাকে,[২৪] ও গায়ত্রী আট অক্ষরেই হয়, এবং গায়ত্রীই অগ্নির ছন্দ ; অতএব তিনি ইহাকে (অগ্নিকে) ইহার নিজের ছন্দ দ্বারাই আহিত করেন।

১৪ দেবগণ যখন অগ্নিদ্বয়কে আধান করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে অসুর ও রক্ষোগণ এই বলিয়া 'রক্ষা' (প্রতিবন্ধ, নিরোধ) করিয়াছিল[২৫]—'অগ্নি উৎপাদিত হইবে না! তোমরা অগ্নিদ্বয় আধান করিবে না!' যেহেতু তাহারা (তাঁহাদিগকে) 'রক্ষা' করিয়াছিল, সেই জন্য র ক্ষঃ (নামে খ্যাত) হইয়াছে।

১৫। অনন্তর দেবগণ এই অশ্বরূপ বজ্র দেখিতে পাইলেন, ও তাহাকে পুরোভাগে স্থাপিত করিলেন, এবং তাহাতে ভয়রাহিত, নাশকজীবরহিত ও নিবাত স্থানে অগ্নি উৎপন্ন হইল। অতএব তিনি (অধ্বর্য্যু) যখন অগ্নিকে মন্থন করিবেন, তখন (আগ্নীধ্রকে) অশ্ব আনিবার জন্য বলিবেন। তাহা পূর্ব্বভাগে উপস্থিত হয়,[২৬] এবং তিনি ইহাতে বজ্রকেই উচ্ছ্রিত করেন, ও ইহার দ্বারা ভয়রহিত, নাশকজীবরহিত ও নিবাত স্থানে অগ্নি জাত হয়।

১৬। তাহা (অশ্ব) পূর্ব্ববাহী[২৭] হইবে, কেননা তাহা অপরিমিত বীর্য্য (লাভ করিয়া) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যদি তিনি পূর্ব্ববাহীকে না পান, তবে যে-কোন অশ্ব হইতে পারে। যদি অশ্ব না পান, তবে বৃষই হইবে, কেননা, ইহা বৃষের সহিত সম্বদ্ধ।[২৮]

২৩। 'ভূঃ' এক, 'ভুবঃ' দুই, এবং 'স্বঃ' বা 'সুবঃ' তিন, এই পাঁচটি পদাংশ।

২৪। গার্হপত্যাধানে 'ভূঃ' এক, 'ভুবঃ' দুই,—এই তিন ; এবং আহবনীয়াধানে ঐ তিন, এবং 'স্বঃ' দুই,—এই পাঁচ ; মোট আটটি অক্ষর বা পদাংশ।

২৫। দ্রঃ ১.১.১.১৫ ; ১ম কাণ্ড, ৭ পৃষ্ঠা।

২৬। আগ্নীধ্র গার্হপত্যখরের পশ্চিম প্রদেশে অশ্বকে আনিয়া পূর্ব্বভাগে পশ্চিমমুখে স্থাপন করেন। কা. শ্রৌ. ৪. ৮. ২৪-২৬।

২৭। "পূর্ব্ববাট্ ;" পূর্ব্ব অর্থাৎ প্রথম বয়সে যে বহন করে, অর্থাৎ তরুণ।

২৮। "এষ হোবাসুড়ুহো বন্ধুঃ ;" এস্থানে "এষঃ" পদে অগ্নিকে ধরা যাইতে পারে, কেননা, ইহার পরে ('ত্রয়োদশ কাণ্ডে ৪ প্র., ৭ ব্রা. ৬ ক.) বৃষকে আ গ্নে য় বলা হইয়াছে। সায়ণাচার্য্য

১৮। তাঁহারা যখন তাহা (অগ্নিকে)[২৮] পূর্ব্বদিকে লইয়া যান, তখন সম্মুখে অশ্বকে লইয়া যান, কেননা, সে ইহাতে পুরোভাগে নাশক জীব রক্ষোগণকে অপহত করিতে করিতে গমন করে, এবং তাঁহারা অভয় ও নাশকজীবহীন (পথ) দ্বারা (সেই অগ্নিকে) লইয়া যাইতে পারেন।

১৯। তাঁহারা তাহা (অগ্নিকে) সেইরূপ ভাবে লইয়া যাইবেন, যাহাতে তাহা ইঁহার (যজমানের) অভিমুখে আসিতে পারে ; কেননা, এই যে অগ্নি, ইহাই যজ্ঞ (-সাধন), এবং (এই) যজ্ঞ অভিমুখ হইয়াই ইঁহাতে (যজমানে) প্রবেশ করে,—যজ্ঞ সত্বরে ইঁহার নিকটে উপস্থিত হয় ; আর যাঁহার নিকট হইতে (এই অগ্নি) পরাঙ্মুখ হয়, যজ্ঞও তাঁহার নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে ; এবং যদি কোন ব্যক্তি সেই সময় ইঁহাকে (যজমানকে) এই বলিয়া

বলেন—ঐ পদে অশ্ববিধির অর্থবাদ ধরিতে হইবে—"অশ্ববিধেরয়ং স্তাবকোঽর্থবাদঃ, অনডুদ্বিধেরপি এষ এব স্তাবক ইত্যর্থঃ।" এই কণ্ডিকার সহিত তুলনীয়- ১.২.১.৬, ১ম কাণ্ড, ৫৩ পৃ.।

২৯। মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হইলে, যজমান সেই অগ্নিকে একটি শুষ্কগোময়চূর্ণযুক্ত খর্পরে (খোলায়) ধারণ করিয়া "আমি অমৃতে প্রাণ স্থাপন করিতেছি!" ("প্রাণমমৃতে দধে") এই মন্ত্রে তাহাতে ফুৎকার প্রদান করেন। অনন্তর অগ্নি সন্দীপ্ত হইয়া উঠিলে তিনি তাহার জ্বালাকে উর্দ্ধশ্বাসে এই মন্ত্রে মুখমধ্যে গ্রহণ করেন—"অমৃতকে প্রাণে স্থাপিত করিতেছি!" ("অমৃতং প্রাণ আদধে"; দ্রষ্টব্য—২.১.৬.১৫)। অনন্তর যজ্ঞিয় কাঠ দ্বারা অগ্নিকে সমুজ্জ্বলিত করিয়া এই মন্ত্রে (বা.স.৩.৫) গার্হপত্য-খরে স্থাপন করা হয়—"ওঁ ভূর্ভুবঃ! হে ব্রতপতি, আমি অমুকের ব্রতের দ্বারা তোমাকে আহিত করিতেছি!" এস্থলে যাহাদের প্রবর ভৃ গু, ও যাহাদের অ ঙ্গি রাঃ, তাহাদের সম্বন্ধে যথাক্রমে 'ভৃগূণাং ত্বা দেবানাং' ও 'অঙ্গিরসাং ত্বা দেবানাং' বলিতে হয় ; অপরের পক্ষে 'আদিত্যানাং ত্বা দেবানাং' বলিতে হয়। যজমান ক্ষত্রিয় হইলে 'বরুণস্য ত্বা ব্রতপতে', ক্ষত্রিয় রাজা হইলে 'ইন্দ্রস্য ত্বা ব্রতপতে', বৈশ্য হইলে 'মনোষ্ট্বা গ্রামণ্যো ব্রতপতে', এবং রথকার হইলে 'ঋভূনাং ত্বা ব্রতপতে' বলিবার নিয়ম। অনন্তর যজমানের প্রেরণায় ব্রহ্মা র থ ন্ত র সাম গান করেন, এবং উ দ্ধ র ণ অর্থাৎ গার্হপত্য-খর হইতে আহবনীয়ের জন্য অগ্নিকে লইয়া যাওয়া আরম্ভ হয়। এই উ দ্ধ র ণ করিতে হইলে পলাশ বা অন্য কোন বিহিত বৃক্ষের অন্যূন ২৭ খানি সমিৎ একত্র বন্ধন করিয়া তাহার মূলদেশ ঐ গার্হপত্য অগ্নিতে ধরাইয়া তাহার অপর ভাগে মৃত্তিকার প্রলেপ দিতে হইবে, এবং তদনন্তর তাহা মৃত্তিকাযুক্ত কোন খর্পরে করিয়া আহবনীয়ের নিকট এরূপ ভাবে লইয়া যাইতে হইবে, যেন সেই ধুম যজমানের গাত্রে লাগিতে পারে। এই যাইবার সময় অগ্রে অগ্রে অশ্বকে লইয়া যাওয়া হয়। কা. শ্রৌ. ৪.৮.২৬,৯.১১।

শাপ প্রদান করে যে, 'যজ্ঞ ইঁহার নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হউক!' তিনি সেইরূপই হইবার যোগ্য হইবেন।

২০। ইহা (সেই অগ্নি) প্রাণই; এবং তাঁহারা ইহাকে সেইরূপেই লইয়া যাইবেন, যাহাতে ইহা ইঁহার (যজমানের) নিকটে অভিমুখ হইয়া আসিতে পারে, কেননা, প্রাণ অভিমুখ হইয়াই ইঁহাতে প্রবেশ করে। আর যাঁহার নিকট হইতে এই অগ্নি পরাঙ্মুখ হয়, প্রাণও তাঁহার নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে; এবং সেই সময় যদি কোন ব্যক্তি ইঁহাকে (যজমানকে) এই বলিয়া শাপ প্রদান করে যে, 'প্রাণ ইঁহার নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হউক!' তিনি সেইরূপই হইবার যোগ্য হন।

২১। এই যাহা বহিতেছে (বায়ু), যজ্ঞ তাহাই (তৎস্বরূপ); তাঁহারা তাহা (অগ্নিকে) সেইরূপেই বহন করিবেন, যাহাতে তাহা ইঁহার নিকটে অভিমুখ হইয়া আসিতে পারে; কেননা, যজ্ঞ অভিমুখ হইয়াই ইঁহাতে (যজমানে) প্রবেশ করে,—যজ্ঞ সত্বরে ইঁহার নিকটে উপস্থিত হয়। আর যাঁহার নিকট হইতে (অগ্নি) পরাঙ্মুখ[৩০] হয়, যজ্ঞও তাঁহার নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হয়; এবং সেই সময়ে যদি কোন ব্যক্তি ইঁহাকে শাপ প্রদান করে যে, 'যজ্ঞ ইঁহার নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হউক!' তিনি সেইরূপই হইবার যোগ্য হন।

২২। ইহা (সেই অগ্নি) প্রাণই; তাঁহারা তাহা সেইরূপেই বহন করিবেন, যাহাতে তাহা ইঁহার নিকট অভিমুখ হইয়া আসিতে পারে; কেননা প্রাণ অভিমুখ হইয়াই ইঁহাতে প্রবেশ করে। আর যাঁহার নিকট হইতে (অগ্নি) পরাঙ্মুখ হয়, প্রাণও তাঁহার নিকট হইতে পরাঙ্মুখ হয়; এবং সেই সময়ে যদি কোন ব্যক্তি

৩০। অশ্বকে পুর্ব্বমুখ করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে আহবনীয়-খরের নিকট উপস্থিত হইলে অধ্বর্য্যু উপবেশন করিয়া প্রাঙ্মুখস্থিত অশ্বের অগ্রবর্ত্তী দক্ষিণ পদের দ্বারা আহবনীয়খরে স্থাপিত পুর্ব্বোক্ত হিরণ্যাদি সম্ভারকে আক্রমণ করাইয়া, সেই অশ্বকে আরও পুর্ব্বমুখে লইয়া গিয়া প্রদক্ষিণাবর্ত্তে আবার ঘুরাইয়া আনিয়া সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখে স্থাপন করেন; এবং অশ্ব সেইরূপে স্থাপিত হইলে ব্রহ্মা বৃহৎ সাম গান করেন। অশ্বকে আহবনীয়-খরের উত্তর দিক্ দিয়া লইয়া যাইতে হয়। মূল ব্রাহ্মণে অশ্বকে ফিরাইয়া আনিয়া উত্তরমুখে স্থাপন করিবার কথা উক্ত হইয়াছে, "তমুদঞ্চং প্রমুঞ্চতি।" কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের ব্যাখ্যা ও পদ্ধতিতে পশ্চিমমুখের কথা দৃষ্ট হয়; Eggeling ইহাই গ্রহণ করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ. ৪. ৯. ১৪, যাজ্ঞিকদেব-পদ্ধতি।

ইঁহাকে শাপ প্রদান করেন, যে, 'ইঁহার নিকট হইতে প্রাণ পরাঙ্মুখ হউক!' তিনি সেইরূপই হইবার যোগ্য হন। অতএব তাঁহারা সেইরূপেই তাহা বহন করিবেন।

২৩। অনন্তর তিনি (অধ্বর্য্যু) অশ্বকে পদক্ষেপ করান। তিনি তাহাকে পদক্ষেপ করাইয়া পূর্ব্বাভিমুখ করিয়া লইয়া যান, এবং পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করান ও উত্তরমুখ করিয়া রাখেন। অশ্ব বীর্য্যই; এবং যেহেতু তিনি মনে করেন যে, 'পাছে ইহা (যজমান) হইতে বীর্য্য পরাঙ্মুখ হইয়া যায়,' সেই জন্য পুনর্ব্বার তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করান।

২৪। তিনি অশ্বের পদচিহ্নে[৩১] তাহা (অগ্নি) স্থাপন করেন। অশ্ব বীর্য্যই; অতএব ইহা দ্বারা তিনি ইহাকে বীর্য্যেই আধান করেন। তিনি সেইজন্য অশ্বের পদচিহ্নে আধান করেন।[৩২]

২৫। তিনি প্রথমে মৌনাবলম্বনেই (অশ্বপদচিহ্নকে সেই কাষ্ঠস্থ অগ্নি দ্বারা) স্পর্শ করেন, ও অনন্তর তাহা উঠাইয়া আবার স্পর্শ করেন, এবং তৃতীয় বার "ভূর্ভুবঃ স্বঃ!"[৩৩] এই মন্ত্রেই আধান করেন।

২৬। (এ বিষয়ে) এই দ্বিতীয় (মত রহিয়াছে)—তিনি প্রথমে মৌনাবলম্বনেই স্পর্শ করেন, ও অনন্তর তাহা উঠাইয়া "ভূর্ভুবঃ স্বঃ!" এই মন্ত্রেই দ্বিতীয় বারে আধান করেন। যে ব্যক্তি ইহাতে (পৃথিবীতে) অপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কোন ভার উত্তোলন করে, সে তাহা উত্তোলন করিতে পারে না, প্রত্যুত তাহাই তাহাকে সংশীর্ণ করিয়া দেয়।[৩৪]

২৭। তিনি যে মৌনাবলম্বনে স্পর্শ করেন, তাহাতে (পৃথিবীরূপ) এই প্রতিষ্ঠিতাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন; তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আধান করেন,

৩১। অর্থাৎ আহবনীয়-খরের মধ্যে অশ্বখুরের চিহ্নে।

৩২। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে (১. ১. ৫. ৯) অশ্বপদচিহ্নে অগ্নিস্থাপন নিন্দাপূর্ব্বক নিষিদ্ধ হইয়াছে; তবে এক পার্শ্বে অশ্বের পদক্ষেপ করান বিহিত হইয়াছে।

৩৩। বা. স. ৩. ৫; কা. শ্রৌ, ৪. ৯. ১৬। এখানে বিকল্পে প্রথম স্পর্শ বা দ্বিতীয় স্পর্শেও আধান বিহিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

৩৪। শেষোক্ত বাক্যের পরবর্ত্তী কণ্ডিকার সহিত সম্বন্ধ।

এবং তাহাতে বিচলিত হন না। এখানে আ সু রি, পা ঙ্কি, ও মা ধু কি ইহাকে (অগ্নিকে) যেন (আহবনীয়-খরের) পশ্চাৎ (বা পশ্চিম) ভাগে ধারণ করিয়াছিলেন। অন্য সমস্তই[৩৫] (অগ্নিস্পর্শে) অবসন্ন হইয়া যায়, এই জন্য তিনি প্রথম বারেই (অগ্নিকে) উঠাইয়া "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই মন্ত্রে আধান করিবেন; কেননা, ইহাতেই (ঐ সমস্ত) অনবসন্ন থাকিবে। তিনি ইহাদের মধ্যে[৩৬] যেরূপ ইচ্ছা করেন, সেইরূপ করিবেন।

২৮। অনন্তর তিনি (যজমান) ঘুরিয়া (অগ্নির) পূর্ব্বভাগে গমনপূর্ব্বক জ্বলন্ত ইন্ধনসমূহের পূর্ব্বভাগ (অগ্রভাগ)[৩৭] গ্রহণ করিয়া (এই মন্ত্র) জপ করেন—"দ্যোর ন্যায় বহুত্বে, পৃথিবীর ন্যায় মহত্ত্বে!"[৩৮] তিনি যে বলেন "দ্যোর ন্যায় বহুত্বে," তাহাতে এই বলেন যে, 'ঐ দ্যৌ যেমন নক্ষত্রসমূহে বহু, আমিও এইরূপ বহু হইব!' তিনি যে বলেন "পৃথিবীর ন্যায় মহত্ত্বে," তাহাতে এই বলেন যে, 'এই পৃথিবী যেমন মহতী, আমিও এইরূপ মহান্ হইব!'—"হে দেবযজনী[৩৯] পৃথিবী, সেই তোমার পৃষ্ঠে,"—কেননা, তিনি ইহার (পৃথিবীর) পৃষ্ঠে (অগ্নিকে) আধান করেন,—"অন্ন ভোজনের জন্য অন্নভোজী অগ্নিকে আধান করিতেছি!" কেননা, অগ্নি অন্নভোজী, এবং তিনি তাহাতে এই বলেন যে 'আমি অন্নভোজী হইব!' ইহা আশীঃপ্রার্থনা; তিনি যদি ইচ্ছা করেন, ইহা জপ করিবেন, আর যদি ইচ্ছা না করেন, ইহা আদর করিবেন না।[৪০]

২৯। অনন্তর তিনি স র্প রা জ্ঞী র[৪১] ঋক্‌সমূহের দ্বারা অগ্নির উপস্থান

৩৫। অর্থাৎ খরস্থিত দ্রব্য।

৩৬। অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে অগ্নি স্থাপনের মধ্যে যে বারে ইচ্ছা করেন, সেইবারে স্থাপন করিবেন।

৩৭। মূলভাগে অগ্নি ধরান হইয়াছিল; ২৯শ টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৮। বা, স. ৩. ৫; কা. শ্রৌ; ৪.৯. ১৭।

৩৯। দেবগণের যাগের আধারভূতা।

৪০। অর্থাৎ জপ করিবেন না।

৪১। দ্রষ্টব্য—ঐ. ব্রা. ৫.৪.৪; এস্থানে ঐ শব্দে পৃথিবী বর্ণিত হইয়াছে; (মূল শতপথের পরবর্ত্তী কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য) কেননা, এই পৃথিবী "সর্পতো রাজ্ঞী"—অর্থাৎ গমনপ্রবৃত্ত ব্যক্তির স্বামিনী, কারণ ইহা তাহাকে ধারণ করিয়া থাকে। এই পৃথিবী পূর্ব্বে "অলোমিকা" (লোমহীনা) ছিল, এবং লোম পাইবার জন্য কয়েকটি মন্ত্র দর্শন করিয়াছিল; তাহাতে তাহার ওষধি ও বনস্পতি-রূপ লোম

করেন—"এই চিত্রবর্ণ গমনশীল ("গৌঃ")[৪২] আগমন করিয়াছে, এবং পূর্ব্বভাগে মাতাকে (পৃথিবীকে) ও স্বর্লোকের প্রতি গমন করিয়া পিতাকে (দ্যুলোককে) প্রাপ্ত হইয়াছে।"—"ইহার প্রাণাপানপ্রেরিকা দীপ্তি অভ্যন্তরে বিচরণ করিতেছে, (এই) মহান্ দ্যুলোককে প্রকাশিত করিতেছে।"[৪৩]—"যিনি প্রতিদিন দ্যুতি-সমূহের দ্বারা (মুহূর্ত্তরূপ) ত্রিংশৎ স্থানে বিরাজ করেন, (সেই) পতঙ্গের[৪৪] উদ্দেশে (স্তুতিরূপ) বাক্য উচ্চারিত হয়।"[৪৫] সম্ভারসমূহের দ্বারা, বা নক্ষত্র-সমূহের দ্বারা, বা ঋতুসমূহের দ্বারা, বা আধানের দ্বারা ইঁহার যাহা অপ্রাপ্ত থাকে, তৎসমুদয়ই ইহার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়; অতএব তিনি স র্প রা জ্ঞী র ঋক্-সমূহের দ্বারা উপস্থান করিবেন।

৩০। তদ্বিষয়ে (কেহ কেহ) বলিয়াছেন—'স র্প রা জ্ঞী র ঋক্সমূহের দ্বারা উপস্থান করিবে না; কেননা, এই পৃথিবীই স র্প রা জ্ঞী, অতএব তিনি যে ইহাতে আধান করেন, তাহাতেই সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হন। অতএব স র্প রা জ্ঞী র ঋক্সমূহের দ্বারা উপস্থান করিবে না।'

উৎপন্ন হয়। সায়ণ এস্থানের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া কহিয়াছেন—'স র্প রা জ্ঞী ভূমির অবতাররূপ কোন দেবতা', 'এই ভূমি দেবতাশরীর গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মবাদিনী হইয়াছিলেন;' তিনি ঋগ্বেদভাষ্যে (১০-১৮৯) স র্প রা জ্ঞী কে ঋষি বলিয়াছেন, এবং তাণ্ড্যব্রাহ্মণে (৯.৮.৭) ব্রহ্মবাদিনী লিখিয়াছেন। তিনি শতপথের এই স্থলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'সর্পণ (গমন)-শীল প্রাণিগণের রাজ্ঞী।' মহীধর বলেন (বা. স. ৩.৬) সর্পরাজ্ঞী পৃথিব্যভিমানিনী কদ্রূ। দ্রষ্টব্য—আর্ষেয়ব্রাহ্মণ, ৩.২০। ঋগ্বেদের ১০.১৮৯ তম সূক্তের অন্তর্গত ঋক্‌ত্রয় সর্পরাজ্ঞী-দৃষ্ট; ইহার দেবতা সূর্য্য, অথবা স্বয়ং স র্প রা জ্ঞী ই।

৪২। 'যিনি যজ্ঞসম্পত্তির জন্য তত্তৎ যজমানগৃহে গমন করেন, অর্থাৎ অগ্নি'—মহীধর; ইনি বলেন যে, অগ্নিকে এখানে সূর্য্যরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঋগ্ভাষ্যে এই মন্ত্র সূর্য্যপক্ষে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; সেখানে 'গো' শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। Eggeling স্পষ্টত bull লিখিয়াছেন।

৪৩। অগ্নি এখানে বায়ুরূপে বর্ণিত হইয়াছে—মহীধর।

৪৪। পতঙ্গ—পক্ষী বা সূর্য্য, এস্থলে অগ্নি; পতন্ গচ্ছতীতি পতঙ্গঃ; অগ্নি প্রথমে অরণি হইতে পতিত হইয়া গার্হপত্য-স্থানে গমন করে, এবং সেখান হইতে আহবনীয়-স্থানে গমন করে—মহীধর।

৪৫। বা. স. ৩.৬.৮; ঋ. স. ১০.১৮৯; কা. শ্রৌ. ৪. ৯. ১৮-১৯।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

[১ পূর্ণাহুতি, তাহার উদ্দেশ্য, লৌকিক দৃষ্টান্তে তাহার সমর্থন ;—২ ঐ আহুতি প্রদান না করিলে অগ্নি অধ্বর্যু বা যজমানকে দগ্ধ করে ;—৩ ঐ আহুতি পূর্ণ হওয়া আবশ্যক, তাহার প্রয়োজন, আহুতিতে 'স্বাহা' শব্দের উচ্চারণ ;—৪ প্রজাপতির হোমের দৃষ্টান্তে স্বাহা-শব্দোচ্চারণের সমর্থন, পূর্ণাহুতির পরে যজমান-কর্ত্তৃক (অধ্বর্যু ও ব্রহ্মাকে) বর প্রদান, তাহার ফল ;—৫ কেহ কেহ বলেন ঐ আহুতির পর পরবর্ত্তী হবিসমূহের আর আবশ্যকতা নাই ;—৬ পবমান-অগ্নির জন্য হবির গ্রহণ ও তৎপ্রশংসা ;—৭ পাবক-অগ্নির জন্য হবিগ্রহণ ও তৎপ্রশংসা ;—৮ শুচি-অগ্নির জন্য হবিগ্রহণ ও তৎপ্রশংসা ;—উক্ত হবিত্রয়কে অবশ্য গ্রহণ করিবার অনুকূলে যুক্তি ;—৯-১২ পূর্ব্বোক্ত ইষ্টিসমূহের প্রকারান্তরে প্রশংসা ;—১৩—১৫ পবমানেষ্টি না করার দোষ ও আখ্যায়িকা দ্বারা তাহার কর্ত্তব্যতা-নির্দ্ধারণ ;—১৬ প্রথম হবিতে একখানি ও অপর দুই হবির জন্য সাধারণ ভাবে একখানি বর্হি থাকিবার বিধি ও তাহার সমর্থন ;—১৭ পূর্ব্বোক্ত হবিত্রয় পুরোডাশ-স্বরূপ হইয়া থাকে, প্রত্যেকটি পুরোডাশকে আট-আট খানি কপালে পাক করার বিধি ও তাহার প্রশংসা ; ১৮—১৯ অদিতির জন্য চরুপ্রদান ও তাহার আবশ্যকতা ;—২০ অদিতির ইষ্টিতে স্বিষ্টকৃতের যাজ্যা ও অনুবাক্যা বিরাট্ ছন্দেরই হইবে ;—২১ অদিতির ইষ্টিতে ধেনু দক্ষিণা, তাহার কারণ নির্দ্দেশ, ধেনু মাতার ন্যায় মনুষ্যগণকে পোষণ করে ,—২২ মতান্তরে পবমানেষ্টিতে পবমানাদি বিশেষণ না দিয়া কেবল অগ্নিপদেই হবিপ্রদান করিতে পারা যায়, এপক্ষেও অদিতির চরু বিধেয় ।]

১ । তিনি আহবনীয়কে লইয়া যাইবার পর পূর্ণাহুতি হোম করেন ।[১]

১ । পূর্ণাহুতির পূর্ব্বে (আবশ্যকতা থাকিলে) অন্যান্য অগ্নিও আধান করিয়া লইতে হয়। আহবনীয়ের পর দাক্ষিণাগ্নির স্থাপন কর্ত্তব্য। ইহা করিতে হইলে গার্হপত্য অগ্নিরই কিঞ্চিৎ অংশ গ্রহণ করিয়া অথবা পূর্ব্বরক্ষিত (২.১.১.১ ; ১ম টীকা দ্রষ্টব্য) অগ্নি গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাগ্নির ঘরে স্থাপন করিতে হয়। (মন্থন করিয়াও দক্ষিণাগ্নি স্থাপিত করা যায়—আপস্তম্ব)। ইহার পর স ভ্য নামক (সভায়াং ভবঃ সভ্যঃ) অগ্নির স্থাপন ; ইহাকে সভায় স্থাপিত করিতে হয়। বহু ব্যাখ্যা-কারেরই মতে এই অগ্নি কেবল ক্ষত্রিয়গণেরই স্থাপনীয়। অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার কর্ক এস্থানে কোন মত প্রকাশ করেন নাই ; (ইনি সভা শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যত্র স্থিতোহধ্যাপয়তি ব্যাচষ্টে বা," তবে কি ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা বিধেয় ?) সভ্য অগ্নিকে গার্হপত্যের ন্যায় মন্থন করিয়া স্থাপন করিতে হয়। এই অগ্নি স্থাপিত হইলে (কোন সভ্য অগ্নির পক্ষেই এই বিধি) যজমান একটি গাভী প্রদান করিয়া ঋত্বিগ্গণকে দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত করেন, এবং তাঁহারাও বিহার অর্থাৎ যজ্ঞভূমির উত্তর দিকে একখানি বৃষচর্ম্ম পাতিয়া তদুপরি একটি কাংস্য পাত্রকে

তিনি যে পূর্ণাহুতি হোম করেন, তাহাতে নিজের জন্য এই অগ্নিকে অন্ন-ভোজীই করিয়া থাকেন; তিনি ইহাতে তাঁহাকে ভোজনীয় অন্ন প্রদান করেন। যেমন (কোন মাতা বা গাভী) জাত কুমার বা বৎসকে স্তন প্রদান করে, তিনিও সেইরূপ তাঁহাকে (অগ্নিকে) ভোজনীয় অন্ন প্রদান করেন।

২। সে (অগ্নি) এই অন্নের দ্বারা শান্ত হয়, এবং পচ্যমান পরবর্ত্তী হবিসমূহের জন্য উপযুক্ত (স্থির) হইয়া থাকে। তিনি যদি এই আহুতিকে হোম না করেন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই অধ্বর্য্যু বা যজমানকে দগ্ধ করিয়া ফেলে, কেননা, তাঁহারা তাহার নিকটে সঞ্চরণ করেন; সেই জন্য তিনি এই আহুতিকে হোম করেন।

৩। তিনি তাহা (সেই আহুতিকে) পূর্ণ করিয়া হোম করেন; কেননা, পূর্ণ (অর্থে) সমস্ত (বিশ্ব), তিনি ইহাতে সমস্তের দ্বারাই ইহাকে শান্ত করেন। তিনি 'স্বাহা' উচ্চারণ করিয়া হোম করেন; কেননা, স্বাহাকার অনিরুক্ত

অধোমুখরূপে স্থাপন করিয়া পাঁচটি কড়ি অথবা তদভাবে পাঁচটি শলাকা দ্বারা "সমের দ্বারা আমি জয় করিব, বিষমের দ্বারা তুমি জিত হইবে!" এই বলিয়া দ্যূত ক্রীড়া আরম্ভ করেন। অবশেষে সেই গাভীটি ঋত্বিকেরা সকলেই সমভাবে প্রাপ্ত হন। যাজ্ঞিকদেবের পদ্ধতিতে দ্যূতক্রীড়ার পর সভ্য অগ্নির স্থাপন লিখিত হইয়াছে। দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৪'৯.১৯-২১; ঐ পদ্ধতি।

২। পূর্ণাহুতি বিধি কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে (৪.১০.৫) বর্ণিত হইয়াছে—প্রথমে পাত্রান্তর হইতে আজ্যস্থালীতে আজ্য ঢালিয়া গার্হপত্যে চাপাইতে হইবে। অনন্তর দর্ভদ্বারা খদিরকাষ্ঠজাত স্রুব ও জুহূর সম্মার্জ্জন—দর্ভের অগ্রদ্বারা অন্তর্ভাগ, এবং মূল দ্বারা বহির্ভাগকে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে (১.২.৪.৬; ১০ টীকা) সম্মার্জ্জন করিতে হয়। অনন্তর গার্হপত্য হইতে আজ্যকে নামাইয়া উৎপবন ও দর্শন করিয়া স্রুবের দ্বারা আজ্য গ্রহণপূর্ব্বক স্রুক্ অর্থাৎ জুহূ পূর্ণ করিতে হয় ও তাহার নীচে এক পাত্র রাখিতে হয়,যাহাতে পড়িয়া না যায়। অনন্তর একখানি প্রাদেশপরিমাণ পলাশ-সমিৎ গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিয়া তিনি আহবনীয়ের উত্তর দিকে উপবেশন করেন, এবং কুশ দ্বারা আহবনীয়কে পরিস্তরণ করেন। পরে উত্থিত হইয়া সেই সমিৎ নিক্ষেপ করিয়া আবার উপবেশন করেন, এবং দক্ষিণ জানু সঙ্কুচিত করিয়া ও যজমানের দ্বারা পৃষ্ঠদেশে স্পৃষ্ট হইয়া স্বাহাকারোচ্চারণ করেন। অনন্তর যজমান অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মাকে বর (অর্থাৎ স্বশক্তি-অনুসারে তাঁহাদের অভিলষিত দ্রব্য বস্ত্রহিরণ্যাদিরূপ দক্ষিণা—হবির্ধানী) প্রদান করেন, ও তাহা দ্বারা বাগ্-বিসর্জ্জন বা মৌনত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহার পর অগ্নিহোত্র হোম হয়। যাজ্ঞিকদেব-পদ্ধতি, ৩৭৯-৩৮১ দ্রষ্টব্য।

এই জন্য তিনি ইহাতে অন্নেরই দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) বর্দ্ধিত করিয়া এই উজ্জ্বল বীর্য্যকে ইহাতে (অগ্নিতে) স্থাপন করেন।

১৩। তাহা যদি এই পর্য্যন্ত হয়[৬] তবে বিপর্য্যস্তের ন্যায় হইয়া থাকে। অগ্নি যখন দেবগণের নিকট হইতে মনুষ্যগণের নিকটে উপস্থিত হন, তিনি তখন ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন যে, 'আমি সমগ্র দেহে মনুষ্যগণের নিকট উপস্থিত হইব না।'

১৪। তিনি এই (তিন) লোকে এই তিনটি তনু (শরীর)[৭] বিনিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার যে পবমান-রূপ ছিল, তাহা তিনি এই পৃথিবীতে, যাহা পাবক-রূপ ছিল, তাহা অন্তরিক্ষে, এবং যাহা শুচি-রূপ ছিল, তাহা দ্যুলোকে বিনিহিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যাঁহারা ঋষি ছিলেন, সেই সমস্ত ঋষি জানিতে পারিলেন যে, 'অগ্নি অসম্পূর্ণ দেহে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।' অনন্তর তাঁহারা ইঁহাকে এই সমস্ত হবি প্রদান করিয়াছিলেন।

১৫। তিনি যে পবমান অগ্নিকে (হবি) প্রদান করেন, তাহাতে ইঁহার (অগ্নির) যে রূপ এই পৃথিবীতে ছিল, তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; আর যে পাবক অগ্নিকে (হবি) প্রদান করেন, তাহাতে ইঁহার যে রূপ অন্তরিক্ষে ছিল, তাহাই প্রাপ্ত হন; এবং শুচি অগ্নিকে যে (হবি) প্রদান করেন, তাহাতে ইঁহার যে রূপ দ্যুলোক ছিল, তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; এবং এইরূপেই সমগ্র অগ্নিকে স্থাপন করিতে পারেন,—তাহার কিছুই অপনিহিত থাকে না। অতএব তিনি পরবর্ত্তী হবিসমূহ অবশ্য প্রদান করিবেন।

১৬। (পূর্ব্বোক্ত হবিত্রয়ের মধ্যে) প্রথম হবিটির কেবল নিজের জন্য একখানি বর্হি থাকে, এবং পরবর্ত্তী হবি দুইটির সাধারণ ভাবে একখানি বর্হি থাকে। এই (পৃথিবী-) লোক প্রথম হবির স্বরূপ, অন্তরিক্ষ দ্বিতীয় হবির স্বরূপ, এবং দ্যৌ তৃতীয় হবির স্বরূপ; এই পৃথিবী বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে,

---

৬। অর্থাৎ অগ্ন্যাধেয় যদি পূর্ণাহুতি-পর্য্যন্তই হয়, তাহার পরে আর পবমানেষ্টি না করা যায়। দ্রষ্টব্য ৫ম কণ্ডিকা। পবমানেষ্টি করিলেও হয়, না করিলেও হয়, এইরূপই বিধি পাওয়া যায় (কা. শ্রৌ. ৪. ১০. ৭); এখানে প্রথম পক্ষ সমর্থন করা হইতেছে।

৭। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক, এই তিন লোক; এবং পবমান, পাবক ও শুচি, এই তিন তনু।

এবং এই অন্তরিক্ষ লীনের ন্যায়, ও ঐ দ্যুলোকও লীনের ন্যায় রহিয়াছে; ইহারা উভয়ে (অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক) তাহার (পৃথিবীর) প্রতি (পীড়া প্রদান করিতে) উদ্যত হইতে পারে; এই জন্য তাহাদের একখানি সাধারণ বর্হি থাকে।[৮]

১৭। (অগ্নির এই) সমস্ত পুরোডাশই অষ্ট (আটখানি) কপালে (পক্ক) হইয়া থাকে; কেননা, গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা,[৯] ও গায়ত্রীই অগ্নির ছন্দঃ; তিনি ইহাতে (অগ্নিকে) নিজের ছন্দেই আধান করিয়া থাকেন। সেই সমস্ত কপাল (সমষ্টিতে) চতুর্বিংশতিটি, এবং গায়ত্রী চতুর্বিংশত্যক্ষরাই হইয়া থাকে, ও গায়ত্রীই অগ্নির ছন্দ; অতএব তিনি ইহাতে (অগ্নিকে) নিজের ছন্দ দ্বারাই আধান করিয়া থাকেন। ইহাতে যাজ্যা ও অনুবাক্যা গায়ত্রী (ছন্দেরই) হয়, এবং গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ; অতএব তিনি ইহাতে অগ্নিকে নিজের ছন্দের দ্বারাই আধান করিয়া থাকেন।[১০]

১৮। অনন্তর তিনি অদিতিকে চরু প্রদান করেন। যিনি এই[১১] হবিসমূহ গ্রহণ করেন, তিনি যেন এই লোক হইতে প্রচ্যুত হইয়া পড়েন, কেননা, তিনি তাহাতে এই (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ) লোকসমূহে আরোহণপূর্ব্বক গমন করেন।

১৯। কিন্তু তিনি যে অদিতিকে চরু প্রদান করেন, তাহাতে,—এই পৃথিবীই অদিতি, ও ইহাই প্রতিষ্ঠা হওয়ায়,—এই প্রতিষ্ঠাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন; এবং সেই জন্যই তিনি অদিতিকে চরু গ্রহণ করেন।

৮। অর্থাৎ একখানি বর্হির উভয়দিকে তাহাঁরা উভয়ে থাকিলে তাহার উভয়দিকে ভার সমান হওয়ায় আর তাহারা পৃথিবীর উপর পড়িবে না (?)।

৯। অর্থাৎ গায়ত্রীর এক পদে অষ্টাক্ষর।

১০। পবমান, পাবক ও শুচি এই অগ্নিত্রয়ের অনুবাক্যাসমূহ যথাক্রমে ঋগ্বেদের ৯.৬৬.১৯; ১.১২.১০; ও ৮.৪৪.২১; এবং যাজ্যাসমূহ যথাক্রমে ৯.৬৬.২১; ৫.২৬.১; ও ৮.৪৪.১৭; এই সমস্তই গায়ত্রী ছন্দের। দ্রষ্টব্য—আশ্ব. শ্রৌ. ২.১.২০—২৫। এই উভয় ইষ্টির অন্তর্গত স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা ও যাজ্যাও গায়ত্রীছন্দের; যথাক্রমে অনুবাক্যা যথা—ঋগ্বেদের ৩.১১.২, ও ৩.১১.৬; এবং যথাক্রমে যাজ্যা যথা—৩.১১.১, ১.১.১। যাগান্তরে অনুবাক্যা গায়ত্রী, এবং যাজ্যা ত্রিষ্টুপ্ হইয়া থাকে। দ্রষ্টব্য ১.৫.৫.১৫—১৬, ও টীকা।

১১। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক-স্বরূপ পবমানাদি হবি; দ্রষ্টব্য—১৫শ ১৬শ কণ্ডিকা।

২০। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহার (অদিতির) সংযাজ্যাদ্বয় বিরাট্ হইবে,[১২] কেননা, ইহা[১৩] বিরাট্; অথবা ত্রিষ্টুপ্ হইবে, কেননা, ইহা ত্রিষ্টুপ্; অথবা জগতী হইবে, কেননা, ইহা জগতী। কিন্তু তাহারা বিরাট্ই হইবে।

২২। তাহার দক্ষিণা হইবে ধেনু;[১৪] কেননা, ইহা (পৃথিবী) ধেনুর ন্যায় মনুষ্যগণের সমস্ত কামনাকে পূর্ণ করে; ধেনু মাতা, কেননা, ধেনু মাতার ন্যায় মনুষ্যগণকে ভরণ করে; অতএব দক্ষিণা ধেনু হইয়া থাকে। (পবমানেষ্টির) ইহা এক পদ্ধতি।

২২। আর এই দ্বিতীয় (পদ্ধতি)। তিনি কেবল অগ্নিকেই[১৫] অষ্ট কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ অর্পণ করিবেন। তিনি যে 'পববান অগ্নিকে', 'পাবক অগ্নিকে', ও 'শুচি অগ্নিকে' এইরূপে (প্রদান করেন), তাহাতে তাহা পরোক্ষ হইয়া যায়; আর সরলভাবে (কেবল অগ্নিকে প্রদান করিয়া) তিনি ইহাকে (অগ্নিকে) প্রত্যক্ষভাবে আধান করিতে পারেন;[১৬] অতএব অগ্নিকে (তিনি প্রদান করিবেন)। অনন্তর তিনি অদিতিকে চরু প্রদান করেন। চরুর সম্বন্ধে (পূর্ব্বে) সেই যে (বিধি) অনুকূল, (এখানেও সেই বিধিই) অনুকূল।[১৭]

১২। অর্থাৎ স্বিষ্টকৃতের পুরে হনুবাক্যা ও যাজ্যা বিরাট্ ছন্দের হইবে। দ্রষ্টব্য ১.৫.১.১২, ও টীকা; আশ্ব শ্রৌ. ২.১.৩০; শাঙ্খা. শ্রৌ. ২.২.১৫।

১৩। পৃথিবীরূপা অদিতি।

১৪। পূর্ব্বোক্ত পবমানেষ্টি বা তনুহবিরিষ্টিতে ছয়, বা বার, বা চব্বিশটি গো দুই ভাগে দক্ষিণা-রূপে দিতে হয়। শ্রদ্ধা হইলে যত ইচ্ছা তত গো দিতে পারা যায়। কা. শ্রৌ. ৪.১০.১২—১৩ আপ. শ্রৌ. ৫. ২০. ১৩—১৪; অদিতির দক্ষিণা ধেনু, কা. শ্রৌ. ৪.১০.১৪; সবৎস গাভীর নাম ধেনু। পরবর্ত্তী (৬) ব্রাহ্মণের ৩—৫ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

১৫। অর্থাৎ অগ্নির পূর্ব্বে পবমানাদি বিশেষণ না দিয়া কেবল অগ্নিকেই দিতে হইবে। কা. শ্রৌ. ৪.১০.১১।

১৬। সায়ণ বলেন—পবমানাদি বিশেষণ দ্বারা অগ্নিকে বিশিষ্ট করিলে সেই বৈশিষ্ট্য দ্বারা অগ্নির পরোক্ষতা আসিয়া পড়ে, আর সেই বিশেষণ পরিত্যাগ করিলে সরল পথে কেবল অগ্নিকে দান করিলে প্রত্যক্ষ ভাবে তাহাকে স্বীকার করা হয়।

১৭। অর্থাৎ পবমানাদি বিশেষণ-যোগে ইষ্টি করিলে যেমন তাহার পর অদিতির চরু বিহিত হইয়াছিল, বিশেষণ ত্যাগ করিলেও সেইরূপই অদিতির চরু হইবে।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

[১ যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞ করিতে গিয়া সোমাভিষব, পশুবধ, ও ব্রীহিপ্রভৃতির অবঘাতের দ্বারা বস্তুত যজ্ঞকে বধ করেন ;—২ দেবগণ হত যজ্ঞকে দক্ষিণা দ্বারা আবার কর্ম্মদক্ষ করিয়াছিলেন, দক্ষিণা-শব্দের নির্ব্বচন, পূর্ব্বোক্ত ইষ্টিতে দক্ষিণাদানের বিধি—৩—৫ ছয়, বার, বা চব্বিশটি গাভী দক্ষিণা দিতে হইবে, শ্রদ্ধানুসারে অধিকও দিতে পারা যায় ;—৬-৭ দক্ষিণাদান-বিধির প্রশংসা ও সমর্থন ; দেবগণ দ্বিবিধ,—অগ্ন্যাদি দেব, ও মনুষ্যদেব, ব্রাহ্মণ মনুষ্যদেব ,—৮-১৪ অগ্ন্যাধানের ফলকথনের জন্য দেবাসুর-আখ্যায়িকা, দেবগণ অমৃতরূপ অগ্ন্যাধেয়কে প্রাপ্ত হইয়া অন্তরাত্মায় হৃদয়ে স্থাপন করেন ও তাহাতে অসুরগণকে পরাভব করেন, আহিতাগ্নি ব্যক্তিকে শত্রু হিংসা করিতে পারে না, আহিতাগ্নির যদিও দেবগণের ন্যায় অমৃত হইবার আশা নাই, তথাপি তিনি সমগ্র আয়ু লাভ করিয়া থাকেন ;—১৫ অগ্নি কিরূপে অন্তর্হৃদয়ে আহিত হইতে পারে, তাহার প্রতিপাদন ;—১৬ অন্তর্হৃদয়ে আহিত অগ্নির উদ্দীপন ;—১৮ অন্তর্হৃদয়ে আহিত অগ্নি ও যজমানের মধ্যে কেহ গমনও করিতে পারে না, এবং তজ্জন্য ব্যবধান-কৃত কোনো দোষও হয় না, এই অগ্নি উপশান্তও হয় না ;—১৮ প্রাণ, অপান, ও ব্যান-নামক অন্তর্ব্বায়ুই যথাক্রমে অন্তরাত্মায় আহিত আহবনীয় গার্হপত্য ও অন্বাহার্য্যপচন (দক্ষিণ) ;—১৯ আহিতাগ্নি ব্যক্তি সত্যই বলিবেন, মিথ্যা বলিবেন না, ইহার ফল ও দৃষ্টান্ত ;—২০ প্রাচীন ঘটনার উল্লেখে সত্য-কথনের সমর্থন ।]

১। তাঁহারা যে যজ্ঞকে বিস্তার করেন, তাহাতে তাহাকে (যজ্ঞকে) বধ করেন ; তাঁহারা যে (সোমকে) অভিষব করেন তাহাতে তাঁহাকে বধ করেন , তাঁহারা যে পশুকে হনন করেন, শাসন করেন, তাহাতে তাহাকে বধ করেন ; তাঁহারা উলূখল ও মুসল, এবং দৃষৎ ও উপলা দ্বারা হবির্যজ্ঞকে বধ করিয়া থাকেন।

২। যজ্ঞ হত হইয়া (ফলোৎপাদনে) দক্ষ (সমর্থ) হইতে পারে নাই। (অনন্তর) দেবগণ দক্ষিণা দ্বারা তাহাকে দক্ষ করেন ("অদক্ষয়ন্")। তাঁহারা যে তাহাকে দক্ষিণা দ্বারা দ ক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার নাম দ ক্ষি ণা। অতএব যজ্ঞ এখানে হত হইলে তাহার যাহা কিছু ব্যথিত হয়, তাহাই তাঁহারা দক্ষিণা দ্বারা (আবার) দক্ষ করিয়া দেন, এবং যজ্ঞ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। সেই জন্যই তিনি দক্ষিণা প্রদান করেন।

৩। তিনি ছয়টি (গাভী) প্রদান করিবেন ; কেননা সংবৎসরের ঋতু ছয়টি, এবং সংবৎসর যজ্ঞ ও প্রজাপতি-স্বরূপ ; অতএব যজ্ঞ যৎপরিমাণ, —ইহার যে মাত্রা আছে, তিনি তাহা দ্বারাই ইহাকে (যজ্ঞকে) দক্ষ করেন।

৪। তিনি দ্বাদশটি প্রদান করিবেন ; কেননা, সংবৎসরের মাস দ্বাদশটি, এবং সংবৎসর যজ্ঞ ও প্রজাপতি-স্বরূপ ; অতএব যজ্ঞ যৎপরিমাণ,—ইহার যে মাত্রা আছে, তিনি তাহাতেই ইহাকে দক্ষ করেন।

৫। তিনি চতুর্বিংশতিটি দিবেন, কেননা, সংবৎরের অর্দ্ধমাস চতুর্বিংশতি, এবং সংবৎসর যজ্ঞ ও প্রজাপতি-স্বরূপ ; অতএব যজ্ঞ যৎপরিমাণ,—ইহার যে মাত্রা আছে, তিনি তাহাতেই ইহাকে দক্ষ করেন। ইহাই দক্ষিণার পরিমাণ ; কিন্তু তিনি শ্রদ্ধানুসারে অধিকতর দক্ষিণা দিতে পারেন।[১] তিনি যে দক্ষিণা প্রদান করেন, (তাহার কারণ এই)—

৬। দেবগণ দুই প্রকার ; দেবগণই দেব, আর যে সকল ব্রাহ্মণ বহুশ্রুত ও অধীতসাঙ্গবেদ,[২] তাঁহারা মনুষ্যদেব।[৩] তাঁহাদের যজ্ঞ দ্বিধা বিভক্ত ; আহুতিসমূহ দেবগণের, এবং দক্ষিণা বহুশ্রুত অধীতসাঙ্গবেদ মনুষ্যদেব ব্রাহ্মণগণের ; ইহা (যজ্ঞ) আহুতিসমূহের দ্বারা দেবগণকে প্রীত করে, এবং দক্ষিণাসমূহের দ্বারা বহুশ্রুত অধীতসাঙ্গবেদ ব্রাহ্মণকে প্রীত করে। সেই উভয় দেবগণ প্রীত হইয়া ইহাকে সুধায় স্থাপিত করেন।[৪]

৭। লোকে যেমন যোনিতে রেত স্থাপন করে, সেইরূপই ঋত্বিগ্‌গণ যজমানকে (স্বর্গ) লোকে[৫] স্থাপন করেন। তিনি যে ইঁহাদিগকে তাহা (দক্ষিণা) প্রদান করেন, (তাহার কারণ, তিনি মনে করেন যে), 'যাঁহারা আমাকে ইহা (স্বর্গ) প্রাপ্ত করাইয়াছেন, (তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দান করা উচিত)।' ইহাই দক্ষিণাসমূহের (রীতি)।

৮। দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য ; তাঁহারা উভয়ে পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই আত্মা[৬] ছিল না, তাঁহারা

১। ৫ম ব্রাহ্মণের ১৪শ টীকা দ্রষ্টব্য, ৩১ পৃষ্ঠা।

২। "শুশ্রুবাংসোঽনূচানাঃ ;" "শুশ্রুবাংসো বহুশ্রুতাঃ, অনূচানাঃ স্বাঙ্গবোদাধ্যয়নেন জ্ঞাতানুষ্ঠানপরাঃ—সায়ণ। অথবা যাঁহারা শিষ্যগণকে অনুক্রমে শিক্ষা প্রদান করেন তাঁহারা অ নূ চা ন।

৩। "এতে বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং যদ্ ব্রাহ্মণা :—তৈ. স. ১.৭.৩.২।

৪। তুলনীয় —৪.৩. ৩. ৪।

৫। "স্বর্গে লোকে"—ইতি কাণশাখা-পাঠ।

৬। সায়ণ এখানে 'আত্মা' শব্দের অর্থ আত্মজ্ঞান করিয়াছেন ; মূল "অনাত্মানঃ ;" "আত্মজ্ঞানরহিতা অবিবেকিনো জাতাঃ—" সায়ণভাষ্য

মর্ত্ত্য ছিলেন, কেননা, যাহার আত্মা থাকে না, সে মর্ত্ত্য। সেই মর্ত্ত্য উভয়-দলের মধ্যে অগ্নিই অমৃত ছিলেন, এবং সেই অমৃতকেই (অগ্নিকে) আশ্রয় করিয়া তাঁহারা জীবিত থাকিতেন। তাহারা (অসুরেরা) ইঁহাদিগের (দেব-গণের) মধ্যে যাঁহাকেই হত করিত, তিনিই সেখানে (হত) হইতেন।

৯। অনন্তর দেবগণ অল্পতর হইয়া অবশিষ্ট থাকিলেন এবং অর্চ্চনা ও শ্রম করিতে করিতে বলিলেন যে, 'শত্রু মর্ত্ত্য অসুরগণকে আমরা অভিভব করিব!' অনন্তর তাঁহারা এই অমৃত অগ্ন্যাধেয়কে দর্শন করিলেন।

১০। তাঁহারা বলিলেন—'অহো! আমরা এই অমৃতকে অন্তরাত্মায় স্থাপন করিয়া, (ও তাহাতে) অমৃত হইয়া অহিংসনীয় হইয়া (আমাদের) শত্রু মর্ত্ত্য অসুরগণকে অভিভব করিব!'

১১। তাঁহারা বলিলেন—'আমাদের উভয়েরই মধ্যে এই অগ্নি রহিয়াছে, (অতএব) অসুরগণকে প্রকাশ করিয়া বলিব।'[৭]

১২। তাঁহারা বলিলেন—'আমরা দুইটি অগ্নি আধান[৮] করিব, আর তোমরা কি করিবে?'

১৩। তাহারা বলিল—'আমরা তাহা হইলে এই অগ্নিকে নীচেই স্থাপন করিব ("ন্যেব ধাস্যামহে"), এবং তাহাকে বলিব যে, 'এখানে তৃণসমূহ দগ্ধ কর! এখানে দারুসমূহ দগ্ধ কর! এখানে অন্ন পাক কর! এখানে মাংস পাক কর!' অসুরগণ যে অগ্নিকে নীচে স্থাপন করিয়াছিল, তাহা দ্বারা মনুষ্যগণ ভোজন করে।

১৪। অনন্তর দেবগণ ইহাকে (অগ্নিকে) অন্তরাত্মায় আধান করিলেন, এবং এই অমৃতকে অন্তরাত্মায় আধান করিয়া (তাহাতে) অমৃত হইয়া অহিংস-নীয় হইয়া হিংসনীয় মর্ত্ত্য শত্রুগণকে অভিভব করিলেন। ইনি সেই-রূপই ইহাতে অমৃতকে অন্তরাত্মায় আধান করেন, এবং (যদিও তাঁহার তাহাতে) অমৃতত্বের আশা নাই, (তথাপি) সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং

৭। অর্থাৎ 'অসুরগণকে জানাইয়াই আমাদের আধান করা উচিত, ইহাই তাঁহারা বিচার করি-লেন'—সায়ণ।

৮। স্থাপন করিব, বা অন্তরাত্মায় স্থাপন করিব; "আধাস্যামহে।"

অহিংসনীয়ই হন ; শত্রু হিংসা করিতে ইচ্ছা করিলেও ইঁহাকে হিংসা করিতে পারে না। অতএব আহিতাগ্নি ও অনাহিতাগ্নি ব্যক্তি যদি (পরস্পর) স্পর্দ্ধা করে, তাহা হইলে আহিতাগ্নি ব্যক্তিই (অপরকে) অভিভব করে, কেননা, সে তখন অহিংসনীয় হয়, অমৃত হয়।

১৫। তাঁহারা যখন ঐ স্থানে ইহাকে (অগ্নিকে) মন্থন করেন, তখন ইহা (অগ্নি) জাত হইলে, তিনি (যজমান) ইহার উপরে শ্বাস ত্যাগ করেন ("অভিপ্রাণিতি"), কেননা, প্রাণই অগ্নি, এবং তিনি তাহাতে উৎপন্ন ইহাকে (অগ্নিকে, বস্তুত) উৎপাদন করেন। তিনি পুনর্ব্বার শ্বাস গ্রহণ করেন ("অপানিতি"), এবং তাহাতে ইহাকে অন্তরাত্মায় আধান করেন। এইরূপে সেই অগ্নি ইঁহার অন্তরাত্মার আহিত হইয়া থাকে।[৯]

১৬। তিনি তাহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া সমুজ্জ্বলিত করেন ; 'আমি এখানে যাগ করিব, আমি এখানে সুকৃত[১০] করিব !' এই (সঙ্কল্প) দ্বারা তিনি তাঁহার অন্তরাত্মার আহিত অগ্নিকে সমুজ্জ্বলিত করিয়া থাকেন।

১৭। (কেহ কেহ ভয় করেন যে, কোনো ব্যক্তি এই অগ্নি ও যজমানের) মধ্যে আগমন করিয়াছিল, (এবং তাহাতে অগ্নি) বিমুখ হইয়াছিল।[১১] কিন্তু তিনি যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন, যে অগ্নি ইঁহার অন্তরাত্মায় আহিত হইয়াছে, সেই অগ্নি ও ইঁহার মধ্যে কেহই আগমন করে না। অতএব তিনি তাহা আদর করিবেন না। (আর যে তাঁহারা বলেন—) 'ইহা উপশান্ত হইয়া যাইবে', (তাহাও নহে), কেননা, তাঁহার যে অগ্নি অন্তরাত্মায় আহিত হইয়াছে, তাহা, তিনি যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন উপশান্ত হয় না।

১৮। প্রাণসমূহই সেই সমস্ত অগ্নি ; প্রাণ ও উদানই (যথাক্রমে) আহবনীয় ও গার্হপত্য, এবং ব্যান অন্বাহার্য্যপচন।

১৯। এই-সেই অগ্ন্যাধেয়ের সত্যই উপচার (সেবা, বা পূজা)। যিনি সত্য বলেন, তিনি, সমুজ্জ্বলিত অগ্নিকে ঘৃত দ্বারা অভিষেচন করিলে তাহা যেরূপ হয়, সেইরূপই ইহাকে (অগ্নিকে) উদ্দীপ্ত করিয়া থাকেন ; তাঁহার অধিকতর-

---

৯। চতুর্থ ব্রাহ্মণের ২৯ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

১০। সৎকার্য্য, বা পুণ্য কার্য্য।

১১। সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অধিকতরই তেজ হয়, এবং (স্বয়ং) পর-পর দিন (উত্তরোত্তর) শ্রেয়ান্ হইয়া উঠেন। আর যে ব্যক্তি অনৃত বলেন, তিনি, সমুজ্জ্বলিত অগ্নিকে জলের দ্বারা অভিষেচন করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপই তাঁহাকে নষ্ট করিয়া ফেলেন; তাঁহার তেজ অল্পতর অল্পতর হয়, এবং পর পর দিন (নিজে) নিকৃষ্টতর হইয়া পড়েন। অতএব তিনি সত্য বলিবেন।

২০। তদ্বিষয়ে ঔপবেশি (উপবেশ-পুত্র) অরুণকে জ্ঞাতিগণ বলিয়াছিলেন—'তুমি স্থবির হইয়াছ, অগ্নিদ্বয় আধান কর!' তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—'আপনারা ইহা বলিবেন না যে, "তুমি বাগ্‌যতই হও?" কেননা, আহিতাগ্নি ব্যক্তিকে অনৃত বলিতে হয় না, তিনি কখনো কিছু না বলিতেও পারেন, কিন্তু অনৃত বলিবেন না।' অতএব সত্যই উপচার।[১৩]

১২। দ্রঃ—১.১.১.৪—৫।

১৩। এই কণ্ডিকার মূল এই:—"তদ্ধ হাপাকণমৌপবেশিং জ্ঞাতয় উচুঃ স্থবিরো বা অ স্যগ্নী আধৎস্বেতি। স হোবাচ তে মৈতদ্ ব্রূথ বাচংযম এবৈধি, ন বা অহিতাগ্নিনানৃতং বদিতব্যং, ন বদঞ্জাতু নানৃতং বদেৎ, তাবৎ সত্যমেবোপচার ইতি।" সায়ণ এখানে যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহার অর্থ এইরূপ হয়—'আপনারা ইহা বলিবেন না যে, বাগ্‌যতই হইতে হয় (অর্থাৎ অগ্ন্যাধান করিয়া মিথ্যাবর্জ্জন-পূর্ব্বক কেবল যে সত্য বলিবে, তাহা নহে, বাগ্‌যত হইয়াই থাকিতে হইবে; এই কথা বলিবেন না) কেননা, যে বাগ্‌ব্যবহার করিবে তাহার মিথ্যাকথন-নিষেধ সম্ভব হয় না;'—"'বাচংযম এধেতি' বাগ্‌যত এব ভবতি। কুত এতৎ প্রার্থ্যতে? তত্রাহ 'ন বা' ইতি। আহিতাগ্নিনা অনৃতং ন বদিতব্যম্। বাগ্‌ব্যবহারং কুর্ব্বতস্তু অনৃতবদননিষেধো ন সম্ভবতি।" সায়ণের মতে "ন বদন্ জাতু নানৃতং বদেৎ" মূলের এই অংশের অর্থ হয়—'যে কথা বলে, সে যে কখন অনৃত না বলে, তাহা নহে।' কিন্তু যদি তাহাই হয়, তবে পরবর্ত্তী ভাষ্যপঙ্‌ক্তি সুসঙ্গত মনে হয় না—"যস্মাদেবমৃষিণোক্তং—'ন বদন্ জাতু' ইত্যাদি, তস্মাৎ সত্যবচনমেবাগ্ন্যাধেয়স্যাঙ্গমিত্যাশয়ঃ।" জ্ঞাতিবর্গের প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই বুঝিতে হইবে যে, 'অগ্ন্যাধান করিয়া তুমি বাগ্‌যত হও।' অরুণ উত্তর করিতেছেন যে, বাগ্‌যত হইতে হইবে না, সত্য বলিলেই চলিবে। কা. শ্রৌ. ৪.১০.১৫।

দ্বিতীয় প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[১ অগ্ন্যাধেয়ের যশ ও রাজা-হেতুত্ববর্ণন ;— ২-৪ বক্ষ্যমাণ পুনরাধেয় বিধির প্রশংসার জন্য আখ্যায়িকা ;—৫ পুনরাধেয়-অনুষ্ঠানের ফল ;—৬ অগ্নিসম্বন্ধের উল্লেখে পুনরাধেয়ের প্রশংসা ;—৭ বর্ষা ঋতুতে পুনরাধেয়-আধানের বিধি ও তাহার সমর্থন, বর্ষ-শব্দের ব্যুৎপত্তি, বর্ষা সর্ব্বঋতু-স্বরূপ ;—৮ প্রকারান্তরে বর্ষার সর্ব্বঋতুস্বরূপত্ব-প্রতিপাদন ;—৯ পুনরাধান দিনের মধ্যভাগে বিধেয়, ইহাই প্রতিপাদনের জন্য আদিত্যের সর্ব্বঋতুস্বরূপত্ব-প্রতিপাদন ;—১০ মধ্যাহ্নের বা দিবার মধ্যভাগের প্রশংসা, মানুষ ছায়ার ন্যায় পাপ দ্বারা অনুযুক্ত থাকে ;—১১ দণ্ড দ্বারা অগ্নির উদ্ধরণ, অগ্নির উদ্ধরণে দর্ভব্যবহারের সমর্থন ;—১২ কপালস্থানীয় দুইটি অর্কপত্রে ব্রীহিনির্ম্মিত অপূপ পাক করিয়া গার্হপত্য অগ্নির স্থানে স্থাপন ;—১৩ দুইটি অকপত্রে যবনির্ম্মিত অপূপ পাক করিয়া আহবনীয় অগ্নির স্থানে স্থাপন ;—১১ এই বিধিদ্বয়ের উদ্দেশ্য ও খণ্ডন ;—১৪ পবমানেষ্টি-স্থলে কেবল অগ্নিকেই পঞ্চকপালপক্ব পুরোডাশ দিবার বিধি ;—১৫ সমস্ত যজ্ঞ আগ্নেয় হইয়া থাকে ;—১৬ চরম অনুযাজের পূর্ব্বপর্য্যন্ত মন্ত্রসমূহের অনুচ্চস্বরে উচ্চারণের বিধান ও তাহার সমর্থন ;—১৭ শেষ অনুযাজকে উচ্চৈঃস্বরে করিবার বিধি ও যুক্তি ;—১৮ প্রযাজ-মন্ত্রোচ্চারণের জন্য অধ্বর্য্যুকর্তৃক হোতার আহ্বান, প্রথম প্রযাজে সমিৎ-শব্দের স্থানে প্রত্যক্ষত অগ্নি-শব্দ দিতে পারা যায় ;—১৯ প্রযাজ-যাজ্যাসমূহে বিভিন্ন-বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ত অগ্নি-শব্দের নিবেশ ;—২০ আজ্যভাগদ্বয়ের মন্ত্র, প্রথম আজ্যভাগ কেবল অগ্নির, এবং দ্বিতীয় আজ্যভাগ পবমান অগ্নি বা ইন্দুমান্ অগ্নির হইয়া থাকে ;—২১ অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণের জন্য অধ্বর্য্যুর হোতার নিকট প্রার্থনা হোতৃকর্তৃক তাহার পাঠ, তাহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—২২-২৩ পবমান ও ইন্দুমান্ অগ্নির জন্য আজ্যভাগ নিশ্চিত হইলে তাহার অনুবাক্যা উচ্চারণ ;—২৪ অগ্নির অনুবাক্যা এবং স্বিষ্টকৃতের যাজ্যা ও অনুবাক্যার উচ্চারণের জন্য অধ্বর্য্যুর হোতৃসমীপে প্রার্থনা ;—২৫ অনুযাজত্রয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় যাজ্যায় যথাক্রমে 'অগ্নেঃ' ও 'অগ্নৌ' এই দুই অগ্নি শব্দ যোগ করিয়া তাহাদিগকে আগ্নেয় করা, তৃতীয় অনুযাজে পূর্ব্বেই অগ্নি-শব্দ থাকায় তাহা নিজেই আগ্নেয় রহিয়াছে ;—২৬ পূর্ব্বোক্তরূপে প্রযাজ ও অনুযাজ-সমূহে অগ্নি-শব্দের উত্তর ছয়টি বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এই ছয় সংখ্যার প্রশংসা ;—২৭ পূর্ব্বোক্ত বিভক্তিসমূহের অক্ষরসংখ্যা ধরিয়া প্রশংসা, প্রযাজ ও অনুযাজ-সমূহের স্বরূপ ;—২৮ পুনরাধেয়ের দক্ষিণা হিরণ্য বা বলীবর্দ্দ হইবে।]

১। বরুণ রাজ্যকাম হইয়া ইহা (অগ্নিকে) আধান করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; এবং সেই জন্য যে ব্যক্তি (ইহা) জানে, বা যে ব্যক্তি জানেন না, তাহারা (উভয়েই) বলে যে, 'বরুণ রাজা।' সোম যশস্কাম হইয়া

(ইহা) আধান করিয়াছিলেন, এবং তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন ; সেই জন্য যে ব্যক্তি সোমের নিকট (কিছু) লাভ করে, বা যে ব্যক্তি করে না, তাহারা উভয়েই (যশ) প্রাপ্ত হয়। (লোকেরা) ইহা দ্বারা যশই দেখিতে আগমন করে ; যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া আধান করেন, তিনি যশই প্রাপ্ত হন, রাজ্য প্রাপ্ত হন।[১]

২। দেবগণ বিজয়ের উদ্দেশে গমন করিবার জন্য, বা স্বচ্ছন্দভ্রমণের ইচ্ছার জন্য, অথবা 'আমাদের মধ্যে রক্ষকতম ইনি (অগ্নি) রক্ষা করিবেন', এই মনে করিয়া গ্রাম্য ও আরণ্য সমস্ত রূপকে অগ্নির নিকট নিহিত করিয়াছিলেন।[২]

৩। অগ্নি সেই সমুদায়কে অত্যন্ত কামনা করিয়াছিলেন, এবং সমস্ত সংগৃহীত করিয়া তৎসমুদয়ের সহিত ঋতুসমূহের মধ্যে প্রবেশ করেন। দেবগণ মনে করিলেন—'আবার আমরা (আমাদের স্থানে) ফিরিয়া যাই', এবং (যেস্থানে) অগ্নি তিরোভূত হইয়াছিলেন, (সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন)। তাঁহাদের বড় হীন অবস্থা[৩] হইয়াছিল, (এবং তাঁহারা বলিয়াছিনেন)—'এখানে কি কর্ত্তব্য ? এবং বুদ্ধিই বা কি ?'

৪। অনন্তর ত্বষ্টা এই পু ন রা ধে য় (অগ্নিকে) দেখিলেন। তিনি তাহা আধান করিলেন, এবং তাহা দ্বারা অগ্নির প্রিয় ধামে উপস্থিত হইলেন ; তিনি (অগ্নি) ইঁহাকে গ্রাম্য ও আরণ্য উভয়বিধই রূপ ফিরাইয়া দিলেন। সেই জন্যই তাঁহারা বলিয়া থাকেন—'রূপসমূহ ত্বষ্টার', কেননা, রূপসমূহ ত্বষ্টারই,[৪] এবং (ইঁহার) যত যত প্রকার (রূপ থাকে), অপর জীবগণ (তত-তত প্রকারই) প্রাপ্ত হইয়া থাকে।[৫]

১। পু ন রা ধে য় (দ্রঃ—২.১.২.১০,১৪শ টীকা; ১২ পৃষ্ঠা) বিধানের জন্য প্রথমত এখানে ইহার প্রকৃতি-ভূত অগ্ন্যাধেয়ের রাজ্য ও যশোহেতুত্ব প্রতিপাদ্য হইয়াছে। কা. শ্রৌ. ৪.১০ ১-২।

২। তুলঃ—তৈ. স. ১.৫.১. ; ২.৩.২.১ ইত্যাদি।

৩। "ইয়সা" ; 'বিহীনাবস্থা'—ইতি সায়ণ ; 'চিন্তা'—ইতি হরিস্বামী ; দ্রঃ—১.৭.৩.১৪ ; ২.২.১. ১০।

৪। ১.৭.৩.১০, ৮ম টীকা।

৫। এখানে ভাবানুবাদ করা হইয়াছে ; মূল এই—উপ হ ত্বেবান্যাঃ প্রজা যাবচ্ছো যাবচ্ছ ইব তিষ্ঠন্তে।"

৫। তিনি তাহার (সেই ফলের) জন্য[৬] পুনরাধেয় (অগ্নিকে) আধান করিবেন, কেননা তিনি এইরূপে অগ্নির প্রিয় ধামে উপস্থিত হন, এবং তিনি ইঁহাকে গ্রাম্য ও আরণ্য উভয়বিধ রূপসমূহই ফিরাইয়া দেন ; তাঁহাতেই এই উভয়বিধ রূপসমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে ; এবং ইহাই (অগ্ন্যাধেয় দ্বারা উভয়বিধ রূপের প্রাপ্তিই)সর্ব্বোৎকর্ষ ("পরমতা")। ইঁহাকে (কৃত পুনরাধেয় ব্যক্তিকে, সকলেই) স্পৃহা করিয়া থাকে, এবং ইনিও দর্শনীয় (উৎকর্ষ লাভ করিয়া) পুষ্ট হন।

৬। এই যজ্ঞ আগ্নেয়। জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নি পাপের দাহক। ইনি (অগ্নি) তাঁহার (যজমানের) পাপকে দগ্ধ করেন, এবং তিনি এখানে (ইহলোকে) শ্রী ও যশের দ্বারা জ্যোতিঃস্বরূপ, ও ওখানে (পরলোকে) পুণ্যলোকত্ব হেতু জ্যোতিঃস্বরূপ হন। তিনি যাহার জন্য আধান করিবেন, তাহা ইহাই।

৭। তিনি বর্ষায় আধান করিবেন ;[৭] কেননা, বর্ষাই সমস্তঋতু-স্বরূপ। বর্ষাই সমস্তঋতু-স্বরূপ বলিয়া (লোকেরা) অমুক বর্ষে (বৎসরে,বা বৃষ্টিতে) করিয়াছি,অমুক বর্ষে করিয়াছি', এই বলিয়া সংবৎসর দর্শন করিয়া থাকেন (অর্থাৎ গণনা করেন)।[৮] বর্ষাই সমস্ত ঋতুর রূপ। (লোকেরা) যে বলিয়া থাকে 'অদ্য গ্রীষ্মের ন্যায়', তাহা বর্ষাতেই হইয়া থাকে ; (লোকেরা) যে বলিয়া থাকে 'অদ্য শিশিরের ন্যায়,' তাহা বর্ষাতেই হইয়া থাকে। বর্ষ (বর্ষণ) হইতে বর্ষা হইয়াছে।

৮। আর ইহাই পরোক্ষ রূপ।[৯] যখন (বায়ু) পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হয় তখন তাহা বসন্তের রূপ ; যখন (মেঘ) গর্জ্জন করে, তখন তাহা গ্রীষ্মের রূপ, যখন বৃষ্টি হয়, তখন তাহা বর্ষার রূপ ; যখন (বিদ্যুৎ) বিদ্যোতিত হয়, তখন তাহা শরদের রূপ ; এবং যখন বৃষ্টি হইয়া নিবৃত্ত হয়, তখন তাহা হেমন্তের রূপ ;

৬। "কং" অনর্থক বাক্যপূরণ নিপাত ; নিরুক্ত, ১.৩.৫ ; দ্রঃ—ঋঃ স. ৮.৮.১৯.১।

৭। এতৎ সমস্তই পুনরাধেয়ে দ্বিতীয়বার আধানের জন্য বুঝিতে হইবে।

৮। এখানে বৃষ্টিসময়বাচী বর্ষা এবং বৎসরবাচী বর্ষ শব্দের ঐক্য গ্রহণ করিয়া এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

৯। বর্ষাই যে সর্ব্বঋতুস্বরূপ, তাহা প্রত্যক্ষ রূপের দ্বারা পূর্ব্ব কণ্ডিকায় প্রতিপাদিত হইয়াছে ; কেননা, সেখানে উক্ত হইয়াছে যে, বর্ষা ঋতুতেই সময়ে সময়ে লোকে গ্রীষ্ম ও শিশিরকেও অনুভব করিয়া থাকে। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শিশির এই তিন ঋতুই প্রধান, এবং এক বর্ষাতে পূর্ব্বোক্তরূপে সব গুলিকেই পাওয়া যায়। অতএব বর্ষার সমস্ত ঋতুর লক্ষণ থাকায় তাহা সর্ব্বঋতুস্বরূপ। এখানে পরোক্ষ রূপ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, যাহাতে বর্ষাই সমস্তঋতুস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

(অতএব) বর্ষাই সমস্ত ঋতুর স্বরূপ। তিনি (অগ্নি) ঋতুসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং ঋতুসমূহ হইতেই তিনি ইঁহাকে ইহা দ্বারা নির্ম্মিত করিয়া থাকেন।

৯। আদিত্যই সমস্ত ঋতু। যখন ইহা উদিত হন, তখন বসন্ত; যখন গাভীসমূহ দোহনের জন্য সম্মিলিত হয়,[১০] তখন গ্রীষ্ম; যখন দিনের মধ্যভাগ উপস্থিত হয়, তখন বর্ষা; যখন অপরাহ্ণ, তখন শরৎ; এবং যখন ইহা (সূর্য্য) অস্ত গমন করে, তখন হেমন্ত। অতএব তিনি দিনমধ্যভাগে ("মধ্যন্দিনে") আধান করিবেন, কেননা সেই সময়েই ইহা (সূর্য্য) এই লোকের নিকটতম হইয়া থাকে, এবং তিনি ইহাতে সমীপতম মধ্যস্থল হইতেই ইহাকে (অগ্নিকে) নির্ম্মাণ করেন।[১১]

১০। এই লোক ছায়ার ন্যায় পাপ দ্বারা অনুষক্ত। এই (মধ্যদিন) সময়ে ইহার তাহা (ছায়ারূপ পাপ) অল্পতম হইয়া থাকে, এবং পায়ের নীচে যেন অবসন্ন হইয়া পড়ে; অতএব তিনি ইহাতে (সেই সময়ে) অল্পতম পাপকে পীড়িত করিয়া থাকেন। অতএব তিনি মধ্যদিনেই আধান করিবেন।

১১। তিনি তাহা (অগ্নিকে,গার্হপত্য হইতে) দর্ভসমূহ দ্বারা উ দ্ধ র ণ করেন (উঠাইয়া লইয়া যান)।[১২] তিনি পূর্ব্বে (অগ্ন্যাধেয়ে) ইহাকে দারুসমূহের দ্বারা উদ্ধরণ করেন; তিনি যদি পূর্ব্বে দারুসমূহের দ্বারা এবং পরেও দারুসমূহের দ্বারা (উদ্ধরণ করেন), তাহা হইলে পুনরুক্তি করিয়া ফেলেন এবং (দারুবিষয়ক পরস্পর) কলহ উৎপাদন করেন। দর্ভসমূহ জলস্বরূপ,[১৩] এবং জলই বর্ষা। তিনি (অগ্নি) ঋতুসমূহের মধ্যে[১৪] প্রবেশ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি ইহাতে জল

১০। "সঙ্গবঃ", "সঙ্গতা গাবো দোহনার্থং যত্র" ইতি শব্দকল্পদ্রুম; "সঙ্গচ্ছন্তে গাবো দোহনভূমিং যস্মিন্ কালে স সঙ্গবঃ"—সায়ণ, ঋ. স. ৫. ৭২. ৩. ভাষ্য। দিবার প্রথম তিন মুহূর্ত্ত প্রাতঃকাল, তাহার পর তিন মুহূর্ত্ত স ঙ্গ ব;—"প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু॥"

১১। পুনরাধান মধ্যন্দিনে অনুষ্ঠেয়; কা. শ্রৌ. ৪. ১১. ৬।

১২। কা শ্রৌ. ৪. ১১. ৭।

১৩। ১. ১. ৩. ৫।

১৪। ৩য় কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

হইতে জলেরই দ্বারা ইঁহাকে নির্ম্মিত করিয়া থাকেন। সেই জন্য তিনি দর্ভসমূহের দ্বারা উদ্ধরণ করেন।

১২। তিনি দুইটী অর্ক পত্রে ব্রীহিময় অপূপ (পাক) করিয়া, যে স্থানে গার্হপত্যকে আধান করিবেন, সেই স্থানে তাহা স্থাপন করেন, ও তাহাতে গার্হপত্যকে আধান করেন।

১৩। তিনি দুইটি অর্কপত্রে যবময় অপূপ (পাক) করিয়া যে স্থানে আহবনীয়কে আধান করিবেন, সেই স্থানে স্থাপন করেন, ও তাহাতে আহবনীয়কে স্থাপন করেন।[১৫] তাঁহারা (ইহাই করেন, ও) বলিয়া থাকেন—'আমরা ইহাতে ইহাদিগকে (এই পুনঃস্থাপিত অগ্নিদ্বয়কে) পূর্ব্ব অগ্নিদ্বয় হইতে ব্যবহিত করি।' কিন্তু তিনি তাহা করিবেন না; কেননা, রাত্রিসমূহ দ্বারাই ইহারা ব্যবহিত হইয়া পড়ে।

১৪। তিনি পঞ্চ কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ কেবল অগ্নিকেই প্রদান করেন।[১৬] ইহার যাজ্যা ও অনুবাক্যাসমূহ পঞ্চপদা পঙ্‌ক্তি ছন্দের হইয়া থাকে;[১৭] কেননা, ঋতু পাঁচটি, এবং তিনি (অগ্নি) ঋতুসমূহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি ইহাতে ঋতুসমূহ হইতে ইঁহাকে নির্ম্মিত করিয়া থাকেন।

১৫। সমগ্র (যজ্ঞ) আগ্নেয় (অগ্নিসম্বন্ধী) হয়; কেননা, ত্বষ্টা এই প্রকারেই অগ্নির প্রিয় ধামে গিয়া ছিলেন; অতএব সমগ্র (যজ্ঞ) আগ্নেয় হইয়া থাকে।[১৮]

১৫। কা. শ্রৌ. ৪. ১১. ৮।

১৬। অর্থাৎ পূর্ণাহুতির পর যে ত নু হ বি রি ষ্টি, বা প ব মা নে ষ্টি বিহিত হইয়াছে, তাহারই স্থানে ইহা কথিত ও বিহিত হইতেছে। ইহার দ্বারা অপর হবিসমূহ নিষিদ্ধ হইতেছে বুঝিতে হইবে। দ্রঃ—২. ১. ৫ ৬.।

১৭। অনুবাক্যা ঋ. স. ৪. ১০. ২; যাজ্যা—ঐ ৪. ১০. ৩; স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা—ঐ ৪. ১০. ৪; যাজ্যা—৪. ১০. ১; আ. শ্রৌ. ২. ৮. ১৪।

১৮। এই জন্যই পুনরাধেয়ের ইষ্টিতে প্রযাজসমূহে বিভিন্ন বিভিন্ন বিভক্তিতে অগ্নির নাম আছে; আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে (২. ৮. ৫-৬) উক্ত হইয়াছে—"তস্মাৎ প্রযাজানুযাজান্ বিভক্তিভির্যজেৎ ॥৫॥ 'সমিধঃ সমিধোঽগ্নেঽগ্ন আজ্যস্য ব্যন্তু।' 'তনূনপাদগ্নিমগ্ন আজ্যস্য বেতু।' 'ইড়োঽগ্নিনাগ্ন আজ্যস্য ব্যন্তু।' 'বর্হিরগ্নিরগ্ন আজ্যস্য বেত্বিতি॥' ৬॥" অন্যত্র আজ্যভাগদ্বয় সোম ও অগ্নিকে প্রদত্ত হয়, কিন্তু এখানে উভয় আজ্যভাগই অগ্নিকে দেওয়া হইয়া থাকে। দ্রঃ—আশ্ব. শ্রৌ. ২.৮.৭।

১৬। তাঁহারা সেই সময় অনুচ্চস্বরে (মন্ত্রগুলি উচ্চারণ) করেন ; কেননা যদি কেহ কেবল (নিজের) জ্ঞাতি বা বন্ধুর জন্য কিছু করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে, তাহা (অন্যের নিকট হইতে) তিরোহিত (করা) হয়। অন্য যজ্ঞ সমস্ত দেবগণের জন্য হয় ('বৈশ্বদেব'), কিন্তু ইহা কেবল মাত্র অগ্নির ; যাহা তিরোহিত (করিয়া রাখা হয়), তাহা অনুচ্চস্বর (দ্বারাই কথিত হয়) ; অতএব তাঁহারা অনুচ্চস্বরে করিয়া থাকেন।

১৭। তিনি শেষ অনুযাজকে উচ্চৈঃস্বরে করিয়া থাকেন ; কেননা, তখন তিনি কৃতকর্ম্মা, এবং সকলেই কৃত কার্য্যকে জানিয়া থাকে।

১৮। তিনি (অধ্বর্য্যু) আহ্বান করিয়া (এবং আগ্নীধ্রের প্রত্যুত্তর লাভ করিয়া হোতাকে) বলেন[১৯]—'সমিৎসমূহের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করুন !'—ইহা অগ্নির পরোক্ষ রূপ ;[২০] কিন্তু তিনি ইহাই বলিতে পারেন—'অগ্নিসমূহের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করুন !'—ইহাই অগ্নির প্রত্যক্ষরূপ।[২১]

১৯। তিনি (হোতা) উচ্চারণ করেন[২২]—"হে অগ্নি, তাহারা (সমিৎসমূহ) আজ্যের (ভাগ) গ্রহণ করুক ! বৌঝক্ !"[২৩] "তিনি (তনূনপাৎ) আজ্যের অগ্নিকে গ্রহণ করুন ! বৌঝক !" "তাহারা (ইড়া-সমূহ) অগ্নির দ্বারা আজ্যের (ভাগ) গ্রহণ করুক ! বৌঝক্ !" "(বর্হিঃ) অগ্নি আজ্যের (ভাগ) গ্রহণ করুক ! বৌঝক !"

১৯। দ্রঃ—১. ৪. ৩. ৬, ৪র্থ টীকা ; ১৬ কণ্ডিকা ৮ম টীকা ; ১. ৪. ৫. ১ প্রভৃতি।

২০। সমিৎসমূহ দ্বারা অগ্নি সমিদ্ধ-সন্দীপ্ত হয় বলিয়া সমিৎ অগ্নির রূপ, কিন্তু তাহা পরোক্ষ।

২১। পূর্ব্বে (১. ৪. ৪. ৮) প্রথম প্রযাজে সমিৎই উচ্চারিত হইয়াছিল। এখানে স্পষ্টত অগ্নি-শব্দই উচ্চারণীয় বলিয়া বিহিত হইল ; কাত্যায়ন এস্থলে বিকল্পে উভয়ই বিধান করিয়াছেন ; কা. শ্রৌ. ৪, ১১. ১১।

২২। প্রকৃতিভূত যে প্রযাজ-যাজ্যা আছে, তাহাতেই যথাক্রমে 'অগ্নে,' 'অগ্নিম্,' 'অগ্নিনা,' ও 'অগ্নিঃ, এই কয়টি বিভক্তি যোগ করিয়া পাঠ করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত ১৮ শ টীকায় আশ্বলায়নশ্রৌত-সূত্রোদ্ধৃত মন্ত্র, ও ৪. ৪. ৩. ৬ষ্ঠ টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩। "বৌ ঝ ক্" শব্দের অর্থ কি তাহা সায়ণ ব্যাখ্যা করেন নাই। ইহা বৌ ষ ট্ শব্দেরই অন্যরূপ হইবে, কাণ্বপাঠে বৌ ষ ট-ই আছে। পূর্ব্বে (১, ৫. ৫. ২১) বৌ ক্ শব্দ পাওয়া গিয়াছে।

২০। তিনি আগ্নেয় আজ্যভাগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"অগ্নিকে স্বাহা"[২৪] যদি তাঁহারা পবমানের জন্য নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তবে, তিনি বলেন—"পবমান অগ্নিকে স্বাহা।"[২৫] তাঁহারা যদি ইন্দুমান্ অগ্নির জন্য নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তবে, তিনি বলেন—"ইন্দুমান্ অগ্নিকে স্বাহা!" "অগ্নিকে স্বাহা! আজ্যপ অগ্নিগণকে স্বাহা! সেবনকারী অগ্নি আজ্যের (ভাগ) গ্রহণ করুন!" তিনি (এই সমুদয়) উচ্চারণ করেন।

২১। তিনি (অধ্বর্য্যু) বলেন—'আগ্নেয় আজ্যভাগকে লক্ষ্য করিয়া অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি (হোতা) উচ্চারণ করেন—"স্তোত্র দ্বারা অমর্ত্ত্য অগ্নিকে বোধিত কর, ইনি প্রকাশমান হইয়া দেবগণের নিকট আমাদের হব্যসমূহ স্থাপন করুন!"[২৬] কেননা, অগ্নি যখন অপসারিত হন, তখন যেন তিনি নিদ্রা যান; তিনি ইহাতে ইহাকে সম্প্রবোধিতই করেন, এবং উঠাইয়া দেন। তিনি যাজ্যাপাঠ করেন—"সেবনকারী অগ্নি আজ্যের (ভাগ) গ্রহণ করুন!"

২২। তাঁহারা যদি (দ্বিতীয় আজ্যভাগ) পবমান অগ্নির জন্য নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বলিবেন—'পবমান অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি উচ্চারণ করেন—"হে অগ্নি আমাদের আয়ুঃসমূহ (যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ)[২৭] তুমি শোধন করিতেছ। অন্ন ও (ক্ষীরাদি) রস আমাদের দিকে প্রেরণ কর, এবং উপদ্রবকে দূরে বিনাশ কর!"[২৮] এইরূপেই ইহা আগ্নেয় হইয়া থাকে। সোমই পবমান, এবং সোমসম্বন্ধী আজ্যভাগ হইতেই তাঁহারা ইহা লইয়া যান।[২৯] তিনি যাজ্যা পাঠ করেন—"সেবনকারী পবমান অগ্নি আজ্যের (ভাগ) গ্রহণ করুন!"

২৪। দ্র:—১. ৪. ৪. ২২।

২৫। প্রথম আজ্যভাগ কেবল অগ্নির জন্য, দ্বিতীয় আজ্যভাগ সোমের জন্য না করিয়া (১. ৪. ৪. ২২) তৎস্থানে পবমান অগ্নি অথবা ইন্দুমান্ অগ্নির জন্য বিধেয়। কা, শ্রৌ. ৪. ১১. ১২।

২৬। ঋ. স. ৫. ১৪. ১।

২৭। সায়ণ-ভাষ্য, তৈ. স. ১. ৩. ১৪. ৭।

২৮। ঋ. স. ৯. ১৬. ১৯; বা. স. ১৯, ৩৮; তৈ. স. ১. ৩. ১৪. ৭।

২৯। পবমান অর্থাৎ যাহা পবিত্র হয়, সোমের যে পবমানতা অর্থাৎ পবিত্রীভাব তাহা সোমসম্বন্ধী আজ্যভাগ হইতেই আনীত। দ্বিতীয় আজ্যভাগ সোমসম্বন্ধী, ইহা পূর্ব্বে (১-৪.৪.২২) বলা হইয়াছে।

২৩। আর যদি তাঁহারা ইন্দুমান্ অগ্নির জন্য নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তবে তিনি বলিবেন—'ইন্দুমান্ অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন।' তিনি (হোতা) উচ্চারণ করেন—"হে অগ্নি, আগমন কর; আমি এইরূপে তোমার অপর স্তুতি-সমূহ উচ্চারণ করিব; তুমি এই সমস্ত সোমের দ্বারা ("ইন্দুভিঃ") বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও!"[৩০] এইরূপেই ইহা আগ্নেয় হইয়া থাকে। সোমই ইন্দু, এবং সোমসম্বন্ধী আজ্যভাগ হইতে তাঁহারা ইহা (সোমত্ব) লইয়া যান। তিনি যাজ্যাপাঠ করেন—"সেবনকারী ইন্দুমান্ অগ্নি আজ্যের (ভাগ) গ্রহণ করুন!" এবং এই প্রকারেই তিনি সমস্ত আগ্নেয় করিয়া থাকেন।

২৪। অনন্তর তিনি (প্রধান) হবির সম্বন্ধে বলেন—'অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' 'অগ্নির যাজ্যা পাঠ করুন!' 'স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' 'স্বিষ্টকৃতের যাজ্যা উচ্চারণ করুন!' আর যখন তিনি বলেন যে, 'দেবগণের যাজ্যা পাঠ করুন!' তখন, 'অগ্নিসমূহের যাজ্যা পাঠ করুন!'[৩১] ইহাই তিনি বলিয়া থাকেন।

২৫। তিনি যাজ্যা পাঠ করেন—"(দেব বর্হিঃ), অগ্নির ধনলাভ ও ধন-নিধানের জন্য (হবিঃ) গ্রহণ করুন! বৌষক্!"[৩২]—"(দেব নরাশংস), ধনলাভ ও ধননিধানের জন্য অগ্নিতে (হবিঃ) গ্রহণ করুন! বৌষক্!" "দেব অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ...!"—এই তৃতীয় (অনুযাজ ত) নিজেই আগ্নেয় রহিয়াছে। তিনি এই প্রকারে অনুযাজসমূহকে আগ্নেয় করিয়া থাকেন।

২৬। তিনি (যাজ্যাসমূহে অগ্নি-শব্দে) এই ছয়টি বিভক্তি উচ্চারণ করিয়া থাকেন; যথা—প্রযাজসমূহে চারিটি, এবং অনুযাজসমূহে দুইটি।[৩৩] ঋতুসমূহ ছয়টি, এবং তিনি (অগ্নি) ঋতুসমূহেই প্রবেশ করিয়াছিলেন; তিনি ইহাতে ঋতুসমূহ হইতেই ইঁহাকে নির্ম্মিত করিয়া থাকেন।

৩০। ঋ. স. ৬. ১৬. ৬; আশ্ব. শ্রৌ. ২. ৮. ৭।

৩১। দ্রষ্টব্য—১. ৬. ৪. ১৪; কা. শ্রৌ. ৪. ১১, ১২।

৩২। দ্রষ্টব্য—১. ৬. ৪. ১৫; প্রথম ও দ্বিতীয় অনুযাজের যাজ্যায় যথাক্রমে 'অগ্নেঃ' ও 'অগ্নৌ' পদ যোগ করিয়া তাহাদের অগ্নিসম্বন্ধ রক্ষা করা হয়; তৃতীয় অনুযাজে ত 'অগ্নিঃ' পদ স্পষ্টতই আছে।

৩৩। পূর্ব্বোক্ত ১৮ শ, ২২শ, ও ৩২ শ টীকা দ্রষ্টব্য।

২৭। (সেই সমস্ত বিভক্তিতে) দ্বাদশ বা ত্রয়োদশটি অক্ষর আছে।[৩৪] সংবৎসরের দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ মাস থাকে; এবং তিনি (অগ্নি) সংবৎসর (-রূপ) ঋতুসমূহে প্রবেশ করিয়াছিলেন; (অতএব) তিনি ইহাতে সংবৎসর হইতেই ইহাকে নির্ম্মিত করেন। পুনরুক্তির জন্য (এই সমস্ত রূপের) কোন দুইটিই সমান নহে; যদি দুইটি সমান হয়, তবে তিনি পুনরুক্তি করিয়া ফেলেন। 'তাঁহারা গ্রহণ করুন!' 'তিনি গ্রহণ করুন!' ইহাই প্রযাজসমূহের রূপ, এবং 'ধনলাভের জন্য ও ধননিধনের জন্য' ইহা অনুযাজসমূহের রূপ।[৩৫]

২৮। ইহার (এই যজ্ঞের) দক্ষিণা হিরণ্য। এই যজ্ঞ অগ্নিসম্বন্ধী, এবং হিরণ্য অগ্নির রেত;[৩৬] অতএব দক্ষিণা হিরণ্য হইয়া থাকে। অথবা বলীবর্দ্দ (দক্ষিণা) হইবে;[৩৭] কেননা, তাহা (স্বকীয়) স্কন্ধের দ্বারা অগ্নিসম্বন্ধী, কারণ, তাহার স্কন্ধ অগ্নিদগ্ধের ন্যায় হয়।[৩৮] অগ্নি দেবগণের হব্য বহন করেন, এবং বলীবর্দ্দ মনুষ্যগণের (ভার) বহন করে; অতএব বলীবর্দ্দ দক্ষিণা হয়।

৩৪। দ্বিতীয় অনুযাজে যে অগ্নি শব্দের সপ্তম্যন্ত 'অগ্নৌ' পদ আছে, ইহা 'অগ্না উ' বলিয়া উচ্চারিত হয়, ইহারই শেষ অক্ষর ছাড়িয়া দিলে মোট বারটি, এবং না ছাড়িলে মোট তেরটি অক্ষর হয়—সায়ণ।

৩৫। দ্রঃ—১.৪.৪.১৫।

৩৬। ২. ১. ১. ৫; ২. ২. ২. ১৫; রজতদক্ষিণা নিষিদ্ধ, "ন রজতং দক্ষিণাং দদ্যাৎ, পুরাস্য সংবৎসরাদ্ গৃহে রুদন্তীতি শ্রুতেঃ"—কা. শ্রৌ. ১০. ২. ৩৭।

৩৭। কা. শ্রৌ. ৪. ১১. ১৩।

৩৮। ১. ১. ২. ৯।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[১ সায়ং ও প্রাতে অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রের বিধানের জন্য আখ্যায়িকা, পূর্ব্বে কেবল প্রজাপতি ছিলেন, তাঁহার মুখ হইতে অগ্নির উৎপত্তি, মুখ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় অগ্নি অন্নভোজী ;—২ অগ্নি-শব্দের অর্থনির্ব্বচন,—৩ তখন প্রজাপতি দেখিলেন যে,তাঁহা ভিন্ন অপর অন্ন কিছু নাই,পৃথিবী তখন উদ্ভিদ্-হীন, তাঁহার গুরু চিন্তা হইল ;—৪ অনন্তর অগ্নি তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য বদন বিস্তৃত করিয়া উপস্থিত হয়,ভীত প্রজাপতির বাক্যরূপ মহিমা অপগত হইল,তিনি নিজেতেই আহুতি লাভের ইচ্ছা করিয়া ঘৃতাহুতি ও দুগ্ধাহুতি পাইলেন ;—৫ তাহা অগ্নির তৃপ্তিপ্রদ হয় নাই, প্রজাপতি তাহা অগ্নিতে ফেলিয়া দেন, তাহা হইতে ওষধিসমূহ উৎপন্ন হয়, ওষধি-শব্দের ব্যুৎপত্তি, তিনি দ্বিতীয়বার হস্ত (বা শরীর) মর্দ্দন করায় আবার ঘৃতাহুতি বা দুগ্ধাহুতি প্রাপ্ত হন ;—৬ তাহা প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল, তাহার হোমসম্বন্ধে প্রজাপতির সন্দেহ, 'হোম করুন !' বলিয়া তাঁহার মহিমার উক্তি, স্বাহা-শব্দের ব্যুৎপত্তি, সূর্য্য ও বায়ুর উৎপত্তি ;—৭ প্রজাপতির হোমদৃষ্টান্তে অগ্নিহোত্র হোমের বিধি ও তাহার ফলকীর্ত্তন ;—৮ অগ্নিহোত্র হোম করিলে মৃত্যুর পর অগ্নি তাহার শরীরমাত্র দগ্ধ করে, এবং সে পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়, না করিলে সেরূপ হয় না, এজন্য অগ্নিহোত্র হোম বিধেয় ;—৯ প্রজাপতি যেমন সন্দেহপূর্ব্বক আহুতি অনুষ্ঠানে শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যজমানও সেইরূপ বিচারপূর্ব্বক অনুষ্ঠানে শ্রেয়কেই পাইয়া থাকেন ;—১০ অগ্নিহোত্রহবনী বিকঙ্কত কাষ্ঠের হইবে বলিয়া ঐ বৃক্ষের উৎপত্তিবর্ণন ; দেববীর অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যের জন্মস্থানে বীর পুত্র উৎপন্ন হয় ;—১১-১২ অগ্নিহোত্রের হোমদ্রব্য দুগ্ধ, তজ্জন্য গাভীর উৎপত্তিবর্ণনাত্মক আখ্যায়িকা, অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যের স্তুতি, সমুদ্রের উৎপত্তি, ঐ দেবগণের গাভীদর্শন ;—১৩ গাভী যজ্ঞস্বরূপা, গাভী অন্নস্বরূপা ;—১৪ যজ্ঞ ও গাভীর 'গো' এই সমান নাম, তাহাদের উভয়ের রক্ষণে রক্ষকের প্রচুর গাভী হয়, এবং যজ্ঞ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয় ;—১৫ গাভীর সহিত অগ্নির সঙ্গম, অগ্নির তাহাতে রেতঃসেক, তাহা হইতে দুগ্ধের উৎপত্তি,—১৬ যজমানেরা এই দুগ্ধ হোম করিতে উদ্যত হইলে অগ্নি, সূর্য্য ও বায়ু প্রত্যেকেই প্রথমে তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, অনৈক্য হওয়ায় তাঁহাদের প্রজাপতির নিকটে গমন ;—১৭ তিনি যথাযথরূপে অগ্নি, সূর্য্য ও বায়ুর দান নির্দ্দেশ করিয়া দেন ;—১৮ অগ্নিহোত্রহোমে ঐ দেবগণের ফললাভ, যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করে, সে ঐ ফলই পাইয়া থাকে ।]

১। ইহার পূর্ব্বে এক প্রজাপতিই ছিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন যে, কেমন করিয়া আমি প্রভূত হইব।[১] তিনি পরিশ্রম করিলেন ও তপস্যা

১। "প্রজায়েয় ;" ইহার অর্থ এই প্রকারও হইতে পারে—'(প্রজা) উৎপাদন করিব ;' দ্রষ্টব্য—"প্রক্ষ্ণুং হৈবাস্য স্ত্রী বিজায়তে"—১.২.৬.৫ ; তুলঃ—পালি 'বিজায়তি,' 'বিজায়ি', পুত্তং বিজাতা', ইত্যাদি। Eggeling করিয়াছেন—"How may I be reproduced ?"

করিলেন। তিনি মুখ হইতে অগ্নিকেই উৎপাদন করিলেন। তিনি ইহাকে মুখ হইতে উৎপাদন করিয়াছিলেন বলিয়া অগ্নি অন্নভোজী হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই প্রকারে এই অগ্নিকে অন্নভোজী বলিয়া জানে, সে অন্নভোজী হইয়া থাকে।

২। তিনি ইহাকে এই (রূপে) দেবগণের অগ্রে উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইহা অগ্নি (বলিয়া প্রসিদ্ধ); কেননা, এই যে অগ্নি, ইহা বস্তুত অগ্রি। সে জাত হইয়া পূর্ব্ব (প্রথম) হইয়া গমন করিয়াছিল, এবং যে ব্যক্তি পূর্ব্ব হইয়া গমন করে, (লোকেরা) তাহাকে বলিয়া থাকে যে, '(এ) অগ্রে যাইতেছে।' ইহাই ইহার অগ্নিতা।[২]

৩। প্রজাপতি দেখিলেন—'আমি এই অগ্নিকে আমা (আত্মা) হইতে অন্নাদ (অন্নভোজী) করিয়া উৎপাদন করিলাম। কিন্তু আমা ভিন্ন আর কোন অন্ন এখানে নাই, যাহাকে (যে আমাকে) সে খাইবেই না।' সেই সময়ে পৃথিবী কেশহীন[৩] ছিল; ওষধিসমূহও ছিল না, বনস্পতিসমূহও ছিল না। (তখন) তাঁহার মনে এই (চিন্তাই) হইয়াছিল।

৪। অনন্তর অগ্নি বিবৃত বদনে তাঁহার নিকটে ফিরিয়া আগমন করিল, তিনি ভীত হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার (স্বকীয়) মহিমা অপক্রান্ত হইল; বাক্যই ইঁহার স্বকীয় মহিমা, তাঁহার বাক্য অপক্রান্ত হইয়াছিল। তিনি নিজেতেই আহুতি লাভের ইচ্ছা করিলেন, এবং (হস্তদ্বয়)[৪] উন্মার্জ্জন (অর্থাৎ মর্দ্দন) করিলেন; তিনি উন্মার্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া এই ও এই (উভয়

২। অর্থাৎ অগ্নির স্বরূপতা, অগ্নি-নামের মূল। নিরুক্তে (৭.৪.১) অগ্নি-শব্দের নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"অগ্নিঃ কস্মাৎ? অগ্রণীর্ভবতি; অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে; অঙ্গং নয়তি সন্নমমানঃ; অক্নোপনো ভবতীতি স্থৌলাষ্ঠীবিঃ, ন ক্নোপয়তি ন স্নেহয়তি। ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জায়ত ইতি শাকপূণিঃ; ইতাদ্, অক্তাদ্ বা দগ্ধাদ্ বা, নীতাৎ, স খল্বেতেরকারমাদত্তে, গকারম্ অনক্তের্বা দহতের্বা, নীঃ পরঃ।"

৩। "কম্বালীকৃতা;" "অপনীতবালাঃ কম্বালাঃ"—ইতি হরিস্বামী; তুলঃ—খম্বাল, খম্বাট-টাকযুক্ত।

৪। অথবা 'হস্তদ্বয় দ্বারা শরীরকে'—সায়ণ।

পাণিতল) লোমহীন হইয়াছে। তিনি সেখানে ঘৃতাহুতিই, বা পয় আহুতি লাভ করিয়াছিলেন,—তাহারা উভয়ে পয়ই (দুগ্ধই) ছিল।

৫। তাহা (আহুতি) ইহাকে তৃপ্ত করে নাই; কেননা তাহা কেশ-মিশ্রিত ছিল। তিনি তাহা (এই বলিয়া অগ্নিতে) ফেলিয়া দিলেন—'উষ্ণ (করিয়া) পান কর ("ও ষং ধ য়")। তাহা হইতে ওষধিসমূহ ("ও ষ ধ য়ঃ") উৎপন্ন হইল; তাহাদের ওষধি-নাম এই জন্যই। তিনি দ্বিতীয় বার উন্মার্জ্জন করিলেন, * এবং সেখানে অপর ঘৃতাহুতি বা পয়-আহুতি লাভ করিলেন, তাহারা উভয়ে পয়ই ছিল।

৬। তাহা (সেই আহুতি) ইহাকে তৃপ্ত করিয়াছিল। তিনি (প্রজাপতি) সংশয় করিয়াছিলেন—'আমি কি ইহা হোম করিব? অথবা হোম করিব না?' তাঁহাকে তাঁহার (অপক্রান্ত) স্বকীয় মহিমা (বাক্) বলিয়াছিল—'হোম করুন!' প্রজাপতি জানিলেন যে, '(আমার) নিজের ("স্বঃ") মহিমা বলিল ("আহ"), এই জন্য তিনি স্বা হা বলিয়া হোম করিলেন।* সেই জন্যই স্বা হা বলিয়া হোম করা হইয়া থাকে। তাহা (এই হোম) হইতে, এই যাহা (সূর্য্য) তাপ প্রদান করিতেছে, তাহা উদিত হইল; তাহা হইতে, এই যাহা (বায়ু) প্রবাহিত হইতেছে, তাহা উৎপন্ন হইল; এবং তাহাতেই অগ্নি পরাঙ্মুখ হইয়া ফিরিয়া গেল।

৭। প্রজাপতি হোম করিয়া (প্রজা) উৎপাদন করিয়াছিলেন, এবং ভক্ষণোদ্যত মৃত্যুরূপ অগ্নি হইতে নিজেকে ত্রাণ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি, প্রজাপতি যেমন (প্রজা) উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রজা উৎপাদন করেন, এবং এইরূপই মৃত্যুরূপ অগ্নি হইতে নিজেকে ত্রাণ করেন।

৮। তিনি যখন মৃত হন, এবং যখন তাঁহাকে তাঁহারা অগ্নির উপরি স্থাপন করেন, তখন তিনি অগ্নি হইতে (আবার) জাত হন, এবং অগ্নি যেন তাঁহার শরীরকেই দগ্ধ করে। যেমন পিতা, বা মাতা হইতে (লোক) জাত হয়, সেই

৫। ৪র্থ কণ্ডিকা ও ৪র্থ টীকা দ্রষ্টব্য।

৬। তুল:—তৈ. ব্রা. ২. ১. ২. ১—৩।

রূপই তিনি অগ্নি হইতে জাত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করেন না, তিনি নিশ্চয়ই সম্ভূত (উৎপন্ন) হন না; অতএব অগ্নিহোত্র হোম করা কর্ত্তব্য।

৯। সেই জন্ম সন্দেহেরই জন্য, কেননা, প্রজাপতি সন্দেহ করিয়াছিলেন; তিনি সন্দেহ করিয়া শ্রেয়ঃ (পক্ষেই) স্থির ছিলেন,[৭] এবং (প্রজা) উৎপাদন করিয়াছিলেন, ও মৃত্যুরূপ অগ্নি হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এইরূপ সন্দেহের জন্য জন্মকে জানেন, তিনি যাহা কিছু সন্দেহ করেন, তাহাতে শ্রেয়ঃ (পক্ষেই) স্থির থাকেন।

১০। তিনি হোম করিয়া (হস্ত) মার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে বি ক ঙ্ক ত (বৃক্ষ) সম্ভূত হয়; সেই জন্যই এই বৃক্ষ যজ্ঞিয় ও যজ্ঞপাত্রীয়।"[৮] তাহাতে দেবগণের (সেই) বীরেরা জাত হয়, যথা—অগ্নি, এই যাহা (বায়ু) প্রবাহিত হইতেছে, ও সূর্য্য। যে ব্যক্তি দেবগণের এই বীরসমূহকে জানেন, তাঁহার বীর (পুত্র) জাত হয়।

১১। তাঁহারা (অগ্নিপ্রভৃতি) বলিয়াছিলেন—'আমরা ত পিতা প্রজাপতির পরে হইয়াছি,[৯] অহো! আমরাও তাহা সৃষ্টি করি, যাহা আমাদের পরে হইবে।' এই বলিয়া তাঁহারা (একটি স্থান) চারিদিকে আশ্রয় করিয়া (ঘিরিয়া) হিঙ্কারহীন[১০] গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা স্তুতি করিলেন। তাঁহারা যাহা চারিদিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা সমুদ্র হইয়াছিল, এবং এই পৃথিবী হইয়াছিল স্তোত্র-স্থান।

১২। তাঁহারা স্তুতি করিয়া, এবং 'আবার আমরা আসিব' এই মনে করিয়া উঠিয়া পূর্ব্বমুখে গমন করিয়াছিলেন। (সেই) দেবগণ উৎপন্ন একটি গাভীর নিকট আসিয়াছিলেন। ইহা তাঁহাদিগকে দেখিয়া হিঙ্কার (শব্দ) করিল।

৭। অথবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৮। অগ্নিহোত্রহবনী বিকঙ্কত বৃক্ষের কাঠের হইয়া থাকে, এই জন্য বিকঙ্কত বৃক্ষের উৎপত্তির কথা বলা হইল; দ্র:—১. ১. ২. ১, ২য় টীকা; কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ৭।

৯। অর্থাৎ তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

১০। দ্রষ্টব্য—১, ৩. ৩. ১ ইত্যাদি।

সেই দেবগণ জানিলেন যে, ইহা সামের হিঙ্কার;[১১] কেননা, তাহার পূর্ব্বে (তাঁহাদের) সাম হিঙ্কারহীনই ছিল।[১২] সামের সেই হিঙ্কার গাভীতে রহিয়াছে বলিয়াই ইহা (গাভী) উপজীবনীয়; এবং যে ব্যক্তি এই রূপে গাভীতে সামের এই হিঙ্কার জানেন, তিনি উপজীবনীয় হইয়া থাকেন।

১৩। তাঁহারা বলিলেন—'এই যে আমরা গাভী উৎপাদন করিয়াছি, তাহা ভালই উৎপাদন করিয়াছি; কেননা, ইহা যজ্ঞই, কারণ, ইহা ভিন্ন যজ্ঞ বিস্তার করিতে পারা যায় না; ইহা অন্নই, কেননা, যাহা কিছু অন্ন আছে, তাহা গাভীই।

১৪। ইহাই ('গো' শব্দই) ইহাদের (গাভীদের) নাম, এবং যজ্ঞেরও নাম ইহাই। অতএব উৎকৃষ্ট পুণ্য বলিয়া (লোকে এই উভয়কেই) রক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানিয়া তাহা (তদুভয়কে) রক্ষা করেন, তাঁহার তাহারা (গাভীরা) প্রচুর হয়, এবং যজ্ঞও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে।

১৫। 'আমি ইহার (গাভীর) দ্বারা মিথুনী হইব' এই মনে করিয়া অগ্নি ইহাকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ইহাতে সঙ্গত হইলেন, এবং ইহাতে রেত সেচন করিলেন; তাহা পয় (দুগ্ধ) হইল; এই জন্য গাভী যখন কাঁচা, তখন তাহাতে ইহা (পয়ঃ) পক্ব (উষ্ণ, "শৃতং") হয়; কেননা, তাহা অগ্নির রেত। ইহা (পয়ঃ) যদি কৃষ্ণা বা লোহিতা (গাভীতে) থাকে, তথাপি অগ্নির সদৃশ শুক্লই হইয়া থাকে, কেননা তাহা অগ্নির রেত। সেই জন্য প্রথম দুগ্ধ[১৩] উষ্ণ হইয়া থাকে, কারণ তাহা অগ্নির রেত।

১৬। তাঁহারা (যজমানেরা) বলিলেন—'অহো আমরা ইহা হোম করিব!' (সেই দেবত্রয় বলিলেন)—আমাদের মধ্যে 'কাহাকে ইহারা প্রথমে হোম করিবেন?' অগ্নি বলিলেন—'আমাকে!' এই যাহা (বায়ু) বহিতেছে, তিনি বলিলেন—'আমাকে!' সূর্য্য বলিলেন—'আমাকে!' তাঁহারা একমত হইতে পারিলেন না; তাঁহারা একমত হইতে না পারিয়া বলিলেন—'আমরা

১১। দ্রঃ-১.৩.৩.১ ১ম টীকা।

১২। ১১শ কণ্ডিকা।

১৩। যাহাকে প্রথমেই দোহন করা হইয়াছে।

পিতা প্রজাপতিরই নিকট গমন করিব, তিনি আমাদের মধ্যে যাহাকে প্রথমে হোম করিবার জন্য বলিবেন, ইঁহারা (যজমানেরা) তাঁহাকেই প্রথমে হোম করিবেন।' তাঁহারা পিতা প্রজাপতির নিকট গমন করিয়া বলিলেন—'(ইঁহারা) আমাদের মধ্যে কাহাকে প্রথমে হোম করিবেন ?'

১৭। তিনি বলিলেন—'অগ্নিকে ; অগ্নি প্রযত্ন দ্বারা নিজের রেতকে (পয়োরূপে) উৎপাদিত করিবে, এবং তোমরাও এইরূপে উৎপন্ন হইবে।' তিনি সূর্য্যকে বলিলেন—'অনন্তর তোমাকে!' 'আর যাহা তিনি হূয়মান দুগ্ধের (অবশিষ্ট অংশ) প্রাপ্ত হন, তাহা ইহাকে,—এই যাহা (বায়ু) প্রবাহিত হইতেছে।' এই জন্য এখনো (যজমানেরা) ইঁহাদিগকে সেই রূপেই হোম করিয়া থাকেন ; অগ্নিকেই সায়ংকালে, সূর্য্যকে প্রাতঃকালে, আর যাহা তিনি হূয়মান (দুগ্ধের অবশিষ্ট) প্রাপ্ত হন, তাহা ইহাকে,—এই যাহা (বায়) প্রবাহিত হইতেছে।

১৮। সেই দেবগণ হোম করিয়াই এই জাতিতে জাত হইয়াছেন,—এই যে জাতি (এখন) তাঁহাদের রহিযাছে ; এবং এই বিজয়কে বিজয় করিয়াছেন,—এই যে বিজয় (এখন) তাঁহাদের রহিয়াছে ; অগ্নি এই (পৃথিবী) লোককেই জয় করিয়াছেন, বায়ু অন্তরিক্ষকে, এবং সূর্য্য দ্যোকে। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি সেই জাতিতে জাত হন,—যে জাতিতে তাঁহারা জাত হইয়াছিলেন ; এবং সেই বিজয়কে বিজয় করেন,—যে বিজয়কে তাঁহারা বিজয় করিয়াছিলেন। যিনি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন ; তিনি ইঁহাদেরই সহিত সমান লোকে অবস্থান করেন। অতএব অগ্নিহোত্র হোম করা উচিত।

১৭। "অথ যদেব হূয়মানস্য ব্যশ্নুতে;" সায়ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"হূয়মানস্য চ পয়সঃ যদ্ বিশুদ্ধমাপ্নোতি ;" হূয়মান দুগ্ধের যে বিশুদ্ধ অংশ তিনি প্রাপ্ত হন।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[১-২ অগ্নিহোত্রে সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম করিতে হয়, হোমের এই সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল বিধানের জন্য অগ্নিহোত্রের সূর্য্যরূপে বর্ণনা ;—৩ সূর্য্য যখন অস্ত গমন করে তখন তাহা যোনিরূপ অগ্নিতে গর্ভরূপে অবস্থান করে ;—৪ সায়ংকালে হোমের দ্বারা অগ্নির সূর্য্যরূপ গর্ভ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ;—৫ প্রাতঃকালে হোমের দ্বারা সূর্য্যরূপ গর্ভ প্রসূত হইয়া থাকে ;—৬ সর্প যেমন নির্মোক (খোলস) হইতে মুক্ত হয়, সূর্য্যও সেইরূপ উদিত হইয়া রাত্রিরূপ পাপ হইতে মুক্ত হয়, যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র করে, সেও ঐরূপ পাপমুক্ত হইয়া থাকে ;—৭ সূর্য্যের অস্তগমনের পূর্ব্বেই (গার্হপত্য হইতে) আহবনীয়ের উদ্ধরণ, তাহা না করিলে দোষ, সূর্য্যরশ্মিরূপ বিশ্বদেবগণ অগ্নিহোত্রে আগমন করেন, রশ্মিসমূহের উপরিস্থিত জ্যোতিঃ ইন্দ্র বা প্রজাপতি ;—৮ কোনো মহান্ ব্যক্তি আসিবেন বলিয়া যেমন আসনবিন্যাসে সৎকার করা হয়, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে উদ্ধরণ করিলে রশ্মিরূপ দেবগণেরও সেইরূপ সৎকার করা হইয়া থাকে ;—৯ সায়ংকালে সূর্য্যাস্তের পর এবং প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হোম করিলে দেবগণ সেই হোম পাইয়া থাকেন, আ সু রি র মতে ইহা অতিক্রম করিলে অতিথিশূন্য গৃহে অন্নপানাদি আহরণ করার ন্যায় হয় ;—১০-১২ প্রকারান্তরে সায়ং ও প্রাতর্হোমের প্রশংসা, জীবনসাধন পদার্থ দ্বিবিধ, সমূল ও মূল হীন, পশুসমূহ সমূল, ওষধিসমূহ মূলহীন, এই উভয় হইতে রস উৎপন্ন হয়, তাহা দেবগণের, এবং মনুষ্যগণ তদাশ্রয়েই জীবিত থাকে, অতএব সায়ং ও প্রাতর্হোমে প্রথমে দেবগণকে সেই রস হইতে দেবভাগ প্রদান করিয়া অগ্নিহোত্রী তাহার পর অবশিষ্ট অংশ ভোজন করেন, অগ্নিহোত্রীকে হুতাবশিষ্ট বস্তুই ভোজন করিতে হয় ;—১৩ অগ্নিহোত্র কখনো পরিসমাপ্ত হয় না, অন্যান্য যজ্ঞের সমাপ্তি আছে, কিন্তু ইহার নাই, অগ্নিহোত্রের এই স্বভাবের প্রশংসা ;—১৪ (হোম দুগ্ধ দ্বারা বিধেয়, অধ্বর্য্যুকর্তৃক) এই দুগ্ধের পাক, ঐ দুগ্ধে ততক্ষণ জ্বাল দিতে হইবে যাহাতে তাহা পাত্রের প্রান্ত পর্য্যন্ত ফাঁপিয়া না উঠে, ওরূপ হইলে তাহা দোষাবহ ;—১৫ অগ্নির উপর স্থাপন করামাত্রই ঐ দুগ্ধে জ্বাল দেওয়া হইয়া যায়, তাহার যুক্তি ;—১৬ দুগ্ধে জ্বাল হইয়াছে কি না জ্বলন্ত তৃণ দ্বারা তাহার দর্শন, তাহাতে কিঞ্চিৎ জলপ্রক্ষেপ, তাহার কারণনির্দ্দেশ ;—১৭ হোমের জন্য স্থালী হইতে স্রুবের দ্বারা অগ্নিহোত্রহবনীতে চারিবার দুগ্ধ তুলিয়া লওয়া, তিনি তাহা আহবনীয়ের অপর ভাগে না রাখিয়া হাতে ধরিয়াই হোম করেন, তাহার প্রয়োজন, পূর্ব্ব আহুতির সম্বন্ধে এই নিয়ম, দ্বিতীয় আহুতিতে তাহা রাখিয়াই হোম করিতে হয়, এই বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করিবার ফল ;—১৮ হোমপ্রভৃতি কার্য্যের সংখ্যা-উল্লেখে যজ্ঞের প্রশংসা ;—১৯-২০ হোমপ্রভৃতি কার্য্যের প্রয়োজনপ্রদর্শন, হোমাদির দ্বারা দেবপ্রভৃতি (যজ্ঞে) বিদ্যমান থাকেন, প্রজা ও পশুগণের যজ্ঞে ভাগপ্রাপ্তির উল্লেখ ;—২১ যা জ্ঞ ব ল্ক্যে র মতে অগ্নিহোত্র হবির্যজ্ঞ নহে, পাকযজ্ঞ বলিয়া ইহাকে মনে করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে যুক্তি ;—২২ অগ্নিহোত্রে দুইটি আহুতি দিবার কারণ ; —২৩ পূর্ব্বাহুতি ও উত্তরাহুতির প্রশংসা ,— ২৪-২৮ সেই

আহুতিদ্বয়ের সমন্ত্রকত্ব-অমন্ত্রকত্ব-বিধানের জন্য ভূত-ভবিষ্যৎ জাত-জনিষ্যমাণ ইত্যাদি দ্বন্দ্বরূপে বর্ণনা, এবং ঐ সকল দ্বন্দ্বের আত্মা (নিজ) ও প্রজাসন্ততি-রূপে কল্পনা, তাহাদের যথাক্রমে প্রত্যক্ষা-প্রত্যক্ষত্ব বর্ণনা ;—২৯ পূর্ব্বাহুতি মন্ত্রপূর্ব্বক, এবং উত্তরাহুতি অমন্ত্রক পৃথক্ হোম করা হয় ;—৩০ সায়ং ও প্রাতঃকালের হোমের মন্ত্র, তাহার যোগ্যতাপ্রতিপাদন ;—৩১ ত ক্ষা ব্রহ্মবর্চ্চসকাম আ রু ণি র জন্য মন্ত্রান্তর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তদ্ব্যবহারে ব্রহ্মবর্চ্চসপ্রাপ্তি ;—৩২ সায়ংহোম-মন্ত্রের প্রশংসা ;—৩৩ প্রাতর্হোমমন্ত্রের প্রশংসা ;—৩৪-৩৫ এতদ্বিষয় চৈ ল কি জী ব ল-কর্তৃক আ রু ণি র মতের খণ্ডন, প্রাতঃকালে মন্ত্রান্তরের বিধান ও তাহার প্রশংসা ;—৩৬ চৈ ল কি জী ব ল-পক্ষের যুক্তি, এই পক্ষ উদিত হোমকারিগণের, ইহার দোষপ্রদর্শন ;—৩৭-৩৮ অনুদিত-হোমপক্ষে মন্ত্রান্তরের বিধান, ইহাতে প্রত্যক্ষভাবেই অগ্নি ও সূর্য্যকে হোম করা হয় ;—৩৯ হোমাবশিষ্ট দ্রব্যের অব্রাহ্মণ-কর্তৃক পানের নিষেধ ।]

১। সূর্য্যই অগ্নিহোত্র ; যেহেতু ইহা অ গ্রে আহুতি হইতে উদিত হইয়াছিল,[১] সেই জন্য সূর্য্য অগ্নিহোত্র ।

২। যিনি মনে করেন যে, ইহাতে (অগ্নিতে) তিনি (সূর্য্য) থাকিতে থাকিতে আমি ইহা (হবি) হোম করিব, তিনি সায়ংকালে (সূর্য্য) অস্তমিত হইলে হোম করেন। যিনি মনে করেন যে, ইহাতে (অগ্নিতে) তিনি (সূর্য্য) থাকিতে থাকিতে আমি ইহা হোম করিব, তিনি প্রাতঃকালে (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতেই হোম করেন। এই জন্য তাঁহারা সূর্য্যকে অগ্নিহোত্র বলিয়া থাকেন।

৩। তিনি (সূর্য্য) যখন অস্তগমন করেন, তখন গর্ভ (-স্বরূপ) হইয়া যোনি (-রূপ) অগ্নিতে প্রবেশ করেন ;[২] তিনি (এইরূপে) গর্ভ হইলে, তদনুসরণে সমস্ত প্রজাই গর্ভ হয় ; কেননা, তাহারা (সেই সময়ে) হৃষ্ট ও একমত হইয়া শয়ন করে। আর রাত্রি যে ইঁহাকে (সূর্য্যকে) আচ্ছাদিত করে, (তাহার কারণ এই যে), গর্ভ আচ্ছাদিত হইয়াই থাকে ।

১। ১. ২. ২. ৬।

২। দ্রঃ—"অগ্নিং বাবাদিত্যঃ সায়ং প্রবিশতি...উদ্যন্তং বাবাদিত্যমগ্নিরনুসমারোহতি—" তৈ. ব্রা. ২. ১. ২. ৯। অত্রত্য তৈত্তিরীয়শ্রুতি অবলম্বন করিয়াই বিষ্ণুপুরাণে (২ অংশ, ৮. ২১-২২) উক্ত হইয়াছে—"প্রভা বিবস্বতো রাত্রাবস্তং গচ্ছতি ভাস্করে। বিশত্যগ্নিমতো রাত্রৌ বহ্নির্দূরাৎ প্রকাশতে। বহ্নিপাদস্তথা ভানুং দিনেষ্বাবিশতি দ্বিজ। অতীব বহ্নিসংযোগাদতঃ সূর্য্যঃ প্রকাশতে।" শ্রীধরস্বামী ইহার ব্যাখ্যায় পূর্ব্বোক্ত তৈত্তিরীয়শ্রুতি উদাহৃত করিয়াছেন।

৪। তিনি যে সায়ংকালে (সূর্য্য) অস্তমিত হইলে হোম করেন, তাহা গর্ভ (-অবস্থায়) অবস্থিত ইঁহাকেই (সূর্য্যকেই) লক্ষ্য করিয়া হোম করেন ; গর্ভ (-রূপে) অবস্থিত ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া হোম বরেন বলিয়াই এই গর্ভ-সমূহ আহার না করিয়াও জীবিত থাকে।

৫। আর যে তিনি প্রাতঃকালে সূর্য্য) অনুদিত থাকিতেই হোম করেন, তাহাতে তিনি ইঁহাকে উৎপাদিতই করিয়া থাকেন,[৩] এবং ইনি তেজ হইয়া দীপ্যমান হইয়া উদিত হন। তিনি যদি এই আহুতি হোম না করেন, তবে ইনি নিশ্চয়ই উদিত হন না। তিনি সেই জন্যই এই আহুতি হোম করিয়া থাকেন।[৪]

৩। সায়ং হোমের দ্বারা গর্ভের বৃদ্ধি, এবং প্রাতর্হোমের দ্বারা তাহার জন্ম অর্থাৎ প্রসব হইয়া থাকে, ইহাই এখানে তাৎপর্য্য।

৪। এ স্থলে জানিতে পারা গেল যে, অগ্নিহোত্রে সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম হয়, এবং ঐ হোম সায়ংকালে সূর্য্য অস্তমিত হইলে, এবং প্রাতঃকালে সূর্য্য অনুদিত থাকিতেই বিধেয়। এই উভয় হোমের মধ্যে সায়ংকালের হোম যে সূর্য্য অস্তমিত হইলে করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে সকলেরই ঐকমত্য আছে, কিন্তু প্রাতঃকালের হোমের সম্বন্ধে প্রধানত দুইটি মত দেখিতে পাওয়া যায় ; এক পক্ষ বলেন যে, সূর্য্য অনুদিত থাকিতেই হোম করিতে হইবে ; এবং অপর পক্ষ বলেন যে, সূর্য্য উদিত হইলে হোম বিধেয়। শতপথব্রাহ্মণে অনুদিত হোমপক্ষই গৃহীত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ; কেবল তাহাই নহে, ইহার পরে (৯ম ও ৩৬শ কণ্ডিকায়) উদিতহোমকে নিন্দাও করা হইয়াছে। অপর পক্ষে ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (৫. ৫. ৪-৬) বিপুল প্রযত্নে প্রবলভাবে অনুদিতহোমের নিন্দা করিয়া উদিতহোমেরই স্তুতি করা হইয়াছে। আবার তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে প্রথমে (২. ১. ২. ৭) উদিতপক্ষ বিধান করিয়া পরে (২. ১. ২. ১২) তাহার নিন্দা করা হইয়াছে, এবং অনুদিতপক্ষের যুক্ততা প্রতিপাদিত হইয়াছে (" তস্মাদ্ যদ্ উষসং তদেব সম্প্রতি")। ইহার ফলে দেখা যায় পরবর্ত্তী কোন কোন সূত্রপ্রভৃতি গ্রন্থে বিকল্পিতভাবে উভয় পক্ষই স্থান পাইয়াছে। "পুরোদয়াৎ প্রাদুষ্কৃত্যোদিতেঽনুদিতে বা প্রাতরাহুতিং জুহুয়াৎ"—গো. গৃ. সূ. ১. ১. ২৮। কোন কোন স্থলে যজমানেরই উপর নির্ভর করা হইয়াছে যে, উদিত-অনুদিতের মধ্যে তিনি যে-কোন পক্ষ গ্রহণ করিবেন। দ্র :—শাঙ্খ্যা. শ্রৌ. ২. ৭. ১—৫, ও তদ্‌ভাষ্য ; (See also the remarks on this point made by Dr. Alfred Hillebrandt in the Preface to his edition of the শাঙ্খ্যায়ন-শ্রৌতসূত্র published from the Asiatic Society of Bengal, pp. X-XII) ; আপ. শ্রৌ. সূ ৬. ৪. ৮—১০। মনু (২. ১৫) ও গোভিলগৃহ্যসংগ্রহকার (১. ৭২) বলিয়াছেন—"উদিতেঽনুদিতে চৈব সময়াধ্যু-

৬। অহি যেমন ত্বক্ (খোলস) হইতে নির্ম্মুক্ত হয়, ইনিও (সূর্য্যও) এই-রূপ পাপ রাত্রি হইতে নির্ম্মুক্ত হন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, অহি যেমন ত্বক্ হইতে নির্ম্মুক্ত হয়, তিনিও সেইরূপ সমস্ত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হন। ইঁহারই (সূর্য্যের) উৎপত্তির (উদয়ের) পর এই প্রজাসমূহ উৎপন্ন (জাগরিত) হয়, এবং যথাপ্রয়োজনে (নিজ নিজ কার্য্যে) প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

৭। তিনি যে আদিত্যের অস্তগমনের পূর্ব্বে (গার্হপত্য হইতে) আহবনীয়কে উদ্ধরণ করেন (উঠাইয়া লইয়া যান, তাহার কারণ এই)[৫] —বিশ্ব দেবগণই (সূর্য্যের) রশ্মিসমূহ ; এবং (এই রশ্মিসমূহের) উপরি অবস্থিত (অথবা

ষিতে তথা। সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ।" আবার এই উদিত-অনুদিত সময়-নির্দ্দেশেরও বিবিধ প্রকার দেখা যায়। অনুদিত দ্বিবিধ, অনুদিত ও সময়াধ্যুষিত। গোভিলগৃহ্যাসংগ্রহকার (১.৭৩—৭৫) ইহাদের লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন—"রাত্রেঃ ষোড়শমে ভাগে গ্রহনক্ষত্রভূষিতে। অনুদয়ং বিজানীয়াৎ হোমন্তত্র প্রকল্পয়েৎ॥ ততঃ প্রভাতসময়ে নষ্টে নক্ষত্রমণ্ডলে। রবিবিম্বং ন দৃশ্যেত সময়াধ্যুষিতং স্মৃতং॥ রেখামাত্রন্তু দৃশ্যেত রশ্মিভিশ্চ সমন্বিতং। উদয়ং তং বিজানীয়াৎ হোমং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ॥" কর্ম্মপ্রদীপে (অর্থাৎ ছান্দোগপরিশিষ্টে, ১. ৯. ২—৪) এতৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে :—"হস্তাদূর্দ্ধং রবির্যাবদ্ গিরিং হিত্বা ন গচ্ছতি। তাবদ্ধোমবিধিঃ পুণ্যো নান্যোঽভ্যুদিতহোমিনাম্। যাবৎ সম্যঙ্ ন ভাব্যন্তে নভস্যৃক্ষাণি সর্ব্বতঃ। ন চ লোহিত্যমাপ্নোতি তাবৎ সায়ঞ্চ হূয়তে॥" আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রে সায়ংহোমে তিনটি কাল বিহিত হইয়াছে, যথা—প্রথমনক্ষত্রদর্শনে, অথবা প্রদোষে (প্রথম যামে), অথবা নিশায় (দ্বিতীয় যামে)। ঐ স্থলে প্রাতর্হোমে চারিটি কাল উক্ত হইয়াছে; যথা—উষায় (পূর্ব্বদিক্ প্রকাশিত হইলে), উপোদয়ে (উদয়ের পূর্ব্বসময়ে), সময়াবিধিতে (সূর্য্যমণ্ডল ঈষদ্ আবির্ভূত হইলে), অথবা উদিতে (সূর্য্যমণ্ডল উদিত হইলে)। আপৎসময়ে কালান্তরেও হোম করিতে পারা যায়; আপন্ন ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্ণে, মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্ণেও প্রাতর্হোম করিতে পারেন; এবং সায়ংহোম পূর্ব্বরাত্র, মধ্যরাত্র ও অপররাত্রেও করিতে পারা যায়। দ্র:—আপ. শ্রৌ. ৬. ৪. ৮—১১। এই ত গেল নিত্য অগ্নিহোত্রহোমের কালের ব্যবস্থা, আবার কাম্যহোমের জন্য বিবিধ কালের বিধান আছে, দ্র:—কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ১২—১৫। আবার কামনাবিশেষে অগ্নির বিশেষ বিশেষ অবস্থায় হোমের বিধান আছে, তাহা পরে (২. ২. ৪. ৯—১৩) উক্ত হইবে (কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ১৬—২০)। বিশেষ বিশেষ দ্রব্যে হোম করিলেও বিশেষ বিশেষ ফল লাভ হয়; আলোচ্য—কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ২১—২৮।

৫। অগ্নিহোত্র হোমের জন্য পূর্ব্বে যথাবিধি আহবনীয়ঘরের সংস্কার করিয়া গার্হপত্য হইতে

শ্রেষ্ঠ) যে জ্যোতি রহিয়াছে, তাহা প্রজাপতি, বা ইন্দ্র। যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করেন, বিশ্বদেবগণ তাঁহার গৃহে আগমন করেন; কিন্তু (আহবনীয়) উদ্ধৃত না হইতেই তাঁহারা যাঁহার (অগ্নিহোত্রে) আগমন করেন, তাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা চলিয়া যান;[৬] এবং যাঁহার নিকট হইতে দেবগণ চলিয়া যান, তাঁহার পক্ষে তাহা (অগ্নিহোত্র) ঋদ্ধিহীন হয়; এবং সেই ঋদ্ধিহীনতা লক্ষ্য করিয়া,—যে ব্যক্তি জানে, বা যে না জানে,—(সকলেই) বলিয়া থাকে যে, (আহবনীয়কে) অনুদ্ধৃত দেখিয়া সূর্য্য অস্তগমন করিয়াছেন।

৮। তিনি যে আদিত্যের অস্তগমনের পূর্ব্বে আহবনীয়কে উদ্ধরণ করেন, (তাহার অপর কারণ এই যে),—যেমন কোন শ্রেয়ান্ ব্যক্তি আসিবেন বলিয়া (লোকে) উপস্থাপিত আসনের দ্বারা[৭] তাঁহার উপাসনা (সৎকার) করিয়া থাকে, ইহাও সেইরূপ; তাঁহারা যাঁহার (আহবনীয়) উদ্ধৃত হইলে আগমন করেন, তাঁহার আহবনীয়ে প্রবেশ করেন ও তাঁহার আহবনীয়েই নিবিষ্ট থাকেন।

৯। তিনি যে সায়ংকালে (সূর্য্য) অস্তমিত হইলে হোম করেন, তাহাতে অগ্নিতে প্রবিষ্ট এই দেবগণকেই হোম করিয়া থাকেন; আর যে প্রাতঃকালে (সূর্য্য) অনুদিত থকিতেই তিনি হোম করেন, তাহাতে অগ্রস্থিত ইঁহাদিগকেই (দেবতাগণকেই) হোম করিয়া থাকেন। সেইজন্য আ সু রি বলেন—'আমরা মনে করি যে, যাঁহারা (সূর্য্য) উদিত হইলে হোম করেন, তাঁহাদের অগ্নিহোত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়;[৮] শূন্য গৃহে (কেহ অন্নপানাদি) আহরণ করিলে, তাহা যেরূপ হয়, ইহাও সেইরূপ হইয়া থাকে।'

জ্বলন্ত অগ্নি উঠাইয়া লইয়া ঐ আহবনীয়ঘরে স্থাপন করিতে হয়; ইহা সূর্য্যাস্তের ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বিধেয়; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ২।

৬। আহবনীয় উদ্ধৃত হইলে রশ্মিরূপ দেবসমূহ তাহাই আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারেন (স্মর্ত্তব্য—সূর্য্য অস্তগমন করিলে তাহা অগ্নিতে থাকে); কিন্তু তাহা উদ্ধৃত না হইলে আশ্রয়ের অভাবে তাঁহারা চলিয়া যান—সায়ণ। তুল:—১. ১. ১. ৭; ২. ১. ৪. ১—২।

৭। "আবসথেন উপক্লৃপ্তেন;" সায়ণ এখানে আবসথ-শব্দের অর্থ করিয়াছেন আসন—"আবসন্ত্যস্মিন্ ইতি আবসথং আসনং।"

৮। অর্থাৎ গ্রহীতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন।

১০। জীবন (অর্থাৎ জীবনসাধন পদার্থ) দ্বিবিধ ; যথা—সমূল ও অমূল। এই উভয়ই দেবগণের, এবং মনুষ্যগণ তাহা আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে। পশুসমূহই অমূল, এবং ওষধিসমূহই সমূল ; অমূল পশুসমূহ সমূল ওষধি সমূহকে ভক্ষণ করে ও জল পান করে, এবং তাহার পর এই (দুগ্ধরূপ) রস সম্ভৃত হয়।

১১। তিনি যে সায়ংকালে (সূর্য্য) অস্তমিত হইলে হোম করেন, তাহাতে তিনি এই মনে করেন যে, 'এই জীবন (-স্বরূপ) রসের (ভাগ) দেবগণকে হোম করিব ; কেননা, ইহা (রস) ইঁহাদের (দেবগণের), এবং তাহাই আশ্রয় করিয়া আমরা জীবিত আছি।' তিনি তাহার (হোমের) পর রাত্রিতে যাহা ভোজন করেন, তাহা হুতাবশিষ্টই ; তিনি তাহা হইতে দেবভাগ ('বলি') নিষ্কৃষ্ট করিয়া ও তাহা প্রদান করিয়া (ঐ অবশিষ্ট) ভোজন করেন ; কেননা, যিনি অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি হুতাবশিষ্টই ভোজন করিয়া থাকেন।

১২। আর যে তিনি প্রাতঃকালে (সূর্য্য) অনুদিত থাকাতে হোম করেন, তাহাতে তিনি মনে করেন যে, 'আমি জীবন (-স্বরূপ) এই রসের (ভাগ) দেবগণকে হোম করি, কেননা, ইহা ইঁহাদের ; এবং ইহাই আশ্রয় করিয়া আমরা জীবিত আছি।' তিনি তাহার পর দিবাতে যাহা ভোজন করেন, তাহা হুতাবশিষ্টই ; তিনি তাহা হইতে দেবভাগ নিষ্কৃষ্ট করেন ও তাহা প্রদান করিয়া (ঐ অবশিষ্ট) ভোজন করেন ; কেননা, যিনি অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি হুতাবশিষ্টই ভোজন করিয়া থাকেন।

১৩। এতদ্বিষয়ে তাঁহারা বলিয়া থাকেন—'অন্য সমস্ত যজ্ঞ সমাপ্ত হয়, কিন্তু কেবল অগ্নিহোত্রই সমাপ্ত হয় না। দ্বাদশ সংবৎসর (-সাধ্য সত্রেরও) অন্ত আছে, কিন্তু ইহারই (অগ্নিহোত্রেরই) অন্ত নাই ; কেননা, (অগ্নিহোত্রী) সায়ংকালে হোম করিয়া জানেন যে, 'আমি (আবার) প্রাতঃকালে হোম করিব ; এবং প্রাতঃকালে হোম করিয়া জানেন যে, '(আমি আবার) সায়ংকালে হোম করিব।' অতএব অগ্নিহোত্র অপরিসমাপ্ত ; এবং ইহার অপরিসমাপ্তি অনুকরণ করিয়া এই অপরিসমাপ্ত প্রজাসমূহ উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রকে এইরূপ অপরিসমাপ্ত জানেন, তিনি শ্রী ও প্রজায় অপরিসমাপ্ত হন।

১৪। তিনি (অধ্বর্যু) তাহা (দুগ্ধ) দোহন করিয়া (গার্হপত্য অগ্নির উপর) স্থাপন করেন,[৯] কেননা, তাহা পাক করিতে হইবে। তদ্বিষয়ে তাঁহারা বলেন যে, 'যখন তাহা পক্ক হইয়া (পাত্রের) প্রান্ত পর্য্যন্ত (ফাঁপিয়া) উঠিবে,তখন (তাহা) দ্বারা হোম করিব।' কিন্তু তিনি প্রান্ত পর্য্যন্ত উঠিতে দিবেন না; কেননা, তিনি যদি প্রান্ত পর্য্যন্ত উঠিতে দেন, তবে তাহা উপদগ্ধ করিয়া ফেলিবেন; রেত উপদগ্ধ হইলে তাহা অনুৎপাদক হইয়া পড়ে।[১০] অতএব তিনি প্রান্ত পর্য্যন্ত উঠিতে দিবেন না।

১৫। তিনি (ঐ দুগ্ধ অগ্নির উপর) স্থাপন করিবার পরেই হোম করিবেন; ইহা অগ্নির রেত বলিয়া পাক করাই (অর্থাৎ উষ্ণ) থাকে, এইজন্য তাঁহারা যে ইহাকে (অগ্নির উপর) স্থাপন করেন, তাহাতেই[১১] ইহা পক্ক হইয়া যায়। অতএব তিনি (অগ্নির উপর) স্থাপন করিবার পরেই হোম করিবেন।

১৬। '(ইহা) পক্ক হইয়াছে (কি না, তাহা) জানিব' এই মনে করিয়া তিনি (অধ্বর্য্যু, জ্বলন্ত তৃণ দ্বারা) তাহার শান্তির জন্য ও রসের সমগ্রতার জন্য তাহা প্রকাশিত করেন।[১২] অনন্তর তিনি (তাহার মধ্যে স্রুবের দ্বারা কিঞ্চিৎ) জল আসেচন করেন। যখন বৃষ্টি হয়, তখন ওষধিসমূহ জাত হয়; এবং

৯। দুগ্ধ পাক করিবার পূর্ব্বে আরও বিধি আছে:—যে গাভীর দুগ্ধে অগ্নিহোত্র হো' হইবে, তাহার পুরুষ বৎস থাকিবে। দোহনের সময় এই গাভী বিহারের দক্ষিণ দিকে পূর্ব্ব উত্তর-মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে, এবং শূদ্রেতর জাতি শূদ্রের নির্মিত মৃন্ময় পাত্রকে উর্দ্ধমুখ করিয়া ইহাকে দোহন করিবে। অধ্বর্য্যু ঐ দুগ্ধ জ্বাল দিবার জন্য গার্হপত্যঘরের মধ্যেই কিছু অঙ্গার পৃথক্ করেন, এবং তদনন্তর গাভীর নিকট গমনপূর্ব্বক ঐ দুগ্ধ আনিয়া গার্হপত্যে পাক করেন। কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১ ইত্যাদি, যাজ্ঞিকদেব-পদ্ধতি।

১০। পয়ঃ যে অগ্নির রেত, তাহা পূর্ব্বে (২-২.২.১৫) উক্ত হইয়াছে।

১১। অর্থাৎ কেবল স্থাপনমাত্রেই ঐ দুগ্ধে জ্বাল দেওয়া হয়, প্রান্ত পর্য্যন্ত ফাঁপিয়া উঠিবার আর কোন প্রয়োজন থাকে না।

১২। "অবজ্যোতয়তি"=অবদ্যোতয়তি; দ্য=জ্য; তুল:—প্রাকৃত ও পালি, পালিপ্রকাশ ১৪২২, ১৮পৃ; কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রেও (৪. ১৪. ৫) ইহা অবলম্বনে 'অবদ্যোত্য' না বলিয়া 'অবজ্যোত্য' বলা হইয়াছে। নিঘণ্টুতে (১. ১৬) জ্বলনার্থক ধাতুর মধ্যে দ্যোততে, জ্যোততে উভয়ই পঠিত হইয়াছে।

ওষধিসমূহ ভোজন ও জল পান করিবার পর এই রস সম্ভূত হয়; অতএব রসেরই সমগ্রতার জন্য (তিনি তাহাতে জল আসেচন) করেন; এবং এই নিমিত্তই যদি ইঁহাকে কেবল দুগ্ধ পান করিতে হয়, তাহা হইলে শান্তির জন্য ও রসের সমগ্রতার জন্য তাহার মধ্যে উদকবিন্দুকে আসেচনীয় বলিতে হয়।

১৭। অনন্তর তিনি (স্থালী হইতে স্রুবের দ্বারা অগ্নিহোত্রহবনীতে চারিবার[১৩] দুগ্ধ) উঠাইয়া লন; কেননা, এই দুগ্ধ চারি প্রকারে বিহিত হইয়াছে।[১৪] অনন্তর তিনি সন্দীপ্ত (সমিধের উপর)[১৫] হোম করিবার জন্য (ঐ অগ্নিহোত্রহবনীয়-দণ্ডের উপর) এক খানি সমিৎ ধারণ করিয়া (গার্হপত্য হইতে আহবনীয়ের নিকট) গমন করেন।[১৬] তিনি তাহা (আহবনীয়ের) অপরভাগে স্থাপন না করিয়াই, (অর্থাৎ হাতে ধরিয়াই), পূর্ব্ব আহুতি হোম করিবেন। তিনি যদি তাহা (সেখানে) স্থাপন করেন, তাহা হইলে, যে ব্যক্তির জন্য ভোজ্য বস্তু আহরণ করিতে হইবে, তাহার (পুরঃস্থিত পাত্রে তাহা না দিয়া) মধ্য (পথে) তাহা প্রক্ষিপ্ত করিলে, ইহা যেমন হয়, তাহাও সেইরূপ হইয়া থাকে। আর যদি তিনি স্থাপন না করিয়া (ঐ আহুতি হোম করেন), তাহা হইলে, যাঁহার জন্য ভোজ্য বস্তু আহরণ করিতে হইবে, তাঁহার নিকটে তাহা আহরণ করিয়াই স্থাপন করিলে, ইহা যেরূপ হয়, তাহাও সেইরূপ হইয়া থাকে।[১৭] তিনি তাহা স্থাপন করিয়া[১৮] দ্বিতীয় (আহুতি) হোম করিয়া থাকেন। তিনি ইহাতে[১৯]

১৩। জমদগ্নি-প্রবরীয়গণের হবিঃ পঞ্চখণ্ডিত হয়, তাঁহাদের পক্ষে পাঁচবার গ্রহণ করিতে হইবে। কা. শ্রৌ ১. ৯. ৩—৫, ৪.১৪. ১০, যাজ্ঞিকদেবের ব্যাখ্যা; দ্রঃ—১. ৫. ৫. ৮।

১৪। অর্থাৎ গাভীর চারিটি স্তন হইতে তাহা দোহন করা গিয়াছে।

১৫। সায়ণ লিখিয়াছেন—"সমিদ্ধে অগ্নৌ;" কিন্তু দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ. ৪.১৪.১৪; যে অগ্নি সমিধে প্রদীপ্ত, তাহাতে হোম বিধেয়—এই অর্থ করিলে সায়ণের ব্যাখ্যা সঙ্গত হইতে পারে।

১৬। বিশেষ বিধির জন্য দ্রঃ—কা. শ্রৌ ৪.১৪.১২।

১৭। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে ২. ১.৫.৮) স্থাপনপক্ষই বিহিত হইয়াছে, এখানে তাহাই নিষিদ্ধ হইল।

১৮। কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১৬।

১৯। স্থাপন ও অস্থাপনে।

ইহাদিগকে (ঐ উভয় আহুতিকে) বিভিন্নসামর্থ্যযুক্ত করিয়া থাকেন। মন ও বাক্যই এই আহুতির দ্বয়; এবং তিনি ইহাতে মন ও বাক্যকেই (স্বভাবভেদে) পৃথক্ করেন; এই জন্যই মন ও বাক্য সমান হইয়াও পৃথক্ ('নানা')।

১৮। তিনি দুইবার অগ্নিতে হোম করেন, দুই বার (স্রুকের প্রণালিকাকে[২০]) মার্জ্জন করেন, দুইবার (স্রুকে অবশিষ্ট দুগ্ধরূপ হবি) ভোজন করেন,[২১] এবং চারিবার (স্থালী হইতে স্রুকে দুগ্ধ) উঠাইয়া লন;[২২] অতএব তাহা দশটি কার্য্য, এবং বিরাট্ (ছন্দ) দশাক্ষরই, ও বিরাট্ই যজ্ঞ (-স্বরূপ); অতএব তিনি ইহাতে যজ্ঞকে বিরাট্ই অভিসম্পন্ন করেন।

১৯। তিনি যে অগ্নিতে হোম করেন, তাহাতে দেবগণেরই নিকটে হোম করিয়া থাকেন, এবং সেই জন্যই দেবগণ বিদ্যমান আছেন।[২৩] তিনি যে (স্রুক্-প্রণালিকা) মার্জ্জন করেন, তাহাতে পিতৃগণ ও ওষধিসমূহের নিকট হোম করেন, এবং তাহাতেই পিতৃগণ ও ওষধিসমূহ বিদ্যমান আছেন। আর যে তিনি হোম করিয়া ভোজন করেন, তাহাতে মনুষ্যগণের নিকটে হোম করেন, এবং সেইজন্যই মনুষ্যগণ বিদ্যমান আছে।

২০। যে সকল প্রজা যজ্ঞে ভাগরহিত, তাহারা পরাভূত; এবং এই যে সমস্ত প্রজা অপরাভূত, তিনি তাহাদিগকে যজ্ঞের আরম্ভে ইহার দ্বারা ভজনা করিয়া থাকেন; এবং তাহাতেই পশুসমূহ (যজ্ঞে) ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছে, কেননা পশুসমূহ মনুষ্যগণের অনুগামী (অধীন)।

২০। মুখ বা অগ্রভাগের যে স্থান দিয়া তরল পদার্থ গলিয়া পড়ে।

২১। অনামিকা অঙ্গুলির দ্বারা হুতাবশিষ্ট স্রুক্‌স্থিত হবি দুইবার ভোজন করিতে হয়; কা. শ্রৌ ৪. ১৪. ২৬।

২২। এই সময়ে স্থালীতে দুগ্ধ অবশিষ্ট রাখিতে হয় এবং হোম শেষ হইলে ব্রাহ্মণে তাহা ভোজন করে; দ্রঃ—৩১ কণ্ডিকা; কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১১।

২৩। "তস্মাদ্ দেবাঃ সন্তি;" সায়ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত অগ্নিহোত্র-হবির দ্বারা পুষ্টশরীর হইয়া সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন। কিন্তু বোধ হয়, যজ্ঞে তাঁহারা ভাগপ্রাপ্ত হইয়া বিদ্যমান থাকেন, এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ করিলেই ভাল হয়। পরবর্ত্তী ২০শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান কণ্ডিকার অন্যান্য স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২১। এতদ্বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—(অগ্নিহোত্রকে হবির্-) যজ্ঞের ন্যায় মনে করিতে হইবে না, পাকযজ্ঞের ন্যায় (মনে করিতে হইবে); কেননা, তিনি অপর (হবির্-) যজ্ঞে (হবি হইতে) স্রুকে যাহা খণ্ডিত করিয়া লন, তৎসমস্ত অগ্নিতে হোম করেন, কিন্তু এখানে (অগ্নিহোত্রে) তিনি (কিঞ্চিৎ) হোম করিয়া ও (অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ গ্রহণপূর্ব্বক) বহির্গত হইয়া[২৪] আচমন ও নিঃশেষরূপে লেহন করেন; এবং ইহা পাকযজ্ঞের লক্ষণ। অতএব ইহার (অগ্নিহোত্রের) এই (পাকযজ্ঞিয়) লক্ষণ পশুহিতকর; কেননা, পাকযজ্ঞ পশুহিতকর।

২২। ঐ যাহা (যে আহুতিকে) প্রজাপতি অগ্রে হোম করিয়াছিলেন,[২৫] তাহাই এই একটি আহুতি (পূর্ব্বাহুতি)। আর যেহেতু ইহার পরে তাঁহারা—অর্থাৎ অগ্নি, এই যাহা (বায়ু) বহিতেছে, এবং সূর্য্য,—(হোম করিয়া) অবস্থান করিয়াছিলেন,[২৬] সেই জন্য এই দ্বিতীয় আহুতি হোম করা হইয়া থাকে।

২৩। ঐ যে পূর্ব্বাহুতি, তাহা অগ্নিহোত্রের দেবতা, সেই জন্য তিনি ইহাকে (ইহার উদ্দেশে) হোম করেন।[২৭] আর যে দ্বিতীয় আহুতি (উত্তরাহুতি), তাহা স্বিষ্টকৃতের সমান; সেই জন্যই তিনি তাহা উত্তর ভাগে হোম করেন; কেননা ইহাই স্বিষ্টকৃতের দিক্।[২৮] এই দ্বিতীয় আহুতি মিথুনের জন্যই হোম করা হইয়া থাকে, কেননা মিথুন দ্বন্দ্ব (দুইটি) হইয়াই উৎপাদক হয়।

২৪। "হুত্বোৎসৃপ্য;" সায়ণ লিখিয়াছেন—"অগ্নৌ কিঞ্চিৎ হুত্বা কিঞ্চিদবশেষমুৎসৃপ্য বহির্নির্গম্য;" অনুবাদ সায়ণানুসারেই করা হইয়াছে। কা. শ্রৌ. (৪. ১৪. ২৭) ব্যাখ্যায় যাজ্ঞিকদেব বলিয়াছেন—'তিনি স্রুক্স্থিত হুতশেষ দ্রব্য পাত্রান্তরে গ্রহণ করিয়া ("উৎসৃপ্য"), অথবা হস্তে করিয়া ভক্ষণ করেন ("আচামতি"), এবং তাহার পর সেই পাত্র বা হস্ত অসকৃৎ লেহন করেন।'

২৫। দ্রষ্টব্য—২.২.২.৪ ইত্যাদি।

২৬। ২.২.২.১৮।

২৭। ইহার তাৎপর্য্য আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই; মূল—"সা যা পূর্ব্বাহুতিঃ সাগ্নিহোত্রস্য দেবতা, তস্মাৎ তস্যৈ জুহোতি।" হবির্যজ্ঞের প্রধান আহুতির সহিত ইহার সম্বন্ধ যেন সূচিত হইয়াছে, ইহার পরই স্বিষ্টকৃৎ হোম হইয়া থাকে।

২৮। দ্রঃ—১.৬.১.২০।

২৪। এই আহুতি দুইটি দ্ব্যাত্মক ; ভূত ও ভবিষ্যৎ, জাত ও জনিষ্যমাণ, আগত ও আশার বিষয়ীভূত, এবং অদ্য ও আগামী কল্য, ইহা (অর্থাৎ এই সকল) সেই দ্ব্যাত্মকেরই অনুসরণে হইয়া থাকে।

২৫। আত্মাই ভূত ; কেননা, যাহা ভূত তাহা প্রত্যক্ষ,[২৮] এবং আত্মাও প্রত্যক্ষ। প্রজাই[২৯] ভবিষ্যৎ ; কেননা, যাহা ভবিষ্যৎ তাহা অপ্রত্যক্ষ[৩০] এবং প্রজাও অপ্রত্যক্ষ।

২৬। আত্মাই জাত ; কেননা, যাহা জাত তাহা প্রত্যক্ষ, এবং আত্মাও প্রত্যক্ষ। প্রজাই জনিষ্যমাণ ; কেননা, যাহা জনিষ্যমাণ তাহা অপ্রত্যক্ষ, এবং প্রজাও অপ্রত্যক্ষ।

২৭। আত্মাই আগত ; কেননা, যাহা আগত তাহা প্রত্যক্ষ, এবং আত্মাও প্রত্যক্ষ। প্রজাই আশার বিষয়ীভূত ; কেননা, যাহা আশার বিষয়ীভূত তাহা অপ্রত্যক্ষ, এবং প্রজাও অপ্রত্যক্ষ।

২৮। আত্মাই অদ্য ; কেননা, যাহা অদ্য, তাহা প্রত্যক্ষ, এবং আত্মাও প্রত্যক্ষ। প্রজাই আগামী কল্য ; কেননা, যাহা আগামী কল্য তাহা অপ্রত্যক্ষ, এবং প্রজাও অপ্রত্যক্ষ।

২৯। সেই যে পূর্ব্বাহুতি, তাহা আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া হুত হইয়া থাকে ; তিনি তাহা মন্ত্রের দ্বারা হোম করিয়া থাকেন ; যাহা মন্ত্র, তাহা প্রত্যক্ষ, এবং আত্মাও প্রত্যক্ষ। আর যাহা উত্তরাহুতি, তাহা প্রজাকে লক্ষ্য করিয়া হুত হইয়া থাকে ; তিনি তাহা তূষ্ণীম্ভাবে হোম করেন ; কেননা, তূষ্ণীম্ভাব অপ্রত্যক্ষ ও প্রজাও অপ্রত্যক্ষ।[৩১]

৩০। তিনি (সায়ংকালে এই মন্ত্রে পূর্ণাহুতি) হোম করেন—"অগ্নি জ্যোতি, জ্যোতি অগ্নি, স্বাহা।"[৩২] আর প্রাতঃকালে (এই বলিয়া হোম করেন) —"সূর্য্য জ্যোতি, জ্যোতি সূর্য্য, স্বাহা!"[৩৩] ইহাতে সত্য দ্বারাই হোম করা হইয়া

২৯। অর্থাৎ সন্ততিই।

৩০। "অদ্ধা ;" অর্থাৎ অনিশ্চিত।

৩১। কা. শ্রৌ. ৪, ১৪, ২৪

৩২। "অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা।" বা. স. ৩. ৯. ১ ; কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১৪।

৩৩। বা. স. ৩. ৯. ২।

থাকে ; কেননা, যখন সূর্য্য অস্ত গমন করেন, তখন অগ্নি জ্যোতি ; এবং যখন সূর্য্য উদিত হন, তখন সূর্য্য জ্যোতি। যাহা সত্য দ্বারা হুত হয়, তাহা দেবগণের নিকটে গমন করে।

৩১। এতদ্বিষয়ে ত ক্ষা[৩৪] ব্রহ্মবর্চ্চসকাম আ রু ণি র জন্য (এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র) উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"অগ্নি তেজ ("বর্চঃ"), জ্যোতি তেজ, স্বাহা!" —"সূর্য্য তেজ, জ্যোতি তেজ, স্বাহা!"[৩৫] যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন তিনি ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত হন।

৩২। তাহাতে (প্রথম মন্ত্রে) উৎপাদনের লক্ষণ আছে। "অগ্নি জ্যোতি, জ্যোতি অগ্নি, স্বাহা!"—এই বলিয়া তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ রেতকে দেবতা দ্বারা উভয়দিকে পরিগৃহীত করেন ; এবং রেত উভয়দিকে পরিগৃহীত হইয়াই (প্রজারূপে) উৎপন্ন হয়। অতএব তিনি ইহাতে ইহাকে উভয় দিকেই পরিগৃহীত করিয়া (প্রজারূপে) উৎপাদিত করিয়া থাকেন।

৩৩। আর তিনি প্রাতঃকালে বলেন—"সূর্য্য জ্যোতি, জ্যোতি সূর্য্য, স্বাহা।" ইহাতে জ্যোতিঃস্বরূপ রেতকে দেবতা দ্বারা উভয়দিকে পরিগৃহীত করেন ; এবং রেত উভয়দিকে পরিগৃহীত হইয়াই (প্রজারূপে) উৎপন্ন হয়। অতএব তিনি ইহাতে ইহাকে উভয়দিকেই পরিগৃহীত করিয়া (প্রজারূপে) উৎপাদিত করিয়া থাকেন।

৩৪। তদ্বিষয়ে চৈ ল কি জী ব ল[৩৬] বলিয়াছেন—'আ রু ণি কেবল গর্ভই করেন, (তাহাকে আর প্রজারূপে) উৎপাদিত করেন না।'[৩৭] অতএব তিনি ইহারই[৩৮] দ্বারা সায়ংকালে হোম করিবেন।

৩৪। কাণ্বশাখায় দ ক্ষ উক্ত হইয়াছে।

৩৫। বা. স. ৩. ৯. ২-৩। ব্রহ্মবর্চ্চসকাম ব্যক্তির এই মন্ত্রই পাঠ্য ; কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১৫।

৩৬। "তদুহোবাচ জীবলশ্চৈলকিঃ ;" সায়ণ এখানে ঐ ল কি ('এ ল ক স্য পুত্রঃ') ধরিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে চকারের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। রচনারীতি দেখিয়া চৈ ল কি পাঠই ভাল মনে হয়। Eggeling ইহাই করিয়াছেন।

৩৭। সায়ণ বলেন—'উভয়কালেই (৩১ শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য) দেবতাবাচী পদের দ্বারা (রেতোবাচী) জ্যোতিঃ শব্দ পরিগৃহীত (না ?) হওয়ায়, পরিগৃহীত রেত অন্তরবস্থিত হইয়া কেবল গর্ভাবস্থাতেই থাকে, প্রজারূপে উৎপন্ন হয় না।'

৩৮। "অগ্নি জ্যোতি, জ্যোতি অগ্নি, স্বাহা"—ইহার দ্বারা (৩০ শ কণ্ডিকা) ; বা. স. ৩.৯.১। 'ইহাতে গর্ভ ধৃত হয়'—সায়ণ।

৩৫।—'এবং প্রাতে "জ্যোতি সূর্য্য, সূর্য্য জ্যোতি, স্বাহা।"[৩৯] তিনি ইহাতে জ্যোতিঃস্বরূপ রেতকে দেবতা দ্বারা বহির্ভাগে করেন; রেত বহির্ভাগেই (প্রজারূপে) উৎপন্ন হয়, এবং তিনি ইহাকে (প্রজারূপেই) উৎপাদিত করিয়া থাকেন।'

৩৬। তদ্বিষয়ে তাঁহারা বলেন—'তিনি সায়ংকালে অগ্নিতেই (বর্ত্তমান) সূর্য্যকে, এবং প্রাতঃকালে সূর্য্যে (বর্ত্তমান) অগ্নিকে হোম করিয়া থাকেন।' কিন্তু তাহা উদিতহোমকারিগণেরই পক্ষে; কেননা, যখন সূর্য্য অস্তগমন করেন, তখন অগ্নি জ্যোতি (প্রকাশমান) হন, এবং যখন সূর্য্য উদিত হন, তখন সূর্য্য জ্যোতি হন।[৪০] ইহার (যজমানের) তাহা নিন্দা নহে; কিন্তু ইহাই নিন্দা যে, যিনি অগ্নিহোত্রের দেবতা, সেই দেবতাকে (যথাক্রমে অগ্নি ও সূর্য্যকে) প্রত্যক্ষভাবে হোম করা হয় না। তিনি (সায়ংকালে) বলেন—"অগ্নি জ্যোতি, জ্যোতি অগ্নি, স্বাহা!" এখানে তিনি "অগ্নিকে স্বাহা!" বলেন না; প্রাতঃকালে (বলেন)—"সূর্য্য জ্যোতি, জ্যোতি সূর্য্য, স্বাহা!" তিনি এখানে "সূর্য্যকে স্বাহা!" বলেন না।[৪১]

৩৭। তিনি (সায়ংকালে) ইহারই দ্বারা হোম করিবেন—"দেব সবিতার সহিত—,"[৪২] (তিনি ইহা) সবিতৃকর্ত্তৃক (নিজের) প্রেরণার জন্য (বলেন); —"ইন্দ্রবতী রাত্রির সহিত—," তিনি ইহাতে রাত্রির সহিত মিথুন করেন, (যজমানকে) ইন্দ্রের সহিত যুক্ত করেন, কেননা, ইন্দ্রই যজ্ঞের দেবতা;—"প্রীয়-

---

৩৯। বা. স. ৩. ৯. ৫; কা. শ্রৌ. ৪.১৫. ১১।

৪০। সায়ণ এখানে বলিতেছেন—'অতএব "অগ্নি জ্যোতি...," ও "সূর্য্য জ্যোতি...," এই মন্ত্রে অগ্নিহোত্র হোম করিলে পূর্ব্বোক্ত "তিনি ইহাতে গর্ভই করেন, (তাহাকে প্রজারূপে) উৎপাদন করেন না (৩৪ শ কণ্ডিকা),"—এই যে নিন্দা, তাহা হয় না। তবে কি উদিতহোমপক্ষই গ্রহণ করিতে হইবে? এই আশঙ্কা করিয়া (তাহাতে বক্ষ্যমাণ) দোষান্তর উক্ত হইতেছে।'

৪১। সায়ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, উদিতহোমপক্ষের এই দোষ যে, ইহাতে "অগ্নয়ে স্বাহা" "সূর্য্যায় স্বাহা" এইরূপে প্রত্যক্ষভাবে চতুর্থ্যন্তপদপ্রয়োগে দেবতাকে হোম করা হয় না, কিন্তু "অগ্নি জ্যোতি...," "সূর্য্য জ্যোতি...," ইত্যাদি প্রথমান্তপদপ্রয়োগে অস্পষ্টভাবে দেবতার উল্লেখে হোম করা হইয়া থাকে। অতএব এপক্ষে দেবতার অস্পষ্টতাই দোষ।

৪২। বা. স. ৩.১০.১; কা. শ্রৌ ৪.৪.১৪।

মাণ অগ্নি (হবি) ভক্ষণ (বা ইচ্ছা) করুন্! স্বাহা!" তিনি ইহাতে প্রত্যক্ষ ভাবেই অগ্নিকে হোম করেন।

৩৮। তিনি প্রাতে (ইহারই দ্বারা হোম করেন)—"দেব সবিতার সহিত —,"[৪৩] (তিনি ইহা) সবিতৃকর্ত্তৃক (নিজের) প্রেরণার জন্য (বলেন);— "ইন্দ্রবতী উষার সহিত—," তিনি ইহাতে দিবা বা উষার সহিত[৪৪] মিথুন করেন, এবং (যজমানকে) ইন্দ্রযুক্ত করেন, কেননা, ইন্দ্রই যজ্ঞের দেবতা;—"প্রীয়মাণ সূর্য্য (হবি) ভক্ষণ করুন! স্বাহা!" তিনি ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে সূর্য্যকে হোম করেন। অতএব তিনি এইরূপেই হোম করিবেন।

৩৯। তাঁহারা বলিয়াছিলেন—'কে আমাদের ইহা হোম করিবে?' 'ব্রাহ্মণই!' 'ব্রাহ্মণ, আমাদের ইহা হোম করুন!' 'তাহাতে আমার কি হইবে?' '(যাহা) অগ্নিহোত্রের উচ্ছিষ্ট।' তিনি যাহা স্রুকে অবশিষ্ট রাখেন, তাহা অগ্নিহোত্রের উচ্ছিষ্ট;[৪৫] আর যাহা তিনি স্থালীতে অবশিষ্ট রাখেন, তাহা ঠিক সেই প্রকার,—যেমন কেহ (শকটে) পরিবদ্ধ (ধান্যের কিছু) গ্রহণ করেন (এবং অবশিষ্ট যাগান্তরের যোগ্য থাকে)।[৪৬] অতএব যে-কেহ তাহা পান করিবেন; কিন্তু অব্রাহ্মণ তাহা পান করিবে না; কেননা, তাঁহারা ইহা অগ্নিতে (পাকের জন্য) স্থাপন করিয়াছিলেন, (এবং তাহাতে ইহা পবিত্র ব্যবহারের জন্য স্থাপিত); অতএব অব্রাহ্মণ পান করিবে না।[৪৭]

৪৩। বা.স.৩.১০.২; কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১৪।

৪৪। এখানে বিভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়, যথা—"অহ্নেতি বা তদহ্না যোষসা বা", "তদহ্নাং বোষসাং বা," ইহার মধ্যে প্রথম পাঠের "অহ্নেতি বা" এই অংশ অধিক বোধ হয়; ইহা ছাড়িয়া দিলে কাণ্ব-শাখার "উষসা বাহ্না বা" এই পাঠের সহিত সুসদৃশ হয়।

৪৫। দ্রঃ—১২ শ কণ্ডিকা।

৪৬। "যথা পরীণহো নির্ব্বপেদ্ এবং তৎ;" দ্রষ্টব্য সায়ণভাষ্য, এখানে তদবলম্বনে ভাবানুবাদ করা হইয়াছে।

৪৭। কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১১; "নায়ং ব্রাহ্মণস্ত পানে নিয়মঃ। কিং তর্হি? অব্রাহ্মণস্ত প্রতিষেধোঽয়ম্"—যাজ্ঞিকদেব।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১-৩ আহবনীয়াদি অগ্নির উপস্থান অর্থাৎ অর্চ্চনা বিধানের জন্য তৎসমূহের দেবতারূপে বর্ণন, ইহারা যজমানেই (অথবা যজমানের নিকটেই) বাস করেন, কোন অগ্নি কোন দেবতার স্বরূপ তাহার উক্তি, কয়েকটি দেবতার নামের ব্যুৎপত্তি ;—৪—৫ কিরূপে সেই সমস্ত দেবতারূপী অগ্নির উপস্থান হইতে পারে, তাহার উল্লেখ ;—৬ অন্বাহার্য্যপচন বা দক্ষিণাগ্নিকে প্রতিদিন আহরণ করিতে হয় না, প্রতিদিন আহরণ না করিলে যজমানের শত্রুনাশ হয় ;—৭ উপবসথের দিন ঐ অগ্নি-আহরণের বিধান ;—৮ নবগৃহে তাহার আহরণবিধি, আহৃত অগ্নিতে পাকার্হ সমস্ত অন্নের পাক. পাক করিবার অপর কিছু না পাইলে দুগ্ধই পাক করিতে হইবে, এবং তাহা ব্রাহ্মণে ভোজন করিবেন, যিনি এইরূপ জানেন ও যাঁহার এইরূপ অনুষ্ঠান করা হয়, সেই যজমানের শত্রু নিকৃষ্টতম হইয়া পড়ে ;—৯ অগ্নি যখন প্রথম প্রজ্বলিত হইয়া সধূম থাকে, তখন তাহা রুদ্রস্বরূপ, এই অবস্থায় হোম করিলে রুদ্র যেরূপ প্রজাগণকে বলপূর্ব্বক সেবন করেন, হোমকর্ত্তাও (ক্ষত্রিয়) সেইরূপ (ধন-ধান্যাদিরূপ) ভোজনীয় অন্ন লাভ করিতে পারেন ;—১০ প্রদীপ্ততর অবস্থায় অগ্নি বরুণস্বরূপ, সেই সময়ে হোমের ফল ;—১১-১৩ অগ্নি বিভিন্ন বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন বিভিন্ন দেবতাস্বরূপ হয়, সেই সেই অবস্থায় হোমের ফলকীর্ত্তন ;—১৪-১৫ পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন বিভিন্ন অগ্নির এক-একটিতে সংবৎসর পর্য্যন্ত হোম করিলে তবেই তত্তৎকামনার সিদ্ধি হইয়া থাকে ;—১৬-১৮ পূর্ব্বাহুতি অল্পতর, ও উত্তরাহুতি তদপেক্ষা অধিকতর হইবে, এবং স্রুকে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর হইবে, ইহাই প্রতিপাদনের জন্য পূর্ব্বাহুতি, উত্তরাহুতি এবং স্রুকে অবশিষ্ট হবির যথাক্রমে দেব, মনুষ্য ও পশু-রূপে বর্ণনা, দেবগণ অপেক্ষা মনুষ্যগণ অধিকসংখ্যক, আবার মনুষ্যগণ অপেক্ষা পশুসমূহ অধিকসংখ্যক, এইরূপ হোম করিলে হোমকারীর পশুসমূহ অধিক-সংখ্যক ও পোষ্যবর্গ অল্পসংখ্যক হয়।]

১। যিনি (যজমান) আছেন, তাঁহাতে (অথবা তাঁহার নিকটে) এই সকল দেবতা বাস করেন ; যথা—ইন্দ্র, রাজা যম, নৈ ষি ধ ন ড়,[১] অনশ্নৎ সঙ্গমন,[২] ও অসৎ পাংসব।[৩]

১। সায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন—"নিষধদেশাধিপতির্নলঃ প্রসিদ্ধো রাজা।" সায়ণভাষ্যের কোন পুস্তকে ন ড় নৈ ষি ধ স্থানে স্পষ্টত ন ল (ড়=ল) নৈ ষ ধ আছে। Eggeling ইহা লক্ষ্য করিয়াই স্বকীয় অনুবাদে নৈ ষ ধ লিখিয়াছেন, ও এ সম্বন্ধে Weberএর প্রামাণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন—See Weber, Ind. Stud. I, p. 225 Seq.

২। স ভ্য অগ্নি।

৩। আ ব স থ্য অগ্নি।

২। এই যে আহবনীয়, ইনিই ইন্দ্র; আর এই গার্হপত্যই রাজা যম; এবং অন্বাহার্য্যপচনই (দক্ষিণ অগ্নি) নৈঋিধ নড়। যেহেতু তাঁহারা ইঁহাকে (অগ্নিকে) প্রতিদিন দক্ষিণ দিকে আহরণ করেন, সেইজন্য তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, নৈঋিধ নড় রাজা যমকে দক্ষিণ দিকে লইয়া যান।[৪]

৩। আর এই যে অগ্নি সভায় থাকে, ইনিই অনশ্নং সঙ্গমন; যেহেতু তাঁহারা (প্রাতে) ভোজন না করিয়াই ("অনশিত্বৈব") ইঁহার নিকট উপসঙ্গত (উপস্থিত, "উপসঙ্গচ্ছন্তে") হন,[৫] সেইজন্য ইনি অ ন শ্ন ং। আর যেহেতু তাঁহারা (গার্হপত্যাদি অগ্নি হইতে প্রাতে) ভস্ম উদ্ধৃত করিয়া এখানে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন,[৬] সেই জন্য ইহা অ স ং পাং স ব। যে ব্যক্তি এইরূপে ইহা জানেন যে, আমাতে এই সকল দেবতা বাস করিয়াছেন, তিনি এই সমস্ত লোক জয় করেন, সমস্ত লোকে অনুসঞ্চরণ করেন।

৪। অনন্তর তাঁহাদের উপস্থান (অর্চ্চনা)। তিনি যে সায়ং ও প্রাতে আহবনীয়ের নিকটে দাঁড়ান ও উপবেশন করেন, তাহাই তাঁহার উপস্থান।[৭] আর যে তিনি (আহবনীয়াগার হইতে গার্হপত্যে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া উপবেশন বা শয়ন করেন, তাহাই তাঁহার উপস্থান।[৮] আর যখন তিনি (যাগস্থান হইতে) নির্গত হন, তখন তিনি অন্বাহার্য্যপচনকে (দক্ষিণ অগ্নিকে) স্মরণ করিবেন, তাহাতেই তিনি তাঁহার উপস্থান (সমীপ গমন) করিবেন, তাহাই তাঁহার উপস্থান।[৯]

৫। তিনি প্রাতে ভোজন না করিয়া মুহূর্ত্ত কাল সভায় উপবেশন করিবেন এবং তাহার পর ইচ্ছা হইলে তাহার চারিদিকে গমন করিবেন (ঘুরিবেন);

৪। "নড়ো নৈষিধো যমং রাজানং দক্ষিণত উপনয়তীতি ;" সায়ণ ব্যাখ্যা করিলেন—"তস্মাদেব নৈষিধনলোঽপি যমস্য রাজ্ঞো দক্ষিণ উপগচ্ছতীতি লোকপ্রসিদ্ধঃ"—নল যমের দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হন, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ।

৫। কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ৩৩।

৬। কা. শ্রৌ ৪. ১৫. ৩৪।

৭। কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ৩০।

৮। কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ৩১।

৯। কা. শ্রৌ. ৪, ১৫, ৩২।

ইহাই তাঁহার উপস্থান। আর যেখানে (অগ্নিসমূহ হইতে) ভস্ম উদ্ধৃত (হইয়া রাশীকৃত) হয়, তিনি তাঁহার নিকট গমন করিবেন, তাহাই তাঁহার (আবসথ্য অগ্নির) উপস্থান।[১০] এবং এই প্রকারেই ইঁহার (যজমানের) দেবতাসমূহ অর্চ্চিত ("উপস্থিতাঃ") হইয়া থাকেন।

৬। গার্হপত্যের দেবতা যজমান, ও অন্বাহার্য্যপচনের (দক্ষিণ অগ্নির) দেবতা শক্র; অতএব তাঁহারা ইহাকে (অন্বাহার্য্যপচনকে, গার্হপত্য হইতে) প্রতিদিন আহরণ করিবেন না। যিনি এইরূপ জানেন ও যাঁহার সম্বন্ধে তাঁহারা ইহাকে (অন্বাহার্য্যপচনকে) প্রতিদিন আহরণ করেন না, তাঁহার শক্রসমূহ থাকে না। ইহা অ ন্বা হা র্য্য প চ ন ই।[১১]

৭। তাঁহারা ইহাকে উপবসথের দিনেই[১২] আহরণ করিবেন,—যেদিন তাঁহারা ইহাতে (আহবনীয়ে) যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হন; তাহাতেই তাহা (দক্ষিণ অগ্নি) ইঁহার (যজমানের) অমোঘের (অব্যর্থের) জন্য হইয়া থাকে।

৮। অথবা তাঁহারা ইহাকে নূতন গৃহে আহরণ করিবেন; এবং তাহাতে পাক করিবেন ও ব্রাহ্মণেরা তাহা ভোজন করিবেন।[১৩] তিনি (যজমান) পাক করিতে পারেন এমন কিছু না পাইলে গাভীর দুগ্ধই তাহাতে (পাকের নিমিত্ত) স্থাপন করিবার জন্য (অধ্বর্য্যুকে) বলিবেন, এবং তিনি (অধ্বর্য্যু) তাহা ব্রাহ্মণগণকে পান করাইবার জন্য (যজমানকে) বলিবেন। যিনি এইরূপ জানেন, এবং যাহার সম্বন্ধে তাঁহারা এইরূপ করেন, তাঁহার শক্রগণ হীনতর হয়। অতএব তিনি এইরূপই করিতে ইচ্ছা করিবেন।[১৪]

৯। যখন ইহা (আহবনীয় অগ্নি) প্রথম সমিদ্ধ (সংজ্বলিত) হয় ও

১০। কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ৩৩।

১১। দ্রঃ—১. ২. ১. ৫, ৪র্থ টীকা।

১২। অর্থাৎ দর্শ ও পূর্ণমাসের প্রথম দিবসে। মতান্তরে প্রতিদিনই আহরণ করিতে হয়। কা. শ্রৌ. ৪ ১৩. ৬—৭।

১৩। মাংস ভিন্ন পাকার্হ সমস্ত অন্নই সেখানে পাক করিতে হয়, এবং ব্রাহ্মণেরা তাহা ভোজন করেন। কা. শ্রৌ. ৪. ১৩. ৮-৯।

১৪। কা. শ্রৌ. ৪. ১৩. ১০-১১।

ঘূমায়মান হয়, তখন ইহা রুদ্র। যে ব্যক্তি কামনা করে যে, 'রুদ্র যেমন প্রজাসমূহকে কখনো অশ্রদ্ধায়, কখনো বলাৎকারে, ও কখনো আঘাত করিয়া অনুসরণ করেন,[১৫] আমিও সেইরূপ (অধীন লোকগণের) অন্ন (ধনধান্যাদি) ভোজন করিব', তিনি সেই সময়েই হোম করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই সময়ে হোম করেন, তিনি ভোজনীয় অন্ন প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।[১৬]

১০। আর যখন ইহা প্রদীপ্ততর হয়, তখন ইহা বরুণ। যে ব্যক্তি কামনা করেন যে, 'বরুণ যেমন প্রজাসমূহকে কখনো গ্রহণ (উপরুদ্ধ) করিয়া, কখনো বলাৎকার করিয়া ও কখনো আঘাত করিয়া অনুসরণ করেন, আমিও সেইরূপ অন্ন ভোজন করিব,' তিনি সেই সময়েই হোম করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই সময় হোম করেন, তিনি তাহাতে ভোজনীয় অন্ন প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।[১৭]

১১। আর যখন ইহা প্রদীপ্ত হয় ও উপরে ধূম উঠিতে থাকে, এবং মহান্ বেগে ইহা 'বল্-বলি' শব্দ করিয়া থাকে,[১৮] তখন তাহা ইন্দ্র। যে ব্যক্তি কামনা করেন যে, 'আমি ইন্দ্রের ন্যায় যশ ও শ্রী-বিশিষ্ট হইব,' তিনি সেই সময়ে হোম করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই সময়ে হোম করেন, তিনি তাহাতে ভোজনীয় অন্ন প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।[১৯]

১২। আর যখন ইহা প্রশান্ত হইতে আরম্ভ করে, ও ইহার শিখা নিম্নতর হইয়া যেন তির্যাক্‌ভাবে (জ্বলিতে) থাকে, তখন তাহা মিত্র। যে ব্যক্তি কামনা করেন যে, আমি মৈত্র দ্বারা অন্ন ভোজন করিব,'—যাঁহাকে

১৫। "সচতে;" ।ঋ:গ্বেদভাষ্য আলোচনা করিলে দেখা যায় সায়ণ ইহার অর্থ কখনো "সেবতে", ও কখনো 'সঙ্গচ্ছতে" করিয়াছেন; এক স্থানে (ঋ. স. ১.১৪০.৯) অনুসরণ করার তাৎপর্য্যেও তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১৬। ইহা ক্ষত্রিয়বিষয়ক; কা. শ্রৌ. ৫. ১৫. ১৬।

১৭। কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ১৭; ইহাও ক্ষত্রিয়বিষয়ক।

১৮। "উচ্চৈর্ধূমঃ পরময়া জূত্যা বল্‌বলীতি;" অনুবাদ সায়ণানুসারে করা হইয়াছে। এরূপ অর্থও হইতে পারে—'যখন ধূম 'বল্ বলি' (অনুকরণ-শব্দ) শব্দ করিয়া অত্যন্ত বেগে উপরে উঠিতে থাকে।'

১৯। ইহা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েরই পক্ষে; কা. শ্রৌ." ৪. ১৫. ১৮।

(লোকেরা) বলিয়া থাকে যে, 'এই ব্রাহ্মণ মিত্র, ইনি কাহাকেও হিংসা করেন না,'—তিনি সেই সময়ে হোম করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই সময়ে হোম করেন, তিনি ভোজনীয় অন্ন প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।[২০]

১৩। আর যখন অঙ্গারসমূহ দেদীপ্যমান হয়, তখন ইহা ব্রহ্ম। যে ব্যক্তি কামনা করেন যে, 'আমি ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত হইব,' তিনি সেই সময়ে হোম করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই সময়ে হোম করেন, তিনি ভোজনীয় অন্ন প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।[২১]

১৪। তিনি (যজমান) যদি স্বয়ং হোম করেন, অথবা অন্যে (অধ্বর্য্যু) হোম করেন, (উভয় পক্ষেই) তিনি এই সকলের (এই সমস্ত অগ্নি বা দেবতার) মধ্যে একটির নিকট সংবৎসর পর্য্যন্ত ঋদ্ধি ইচ্ছা করিবেন (অর্থাৎ একটিতেই হোম করিবেন)। যে ব্যক্তি বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারে হোম করেন,[২২] তাঁহার তাহা ঠিক সেইরূপ হয়, যেমন কেহ জল বা অপর কোন ভোজনীয় খাদ্য লক্ষ্য করিয়া খনন করিতে করিতে তাহা অর্দ্ধেক করিয়াই নিবৃত্ত হন। আর যে ব্যক্তি অবিচ্ছেদে (সংবৎসর পর্য্যন্ত) হোম করেন, তাঁহার তাহা ঠিক সেইরূপ হয়, যেমন কেহ জল বা অপর কোন ভোজনীয় খাদ্য লক্ষ্য করিয়া খনন করিতে করিতে, সত্বরেই তাহা খননপূর্ব্বক উৎপাদন করিয়া থাকেন।[২৩]

১৫। এই আহুতিসমূহ ভোজনীয় অন্নের (খননসাধন) তীক্ষ্ণমুখ দণ্ডই।[২৪] এবং যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি ভোজনীয় অন্নকে খননপূর্ব্বক উৎপাদন করিয়াই থাকেন।

১৬। ঐ যে পূর্ব্বাহুতি তাহা দেবগণ, আর যে উত্তর (আহুতি), তাহা মনুষ্যগণ, এবং যাহা স্রুকে অবশিষ্ট থাকে, তাহা পশুগণ।

২০। ইহাও ত্রৈবর্ণিকসাধারণ; কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ১৯।

২১। ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে; কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ২০।

২২। অর্থাৎ একদিন একরূপ অগ্নিতে হোম করিয়া অন্যদিন আর একরূপ অগ্নিতে করেন।

২৩। কা. শ্রৌ. ৪. ১৫. ১৭।

২৪। "অভ্রয়ঃ;" অভ্রি-শব্দের অর্থ তীক্ষাগ্র দণ্ড, খনিত্রবিশেষ; দ্রঃ—"অভ্রিং কার্ষ্ণায়সীং দদ্যাৎ"—মনু. ১১. ১৩৪; কুল্লূকভট্ট তাহার অর্থ লিখিয়াছেন "তীক্ষ্ণাগ্রং লৌহদণ্ডম্;" দ্রঃ—"অভ্রিঃ স্ত্রী কাষ্ঠকুদ্দালঃ"—অমর।

১৭। তিনি পূর্ব্বাহুতিকে অল্পতর করিয়া হোম করেন, উত্তরাহুতিকে (তদপেক্ষা) অধিকতর করিয়া হোম করেন, এবং স্রুকে (তদপেক্ষাও) অধিক-তর অবশিষ্ট রাখেন।

১৮। তিনি যে পূর্ব্বাহুতিকে অল্পতর করিয়া হোম করেন, তাহার কারণ এই যে, দেবগণ মনুষ্যগণ হইতে অল্পতর; আর যে তিনি উত্তরাহুতিতে তদপেক্ষা অধিকতর করিয়া হোম করেন, তাহার কারণ এই যে, মনুষ্যগণ দেবগণ অপেক্ষা অধিকতর; আর যে তিনি স্রুকে (তদপেক্ষাও) অধিকতর অবশিষ্ট রাখেন, তাহার কারণ এই যে, পশুসমূহ মনুষ্যগণ অপেক্ষা অধিকতর; যে ব্যক্তি এই রূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র করেন, তাঁহার প্রতিপাল্যসমূহ অল্পতর ও পশুসমূহ বহুতর হইয়া থাকে; যাঁহার প্রতিপাল্যসমূহ অল্পতর ও পশুসমূহ বহুতর হয়, তাঁহারই তাহা সমৃদ্ধির জন্য হইয়া থাকে।

২৫। শাখ্যা. শ্রৌ. ২. ৯. ৪-৫ ; কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১৭-১৮।

২৬। ভোক্তা অপেক্ষা ভোগ্য বেশী হইলেই সমৃদ্ধি হয়।

তৃতীয় প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[১-৩ পূর্ব্ববিহিত অগ্নির আধান ও তাহাতে অগ্নিহোত্র হোমের প্রশংসার জন্য আখ্যায়িকা— অগ্নি প্রজাপতিকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া প্রজাগণকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ইহাতে ব্যাকুল প্রজাগণ অগ্নিকে পেষণ করিতে উদ্যত হয়, তাহা সহ্য করিতে না পারায় অগ্নির পুরুষবিশেষের নিকট গমন, উপকার-প্রত্যুপকারের প্রতিশ্রুতিতে সেই পুরুষের অগ্নিকে ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করা ;— ৪-৬ (আমরণ এই অগ্নিকে ধারণ করিতে হয়, অতএব) মধ্যে ইহার বিসর্জ্জন উচিত নহে, তাহার দোষ, ঐ নিষেধের সমর্থন ;—৭ অগ্নিহোত্র হোমের দ্বারা অমৃতত্বপ্রাপ্তি বলিবার জন্য সূর্য্যের মৃত্যুরূপে বর্ণনা, সূর্য্য মৃত্যুরূপ বলিয়া তাহার অধোভাগবর্ত্তী প্রজাসমূহ মৃত হয়, ঊর্দ্ধবর্ত্তী দেবগণ দেব বলিয়াই মৃত হন না, রজ্জুর দ্বারা অশ্বের ন্যায় সূর্য্যরশ্মির দ্বারা জীবসমূহ প্রাণে বদ্ধ হয় ;— ৮ সূর্য্য যাহার ইচ্ছা করে তাহারই প্রাণ গ্রহণ করিয়া উদিত হয়, সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া না গেলে— তাহার নিকট হইতে মুক্তি না পাইয়া গেলে পরলোকে সূর্য্য মারিয়া ফেলে ;—৯ অগ্নিহোত্রে সায়ং ও প্রাতঃকালের আহুতিরূপ পদের দ্বারা যজমান সূর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হন, এবং সূর্য্য যখন উদিত হয়, তখন তাঁহাকে লইয়াই উঠে, এবং ইহাতেই তিনি সূর্য্যরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যান ;— ১০ অগ্নিহোত্রই সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহারই দ্বারা সমস্ত যজ্ঞ-ক্রতু মৃত্যুকে অতিক্রম করে (অর্থাৎ তাহাতেই অন্যান্য যজ্ঞেও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়) ;—১১-১২ দিবা ও রাত্রি পর্য্যটন করিয়া মানুষের আয়ুঃক্ষয় করে, কিন্তু যিনি পূর্ব্বোক্ত রূপে সূর্য্যরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, দিবা ও রাত্রি তাঁহার নীচে থাকায় তাঁহার আর আয়ুঃক্ষয় করিতে পারে না ;— ১৩ পূর্ব্ব দিক্ দিয়া আহবনীয়কে প্রদক্ষিণ করিয়া আহবনীয় ও গার্হপত্যের মধ্য দিয়া গমনপূর্ব্বক যজমানের উপবেশন-স্থানে গমন, ইহার প্রশংসা ;—১৪-১৬ কেহ কেহ দক্ষিণ দিক্ দিয়া গমনের ব্যবস্থা দেন, ইহার খণ্ডন, অগ্নিহোত্র স্বর্গগামিনী নৌকা, আহবনীয় ও গার্হপত্য তাহার পার্শ্ব (অথবা দাঁড়), ও যজমান তাহার নাবিক, পূর্ব্ব দিকে গিয়া তিনি সেই নৌকাকে পূর্ব্বদিকে স্বর্গে প্রেরণ করেন ও তাহাতে স্বর্গ প্রাপ্ত হন, নৌকা চলিয়া যাইবার পর উপস্থিত হইলে যেমন পড়িয়া থাকিতে হয়, দক্ষিণ দিক্ দিয়া গমনেও সেইরূপ হইয়া থাকে ;—১৭ সোমযাগে ইষ্টক বা ইঁটের দ্বারা অগ্নির বেদি চয়ন করিতে অর্থাৎ গাঁথিতে হয়, তদীয় আহুতিরূপে বর্ণনা করিয়া অগ্নিহোত্র-আহুতির প্রশংসা ;—১৮ চয়ননিষ্পন্ন বেদিতেই অগ্নিহোত্র হোম হইয়া থাকে—এই বলিয়া অগ্নিহোত্রের প্রশংসা—১৯-২০ এক বৎসরের অগ্নিহোত্রের আহুতি সংখ্যা ও মহদুক্থের শ্লোকের সংখ্যার ঐক্যদর্শনে—অগ্নিহোত্র মহদুক্থ দ্বারাই সম্পন্ন হয়—এইরূপ বর্ণনা দ্বারা অগ্নিহোত্রের প্রশংসা।]

১। প্রজাপতি যখন প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি যখন অগ্নিকে সৃষ্টি করিয়া ছিলেন, তখন ইহা (অগ্নি) জাত হইয়া সমস্তকেই দগ্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল ; এই নিমিত্ত সেই সময়ে যে সকল প্রজা ছিল, তাহারা ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা ইঁহাকে সম্যগ্‌রূপে পিষিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল, এবং সে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া এক পুরুষের নিকট গমন করিয়াছিল।

২। সে (অগ্নি) বলিল—'অহো, ইহা সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমি তোমাতে প্রবেশ করি! তুমি আমাকে উৎপাদন করিয়া ধারণ কর ; তুমি যেমন এই (ইহ) লোকে আমাকে উৎপাদন করিয়া ধারণ (বা পোষণ) করিবে, আমিও সেইরূপ ঐ (পর) লোকে তোমাকে উৎপাদন করিয়া ধারণ করিব।' সে (ঐ পুরুষ) 'তাহাই হউক' এই বলিয়া তাহাকে উৎপাদন করিয়া ধারণ করিল।

৩। তিনি যে অগ্নিদ্বয় আধান করেন, তাহাতে ইহাকে (অগ্নিকে) উৎপাদন করেন, এবং উৎপাদন করিয়া ধারণ করেন। তিনি যেমন ইহাকে এই লোকে উৎপাদন করিয়া ধারণ করেন ইহাও সেইরূপ ইঁহাকে ঐ (পর) লোকে উৎপাদন করিয়া ধারণ করে।

৪। তিনি ইহাকে (অগ্নিকে) মধ্যে অপসারিত (বা বিসর্জ্জন) করিবেন না ; কেননা, (তাহা হইলে) ইহা তাঁহার জন্য মধ্যেই গ্লানিযুক্ত হইয়া পড়ে ; এবং ইহা যেমন এই লোকে তাঁহার জন্য মধ্যেই গ্লানিযুক্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপই ঐ (পর) লোক তাঁহার জন্য মধ্যেই গ্লানিযুক্ত হয়।[১]

৫। তিনি যখন মৃত হন, এবং যখন তাঁহাকে তাঁহারা অগ্নিতে স্থাপন করেন, তখন অগ্নি হইতে জাত হন ; এবং তাহা (অগ্নি) পুত্র হইয়া পিতা হইয়া থাকে।[২]

১। আমরণ এই অগ্নি ধারণ করিতে হইবে, অতএব ইহার পূর্ব্বে তাহার বিসর্জ্জন বিধেয় নহে, ইহাই এখন তাৎপর্য্য।

২। যজমান যখন আধানের দ্বারা অগ্নিকে উৎপাদন করেন তখন সেই অগ্নি তাঁহার পুত্র হয় ; আর যখন তিনি মৃত হইয়া অগ্নি হইতে জাত হন, তখন সেই অগ্নিই পিতা হইয়া থাকে।

৬। এইজন্য ঋষি দ্বারাও উক্ত হইয়াছে—"হে দেবগণ, শত বৎসর (আমাদের) নিকটে (উপস্থিত হউক),—যাহার মধ্যে তোমরা আমাদের শরীরের জরার বিধান করিয়াছ, এবং যাহার মধ্যে পুত্রেরা পিতা (হইয়া উঠিবে) ; এবং আয়ুর (সম্পূর্ণরূপে) গমনের পূর্ব্বে আমাদিগকে বধ করিও না !"[৩] কেননা ইহা পুত্র হইয়া আবার পিতা হয় ; এবং তিনি যে জন্য অগ্নিদ্বয় আধান করেন, তাহাও ইহাই।

৭। এই যাহা (সূর্য্য) তাপ প্রদান করিতেছেন, ইনিই মৃত্যু ; যেহেতু ইনি মৃত্যু, সেইজন্যই ইঁহার অধোভাগবর্ত্তী ('অর্ব্বাচ্যঃ') প্রজাসমূহ মৃত হয়, আর যাহারা পরবর্ত্তী (উর্দ্ধবর্ত্তী,) তাঁহারা দেব, এবং সেই জন্যই তাঁহারা মৃত হন না। অশ্ব যেমন অশ্ববন্ধনরজ্জু বা অভীশুসমূহের দ্বারা বদ্ধ হয়, এই প্রজাসমূহও সেইরূপ ইঁহার (সূর্য্যের) রশ্মিসমূহের দ্বারা প্রাণ (বায়ু)-সমূহে বদ্ধ হয়। সেই জন্যই (ইঁহার) রশ্মিসমূহ প্রাণসমূহের দিকে নীচে বিস্তারিত হইয়া থাকে।

৮। তিনি (সূর্য্য) যাহার ইচ্ছা করেন, তাহার প্রাণ গ্রহণ করিয়া উদিত হন, এবং সে মৃত হয়।[৫] যে ব্যক্তি এই (সূর্য্যরূপ) মৃত্যুকে অতিক্রম না করিয়া ঐ (পর) লোকে গমন করে, তাহাকে তিনি ঐ লোকে (ঠিক সেই রূপে) পুনঃ পুনঃ মারিয়া ফেলেন,—যেমন কেহ এই লোকে কোন বদ্ধ ব্যক্তিকে আদর করে না, এবং যখনই ইচ্ছা করে, তখনই মারিয়া ফেলে।

৯। তিনি যে সায়ংকালে (সূর্য্য) অস্তমিত হইলে দুইটি আহুতি হোম করেন, তাহাতে এই পূর্ব্ববর্ত্তী পদদ্বয়ের দ্বারা এই মৃত্যুতে প্রতিষ্ঠিত হন ; আর যে প্রাতে (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতে দুইটি আহুতি হোম করেন, তাহাতে এই অপর পদদ্বয়ের দ্বারা এই মৃত্যুতে প্রতিষ্ঠিত হন ; এবং ইনি (সূর্য্য) যখন উদিত হন, তখন ইঁহাকে (যজমানকে) গ্রহণ করিয়া উদিত হইয়া থাকেন, এবং

৩। ঋ. স. ১. ৮৯. ৮।

৪। "অশ্বাভিধান্যা বা অভীশুভির্বা ;" সায়ণ বলিয়াছেন—যাহা দ্বারা অশ্বকে বন্ধন করা যায় তাহা অশ্বাভিধানী, আর অপর রজ্জুসমূহ অভীশু। কেহ বলেন অভীশু শব্দে প্রচলিত ঘোড়ার "বাগ্‌ডোর" বা "লাগাম" (বল্‌গা) বুঝায়।

৫। "আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ"—ভাগবত, ২. ৩, ৩৩।

ইহাতেই তিনি (যজমান) এই মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। অগ্নিহোত্রে মৃত্যুর অতিক্রমণ ইহাই, এবং যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রে মৃত্যুর এই অতিক্রমণকে জানেন, তিনি (পুনঃ) পুনঃ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।

১০। বাণের যেমন অগ্র, সেইরূপ যজ্ঞসমূহের মধ্যে অগ্নিহোত্র ; কেননা, অগ্র যেখানে গমন করে সমস্ত বাণ সেইখানে গমন করে, এবং ইহারই (অগ্নিহোত্রের) দ্বারা ইঁহার (যজমানের) সমস্ত যজ্ঞক্রতু এই মৃত্যুকে অতিক্রম করে।

১১। ঐ (পর) লোকে দিন ও রাত্রি পর্য্যাবর্ত্তন করিতে করিতে পুরুষের সুকৃত (পুণ্য) ক্ষয় করে ; কিন্তু (তিনি যখন পূর্ব্বোক্ত রূপে সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া যান, তখন) দিবা ও রাত্রি তাহা হইতে (সূর্য্যের) অধোদেশেই থাকে, এবং তাহাতেই দিবা ও রাত্রি ইঁহার সুকৃত ক্ষয় করিতে পারে না।

১২। যেমন কেহ রথের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া পর্য্যাবর্ত্তমান রথচক্রদ্বয়কে উপর হইতে দর্শন করে, এই প্রকারেই তিনি অবাঙ্মুখ হইয়া নীচে (পর্য্যাবর্ত্তমান) দিবা ও রাত্রিকে উপর হইতে দর্শন করেন। যে ব্যক্তি এই রূপে দিবা ও রাত্রির অতিক্রমণকে জানেন, দিবা ও রাত্রি তাঁহার সুকৃত ক্ষয় করে না।

১৩। তিনি পূর্ব্ব দিক্ দিয়া আহবনীয়কে পরিভ্রমণ করিয়া, (ইহার) ও গার্হপত্যের মধ্য দিয়া (নিজের উপবেশন স্থানে) আগমন করেন।[৬] দেবগণ[৭] মনুষ্যকে জানেন না, (কিন্তু) ইনি যখন তাঁহাদের মধ্য দিয়া গমন করেন, তখন তাঁহারা ইঁহাকে (এই মনুষ্যকে) জানিতে পারেন যে, 'ইনিই আমাদিগকে এই হোম করিতেছেন।' অগ্নিই পাপের অপহন্তা, এবং যখন ইনি (যজমান, আহবনীয় ও গার্হপত্যের) মধ্য দিয়া চলিয়া যান,তখন সেই আহবনীয় ও গার্হপত্য ইঁহার পাপকে অপহত করিয়া দেন ; এবং তিনি অপহতপাপ হইয়া শ্রী ও যশে উজ্জ্বল ("জ্যোতিঃ") হইয়া উঠেন।

৬। কা. শ্রৌ. ৪. ১৩. ১২।

৭। অর্থাৎ সমাগত দেবগণ, যাঁহারা বেদির চারিদিকে থাকেন, ১. ৭. ৩ ৮ ; মনুষ্য-শব্দে এখানে যজমানকে বুঝিতে হইবে।

১৪। অগ্নিহোত্রের দ্বার উত্তর দিকেই হইয়া থাকে; যেমন কেহ দ্বার দিয়া (গৃহাদিতে) প্রবেশ করে, ইহাও সেইরূপ। আর যিনি দক্ষিণ দিক্ দিয়া আগমন করিয়া (আহবনীয়ের সমীপে) উপবেশন করেন, তাঁহার তাহা ঠিক সেই রকম হয়,—যেমন কেহ বাহিরে বাহিরেই বিচরণ করে।[৭]

১৫। এই যে অগ্নিহোত্র, ইহা স্বর্গীয় ("স্বর্গ্যা") নৌকা; এবং সেই এই স্বর্গীয় নৌকার আহবনীয় ও গার্হপত্য দুইটি পার্শ্ব,[৯] ও ক্ষীরহোতা (যজমান) তাহার নাবিক।

১৬। তিনি যে পূর্ব্বদিকে উপস্থিত হন[১০], তাহাতে ইহাকে (ঐ নৌকাকে) পূর্ব্বদিকে স্বর্গ লোকে প্রেরণ করেন, এবং তাহা (নৌকা) দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। উভয় দিক্ দিয়া তাহার (নৌকায়) আরোহণ হয়, এবং তাহা ইঁহাকে (যজমান) সম্পূর্ণরূপে স্বর্গলোক প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। আর যিনি দক্ষিণ দিক্ দিয়া আগমন করিয়া উপবেশন করেন, তিনি—যেমন কেহ (নৌকা) উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর আগমন করেন, ও পরিত্যক্ত হন, এবং তাহাতেই বাহিরে থাকেন,—সেইরূপই হইয়া থাকেন।[১১]

১৭। তিনি এই যে-সমিৎকে (আহবনীয়ে) আধান[১২] করেন, তাহা ইষ্টকা

৭। এখানে সায়ণ বলেন—পূর্ব্বে (১৩শ কণ্ডিকায়) উক্ত হইয়াছে যে, যজমান উভয় অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করিবেন। এ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, মধ্য দিয়া না গিয়া দক্ষিণ দিক্ দিয়া যাইবে (দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৪. ১৩. ১৫); ইহাই এখানে দূষিত হইতেছে। যে ব্যক্তি উত্তর দিকে প্রবেশ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ আহবনীয় ও গার্হপত্যের মধ্য অতিক্রম না করিয়াই দক্ষিণ দিকে আগমনপূর্ব্বক আহবনীয় সমীপে উপবেশন করে, সে অগ্নিহোত্রে প্রবেশ করিতে অশক্ত হইয়া বাহিরে অবস্থান করে। যেমন কেহ প্রাকারপরিবৃত আশ্রমাদির দ্বারদেশ প্রাপ্ত না হইয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না, এবং বাহিরে অবস্থান করে, তাহাও সেইরূপ।

৮। "স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুভূতা"—ইতি সায়ণ।

৯। "নৌমণ্ডে"; সায়ণ লিখিয়াছেন—"পার্শ্বে, ভিত্তী", অর্থাৎ দুই ধার। কিন্তু এখানে ক্ষেপণী বা দাঁড় অর্থ ধরিলে উপমাটি ভাল হয়; দ্রঃ—১৬শ কণ্ডিকা।

১০। অর্থাৎ পূর্ব্বমুখ হইয়া গার্হপত্য হইতে আহবনীয়ের নিকট হোমের জন্য উপস্থিত হন।

১১। দ্রষ্টব্য—১৪শ কণ্ডিকা, ও ৭ম টীকা।

১২। ২. ২. ৩. ১৭; কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ২৩।

(ইঁট); এবং যে মন্ত্র দ্বারা হোম করেন, তাহা যজুঃ,—যাহা দ্বারা তিনি ইষ্টকা উপস্থাপন করিয়া থাকেন;[১৩] ইষ্টকা যখন উপস্থাপিত হয়, তখনই হোম করা হইয়া থাকে; অতএব এই যে অগ্নিহোত্রের আহুতিসমূহ, তাহারা উপস্থাপিত ইষ্টকাসমূহেই আহুত হইয়া থাকে।

১৮। অগ্নি[১৪] প্রজাপতি (-স্বরূপ), এবং সংবৎসরই প্রজাপতি; অতএব সংবৎসরে সংবৎসরে চয়ননিষ্পন্ন অগ্নিবেদির[১৫] দ্বারা ইঁহার অগ্নিহোত্র সমাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি সংবৎসরে চয়ননিষ্পন্ন অগ্নিবেদি প্রাপ্ত হন। এই রূপেই ইঁহার অগ্নিহোত্র চয়ননিষ্পন্ন অগ্নিবেদির দ্বারা সমাপ্ত হয়, এবং ইনি চয়ননিষ্পন্ন অগ্নিবেদি পাইয়া থাকেন।

১৯। অশীতিসমূহের[১৬] সাত শত কুড়িটি (৭২০) ঋক্ থাকে। তিনি যে সায়ং ও প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্র হোম করেন, তাহাতে দুইটী আহুতি হইয়া থাকে, এবং সংবৎসরে সেই সমস্ত আহুতি হয়—

১৩। অর্থাৎ সোমযাগের অ গ্নি চ য় ন, বা ইষ্টকা দ্বারা বেদিনির্ম্মাণে।

১৪। সায়ণ বলেন—এখানে অগ্নি-শব্দে চিত্য অগ্নি, অর্থাৎ চয়ননিষ্পন্ন অগ্নির স্থল বা বেদি। প্রজাপতির সহিত তাহা সংসৃষ্ট বলিয়া তাহা প্রজাপতি-স্বরূপ।

১৫। "চিত্যেনাগ্নিনা;" অগ্নিশব্দে এখানে অগ্নির স্থল বা বেদি বুঝিতে হইবে; সোমযাগে পাঁচ থাক ইটের দ্বারা ইহা বহু প্রকারে নির্ম্মিত হইয়া থাকে; "অগ্নিঃ সোমাঙ্গং তদ্গুণব্যতিষঙ্গাৎ"—কা. শ্রৌ. ১৬. ১. ১;—"অগ্নিশব্দেন পঞ্চচিতিকঃ স্থল উচ্যতে লক্ষণয়া, ন জ্বলনঃ; সোঽগ্নিঃ সোমাঙ্গং ভবতি..."—ঐ ব্যাখ্যা; পাঁচ থাক ইটে ইহা গাঁথিতে হয়, এই গাঁথার নাম চি তি অর্থাৎ চয়ন।

১৬। অর্থাৎ তিনটি অশীতির; গায়ত্রী তৃচাশীতি, ঔষ্ণিহী তৃচাশীতি, ও বার্হতী তৃচাশীতি। তিনটী ঋকের সমষ্টির নাম তৃ চ, তৃচের অশীতি অর্থাৎ আশীটি তৃচাশীতি। অতএব এক-একটি ত্রিচাশীতিতে (৩×৮০=) ২৪০ ঋক্ থাকে, এবং তাহা হইলে তিনটি তৃচাশীতিতে (২৪০×৩=) ৭২০ ঋক্ হয়। ইহার মধ্যে একটি তৃচাশীতি গায়ত্রী ছন্দের, ইহার নাম গায়ত্রী তৃচাশীতি; একটি উষ্ণিক্ ছন্দের, ইহার নাম ঔষ্ণিহী তৃচাশীতি; আর একটি বৃহতী ছন্দের, ইহার নাম বার্হতী তৃচাশীতি। দ্রঃ—ঐ. আ. ৫. ২. ৩—৫।

চিত্য অগ্নি অর্থাৎ চয়ননিষ্পন্ন অগ্নিবেদি, ম হা ব্র ত সাম, ও ম হ দু ক্ থ নামক ঋক্সমূহ, এই তিনটি সহচর। অগ্নিহোত্রে যখন চিত্য অগ্নির সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে, তখন মহদুক্থের সম্বন্ধও

২০। সাত শত কুড়ি (৭২০)। অতএব সংবৎসরে সংবৎসরে ইহার অগ্নি-হোত্র ম হ দু ক্ থ দ্বারাই সম্পন্ন হয়। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি সংবৎসরে সংবৎসরে ম হ দু ক্ থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপেই ইঁহার অগ্নিহোত্রসমহ দু ক্ থ দ্বারা সম্পন্ন হয়, এবং তিনি ম হ দু ক্ থ প্রাপ্ত হন।

বলিতে হইবে। এইজন্য এখানে ১৯শ ও ২০শ কণ্ডিকায় অগ্নিহোত্রে মহদুক্থের সম্বন্ধ কথিত হইতেছে। যথা—মহদুক্থে পূর্ব্বোক্ত তিনটি তৃচাশীতিতে ৭২০ ঋক্ থাকে; আর অগ্নিহোত্রে প্রতি-দিন সায়ং ও প্রাতে এক-একটি আহুতি দান করিলে এক বৎসরে তাহা (৩৬০×২=) ৭২০ হয়। অতএব মহদুক্থে ও অগ্নিহোত্রে এই ৭২০ সংখ্যা সমান হওয়ায়, বলিতে হইবে যে, মহদুক্থ দ্বারাই অগ্নিহোত্র সম্পন্ন হয়। ইহাই এই ১৯শ ও ২০শ কণ্ডিকার তাৎপর্য্যার্থ।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[১-২ সায়ংকালীন অগ্ন্যুপস্থান বিধানের জন্য আখ্যায়িকা—অগ্নির নিকট দেবগণকর্তৃক গ্রাম্য ও আরণ্য পশুসমূহের ন্যাসরূপে স্থাপন, অগ্নির তৎসমূহে লোভ হওয়ায় তাহাদিগকে লইয়া রাত্রির মধ্যে প্রবেশ, দেবগণ ইহা জানিতে পারিয়া পরদিন রাত্রিতে অগ্নির উপস্থান করেন ও পশুসমূহ ফিরাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করেন, অগ্নি তৎসমুদয় পুনর্ব্বার প্রদান করেন ;—৩ অগ্নিদ্বয়ের উপস্থানের বিধি, উপস্থান করিলে অগ্নি পশুসমূহ প্রদান করেন ;—৪ কেহ কেহ বলেন উপস্থান করিতে হইবে না, ইঁহাদের মতের উল্লেখ ও তাহাতে যুক্তি প্রদর্শন ;—৫ এই মত খণ্ডন করিয়া উপস্থান করা পক্ষেরই সমর্থন ও তাহাতে যুক্তি প্রদর্শন ;—৬ অনুপস্থান পক্ষের যুক্ত্যন্তর ;—৭-৮ প্রকারান্তরে উপস্থান পক্ষেরই সমর্থন ;—৯ উপস্থানের মন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রথম মন্ত্রটি উপ (শব্দ-) যুক্ত হইবে, তাহার ফল ;—১০-১৫ উপস্থানের ক্রমান্বয়ে ছয়টি মন্ত্রের বিধান ও তাহাদের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—১৬ অন্তিম মন্ত্রে প্র ভূ শব্দ থাকিবে, তাহার তাৎপর্য্য ;—১৭ প্রথম ও অন্তিম মন্ত্রের তিন-তিন বার করিয়া জপ করিবার বিধি, তাহার যুক্তি ;—১৮ অগ্নিহোত্র হোম করিতে করিতে যদি বাক্য বা কর্ম্ম দ্বারা কিছু ভুল অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহা যজমানের বহুবিধ ক্ষতির জন্য হয় ;—১৯ এই দোষ সমাধানের জন্য উপস্থানে মন্ত্রবিশেষের বিধান ;—২০ ঐ মন্ত্র দ্বারা সেই দোষ সমাহিত হয় ;—২১-২৩ আরো কয়টি উপস্থান-মন্ত্র ও তাহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা, এই পর্য্যন্ত উক্ত মন্ত্রগুলি দাঁড়াইয়া পাঠ করিতে হয় ;—২৪ পরবর্ত্তী উপস্থান-মন্ত্র উপবেশন করিয়া উচ্চার্য্য, মন্ত্রবিশেষের বিধান ও তাহার ব্যাখ্যা ;—২৫-২৬ অগ্নিহোত্র হোমের দুগ্ধ-দাত্রী গাভীর নিকট গমন ও তাহার মন্ত্র ;—২৭ গাভীকে স্পর্শ ও তাহার মন্ত্র ;—২৮-৩০ গার্হপত্যের নিকট গমন ও তাহার উপস্থান, ঐ তাহার মন্ত্র ও তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা ;—৩১ দ্বিপদ ঋক্-মন্ত্রে উপস্থান ;—৩২ আহবনীয়-উপস্থানের ফল, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ছন্দের মন্ত্রে তাহার উপস্থানের কারণ, গার্হপত্য-উপস্থানের ফল, গায়ত্রীছন্দে উপস্থান করিবার উদ্দেশ্য ;—৩৩ দ্বিপদ ঋক্‌সমূহ উচ্চারণের ফল ;—৩৪ (পুনর্ব্বার) গাভীর নিকট গমন ও স্পর্শ, তাহার মন্ত্র ; —৩৫ আহবনীয় ও গার্হপত্যের মধ্যে পূর্ব্ব মুখে দাঁড়াইয়া (আহবনীয়) অগ্নিকে দেখিতে দেখিতে জপনীয় মন্ত্রত্রয় ;—৩৬ ঐ মন্ত্রত্রয় জপ করিবার উদ্দেশ্য,—৩৭ জপনীয় অপর মন্ত্রত্রয় ও তাহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—৩৮ ইন্দ্র-ঋকের উচ্চারণ ;—৩৯ সাবিত্রী-ঋকের জপ ;—৪০ আগ্নেয়ী ঋকের জপ, ইহা তিনবার জপনীয় ;—৪১ মন্ত্রে পুত্রের নামোল্লেখ, পুত্র না থাকিলে নিজের নামোল্লেখ ।]

১। দেবগণ বিজয়ের উদ্দেশে গমনের জন্য, বা স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের ইচ্ছা হেতু, অথবা 'আমাদের মধ্যে রক্ষকতম ইনি (অগ্নি) রক্ষা করিবেন' এই মনে করিয়া গ্রাম্য ও আরণ্য সমস্ত পশু অগ্নির নিকটে নিহিত (স্থাপিত) করিয়াছিলেন ।[১]

১। দ্রঃ—২. ২. ১. ২-৩ ; তুলঃ—তৈ. স. ১. ৫. ৯. ২-৩, ৬ ।

২। অগ্নি তৎসমুদয়কে অত্যন্ত কামনা (লোভ) করিয়াছিলেন, এবং সমস্ত সংগৃহীত করিয়া তৎসমুদয়ের সহিত রাত্রিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দেবগণ মনে করিলেন—'আবার আমরা (আমাদের স্থানে) ফিরিয়া যাই', এবং (যে স্থানে) অগ্নি তিরোভূত হইয়া ছিলেন, (সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন)। তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, তিনি সেই খানে প্রবেশ করিয়াছেন, রাত্রিতে প্রবেশ করিয়াছেন। (অনন্তর) তাঁহারা আগামী রাত্রিতে সায়ংকালে তাঁহার (অগ্নির) উপস্থান করিলেন ও বলিলেন—'আমাদের পশুসমূহ প্রদান করুন! আবার আমাদের পশুসমূহ প্রদান করুন!' (অনন্তর) অগ্নি পুনর্ব্বার পশুসমূহ প্রদান করিলেন।

৩। এই জন্য তিনি অগ্নিদ্বয়ের উপস্থান করিবেন; অগ্নিদ্বয় দাতা, তিনি ইহাতে তাঁহাদিগকেই যাচ্ঞা করিয়া থাকেন।[২] তিনি সায়ংকালে উপস্থান করিবেন, কেননা, দেবগণ সায়ংকালেই উপস্থান করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া উপস্থান করেন, তাঁহাকে ইঁহারা (অগ্নিদ্বয়) পশুপ্রদান করিয়াই থাকেন।

৪। অনন্তর তিনি যে কারণে উপস্থান করিবেন না, (তাহা উক্ত হইতেছে)। অগ্রে দেবগণ ও মনুষ্যগণ উভয়েই একত্র ছিলেন। এবং মনুষ্যগণের যাহা হইত না, তাহা তাঁহারা (এই বলিয়া) দেবগণের নিকট যাচ্ঞা করিতেন—'ইহা ত আমাদের নাই, আমাদের ইহা হউক!' দেবগণ সেই যাচ্ঞায় দ্বেষহেতু তিরোভূত হন। (তিনি মনে করিতে পারেন যে) 'পাছে আমি (ইঁহাদিগকে) হিংসা করি, পাছে আমি (ইঁহাদিগের) দ্বেষ্য হইয়া পড়ি;' অতএব তিনি উপস্থান করিবেন না।[৩]

৫। আর যে তিনি উপস্থান করিবেনই, (তাহার কারণ উক্ত হইতেছে)। দেবগণের যে যজ্ঞ, তাহা যজমানের আশীঃস্বরূপ; এবং এই যে (অগ্নিহোত্রের) আহুতি, তাহা যজ্ঞ, এবং তাহা যজমানের আশীঃস্বরূপ; অতএব এখানে

২। অর্থাৎ পশুপ্রাপ্তিরূপ ফলের জন্য—সায়ণ।

৩। কা. শ্রৌ. ৪. ১২, ২।

যাহা থাকে[৪], তাহাই তিনি উপস্থান করিয়া (সম্পাদন) করিয়া থাকেন। অতএব তিনি উপস্থান করিবেনই।

৬। তিনি যে জন্য উপস্থান করিবেন না (তাহার কারণ পুনর্ব্বার উক্ত হইতেছে)। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কে এই আশা করিয়া অনুবর্ত্তন করে যে, 'ইনি আমাকে (আমার অভিলষিত বস্তু) দান করিবেন, ইনি আমার গৃহ করিয়া দিবেন', এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে স্তুতি ও কর্ম্ম দ্বারা আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে, তিনি (সেই ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়) মনে করেন যে, ইহাকে (সেই ব্যক্তিকে তাহা) দান করা উচিত। আর যে ব্যক্তি বলে যে, 'তুমি আমাকে দান করিতেছ না, তুমি আমায় কি!' তিনি ইঁহাকে দ্বেষ করিতে সমর্থ হন, ও (উহার সম্বন্ধে) নির্বেদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। অতএব তিনি উপস্থান করিবেন না; তিনি যে ইহাকে (অগ্নিকে) সন্দীপ্ত করেন, তিনি যে ইহাতে হোম করেন, তাহাতেই তিনি ইহাকে যাচ্ঞা করিয়া থাকেন; অতএব তিনি উপস্থান করিবেন না।[৫]

৭। তিনি যে জন্য উপস্থান করিবেনই (তাহা পুনর্ব্বার উক্ত হইতেছে)। (লোক) যাচ্ঞা করিয়াই দাতাকে লাভ করিয়া থাকে; এবং এই পর্য্যন্ত[৬] ভরণকর্ত্তাও ভরণীয়কে জানিতে পারেন না। কিন্তু সে যখন বলে যে, 'আমি আপনার ভরণীয়, আমাকে ভরণ করুন!' তখন তিনি তাহাকে ভরণীয় বলিয়া মনে করেন। অতএব তিনি উপস্থান করিবেনই। তিনি যে জন্য উপস্থান করিবেন, ইহাই তাহার সমস্ত (যুক্তি)।[৭]

৮। তিনি যে অগ্নিহোত্র হোম করেন, তাহাতে প্রজাপতিস্বরূপ হন, এবং তিনি যে-সমস্তের প্রভু ও যে-সমস্ত তাঁহার অনুকূলে থাকে, তৎসমস্তেই রেত

৪। অর্থাৎ অগ্নিহোত্রে আশীঃস্বরূপ যে ফল থাকে।

৫। অর্থাৎ অগ্নির সন্দীপন ও হোমের দ্বারাই যাচ্ঞা করা হইয়া থাকে, উপস্থান করিয়া তাহার দ্বারা আবার যাচ্ঞা করা ঠিক নহে।

৬। অর্থাৎ যাচ্ঞা না করা পর্য্যন্ত।

৭। এসম্বন্ধে তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও (১. ৫. ৯. ৬-৭) উভয় পক্ষ উত্থাপিত করিয়া উপস্থান-পক্ষই সমর্থিত হইয়াছে।

সেচন করেন, এবং (অগ্নির) উপস্থান করিয়া তৎসমুদয়কে বিশিষ্টরূপযুক্ত করেন ও অনুক্রমে উৎপাদন করিয়া থাকেন।

৯। তিনি উ প রি ("উপ" এই উপসর্গ)-যুক্ত (ঋকের দ্বারা অগ্ন্যুপস্থান)[৯] আরম্ভ করেন।[১০] ইহাই (পৃথিবী) উ প রি, এবং ইহা দুই প্রকারে উ প রি ; এই যাহা কিছু জাত হয়, তাহা ইহারই (পৃথিবীরই) উ প রি জাত হয় ("উপজায়তে"), এবং যাহা কিছু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা ইহারই উপরি নিলীন হয় ("উ প-উপ্যতে", √বপ্) ; অতএব তাহা (উপস্থান) দিবা ও রাত্রিতে বহুতর হইয়াই অক্ষয্য (অক্ষয়াহ´) হইয়া থাকে, এবং তিনি ইহাতে অক্ষয্য প্রাচুর্য্যের দ্বারাই (উপস্থান) আরম্ভ করেন।

১০। তিনি বলেন—"অধ্বরের নিকটে গমন করিয়া—,"[১১] "অধ্বর" অর্থে যজ্ঞ, অতএব 'যজ্ঞের নিকট উপস্থিত হইয়া' ইহাই তিনি তাহাতে বলিয়া থাকেন ;—"আমরা (সেই) অগ্নির মন্ত্র উচ্চারণ করিব—." কেননা, তিনি তাঁহার মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন বলিয়াই (উদ্যত) হন ;—"এই (যিনি) দূর হইতে আমাদিগকে (অর্থাৎ আমাদের বাক্যকে) শ্রবণ করিতেছেন ;" তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'যদিও আপনি আমাদের নিকট হইতে দূরে আছেন, তথাপি আপনি

৮। সায়ণ বলিয়াছেন—অগ্নিহোত্রহোম রেতঃসেকস্থানীয়। গর্ভাশয়ে নিষিক্ত রেতের হস্তপদাদি দ্বারা যে বিশিষ্টরূপ-সম্পাদন, তাহা অগ্নির উপস্থানসাধ্য। অতএব যজমান অগ্নিকে উপাসনা করিয়া এই সমস্ত নিষিক্ত (রেতকে) বিশিষ্টরূপযুক্ত করেন, ও অনুক্রমে উৎপাদন করিয়া থাকেন। অতএব অগ্নির উপাস্থান করা অবশ্য উচিত।

৯। এই উপস্থানের নাম বা ৎ স প্রো প স্থা ন ; কেননা, এই উপস্থান বা ৎ স প্রী নামক ঋষি দ্বারা দৃষ্ট। বা ৎ স প্রী ঋগ্বেদের ৯. ৩৮, ও ১০. ৪৫-৪৬ সূক্তের দ্রষ্টা। ৯ম হইতে ৪১শ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত এই উপস্থানেরই মন্ত্রসমূহ (বা. স. ৩. ১১. ৩৬) বিহিত হইয়াছে। ইহাতে বহু মন্ত্র থাকায় ইহা দী র্ঘো প স্থা ন (দ্রঃ—২. ৩. ৩. ২), বৃ হ দু প স্থা ন (বা. স. ৩. ১১ মহীধর ভাষ্য), অথবা ম হো প স্থা ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এই উপস্থান-স্থলে আর একটি ক্ষুদ্র উপস্থান বিহিত হয় (২. ৩. ৩) ; ইহা আ সু রি-কর্ত্তৃক দৃষ্ট। ইহাকে ক্ষু দ্র কো প স্থা ন, বা ল ঘূ প স্থা প ন বলা হইয়া থাকে।

১০। "উ প প্রয়ন্তো অধ্বরং...," বা. স. ৩. ১১ ; তৈ. স. ১. ৫. ৫. ১ ; কা. শ্রৌ. ৪. ১২ ১।

আমাদের ইলা (মন্ত্র-স্তুতি) শ্রবণ করুনই, এ বিষয়ে আপনি এইরূপই মনে করুন !'

১১। "দ্যুলোকের উন্নত মস্তক ও পৃথিবীর পতি এই অগ্নি জলের রেতসমূহকে প্রীত (বা পুষ্ট) করিতেছেন।"[১১] তিনি ইহাতে ইঁহাকে অনুসরণই করেন ; কোন যাচক ব্যক্তি যেমন ভদ্রভাবে বলে—'আপনি অমুকের পুত্র ; আপনি ইহা করিতে সমর্থ !' ইহাও (এই ঋক্‌মন্ত্রও) সেইরূপ।

১২। অনন্তর (উচ্চার্য্যমাণ ঋক্‌টি) ইন্দ্র ও অগ্নির ;—"হে ইন্দ্র ও অগ্নি আপনাদের উভয়কে আমি অহ্বান করিতে (ইচ্ছা করি), আপনাদের উভয়কে আমি এক সঙ্গে অন্নের দ্বারা আনন্দিত করিতে (ইচ্ছা করি) ; আপনারা উভয়েই অন্ন ও ধনসমূহের দাতা, অন্নপ্রদানের জন্য আপনাদের উভয়কে আমি আহ্বান করিতেছি !"[১২] এই যাহা (সূর্য্য) তাপ প্রদান করিতেছে, তাহাই ইন্দ্র ; তাহা যখন অস্ত গমন করে, তখন আহবনীয়ে প্রবেশ করে ; অতএব তিনি ইহাতে এক সঙ্গে বর্ত্তমান তাঁহাদিগের উভয়কেই[১৩] এই মনে করিয়া উপস্থান করেন যে, 'তাঁহারা উভয়ে এক সঙ্গে আমাকে প্রদান করিবেন।' সেই জন্যই তাহা (ঐ ঋক্‌টি) ইন্দ্র ও অগ্নির।

১৩। "হে অগ্নি তুমি যাহা হইতে জাত হইয়া দীপ্তি প্রাপ্ত হইতেছ, এই তোমার (সেই) ধাতুসম্বন্ধী যোনি ;[১৪] তুমি তাহা জানিয়া উত্থিত হও, এবং আমাদের ধন বর্দ্ধন কর !" "ধন"-অর্থে পুষ্টিই ; অতএব তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তুমি আমাদের ইহাকে ভূয়োভূয়ঃ পুষ্ট কর !'

১১। বা. স. ৩. ১২ ; তৈ. স. ১. ৫. ৫. ৩ সায়ণভাষ্য। সায়ণ এখানে "জলের রেতসমূহ..." ইত্যাদির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—অগ্নি জলের অর্থাৎ জলের কার্য্য স্থাবর-জঙ্গমের শরীরকে জাঠর অগ্নিরূপে প্রীত করিয়া থাকেন ; ঋ. স. ৮. ৪৪. ১৬।

১২। বা. স. ৩. ১৩ ; তৈ. স. ১. ৫. ৫. ২ ; ঋ. স. ৬. ৬০. ১৩।

১৩। অর্থাৎ সূর্য্যরূপ ইন্দ্র ও আহবনীয় অগ্নি, এই উভয়কে।

১৪। "অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ঃ ;" "অয়ং আহবনীয়প্রদেশঃ তে যোনিঃ স্থানং ঋত্বিয়ঃ ঋতু-সম্বন্ধঃ সর্ব্বস্মিন্নপি ঋতৌ অগ্নেন হোমনিষ্পত্তেঃ"—সায়ণ।

১৪। "আ প্ন বা ন[১৫] এবং ভৃ গু গ ণ যে বিচিত্র ও সমস্ত প্রজার বিভুকে বনসমূহে দীপিত করিয়াছিলেন, যিনি (দেবগণের) আহ্বানকারী ও অতিশয় যাগানুষ্ঠাতা, এবং যিনি যাগসমূহে স্তবার্হ, সেই প্রধানভূত ইনি (অগ্নি) আধানকর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক এখানে স্থাপিত হইয়াছেন।"[১৬] তিনি ইহাতে তাঁহাকে অনুসরণই করিয়া থাকেন; কোন যাচক ব্যক্তি যেমন ভদ্রভাবে বলে—'আপনি অমুকের পুত্র, আপনি ইহা করিতে সমর্থ!' ইহাও (এই ঋক্‌ও) সেইরূপ। তিনি যে বলেন—'সমস্ত প্রজার বিভুকে,' তাহাতে, ইনি (অগ্নি) যেরূপ, সেইরূপই ইঁহাকে বলিয়া থাকেন; কেননা, ইনি সমস্ত প্রজার (অভীষ্টদানে) সমর্থই।[১৭]

১৫। —"ইঁহার পুরাতন ("প্রত্নাং") দ্যুতিকে অনুসরণ করিয়া লজ্জারহিত (দোহনকারী ঋত্বিগ্‌গণ) সহস্রপ্রদ গাভীর ("ঋষিম্") বিশুদ্ধ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন।"[১৮] সমস্ত দানের মধ্যে সহস্র-দানই পরম; অতএব তাহা ইহারই প্রাপ্তির জন্য হইয়া থাকে, এবং সেই জন্যই তিনি বলেন—"সহস্রপ্রদ গাভীর বিশুদ্ধ দুগ্ধ।"

১৫। "আপ্নবানঃ;" সায়ণ ঋগ্‌ভাষ্যে (৪. ৭. ১) লিখিয়াছেন—"আ প্ন বা নো ভৃ গু-সম্বন্ধী কশ্চিদ্ ঋষিঃ;" তৈত্তিরীয়সংহিতা-ভাষ্যে (১. ৫. ৫. ১) বলিয়াছেন—"আপ্নবানসংজ্ঞকাঃ;" মহীধর বা. স ভাষ্যে (৩. ১৫) ঐ শব্দের অর্থ নিঘণ্টু (২, ৩. ৫)-অনুসারে "পুত্রবন্তঃ" বলিয়া বিকল্পে "আপ্নবানস্তৎপ্রভৃতয়ঃ ভৃগবশ্চ মুনয়ঃ" বলিয়াছেন।

১৬। বা. স. ৩. ১৫; (১৫. ২৬; ৩৬. ৬)।

১৭। অনুবাদ সায়ণানুসারে।

১৮। অনুবাদ মহীধরানুসারে; তিনি বলেন—সায়ংকালে দোহনের সময় আলোকাভাবে দুগ্ধ কোনরূপে নীচে পড়িয়া যাইতে পারে এবং তাহা দোহনকারীর লজ্জার বিষয়; কিন্তু অগ্নির দ্যুতি থাকিলে সেই লজ্জার কারণ থাকে না, অতএব তাঁহারা লজ্জারহিত। ঋষি-শব্দের অর্থ ইনি এস্থলে গাভী ধরিয়াছেন—"অর্ষতি দোহনকালে গচ্ছতি ঋষির্গৌঃ।" তিনি এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হইয়া প্রকারান্তরেও ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন (বা. স. ৩. ১৬)। তৈ. স. ভাষ্যে (১. ৫. ৫. ১) সায়ণ যাহা লিখিয়াছেন, তদনুসারে এইরূপ অনুবাদ হয়—'(ঋত্বিগ্‌গণ) লজ্জা না করিয়া ইহার (গো-স্থানীয় এই অগ্নির) অনুকূল দীপ্তি হইতে সহস্র (ধন)-প্রদ ও অতীন্দ্রিয়জ্ঞানপ্রদ উজ্জ্বল পয়ঃ (দুগ্ধাদি) দোহন করিয়াছিলেন।' দ্রঃ—ঋ. স. ৯. ৫৪. ১।

১৬। এই ছয়টি[১৯] ঋক্ সমাহরণীয়।[২০] ইহাদের প্রথম ঋক্‌টি উ প (এই উপসর্গ)-যুক্ত, এবং অন্তিমটি প্র ত্ন (এই শব্দ)-যুক্ত।[২১] (ইহাদের মধ্যে পৃথিবী) যেজন্য উ প (শব্দ)-যুক্ত, তাহা আমরা বলিয়াছি; আর উহাই (দ্যৌ) হইতেছে প্র ত্ন, কেননা, অগ্রে পুরাকালে যতগুলি দেব ছিলেন, (এখনো) ততগুলিই দেব আছেন; অতএব[২২] উহাই প্র ত্ন। ইহাদেরই উভয়ের মধ্যে সমস্ত কাম (কাম্যবস্তু) অবস্থিত, এবং ইহারা ইঁহার (যজমানের) জন্য ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া সমস্ত কাম উপস্থাপিত করিয়া থাকে।

১৭। তিনি প্রথম (মন্ত্রটিকে) তিনবার এবং অন্তিম (মন্ত্রটিকে) তিনবার জপ করেন; কেননা, যজ্ঞসমূহের প্রারম্ভ ত্রিরাবৃত্ত, এবং সমাপ্তিও ত্রিরাবৃত্ত;[২৩] অতএব তিনি প্রথমটিকে তিনবার এবং অন্তিমটিকে তিনবার জপ করেন।[২৪]

১৮। তিনি অগ্নিহোত্র হোম করিতে করিতে বাক্য দ্বারা বা কর্ম্ম দ্বারা যাহা কিছু অন্যথা অনুষ্ঠান করিয়া ফেলেন, তাহাতে নিজেরই অসু, বা তেজ, বা সন্ততিকে খণ্ডিত করিয়া থাকেন।

১৯। সেই জন্য (তিনি এই মন্ত্রে উপস্থান করেন)—"হে অগ্নি, তুমি তনূরক্ষক; তুমি আমার তনুকে রক্ষা কর! হে অগ্নি, তুমি আয়ুঃপ্রদ; আমাকে আয়ু দান কর! হে অগ্নি, তুমি তেজঃপ্রদ; তুমি আমাকে তেজ

১৯। ১০ম হইতে ১৫ শ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত পঠিত।

২০। অর্থাৎ এই সমস্ত ঋক্ বিভিন্ন বিভিন্ন স্থলে পঠিত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে একত্র সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে; পূর্ব্বোক্ত ঋক্-গুলি ঋগ্বেদের ৭. ১৪. ১; ৮. ৪৪. ১৬ ইত্যাদি স্থানে পঠিত হইয়াছে। কিন্তু বাজসনেয়িসংহিতাতে (৩. ১১. ১৬) এ সমস্ত একত্রই পঠিত হইয়াছে।

২১। "উপপ্রযন্তো অধ্বরং...;" ও "অস্য প্রত্নামনুদ্যুতিং...;" বা. স. ১৩. ১১, ১৬; দ্র:—১০ম ও ১৫শ কণ্ডিকা।

২২। যেহেতু দেবগণ সেখানে পুরাকাল হইতে আছেন, সেই জন্য দ্যুলোক পুরাতন বা প্রত্ন।

২৩। কারণ, হবির্নির্বাপ, হবিঃপ্রোক্ষণ ও সামিধেনীপাঠ প্রভৃতি তিন-তিন বার করিয়া করিতে হয়, দেখা যায়।—সায়ণ।

২৪। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৩।

প্রদান কর! হে অগ্নি, আমার শরীরের যাহা ঊন রহিয়াছে, তুমি তাহা সম্পূর্ণ কর!"[২৫]

২০। তিনি অগ্নিহোত্র হোম করিতে করিতে বাক্য দ্বারা বা কর্ম্ম দ্বারা যাহা কিছু অন্যথা অনুষ্ঠান করিয়া ফেলেন, তাহাতে নিজেরই আয়ু, বা তেজ, বা সঙ্গতিকে খণ্ডিত করেন; সেই জন্য তিনি তাহাতে বলেন যে, 'পুনর্ব্বার আমার তাহা বর্দ্ধিত হউক!' এবং তাহাতে তাঁহার তাহা পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

২১। —"দীপ্যমান আমরা দ্যুতিমান্ তোমাকে শত হিম (ঋতু)[২৬] যাবৎ সন্দীপিত করি—;"[২৭] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'আমরা যেন শতবর্ষ জীবিত থাকি;' আর যে তিনি বলেন—"দ্যুতিমান্ তোমাকে সন্দীপিত করি," তাহাতে এই বলেন যে, 'মহান্ তোমাকে আমরা তাবৎ কাল সন্দীপিত করি;'—"অন্নবান্ (আমরা) অন্নকারী (তোমাকে), বলবান্ (আমরা) বলকারী (তোমাকে)," তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'আমরা যেন অন্নবান্ হই, আর তুমি যেন অন্নকারী হও! এবং আমরা যেন বলবান্ হই, আর তুমি যেন বলকারী হও!'—"হে অগ্নি, শত্রুগণের হিংসক ও (কাহারো) অহিংসনীয় (তোমাকে), অহিংসিত আমরা—," তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'আমরা যেন তোমার দ্বারা শত্রুগণকে পাপীয়ান্ করিতে পারি!'

২২। —"হে চিত্রাবসু (রাত্রি), আমি যেন মঙ্গলে তোমার অবসান প্রাপ্ত হই!" তিনি এই (মন্ত্র) তিনবার জপ করেন।[২৮] রাত্রিই চিত্রাবসু, কেননা ইহা চিত্র (গ্রহনক্ষত্র) সমূহ সংগ্রহ করিয়া বাস করে, সেই জন্যই (রাত্রিতে) দূরে কেহ চিত্র দর্শন করিতে পারে না।[২৯]

২৫। বা. স. ৩. ১৭।

২৬। দ্র:—তৈ. স. ১. ৫. ৬. ১১, ১৪; ৭.১৪।

২৭। বা. স. ৩. ১৮; তৈ. স. ১. ৫. ৫. ৪।

২৮। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৩।

২৯। অর্থাৎ রাত্রিতে কেহ দূর হইতে চিত্র অর্থাৎ দ্রষ্টব্য বস্তু দেখিতে পায় না। বস্তুতঃ এস্থলের অর্থ আমার নিকটে স্পষ্ট হয় নাই। মূল এই—"তস্মান্নারকাচ্চিত্রং দদৃশে;" সায়ণ

২৩। ইহা (এই মন্ত্র) দ্বারাই ঋষিগণ মঙ্গলভাবে রাত্রির অবসান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাতেই নাশকজীব ও রক্ষোগণ রাত্রিতে ইহাঁদিগকে প্রাপ্ত হয় নাই ; তিনি ইহাতেই মঙ্গলভাবে রাত্রির অবসান প্রাপ্ত হন, ইহাতেই তাঁহাকে নাশকজীব ও রক্ষোগণ রাত্রিতে প্রাপ্ত হইতে পায় না। তিনি এই পর্য্যন্ত[৩০] (মন্ত্র আহবনীয়ের সমীপে) দণ্ডায়মান হইয়া পাঠ করিবেন।

২৪। অনন্তর উপবিষ্ট হইয়া (তিনি এই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করেন)[৩১] —"হে অগ্নি, তুমি সূর্য্যের তেজের সহিত সঙ্গত (মিলিত) হইয়াছ—;"[৩২] আদিত্য যখন অস্ত গমন করেন, তখন আহবনীয়ে প্রবেশ করিয়া থাকেন, সেই জন্যই তিনি তাহা বলেন ;—"(তুমি) ঋষিগণের স্তুতির সহিত (সঙ্গত হইয়াছ) ;" তিনি উপস্থান করেন বলিয়াই ইহা বলিয়া থাকেন ;—"(তুমি) প্রিয় স্থানের সহিত (সঙ্গত) হইয়াছ ;" আহুতিসমূহই ইহার প্রিয় স্থান, এবং সেইজন্য তিনি তাহাতে "আহুতিসমূহের সহিত" ইহাই বলিয়া থাকেন ; —"আমি যেন আয়ুর সহিত, তেজের সহিত, সন্ততির সহিত, এবং ধনপুষ্টির সহিত সঙ্গত হইতে পারি !" তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তুমি যেমন এই সমুদয়ের সহিত সঙ্গত হইয়াছ, আমিও যেন সেইরূপ আয়ুর সহিত, তেজের সহিত, সন্ততির সহিত, ও ধন-পুষ্টি অর্থাৎ প্রাচুর্য্যের সহিত,—এইরূপে সমস্তের সহিত সঙ্গত হইতে পারি।'

যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহার মতে এই স্থানের মূল পাঠ "তস্মাৎ তারকাচিত্রং দদৃশে ;" তাঁহার ব্যাখ্যা যথা—"অতএব ইদানীমপি রাত্রৌ নভসি তারকালক্ষণং চিত্রং দদৃশে দৃশ্যতে।" Eggeling 'চিত্র' শব্দে আলোক অর্থ ধরিয়াছেন, এবং উল্লিখিত অংশটুকুর ব্যাখ্যায় তাহার অর্থ 'স্পষ্টরূপে (clearly)' করিয়াছেন ; অতএব তাঁহার মতে অনুবাদ এইরূপ হয়— 'সেইজন্য (রাত্রিতে) কেহ দূর হইতে স্পষ্টভাবে দেখিতে পায় না।'

৩০। অর্থাৎ ১০ম হইতে ২২শ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত ; বা. স. ৩. ১১—১৮।

৩১। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৪।

৩২। বা. স. ৩. ১৯ ; তৈ. স. ১. ৫. ৫. ৪।

২৫। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে)[৩৩] গাভীর[৩৪] নিকট উপস্থিত হন—"তোমরা অন্ন,[৩৫] আমি যেন তোমাদের অন্ন সেবন করিতে পারি! তোমরা তেজ, আমি যেন তোমাদের তেজ উপভোগ করি!" তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তোমাদের যে সকল বীর্য্য ও তেজ আছে, তৎসমুদয়কে আমি যেন উপভোগ করি।'—"তোমরা বল, তোমাদের বলকে আমি যেন উপভোগ করি!" তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তোমরা রস, তোমাদের রসকে আমি যেন উপভোগ করি!'—"তোমরা ধনপুষ্টি, তোমাদের ধনপুষ্টিকে আমি যেন উপভোগ করি!" তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তোমরা প্রাচুর্য্য (-স্বরূপ), তোমাদের প্রাচুর্য্যকে আমি যেন উপভোগ করি!'

২৬।—"হে ধনবতীগণ, তোমরা ক্রীড়া কর—," পশুসমূহ ধনযুক্তই,[৩৬] এবং সেইজন্য তিনি বলেন—"হে ধনবতীগণ, তোমরা ক্রীড়া কর—;" "এই স্থানে, এই গোষ্ঠে, এই দর্শনপথে (নজরের মধ্যে), এবং এই গৃহে; এই খানেই তোমরা থাক, চলিয়া যাইও না।" তিনি ইহাতে নিজেরই সম্বন্ধে বলেন যে, 'তোমরা আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইও না।'

২৭। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) গাভী স্পর্শ করেন[৩৭]—"সকলরূপবিশিষ্ট তুমি সংস্থাপিত হইয়াছ;" পশুসমূহ সকলরূপবিশিষ্টই হইয়া থাকে, এবং সেই জন্য তিনি বলেন "সকলরূপবিশিষ্ট;"—"তুমি বলের সহিত ও গোস্বামিত্বের সহিত আমার নিকট আগমন কর!" তিনি যে বলেন "বলের

৩৩। বা. স. ৩. ২০—২১; ২৫শ ও ২৬শ কাণ্ডে উক্ত।

৩৪। অর্থাৎ সায়ং ও প্রাতে অগ্নিহোত্র হোমে অপেক্ষিত দুগ্ধের জন্য নির্দ্দিষ্ট অগ্নিহোত্রী ("অগ্নিহোত্রার্থা ধেনুরগ্নিহোত্রী"—আপ. শ্রৌ. ৬. ৩. ১১, রুদ্রদত্ত-ভাষ্য) গাভীর; কেহ কেহ বলেন অপর গাভী হইলেও হয়। যদি দুগ্ধ দ্বারা হোম হয়, তবেই অগ্নিহোত্রী গাভীর প্রয়োজন; আর যদি যবাগূ প্রভৃতির দ্বারা হোম হয়, তবে অন্য গাভী হইবে। আপস্তম্ব গোষ্ঠে যাইবার বিধান দিয়াছেন। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৫. যাজ্ঞিকদেবব্যাখ্যা।

৩৫। দ্র:—২. ২. ২. ১৩।

৩৬। পশুসমূহ ধনের হেতু বলিয়া ধনবান্—মহীধর, বা. স. ৩. ২১; পুত্রপৌত্রাদির অভিবৃদ্ধিতে পশুসমূহ ধনযুক্ত—সায়ণ।

৩৭। বা. স. ৩. ২২. ১; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৬।

সহিত," তাহাতে 'রসের সহিত' বলেন, আর যে বলেন "গোস্বামিত্বের সহিত," তাহাতে 'প্রাচুর্য্যের সহিত' বলিয়া থাকেন।

২৮। অনন্তর তিনি গার্হপত্যের সম্মুখে গমন করেন, এবং (এই সকল মন্ত্রে) গার্হপত্যের উপস্থান করেন[৩৮]—"হে রাত্রিতে অবস্থানকারী[৩৯] অগ্নি, আমরা প্রতিদিন নমস্কারপূর্ব্বক কর্ম্মের সহিত তোমার নিকট আগমন করি।"[৪০] তিনি তাহাতে ইঁহাকে নমস্কারই করিয়া থাকেন, যাহাতে ইনি (গার্হপত্য অগ্নি) তাঁহাকে হিংসা না করেন।

২৯।—"অধ্বরসমূহে শোভমান, সত্যের রক্ষক, সমুজ্জ্বল ও স্বকীয় গৃহে বর্দ্ধমান (তোমার নিকট আমরা আগমন করি)।"[৪১] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'এই যাহা (যে গৃহ) আমাদের আছে, তাহা (তোমার) নিজের, তুমি ইহাকে বহুতর বহুতর কর!'[৪২]

৩০।—"হে অগ্নি, পুত্রের সম্বন্ধে পিতার ন্যায় তুমি আমাদের সুখোপগমনীয় হও? এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য সমবেত হও?"[৪৩] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, পিতা যেমন পুত্রের সুখোপগমনীয়, এবং সে (পুত্র) যেমন ইঁহাকে (পিতাকে) কোনোরূপে হিংসা করে না, তুমিও সেইরূপ আমাদের সুখোপগমনীয় হও, এবং আমরা যেন তোমাকে কোনোরূপে হিংসা না করি।'

৩১। অনন্তর দ্বিপদা-(ঋক্ সমূহ):—"হে অগ্নি, তুমি আমাদের নিকটবর্ত্তী হও, এবং রক্ষক, কুশলপ্রদ ও গৃহের হিতকর হও! তুমি ধনবান্ এবং ধনের জন্য প্রসিদ্ধ, তুমি আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর, এবং উজ্জ্বল ধন দান কর! হে সমুজ্জ্বলতম ও অতিশয়দ্যুতিবিশিষ্ট, বন্ধুগণের সুখের জন্য আমরা

৩৮। কা. শ্রৌ. ৪. ১৭. ৭।

৩৯। "দোষাবস্তঃ ;" প্রদর্শিত অনুবাদ মহীধরানুসারে ; ইনি বলেন—সমস্ত রাত্রিতে অগ্নিকে ধারণ করিয়া রাখিতে হয় বলিয়াই অগ্নি 'রাত্রিতে বাস (বা অবস্থান)-কারী।' অথবা পূর্ব্বোক্ত (২. ৩. ২. ২.) ইতিহাসানুসারেও অগ্নিকে ঐরূপ বলিতে পারা যায়।

৪০। বা. স. ৩. ২২. ২।

৪১। বা. স. ৩. ২৩।

৪২। অথবা—'তুমি ইহাকে পুনঃ পুনঃ (বর্দ্ধিত) কর'—সায়ণ।

৪৩। বা. স. ৩, ২৪।

তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি; তুমি আমাদিগকে জান, আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর, এবং সমস্ত পাপাচারী (শত্রু) হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর!"[৪৪]

৩২। তিনি যে আহবনীয়ের উপস্থান করেন, তাহাতে পশুসমূহ যাচ্ঞা করিয়া থাকেন; সেইজন্য তিনি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ছন্দঃসমূহের[৪৫] দ্বারা তাঁহার (আহবনীয়ের) উপস্থান করেন, কেননা পশুসমূহ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হয়। আর যে তিনি গার্হপত্যকে (উপস্থান) করেন, তাহাতে পুরুষসমূহ অর্থাৎ (পুত্রপৌত্র-প্রভৃতি) যাচ্ঞা করেন; সেই জন্য প্রথম ঋক্ত্রয়[৪৬] গায়ত্রীছন্দের হইয়া থাকে, কেননা, গায়ত্রীই অগ্নির ছন্দ; তিনি ইহাতে অগ্নির নিকটে তাঁহার (অগ্নির) নিজের ছন্দেই উপস্থান করিয়া থাকেন।[৪৭]

৩৩। অনন্তর (তিনি) দ্বিপদা ঋক্সমূহ (উচ্চারণ করেন)। দ্বিপদা ঋক্ পুরুষের ছন্দ, কেননা, পুরুষ দ্বিপদ; সেইজন্য তিনি ইহাতে পুরুষসমূহ যাচ্ঞা করেন; এবং তিনি পুরুষসমূহ যাচ্ঞা করেন বলিয়াই দ্বিপদা ঋক্সমূহ (উচ্চারণ করেন)। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া উপস্থান করেন, তিনি ইহাতে পশুমান্ ও পুরুষবান্ হইয়া থাকেন।

৩৪। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে পুনর্ব্বার)[৪৮] গাভীর নিকটে গমন করেন—"হে ইড়া, আগমন কর! হে অদিতি আগমন কর!"[৪৯] কেননা, গাভী ইড়া ও অদিতি (বলিয়া) প্রসিদ্ধ।[৫০] তিনি তাহাকে (এই মন্ত্রে) স্পর্শ করেন—"হে কমনীয় (অভিলষণীয়)-গণ, আগমন কর!" কেননা, মনুষ্যগণের কাম (অভিলাষ)-সমূহ ইহাদেরই মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে,[৫১] এবং সেই জন্যই তিনি

৪৪। বা. স. ৩. ২৫—২৬।

৪৫। অর্থাৎ গায়ত্রী প্রভৃতি; যথা—১০ম ও ১১শ কণ্ডিকোক্ত মন্ত্র গায়ত্রী, ১২শ কণ্ডিকোক্ত ত্রিষ্টুপ, ১৩ শ কাণ্ডোক্ত অনুষ্টুপ, ইত্যাদি।

৪৬। ২৮ শ, ২৯ শ. ও ৩০ শ কণ্ডিকায় উক্ত।

৪৭। তৈ. স. ৭. ১. ১. ৪।

৪৮। দ্র:—২৫শ কাণ্ডিকা। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৮।

৪৯। বা. স. ৩. ২৭।

৫০। নিঘণ্টুতে (২-১১) ইড়া (ইলা) ও অদিতি শব্দ গোনামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে।

৫১। দ্র:—১. ১. ১. ২; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ১০।

বলেন—"হে কমনীয়গণ, আগমন কর !"—"তোমাদের কর্ত্তৃক যে কামনার পূরণ হইয়া থাকে, তাহা আমার জন্য হউক !" তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'যেন তোমাদের প্রিয় হই !'

৩৫। অনন্তর তিনি আহবনীয় ও গার্হপত্যের মধ্যে পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া (আহবনীয়) অগ্নিকে দেখিতে দেখিতে (এই তিনটি মন্ত্র) জপ করেন—[৫২] "হে ব্রহ্মণস্পতি (বেদ বা স্তোত্রের রক্ষক), ঔ শি জ[৫৩] ক ক্ষী বা নে র ন্যায় সোমাভিষবকারী আমাকে প্রকাশিত কর ! যিনি ধনবান্, রোগহারী, ধনজ্ঞ, পুষ্টি (সমৃদ্ধি)-বর্দ্ধক ও দ্রুতগতি, সেই (ব্রহ্মণস্পতি) আমাদিগকে সেবন (অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া অনুগ্রহ) করুন !—সমাগত (শত্রুরূপ) মর্ত্ত্যের হিংসাবাদ যেন আমাদিগকে স্পর্শ না করে; হে ব্রহ্মণস্পতি, আমাদিগকে রক্ষা কর !"

৩৬। তিনি যে আহবনীয়ের উপস্থান করেন, তাহাতে দ্যৌর উপস্থান করিয়া থাকেন,; আর যে গার্হপত্যের উপস্থান করেন, তাহাতে পৃথিবীর উপস্থান করিয়া থাকেন; এবং ইহার[৫৪] দ্বারা অন্তরিক্ষের উপস্থান করেন; ইহা (অন্তরিক্ষ) বৃহস্পতির দিক্,[৫৫] অতএব তিনি ইহাতে এই দিকেরই উপস্থান করিয়া থাকেন; এবং সেই জন্যই বার্হস্পত্য (মন্ত্রত্রয়) জপ করেন।[৫৬]

৩৭। (তিনি জপ করেন)—মিত্র, অর্য্যমা, ও বরুণ এই তিনের (কর্ত্তৃক আমায়) দীপ্ত ও দুরাধর্ষ মহৎ রক্ষণ হউক ! পাপশংসী রিপু তাহাদিগের (মিত্র-প্রভৃতি দ্বারা রক্ষিত জনগণের) উপর গৃহেও প্রভুত্ব করিতে পারে না, এবং

৫২। বা. স. ৩. ২৮. ৩০; ঋ. স, ১. ১৮. ১—৩।

৫৩। উ শি কে র পুত্র, ক ক্ষী বা নে র মাতার নাম উ শি ক্ (জ্) ছিল—মহীধর।

৫৪। অর্থাৎ ৩৫ শ কণ্ডিকায় উক্ত মন্ত্রত্রয়ের দ্বারা।

৫৫। অর্থাৎ দ্যৌ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী উর্দ্ধদিক্ বৃহস্পতির। দ্রঃ—"ঊর্দ্ধা দিগ্ বৃহস্পতি-র্দেবতা," তৈ. ব্রা. ৩. ১১. ৫. ৬।

৫৬। ৩৫ শ কণ্ডিকায় উক্ত মন্ত্রত্রয় ব্রাহ্মণস্পত্য, অর্থাৎ ব্রাহ্মণস্পতির; সেই মন্ত্রত্রয় এখানে বার্হস্পত্য অর্থাৎ বৃহস্পতি দেবতার কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে সায়ণ বলেন যে, ব্রহ্মণস্পতি ও বৃহস্পতির ভেদ না থাকাতেই তাহা হইয়া থাকে। ইহা সমর্থনের জন্য তিনি ঋগ্বেদের (২. ২৩. ১) মন্ত্র উদাহৃত করিয়াছেন; এখানে ব্রাহ্মণস্পত্য সূক্তসমূহে বৃহস্পতির স্তব করা হইয়াছে।

প্রতিবন্ধক ('বারণ') পথসমূহেও না। কেননা, সেই অদিতির পুত্রগণ (মিত্র-প্রভৃতি) মর্ত্ত্যকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অজস্র (অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন) জ্যোতি প্রদান করেন।"[৫৭] ইহার (উক্ত মন্ত্রের) মধ্যে "প্রতিবন্ধক পথসমূহেও না" আছে, কেননা, এই দ্যৌ ও পৃথিবীর মধ্যে এই যে সকল পথ রহিয়াছে, তাহারা প্রতিবন্ধক,[৫৮] তিনি ইহাতে ইহাদেরই উপস্থান করেন, এবং সেই জন্যই বলেন যে, "প্রতিবন্ধক পথসমূহেও না।"

৩৮। অনন্তর ইন্দ্রের (ঋক্); কেননা, ইন্দ্রই যজ্ঞের দেবতা, এবং তিনি ইহাতে ইন্দ্রেরই সহিত অগ্নির উপস্থান করিয়া থাকেন ;— "হে ইন্দ্র, তুমি কখনো হিংসক নও ; তুমি (হবিঃ-) দানকারীকে অনুগ্রহ[৫৯] করিয়া থাক ;—" যজমানই (হবির) দাতা, অতএব তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তুমি যজমানের দ্রোহ কর না ;'—"হে মঘবন্ (ধনবন্), দ্যোতমান তোমার বহুতর দান (যজমানের) অতিনিকটে সম্বদ্ধ (অর্থাৎ সম্মিলিত) হইতেছে।"[৬০] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'তুমি বহুতর বহুতর করিয়া আমাদের ইহা (ধন) পুষ্ট কর।'

৩৯। অনন্তর সাবিত্রী (সবিতার ঋক্);[৬১]—সবিতাই দেবগণের প্রের-য়িতা ; এবং এইরূপেই ইঁহার (যজমানের) এই কামনাসমূহ সবিতার দ্বারা

৫৭। বা. স. ৩. ৩১—৩৩ ; ঋ. স. ১০. ১৮৫. ১—৩।

৫৮। কেননা, ইহারা পুরুষের (স্বর্গাদি) ফলপ্রাপ্তির নিষেধের জন্য হয়—সায়ণ।

৫৯। "সশ্চসি" ইহার অর্থ "সেবসে"—মহীধর ; সায়ণ এখানকার তাৎপর্য লিখিয়াছেন (তৈ. স. ১.৪.২২.১)—যিনি হবি দান করিয়াছেন, এতাদৃশ যজমানকে ফল দান করিবার জন্য তুমি (তাঁহার নিকট) গমন করিয়া থাক।

৬০। বা. স. ৩.৩৪ ; ঋ. স. ৮.৫২.৭।

৬১। ইহারই অপর নাম সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী ; বা. স. ৩.৩৫। প্রসঙ্গক্রমে ইহার অর্থসম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। ইহার মূল যথা—"তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।" ঋ. স. ৩.৬২.১০ ; সা. স. ২.৮১.২ ; বা. স. ২.৩৫, ২২.৯, ইত্যাদি ; তৈ. স. ১. ৫. ৬. ৪ ; ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইহার পূর্ব্বে "ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ" এই তিন ব্যাহৃতি যোগ করিয়া দেওয়া হয়। সায়ণ ইহার দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন, পরমেশ্বরপক্ষে ও

প্রেরিত হইয়াই সমৃদ্ধ (পরিপূর্ণ) হয় ;—"যিনি আমাদের বুদ্ধিসমূহকে প্রেরণ করিতেছেন, সেই দেব সবিতার বরণীয় তেজকে আমরা ধ্যান করি !"[৬১]

৪০। অনন্তর অগ্নির ঋক্ ;[৬২]—তিনি ইহাতে রক্ষার জন্য নিজেকে পরিশেষে অগ্নির নিকটে সর্ব্বতোভাবে দান করেন ;—"তুমি যাহা দ্বারা (হবিঃ-) দাতৃগণকে রক্ষা কর, তোমার সেই দুষ্প্রধৃষ্য রথ সমস্ত দিকে আমাদিগকে পরিব্যাপ্ত করুক !" যজমানেরাই (হবিঃ-) দাতা ; এবং ইহার যে রথ অনভিভবনীয়তম, তাহার দ্বারা ইনি যজমানগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন ; অতএব তিনি

সূর্য্যপক্ষে। পরমেশ্বরপক্ষে অর্থ এইরূপ—যো 'নঃ' অস্মাকং 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি ধর্ম্মাদিবিষয়া বুদ্ধীর্বা 'প্রচোদয়াৎ' প্রেরয়তি ; 'তৎ' তস্য 'দেবস্য' দ্যোতমানস্য 'সবিতুঃ' সর্ব্বান্তর্য্যামিণঃ প্রেরকস্য জগৎস্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্য 'বরেণ্যং' বরণীয়ং 'ভর্গঃ' তেজঃ 'ধীমহি' ধ্যায়ামঃ ;—যিনি আমাদের বুদ্ধিসমূহ (অথবা কর্ম্মসমূহ) প্রেরণ করিতেছেন, সেই দ্যোতমান সবিতার (অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামিরূপে সকলের প্রেরক জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের) বরণীয় তেজকে আমরা ধ্যান করি। সূর্য্যপক্ষে এইরূপ—যিনি আমাদের কর্ম্মসমূহ প্রেরণ করেন (সূর্য্য উদিত হইলেই লোক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, ও তাহাতেই সূর্য্য কর্ম্মসমূহ প্রেরণ করেন), সেই প্রকাশমান দেব সবিতার (সূর্য্যের) তেজ (অর্থাৎ তেজোমণ্ডল) আমরা ধ্যান করি। 'ভর্গ' শব্দে অন্নও বুঝা যায়, অতএব সূর্য্যপক্ষে আর এক প্রকার অর্থ হয়, যথা—সেই সবিতার অন্ন (অর্থাৎ তাঁহার প্রসাদে অন্নাদিরূপ ফলকে) আমরা ধারণ করি, (ধীমহি—ধারয়ামঃ, অর্থাৎ তাহার আধার হই)। মৈত্র্যুপনিষৎ (৬·৭) ও গোপথব্রাহ্মণে ও (১.৩১—৩৮) ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মহীধর বলেন—'ভর্গঃ' শব্দের অর্থ তেজোমণ্ডল, অথবা (তেজোমণ্ডলে অবস্থিত) পুরুষ। মহীধর আরো বলেন যে, বাক্যভেদ ও লিঙ্গভেদেও ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে। বাক্যভেদে যথা—'দেব সবিতার সেই ভর্গকে আমরা ধ্যান করি ; এবং যিনি আমাদের বুদ্ধিসমূহ প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহাকেও ধ্যান করি !' লিঙ্গভেদে যথা—'দেব সবিতার সেই (তৎ) ভর্গকে আমরা ধ্যান করি, যাহা (যঃ) আমাদের বুদ্ধিসমূহকে প্রেরণ করিতেছে।' রঘুনন্দন আহ্নিকতত্ত্বে এ সম্বন্ধে যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের এই কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—"দেবস্য সবিতুর্ব্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্ব্বরেণ্যঞ্চাস্য ধীমহি ॥ চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ ॥ বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ। আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং তমুমুক্ষুভিঃ। জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্য চ। ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে ॥"

৬২। ঋ' স. ৩. ৩৬।

তাহাতে এই বলেন যে, 'তোমার সেই যে রথ অনভিভবনীয়তম, ও যাহার দ্বারা তুমি যজমানগণকে রক্ষা কর, তাহা দ্বারা আমাদিগকে সমস্ত দিকে অভি-রক্ষিত কর।' তিনি ইহা তিনবার জপ করেন।

৪১। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রের মধ্যে) পুত্রের নাম গ্রহণ করেন—'আমার এই (অমুক) পুত্র এই বীরকর্ম্মকে অনুক্রমে বিস্তারিত করুক।'[৬৩] যদি পুত্র না থাকে, তবে তিনি নিজেরই নাম গ্রহণ করিবেন।

৬৩। ১০ ৭, ৪, ২১, ২৫শ টীকা; ১ম খণ্ড, ২৭২পৃ.; কা. শ্রৌ. ৪, ১২, ১১।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[১ পূর্ব্বোক্ত দীর্ঘোপস্থানের স্থলে বিকল্পে বিধেয় লঘূপস্থানের প্রথম মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা ;—২ পূর্ব্বোক্ত উপস্থানের স্থলে পরোক্ত উপস্থান-বিধানের যুক্তি, আসুরির বাক্যে তাহার সমর্থন ;—৩ প্রবাসে যাইতে হইলে অগ্রে গার্হপত্যের ও পরে আহবনীয়ের উপস্থান ;—৪-৫ ঐ উপস্থানের মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা ;—৬ অনন্তর তিনি পদব্রজে বা অন্য কোন বাহনে প্রবাসের জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যতদূর ইচ্ছা করেন ততদূর পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বনেই থাকিবেন ও তাহার পর মৌনত্যাগ করিবেন, প্রবাস হইতে ফিরিবার সময়েও যে স্থানে মনে করিবেন সেইস্থান হইতে মৌনাবলম্বন করিয়া গৃহে ফিরিবেন, সেই সময় পথিমধ্যে রাজাও আসিলে তিনি তাঁহার নিকট না যাইয়া (একেবারে অগ্নির নিকট যাইবেন) ;—৭ প্রবাস হইতে আগমনের পর প্রথমে আহবনীয় ও তাহার পরে গার্হপত্যের উপস্থান ;—৮-৯ ঐ উপস্থানদ্বয়ের মন্ত্র ও উপস্থানের পর তৃণাদির অপনয়ন (অগ্নিতে নিক্ষেপ), অধিকাংশ লোকে উল্লিখিত মন্ত্রের জপেই প্রবাসের পূর্ব্বে ও পরে অগ্নির উপস্থান করিয়া থাকেন ;—১০ পক্ষান্তরে মৌনাবলম্বনেই উপস্থানের বিধি ও লৌকিক দৃষ্টান্তে তাহার যুক্তি ;—১১ তৎসম্বন্ধে অপর যুক্তি ;—১২ উপস্থানের পর প্রবাসে গমন করিবার সময় অভিমত স্থান-পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বনে গমন, ফিরিবার সময়ও অভিমত স্থান ইহতে মৌনাবলম্বন করিয়া (গৃহে) গমন ;—১৩ অগ্রে আহবনীয় ও পরে গার্হপত্যের উপস্থান, উভয়েরই উপস্থান ও তৃণাপনয়ন মৌনাবলম্বনে বিধেয় ;—১৪ প্রবাস হইতে আসিবার দিনেই তিনি কাহারো কিছু অপ্রিয় করিবেন না, ইচ্ছা হইলে পর দিন করিতে পারেন।]

১। অনন্তর অগ্নিহোত্র হোম করা হইলে তিনি (বিকল্পে[1] এই মন্ত্রে) উপস্থান করেন—"ভূঃ ! ভুবঃ ! স্বঃ !"[2] তিনি যে বলেন—"ভূঃ ! ভুবঃ ! স্বঃ !" তাহাতে বাক্যকে সত্য[3] দ্বারাই সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন, এবং সেই সমৃদ্ধ (বাক্যের) দ্বারা এই আশীঃ প্রার্থনা করেন ;—"আমি সন্ততিসমূহের দ্বারা সুসন্ততিযুক্ত হইব !" তিনি ইহাতে সন্ততি প্রার্থনা করেন ;—"আমি বীরসমূহের[4] দ্বারা সুবীর-

---

১। দ্র :—২. ৩. ২. ৯, ১ম টীকা।

২। ভূঃ=পৃথিবী, ভুবঃ=মধ্যস্থান, বায়ুমণ্ডল, স্বঃ=দ্যুস্থান, গ্রহলোক ; বা. স. ৩.৩৭ ; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ১২।

৩। "সত্যরূপা হ্যেতা ব্যাহৃতয়ঃ ত্রয়ীসারত্বাৎ, তথাচাম্নাতম্ (ঐ. ব্রা. ৫. ৫.৭)—ভূরিত্যৃগ্বেদাদ্, ভুব ইতি যজুর্বেদাৎ, স্বরিতি সামবেদাৎ।"—সায়ণ।

৪। বীর=বীর্য্যবান্ পুত্র।

যুক্ত হইব।" তিনি ইহাতে বীরগণকে প্রার্থনা করেন ;—"আমি সমৃদ্ধিসমূহের দ্বারা সুসমৃদ্ধিযুক্ত হইব !" তিনি ইহাতে সমৃদ্ধি প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

২। ঐ যে দীর্ঘ অগ্নি-উপস্থান,[৫] তাহা আশীঃ (ফলপ্রার্থনা), এবং ইহাও[৬] আশীঃ ; এই জন্য তিনি এতাবৎ (উপস্থানেই) সমস্ত (ফল) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; অতএব তিনি ইহারই দ্বারা উপস্থান করেন। আ সু রি বলিয়াছেন—'আমরা ইহারই দ্বারা অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।'

৩। অনন্তর তিনি প্রবাসে যাইবেন,[৭] তখন গার্হপত্যেরই অগ্রে ও তাহার পরে আহবনীয়ের উপস্থান করেন।

৪। তিনি (এই মন্ত্রে) গার্হপত্যের উপস্থান করেন—"হে নরহিতকর, আমার সন্ততিকে রক্ষা করুন ![৮] ইনি (গার্হপত্য) সন্ততিরই প্রভু ; সেই জন্য তিনি ইহাতে সন্ততিকে ইঁহার নিকটে রক্ষার জন্য সম্পূর্ণভাবে দান করেন।

৫। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) আহবনীয়ের উপস্থান করেন—"হে স্তবার্হ, আমার পশুকসমূহকে রক্ষা করুন !"[৮] ইনি (আহবনীয়) পশুসমূহেরই প্রভু ; সেই জন্য তিনি ইহাতে পশুসমূহকে ইঁহার নিকটে রক্ষার জন্য সম্পূর্ণরূপে দান করেন।

৬। অনন্তর তিনি পদব্রজে গমন করেন, অথবা (কোনো অশ্বাদি বাহনে আরূঢ় হইয়া তাহা) চালন করেন ;[৯] এবং যেখানে তিনি সীমা মনে করেন,

৫। দ্রঃ—২. ৩. ২. ৯, ৯ম টীকা।

৬। "ভূর্ভুবঃ স্বঃ..." ইত্যাদি মন্ত্রসাধ্য ল ঘূ প স্থা ন।

৭। অর্থাৎ নিজের অগ্নিযুক্ত গ্রামের সীমা অতিক্রম করিয়া রাত্রিতে অন্যত্র বাস করিবেন। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ১৩, যাজ্ঞিকদেব। "গ্রামান্তরে নগর্য্যাং বা পল্ল্যাং বান্যত্র বা ক্বচিৎ। সীমামতীত্য চেদ্ রাত্রৌ বাসঃ প্রবসনং স্মৃতম্॥"—ইতি কারিকাকার। এই উপস্থানের নাম প্র ব ৎ স্য দু প স্থা ন, অথবা প্র বা সো প স্থা ন।

৮। বা. স. ৩.৩৭। এই মন্ত্রেরই অবশিষ্ট অংশ দ্বারা দক্ষিণাগ্নির উপস্থান বিহিত হইয়াছে। দ্র :—শাখ্যা. শ্রৌ.২.১৪.৩ ; কা. শ্রৌ. ৪.১২.১৩ যাজ্ঞিকদেব। পদ্ধতিতে সভ্য ও আবসথ্য অগ্নিরও মৌনাবলম্বনে উপস্থান বিহিত হইয়াছে।

৯। কা. শ্রৌ. ৪.১২.১৪।

সেখানে গমন করিয়া বাগ্‌বিসর্জ্জন (অর্থাৎ মৌনত্যাগ) করেন।[১০] অনন্তর তিনি প্রবাস করিবার পর আগমনের সময়, দেখিয়া যে স্থানে সীমা মনে করেন, সেই স্থানে মৌনাবলম্বন করেন। (এই সময়ে অগ্নিশালা ও তাঁহার) মধ্যে যদি রাজাও (আগমন করেন, তথাপি) তিনি তাঁহার নিকট যাইবেন না।[১১]

৭। তিনি অগ্রে আহবনীয়ের এবং তাহার পর গার্হপত্যের উপস্থান করেন। গার্হপত্য গৃহস্বরূপ, এবং গৃহই প্রতিষ্ঠা (আশ্রয় স্থান); অতএব তিনি ইহাতে (পরিশেষে) গৃহরূপ প্রতিষ্ঠাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

৮। তিনি (এই মন্ত্রে) আহবনীয়ের উপস্থান করেন—"বিশ্বজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠধন-প্রদ (তোমার নিকট) আমরা আগমন করিয়াছি; হে সন্দীপ্যমান অগ্নি,

১০। "মত্যা বাগ্‌বিসর্জ্জনং"—কা. শ্রৌ. ৪.১২.১৫। যাজ্ঞিকেরা বলেন যে, তিনি যখন প্রবাসে গমন করিতে আরম্ভ করেন, তখন অগ্ন্যুপস্থান করিয়া মৌনাবলম্বন করেন, এবং গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যতক্ষণ অগ্নিশালার ছাদ দেখিতে পাওয়া যায়, ততক্ষণ মৌনাবলম্বনেই থাকিয়া তাহার পর মৌন ত্যাগ করেন। উক্ত হইয়াছে—"অগ্ন্যাস্তিকং সমারভ্য তাবন্ মৌনী প্রতিষ্ঠতে। যাবচ্ছদীংষি দৃশ্যন্তে হব্যবাহনসদ্মনঃ॥" শাঙ্খায়ন বলেন যে, যতক্ষণ অগ্নি দেখিতে পাওয়া যায় ততক্ষণই মৌনাবলম্বন করিতে হইবে—"চক্ষুর্বিষয়েঽগ্নীনাং বাচং যচ্ছেৎ" —২. ১৪. ১১; কিন্তু ইহার ভাষ্যকার বরদত্তসুত আনর্ত্তীয় ইহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতেরই সমর্থন করিতেছেন দেখা যায়—"অগ্ন্যাগারস্ত দর্শনগোচরে বাগ্‌যমনং কুর্য্যাৎ।" কারিকায় উক্ত হইয়াছে —"অনলাদর্শনং যাবৎ তাবচ্ছাখ্যায়নশ্রুতেঃ। স্ববুদ্ধিকল্পিতো দেশ ইতি বাজসনেয়িনঃ॥" আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র (৬. ২৫. ৫) ও আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রে (২. ৫. ৫) উক্ত হইয়াছে—"আরাদগ্নিভ্যো বাচং বিসৃজেৎ;" অর্থাৎ অগ্নিসমূহ হইতে দূরে গমন করিয়া বাগ্‌বিসর্জ্জন করিবে। কিন্তু আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রের বৃত্তিকার গার্গ্যনারায়ণ বলিয়াছেন যে সূত্রস্থিত "আরাৎ" শব্দে ততটা দূর বুঝিতে হইবে যেস্থান হইতে অগ্নিশালার ছাদ দেখা যায় না। দ্রঃ—আপ. শ্রৌ. ৬. ২৫. ৬, রুদ্রদত্ত-ভাষ্য।

১১। বাক্‌সংযমের পর পূজ্য ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি তাঁহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া অগ্নিরই নিকটে গমন করিবেন; ইহাই এখানে তাৎপর্য্যার্থ। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে (৬. ২৫. ৬) ইহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে—"যদ্যেনং রাজা পিতাচার্য্যো বান্তরেণাগ্নীন্ স্যাদচ্ছাভিনির্গেঁ নৈনমাভিব্রজেত।" দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ১৮।

তুমি আমাদিগকে দ্যোতমান ধন (যশ বা অন্ন) ও বল প্রদান কর !"[১২] অনন্তর তিনি উপবেশন করিয়া তৃণসমূহ অপনয়ন করেন।[১৩]

৯। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) গার্হপত্যের উপস্থান করেন—"গার্হপত্য অগ্নি গৃহের পতি, ও সন্ততিগণের শ্রেষ্ঠ ধনপ্রদ ; হে গৃহপতি অগ্নি, তুমি আমাদিগকে দ্যোতমান ধন ও বল প্রদান কর !"[১৪] অনন্তর তিনি উপবেশন করিয়া তৃণসমূহ অপনয়ন করেন। বহুতর ব্যক্তি এই (মন্ত্রেরই) জপের দ্বারা উপস্থান করিয়া থাকেন।

১০। তিনি মৌনভাবেই উপস্থান করিতে পারেন ;[১৫] কেননা, যেখানে কোনো ব্রাহ্মণ, বা রাজা, বা কোনো শ্রেষ্ঠ মনুষ্য বাস করেন, সেখানে তদনুবর্ত্তনকারী কোনো ব্যক্তি এ কথা বলিতে পারে না যে,—'আপনি আমার ইহা রক্ষা করুন, আমি প্রবাসে গমন করিতেছি !'[১৬] (সেইরূপ) এখানে (তাঁহার বাসস্থানে) এই শ্রেষ্ঠ দেব অগ্নিসমূহ বাস করিতেছেন ; কে তাঁহাদিগকে বলিতে পারে যে,—'আপনারা আমার ইহা রক্ষা করুন, আমি প্রবাসে গমন করিতেছি !'

১১। দেবগণ মনুষ্যগণের মনকে জানেন ; (অতএব) গার্হপত্য জানেন যে, 'ইনি (গৃহপতি, রক্ষার উদ্দেশে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দান করিবার জন্য) আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।' তিনি মৌনভাবেই আহবনীয়ের উপস্থান

১২। বা. স. ৩.৩৮ ; কা. শ্রৌ.৪.১২.১৮। প্রবাস হইতে আসিবার পর বিধের এই উপস্থানকে আ গ তো প স্থা ন বলা হয়।

১৩। অর্থাৎ চারিদিকে পতিত তৃণসমূহ অর্থাৎ সমিৎপ্রভৃতিকে ছেদন করিয়া অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত করেন—মাধব।

১৪। বা. স. ৩. ৩৯।

১৫। পূর্ব্বে প্রবাসের অগ্রে ও পরে উভয় উপস্থানেই তত্তন্মন্ত্রজপ বিহিত হইয়াছে, এবং উক্ত হইয়াছে যে, অনেকে সেই মন্ত্র জপ করিয়াই উপস্থান করিয়া থাকেন। এখন উভয় স্থানেই (দ্রঃ—১০ শ কণ্ডিকা) বিকল্পে বিনা মন্ত্রেই উপস্থান বিহিত হইতেছে। কা. শ্রৌ. ৪. ১২.২০-২১।

১৬। দ্রঃ—আপ. শ্রৌ. ৬.২৭.১ ; তুলঃ—তৈ. ব্রা. ১. ১. ১০. ৬, এস্থানে বলা হইয়াছে যে, যখন কেহ বিদেশে গমন করে, তখন গৃহবাসী ব্রাহ্মণকে গৃহরক্ষার ভার দিয়াই গমন করে।

করেন ; (কেননা), আহবনীয় জানেন যে, 'ইনি (রক্ষার উদ্দেশে নিজেকে) সম্পূর্ণ ভাবে দান করিবার জন্য আমার নিকটে আসিয়াছেন।'

১২। অনন্তর তিনি পদব্রজে গমন করেন, অথবা (অশ্বাদি বাহনে অধিরূঢ় হইয়া তাহা) চালন করেন ; এবং যেখানে তিনি সীমা মনে করেন, সেখানে গমন করিয়া বাগ্‌বিসর্জ্জন (অর্থাৎ মৌনত্যাগ) করেন। অনন্তর তিনি প্রবাস করিবার পর আগমনের সময় দেখিয়া যেস্থানে সীমা মনে করেন, সেইস্থানে মৌনাবলম্বন করেন। (এই সময়ে অগ্নিশালা ও তাঁহার) মধ্যে যদি রাজাও (আগমন করেন, তথাপি) তিনি তাঁহার নিকট যাইবেন না।[১৭]

১৩। তিনি অগ্রে আহবনীয়ের এবং তাহার পর গার্হপত্যের উপস্থান করেন। তিনি মৌনভাবেই আহবনীয়ের উপস্থান করেন, এবং মৌনভাবেই উপবেশন করিয়া তৃণসমূহ অপনয়ন করেন। তিনি মৌনভাবেই গার্হপত্যের উপস্থান করেন, এবং মৌনভাবেই উপবেশন করিয়া তৃণসমূহ আনয়ন করেন।[১৮]

১৪। অনন্তর গৃহোপচার[১৯] (উক্ত হইতেছে)। গৃহপতি যখন প্রবাস করিয়া আগমন করেন, তখন গৃহ তাঁহা হইতে অত্যন্ত উৎত্রস্ত হইয়া পড়ে যে, 'ইনি কি বলিবেন, বা কি করিবেন!' (অতএব) যে ব্যক্তি সেই সময়ে কিছু বলেন, বা কিছু করেন, তাঁহা হইতে গৃহ অত্যন্ত ত্রস্ত হয়, এবং তাঁহার পরিবারকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় ; কিন্তু যে ব্যক্তি সেই সময়ে কিছু বলেন না, ও কিছু করেন না, তাঁহাকে তাহা এই মনে করিয়া আশ্রয় করে যে, 'ইনি এখানে কিছু বলেন নাই, কিছু করেন নাই!' অতএব তিনি যদি এই সময়ে (কোন বিষয়ে) সংক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন, তবে, যাহা বলিবার বা করিবার থাকে, তিনি তাহা আগামী কল্যই (পরদিনেই) করিবেন। ইহাই গৃহোপচার।[২০]

১৭। দ্র :—পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ষ্ঠ কণ্ডিকা।

১৮। দ্র:—পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ম ও ৯ম কণ্ডিকা।

১৯। অর্থাৎ গৃহব্যবহার ; গৃহে আগমন করিয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাই এখানে বিহিত হইতেছে।

২০। এস্থানে গৃহে গমন বা উপস্থানের জন্য কোনো মন্ত্র বিহিত হয় নাই ; কিন্তু কাণ্বশাখায় ও সূত্রে বিহিত হইয়াছে। ঐ মন্ত্র কয়টি অতি সুন্দর যথা—"হে (গৃহ-)

রসধারী গৃহ, ভীত হইও না। কম্পিত হইও না। আমি আসিয়াছি। তোমার (অন্ন-) রস গ্রহণের জন্য তোমাকে স্মরণ করিয়া ('সুমেধাঃ') প্রসন্ন হইয়া মনে মনে প্রমোদমান হইয়া আমি আগমন করিতেছি।" "প্রবাসী ব্যক্তি যাহাকে স্মরণ করে, এবং যেখানে প্রভূত প্রীতি রহিয়াছে, সেই গৃহকে আমরা নিকটে আহ্বান করিতেছি। তাহা জানুক যে, আমরা তাহাকে জানিতেছি (ভুলিয়া যাই নি)।" "আমাদের এই গৃহে গোসমূহ উপহূত হইয়াছে, ছাগ ও মেষসমূহ উপহূত হইয়াছে, এবং অন্নরসও উপহূত হইয়াছে।" ইহাদের মূল এইঃ—"গৃহা মা বিভীত মা বেপধ্বমূর্জ্জং বিভ্রত এমসি। উর্জ্জং বিভ্রদ্বঃ, সুমনাঃ সুমেধা গৃহানেমি মনসা মোদমানঃ॥" "যেষামধ্যেতি প্রবসন্ যেষু সৌমনসো বহুঃ। গৃহানুপহ্বয়ামহে তে নো জানন্তু জানতঃ॥" "উপহূতা ইহ গাব উপহূতা অজাবয়ঃ। অথো অন্নস্য কীলাল উপহূতো গৃহেষু নঃ॥" বা. স. ৩. ৪১-৪৩, ১-২; কা. শ্রৌ. ৪.১২.২২; দ্রঃ—আপ. শ্রৌ. ৬.২৭.৩। অনন্তর তিনি এই মন্ত্রে গৃহে প্রবেশ করেন—"আমি ক্ষেমের (মঙ্গলের, অথবা প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণের) জন্য শান্তির জন্য তোমাকে আশ্রয়করিতেছি; আমি সুখকামী, আমার সুখ ও মঙ্গল হউক।" বা. স. ৩. ৪৩. ৩; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ২৩; আপ. শ্রৌ. ৬. ২৭. ৪। প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া অগ্নিহোত্রী সেই দিনই বাড়ীতে কোনো অপ্রিয় কথা বলিবেন না. এবং কঠোর ব্যবহারও করিবেন না, পরদিন করিতে পারেন; ইহা অন্তিম ১৪শ কণ্ডিকায় তাৎপর্য্যার্থে প্রকাশিত হইয়াছে; কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে (৪. ১২. ২৩) ও যাজ্ঞিকদেবের বৃত্তিতে তাহা সুস্পষ্ট লিখিত হইয়াছে—"ন হিংস্যাদ্ গৃহ্যান্ কামং শ্বঃ।" ইহার বৃত্তি যথা—"তস্মিন্ গৃহাগমনদিবসে গৃহ্যান্ গৃহে ভবান্ ভার্য্যাপুত্রপ্রভৃত্যাদীন্ অপরাধে সত্যপি ন হিংস্যাৎ অনিষ্টবিরূপভাষণতাড়নাদিনা নোচ্চাটয়েৎ।" আবার গৃহস্থিত পরিবারেরাও তাঁহাকে সেই দিন কোনো অপ্রিয় সংবাদ দিবেন না (আশ্ব. শ্রৌ. ২. ৫. ১৮)। সম্প্রদায়-পদ্ধতি অনুসারে গৃহে প্রবেশ করিবার পর তিনি গৃহ্যোক্ত (পা. গৃ. সূ. ১. ১৮; আশ্ব. গৃ. ১. ১৫. ৯) বিধি-অনুসারে মস্তকাঘ্রাণাদির দ্বারা পুত্রপ্রভৃতিকে আদরাদি করিয়া থাকেন।

অগ্নিহোত্রী প্রবাসী হইলে যে তাঁহাকে অগ্নিহোত্রসম্বন্ধী কোনো কাজই করিতে হইবে না, তাহা নহে; কোনো কোনো কার্য্য তাঁহাকেও সেই প্রকার অনুষ্ঠান করিতে হয়। প্রবাসী অগ্নিহোত্রী অগ্নিহোত্রের সময়ে, যে দিকে তাঁহার অগ্নিহোত্র-বিহার আছে সেই মুখে যা জ মা ন (যজমানসম্বন্ধী) কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠান করিয়বেন; কিন্তু সমস্ত যাজমান কর্ম্মই করিতে হয় না, যে সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার অগ্নিহোত্রফললাভের যোগ্যতা সম্পাদন হয়, তৎসমুদয় করিতে হয়; যথা, মুণ্ডন, ব্রতগ্রহণ, ব্রতোপযোগী দ্রব্যের আহার ইত্যাদি। বেদবন্দন, পাত্রাসাদানাদি আধ্বর্যব (অধ্বর্য্যুসম্পাদ্য) কর্ম্মসমূহ গৃহেই অনুষ্ঠিত হয়, তিনি তৎসমুদয় কেবল মনে মনে চিন্তা করিবেন। কর্ম্মপ্রদীপে (২. ১০. ১-২) উক্ত হইয়াছে—"নিক্ষিপ্যাগ্নিং স্বদারেষু পরিকল্প্যর্ত্বিজং তথা। প্রবসেৎ কার্য্যবান্ বিপ্রো বৃথৈব ন চিরং কচিৎ॥ মনসা নৈত্যিকং কর্ম্ম প্রবসন্নপ্যতন্দ্রিতঃ। উপবিশ্য শুচিঃ সর্ব্বং যথাকালমনুদ্রবেৎ॥" দ্রঃ—১১. ২. ৪-৮; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ১৬ ও পদ্ধতি; আশ্ব. শ্রৌ. ২. ৫. ৯।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১ মাসে মাসে পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ বিধানের জন্য আখ্যায়িকাবিশেষ—প্রজাপতির নিকটে সমস্ত জীবের নিজ-নিজ জীবিকার বিধানের জন্য উপস্থিতি, প্রজাপতিকর্তৃক দেবগণের সম্বন্ধে যজ্ঞাদির ব্যবস্থা ;—২-৪ পিতৃগণ, মনুষ্যগণ ও পশুসমূহের জীবিকার বিধান ;—৫ প্রজাপতি অসুরগণকে তমঃ ও মায়া প্রদান করেন ;—৬ দেবগণ ও পিতৃগণ প্রভৃতি সকলেই প্রজাপতির বিধান অনুসরণ করেন, কেবল মনুষ্যই তাহা অতিক্রম করে, এজন্য মানুষ পুষ্ট হইলেও তাহা অনৃত দ্বারাই হইয়া থাকে, এবং সেই নিমিত্ত সে অধোগামী হয়, অতএব সায়ং ও প্রাতঃ এই দুই সময়েই আহার করা উচিত, ইহার ফল ;—৭ মাসে মাসে অমাবস্যায় পিতৃগণকে পিণ্ডদানের বিধান, অপর দিনে তাহার নিষেধ ;—৮ ঐ পিণ্ডদান অপরাহ্নে বিধেয়, তাহার যুক্তি ;—৯ পিণ্ডের জন্য (শকট হইতে ব্রীহির) গ্রহণ, তাহার অবঘাত ও তণ্ডুলকণাসমূহের অপনয়ন ;—১০ পাকের জন্য সেই হবির (দক্ষিণাগ্নিতে) স্থাপন, অগ্নির উপর থাকিতে থাকিতেই তাহাতে ঘৃতনিক্ষেপ, তাহার যুক্তি ;—১১ তাহা নীচে নামাইয়া অগ্নিতে আহুতিদ্বয়প্রদান, তাহার যুক্তি,—১২ অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে হোমের বিধান ও তাহার সমর্থন —১৩ ঐ হোমের মন্ত্র, অগ্নিতে মেক্ষণের নিক্ষেপ ও তাহার তাৎপর্য্য, দক্ষিণাগ্নির দক্ষিণদিকে একটি রেখার অঙ্কন ও তাহার তাৎপর্য্য ;—১৪ ঐ রেখারও পরে (দক্ষিণ দিকে) জ্বলন্ত অগ্নিমুষ্টির স্থাপন, তাহার উদ্দেশ্য ;—১৫ তাহা স্থাপন করিবার মন্ত্র ;—১৬ অবনেজন অর্থাৎ পিতৃগণের হস্তধৌত করিবার জন্য জলের প্রদান ;—১৭ পূর্ব্বোক্ত রেখার উপর আস্তরণের জন্য আবশ্যক বর্হিঃসমূহের একই আঘাতে মূলদেশে ছিন্ন হওয়া দরকার, ইহার কারণ ;—১৮ দক্ষিণাগ্র করিয়া বর্হিঃসমূহের ঐ রেখার উপর আস্তরণ, কিরূপে পিণ্ডদান করিতে হইবে অভিনয় দ্বারা তাহার প্রদর্শন ; —১৯ যজমানের পিতা ও পিতামহ প্রভৃতিকে কি বলিয়া পিণ্ডদান করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ ;—২০ পিণ্ডদানানন্তর জপনীয় মন্ত্র, তাহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—২১ পিণ্ডদানের বিপরীত (অর্থাৎ উত্তর দিকে) মুখ করিয়া ঘুরিয়া উপবেশন, মতান্তরে শ্বাসরোধে কষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত তদবস্থায় অবস্থান, তাহা খণ্ডন করিয়া মুহূর্ত্ত কাল থাকিবার ব্যবস্থা ;—২২ পুনর্ব্বার প্রদক্ষিণভাবে পিণ্ডাভিমুখ হইয়া মন্ত্রবিশেষের জপ ;—২৩ পিতৃপ্রভৃতির মুখাদি ধুইবার জন্য জলপ্রদান ও তদ্বিষয়ে লৌকিক ব্যবহারের উল্লেখ ;—২৪ অনন্তর বসনের নীবি অর্থাৎ প্রান্ত বা অগ্রভাগ খুলিয়া পিতৃগণকে নমস্কার, নমস্কার ছয় বার করিতে হয়, তাহার যুক্তি, পিতৃগণের নিকট প্রার্থনা, পিণ্ডের আঘ্রাণ, বর্হিঃসমূহ ও উল্মুকের অগ্নিতে নিক্ষেপ।]

১। (একদা) সমস্ত ভূত প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। সমস্ত ভূত (-অর্থে) জীবসমূহ। তাহারা বলিয়াছিল—'আপনি (এরূপ) বিধান করুন,

যাহাতে আমরা জীবিত থাকিতে পারি।' অনন্তর দেবগণ যজ্ঞোপবীতী[১] হইয়া ও দক্ষিণ জানু সঙ্কুচিত করিয়া তাঁহার নিকটে (অর্থাৎ সম্মুখে) গমন করিলেন, এবং তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—'যজ্ঞ তোমাদের অন্ন, অমৃতত্ব তোমাদের বল, এবং সূর্য্য তোমাদের জ্যোতি (হউক)!'

২। অনন্তর পিতৃগণ বাম জানু সঙ্কুচিত করিয়া ও প্রাচীনাবীতী হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলেন, এবং তিনি বলিলেন—'মাসে মাসে তোমাদের ভোজন (হউক)! স্বধা (শব্দ) তোমাদের (হউক)! তোমাদের মনের ন্যায় বেগ (হউক)! এবং চন্দ্রমা তোমাদের জ্যোতি (হউক)!'

৩। অনন্তর মনুষ্যগণ (বসন-) প্রাবৃত হইয়া[২] ও দেহ অবনমিত করিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিল, এবং তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—'সায়ং ও প্রাতঃ সময়ে তোমাদের আহার (হইবে)! তোমাদের সন্ততি (হইবে)! তোমাদের মৃত্যু (হইবে)! এবং অগ্নি তোমাদের জ্যোতি (হইবে)!'

৪। অনন্তর পশুসমূহ তাঁহার নিকটে গমন করিল। তিনি তাহাদের স্বেচ্ছাকেই বিধান করিলেন এবং বলিলেন—'কালে বা অকালে (হউক), যে-কোন সময়ে তোমরা (কিছু) লাভ করিবে, তখনই তাহা ভোজন করিবে!' এই জন্য, কালে বা অকালে (হউক), তাহারা যে-কোন সময়ে (কিছু) লাভ করে, তখনই তাহা ভোজন করে।

৫। অনন্তর, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, অসুরগণও বার বার[৩] তাঁহার নিকট

১। ব্রহ্মসূত্র বা যজ্ঞসূত্র ধারণের প্রকারভেদে তিন নামে কথিত হইয়া থাকে; যথা, উ প বী ত, প্রা চী না বী ত, এবং নি বী ত। যখন দক্ষিণ বাহু উত্তোলিত করিয়া বাম স্কন্ধে ধারণ করা হয়, তখন তাহার নাম উ প বী ত, ইহা দৈব কার্য্যে বিহিত হয়; বাম বাহু উত্তোলিত করিয়া দক্ষিণ স্কন্ধে ধারণ করিলে তাহা প্রা চী না বী ত, ইহা পৈত্র কার্য্যে প্রশস্ত; এবং গ্রীবা দেশে সম্মুখে ঝুলাইয়া ধারণ করিলে তাহা নি বী ত, ইহা মানুষ কার্য্যে বিধেয়। যাঁহারা এইরূপে যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন তাঁহাদিগকে যথাক্রমে যজ্ঞোপবীতী, প্রাচীনাবীতী, ও নিবীতী বলা হয়। দ্র:—"নিবীতং মনুষ্যাণাং, প্রাচীনাবীতং পিতৃণাম্, উপবীতং দেবানাম্"—তৈ. স. ২. ৫. ১১. ১; অত্রত্য সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২। অর্থাৎ কণ্ঠলম্বিতবসন বা নিবীতী হইয়া—সায়ণ।

৩। "শশ্বৎ"; সায়ণ এখানে ইহার অর্থ করিয়াছেন—"বহুকৃত্বঃ," দ্র:—১.৫.২.১০।

ফলীকরণ[১২] করেন ; কেননা, পিতৃগণ প্রতিলোমভাবে এ ক বা র ই চলিয়া গিয়াছেন ;[১৩] অতএব তিনি একবার ফলীকরণ করেন।

১০। তিনি তাহা (দক্ষিণাগ্নিতে)[১৪] পাক করেন। ইহা (পাকের জন্য অগ্নির) উপর স্থাপিত (ও পক্ব) হইলে, তিনি ইহাতে আজ্য নিক্ষেপ করেন ; কেননা, তাঁহারা (যজমানেরা) দেবগণের জন্য (দেয় আজ্য) অগ্নিতে হোম করেন, মনুষ্যগণের জন্য তাহা উদ্ধৃত (পাত্রান্তরে স্থাপিত অর্থাৎ পরিবেষণ) করেন, আর পিতৃগণেরই জন্য (এইরূপ করিয়া থাকেন) ; এইজন্য তাহা (অগ্নির উপর) স্থাপিত থাকিতে তিনি তাহাতে আজ্য নিক্ষেপ করেন।

১১। তিনি তাহা (অগ্নি হইতে) নামাইয়া অগ্নিতে দেবগণের[১৫] উদ্দেশে দুইটি আহুতি হোম করেন ; কেননা, যিনি আহিতাগ্নি হন, ও যিনি দর্শ-পূর্ণমাস দ্বারা যাগ করেন, তিনি দেবগণের নিকট উপাগত (আশ্রিত) হইয়া থাকেন ; কিন্তু এখানে তিনি পিতৃযজ্ঞের দ্বারা (পৈতৃক কার্য্য) অনুষ্ঠান করেন ; সেই জন্য তিনি ইহাতে (আহুতিদ্বয় দ্বারা) দেবগণকে প্রসন্ন করেন, ও তাহাতে দেবগণের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া পিতৃগণকে প্রদান করেন। অতএব তিনি তাহা নামাইয়া অগ্নিতে আহুতিদ্বয় হোম করিবেন।[১৬]

১২। তিনি অগ্নি ও সোমের হোম করেন। তিনি যে অগ্নির হোম করেন, তাহার কারণ এই যে, অগ্নি সর্ব্বত্রই[১৭] ভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

১২। তণ্ডুলকণাসমূহের অপনয়ন ; বিশেষ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—১. ১. ৪ ; কা. শ্রৌ ৪. ১. ৬।

১৩। ৩৭শ টী দ্রষ্টব্য

১৪। কা. শ্রৌ. ৪. ১. ২।

১৫। বস্তুত সোম ও অগ্নি এই দুইএর হোম করা হয়, ১২শ কণ্ডিকা ; কা. শ্রৌ. ৪. ১. ৭ ; বহুবচনসম্বন্ধে সায়ণ বলিয়াছেন—"সামান্যাভিপ্রায়েণ বহুবচনং।"

১৬। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ৩. ১০. ৩) তিনটি আহুতি বিহিত হইয়াছে, এবং তাহা অগ্নি, সোম ও যমকে প্রদত্ত হয়, আপ. শ্রৌ. ১. ৮. ৩—৪ ; আবার মতান্তরে যমকে দিতে হয়না, তাহাও এখানে উক্ত হইয়াছে, ঐ ৬ ; বৌ. শ্রৌ. ৩. ১০. ৫—৭ পং।

১৭। দৈব ও পিত্র্য উভয় কার্য্যেই।

আর যে তিনি সোমের হোম করেন, তাহার কারণ এই যে, সোম পিতৃগণের দেবতাস্বরূপ।[১৮] সেই জন্য তিনি অগ্নি ও সোমের হোম করেন।

১৩। তিনি (এই মন্ত্রে) হোম করেন—"কব্যবাহন অগ্নিকে (এই হবি) স্বাহা (প্রদত্ত)!" "পিতৃগণযুক্ত সোমকে স্বাহা!"[১৯] অনন্তর তিনি মেক্ষণ খানি[২০] (দক্ষিণাগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন, এবং তাহাই (এখানে) স্বিষ্টকৃৎ-স্থানীয়।[২১] অনন্তর তিনি দক্ষিণ অগ্নির দক্ষিণ দিকে (স্ফ্য দ্বারা) এ ক বা রে একটি রেখা (অঙ্কিত) করেন,[২২] এবং তাহাই বেদি স্থানীয় হয়; পিতৃগণ প্রতিলোম ভাবে এ ক বা রে চলিয়া গিয়াছেন, সেই জন্য তিনি এ ক বা রে একটী রেখা (অঙ্কিত) করেন।

১৪। অনন্তর তিনি (সেই রেখার) পরে (দক্ষিণ দিকে) একটি উল্মুক (জলন্ত অগ্নিমুষ্টি) স্থাপন করেন।[২৩] তিনি যদি উল্মুক স্থাপন না করিয়া পিতৃগণকে ইহা (পিণ্ড) প্রদান করেন, তাহা হইলে অসুর ও রক্ষোগণ ইঁহাদের (পিতৃগণের) তাহা (সেই পিণ্ড) বিমথিত করে; কিন্তু ইহাতে (উল্মুক-স্থাপনে) অসুর ও রক্ষোগণ ইঁহাদের তাহা বিমথিত করিতে পারে না; এইজন্য তিনি পরে উল্মুক স্থাপন করেন।

১৮। পূর্ব্বে (২য় কণ্ডিকা) উক্ত হইয়াছে যে, চন্দ্র পিতৃগণের হইবে, এবং চন্দ্র ও সোম অভিন্ন, অতএব চন্দ্র বা সোম "পিতৃদেবত্য" বা পিতৃগণের দেবতাস্বরূপ।

১৯। বা. স. ২. ২৯. ১—২। পিতৃগণকে যে হবি দেওয়া হয়, তাহার নাম কব্য; এবং এই হবিকে যে বহন করে, তাহার নাম কব্যবাহন, ইহা পিতৃগণের অগ্নির অসাধারণ নাম; দেবগণের অগ্নির নাম হব্যবাহন; এবং অসুরগণের অগ্নির নাম সহরক্ষাঃ; তৈ. স. ২. ৫. ৮.৬।

২০। যে কাষ্ঠপাত্র দ্বারা চরু আলোড়ন করিয়া হোম করা যায় তাহার নাম মেক্ষণ। ইহা দীর্ঘে এক অরত্নি প্রমাণ, অগ্রভাগে চতুরঙ্গুল চতুরস্র, ও তাহার পরেই দণ্ডবিশিষ্ট। প্রচলিত হাতার অগ্রভাগ বর্ত্তুল না হইয়া চতুরস্র হইলে যেমন হয়, মেক্ষণও সেইরূপ। ইহা অশ্বত্থকাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

২১। দ্র:—১. ৬. ১.১ ইত্যাদি।

২২। মন্ত্র বা. স. ২. ২৯.৩—"বেদিতে উপবিষ্ট অসুরগণ অপগত (হউক)!" কা. শ্রৌ. ৪. ১. ৮০।

২৩। ইহা দক্ষিণাগ্নি হইতেই উঠাইয়া লইতে হয়।

১৫। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) স্থাপন করেন—"স্বধার[২৪] জন্য যে সকল অসুরেরা বহুরূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে এবং যাহারা স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিতেছে, অগ্নি তাহাদিগকে এই লোক হইতে অপসারিত করুন!"[২৫] কেননা, অগ্নি রাক্ষসগণের অপহন্তা; তিনি সেইজন্য এইরূপে স্থাপন করেন।

১৬। অনন্তর তিনি উদকপূর্ণ পাত্র লইয়া (এইরূপে পিতৃগণকে পাণিদ্বয়) শোধন (অর্থাৎ ধৌত) করান[২৬]—'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া যজমানের পিতাকে ; 'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া পিতামহকে, এবং 'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া প্রপিতামহকে। যেমন ভোজনোদ্যত অতিথির (হস্তে লোকে) জল সেচন করে, ইহাও সেইরূপ।

১৭। (বক্ষ্যমাণ বর্হিঃসমূহ) একবারে (অর্থাৎ এক আঘাতে) মূলসমীপে ছিন্ন হইয়া থাকে; কেননা, অগ্র দেবগণের, মধ্য মনুষ্যগণের, এবং মূল পিতৃগণের;[২৭] সেইজন্য তৎসমুদয় মূলসমীপে ছিন্ন হয়; আর তাহারা এ ক-বা রে ছিন্ন হইয়া থাকে, কেননা, পিতৃগণ এ ক বা রে চলিয়া গিয়াছেন; অতএব তৎসমুদয় মূলসমীপে একবারে ছিন্ন হইয়া থাকে।

১৮। অনন্তর তিনি সেই (বর্হিঃ-) সমূহ (পূর্ব্বোক্ত রেখার উপর) দক্ষিণ দিকে[২৮] আস্তরণ করেন এবং তদুপরি (পিণ্ড) প্রদান করেন।[২৯] তিনি তাহা

২৪। স্বধা—পিতৃগণের অন্ন।

২৫। বা. স. ২. ৩০।

২৬। কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১০.।

২৭। তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৫. ৬।

২৮। অর্থাৎ অগ্রভাগ দক্ষিণ দিকে করিয়া; কা. শ্রৌ. ৪. '-১১।

২৯। পিতৃপ্রভৃতির মধ্যে যাঁহার উদ্দেশ্যে যেখানে অবনেজন-জল দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার পিণ্ডও সেই স্থানে দিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত অবনেজন-জল মূল, মধ্য ও অগ্র ভাগে দিতে হয় এবং সেই ক্রমেই পিণ্ডদান কর্ত্তব্য; মূলে পিতার, মধ্যে পিতামহের এবং অগ্রে প্রপিতামহের।

এ ই রূ পে[৩০] দান করেন; কেননা, তাঁহারা দেবগণকে এ ই রূ পে[৩১] হোম করেন ও মনুষ্যগণকে পরিবেষণ করেন;[৩২] আর পিতৃগণের সম্বন্ধে এই প্রকারেই করিয়া থাকেন, অতএব তিনি এ ই রূ পে ই দান করেন।

১৯। 'হে অমুক, ইহা আপনার!'[৩৩] এই বলিয়াই তিনি যজমানের পিতাকে (পিণ্ড)[৩৪] দান করেন। কেহ কেহ (ঐ মন্ত্রের শেষে) বলিয়া থাকেন 'এবং যাহারা আপনার অনুগামী (তাহাদের)।'[৩৫] কিন্তু তিনি তাহা বলিবেন না; কেননা তাহা হইলে, তিনি যাঁহাদিগকে একসঙ্গে (পিণ্ড দান করিবেন), তাঁহাদিগের মধ্যে স্বয়ং (তিনিও) (একজন বলিয়া গণ্য হইলেন) *। অতএব তিনি 'হে অমুক, ইহা আপনার!' ইহা যজমানের পিতার জন্য, 'হে অমুক, ইহা আপনার!' ইহা (তাঁহার) পিতামহের জন্য,

---

৩০। ইহা হস্তের দ্বারা অভিনয় করিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে; অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলীর মধ্য ভাগ দিয়া, ইহার নাম পি তৃ তী র্থ।

৩১। অর্থাৎ অঙ্গুল্যগ্রের দ্বারা, ইহার নাম দে ব তী র্থ।

৩২। কাণ্বশাখায় আছে—'এইরূপে মনুষ্যগণকে পরিবেষণ করেন;' এ ই রূ পে অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলীপ্রদেশে, কা. শ্রৌ. ৪.১.১০, যাজ্ঞিকদেবপদ্ধতি। "উদ্ধরন্তি মনুষ্যেভ্যঃ;" "উদ্ধরণং পরিবেষণাপরপর্য্যায়ং"—ঐ, যাজ্ঞিকদেব। দ্রঃ—১০ম কণ্ডিকা।

৩৩। অথবা 'ইহা আপনাকে (প্রদত্ত হইতেছে)!' অন্যত্রও এইরূপ।

৩৪। প্রথম বা পিতার পিণ্ড আর্দ্র অর্থাৎ তাজা আমলক ফলের ন্যায়, দ্বিতীয় বা পিতামহের পিণ্ড তাহা অপেক্ষা স্থূল, এবং তৃতীয় বা প্রপিতামহের পিণ্ড দ্বিতীয় পিণ্ড অপেক্ষা স্থূলতর হইবে—যাজ্ঞিকদেবপদ্ধতি।

৩৫। কা. শ্রৌ. ৪. ১১. ১১। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে (২. ৬. ১৫) ঐ মন্ত্রশেষটুকু বিহিত হইয়াছে; আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র (১. ৯. ৬) ও বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রেও (৩. ১০, ১১—১২ পং) ইহার বিধান দেখা যায়, কিন্তু তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১.৩.১০) এ সম্বন্ধে কিছু উক্ত হয় নাই।

* "স বৈ তেষাং সহ যেষাং সহ"; পূর্ব্বোক্ত সমগ্র মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ এই—'হে যজমানপিতা, আপনাকে এবং যাহারা আপনার অনু-(পশ্চাৎ-) গমন করেন, তাঁহাদিগকে আমি পিণ্ড প্রদান করিতেছি।' এই বলিয়া যদি যজমানপিতাকে পিণ্ড দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহার পিতার অনুগমনকারিগণের মধ্যে যজমানও একজন বলিয়া স্বয়ং তাঁহাকেও পিণ্ড প্রদত্ত হয় বলিয়া ধরিতে হইবে; কিন্তু তাহা উচিত নহে। অতএব শেষের মন্ত্রটুকু বলিতে হইবে না। ইহাই অত্রত্য সায়ণভাষ্যের তাৎপর্য্য।

এবং 'হে অমুক, ইহা আপনার!' ইহা (তাঁহার) প্রপিতামহের জন্য বলিবেন। তিনি তাহা ইহা হইতে প্রতিলোম ভাবে দান করেন, কেননা, পিতৃগণ প্র তি লো ম ভাবেই একবারে গমন করিয়াছেন।[৩৬]

২০। তিনি তখন জপ করেন—"হে পিতৃগণ, আপনারা এখানে হৃষ্ট হউন, এবং নিজ নিজ ভাগ লক্ষ্য করিয়া বৃষের ন্যায় আচরণ করুন!"[৩৭] তিনি ইহাতে এই বলেন যে 'আপনারা, নিজ নিজ ভাগ ভোজন করুন!'

২১। অনন্তর তিনি পরাঙ্মুখ হইয়া (অর্থাৎ পিণ্ডদানের বিপরীত দিকে মুখ করিয়া) ঘুরিয়া বসেন;[৩৮] কেননা, পিতৃগণ মনুষ্যসমূহের নিকট হইতে তিরোহিত হইয়া রহিয়াছেন, এবং তাহাতে (পরাঙ্মুখ হইয়া অবস্থানে, তাঁহাদের) তিরোধানই করা হয়। কেহ কেহ বলেন—তিনি (শ্বাসনিরোধ করিয়া) গ্লানি-পর্য্যন্ত (ঐ ভাবে) উপবেশন করিয়া থাকিবেন, কেননা, প্রাণ তাবৎ পর্য্যন্তই থাকে।' (কিন্তু) তিনি মুহূর্ত্ত কালই (সেই ভাবে) উপবেশন করিয়া—

২২। তাহার পর (পুনর্ব্বার পিণ্ডের সমীপে গমন করেন[৩৯] ও (এই মন্ত্র) জপ করেন—"পিতৃগণ (এখানে) হৃষ্ট হইয়াছেন, এবং নিজ নিজ ভাগ লক্ষ্য করিয়া বৃষের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন।"[৪০]

৩৬। পিতৃত্বলাভের ক্রম এই—প্রথমে প্রপিতামহ, তাহার পর পিতামহ, এবং তাহার পর পিতা। অতএব এই ক্রমকে ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ প্রথম প্রপিতামহ, তার পর পিতামহ ও তদনন্তর পিতাকে পিণ্ডদান না করিয়া, প্রথমেই পিতা হইতে পিণ্ডদান আরম্ভ করিবার হেতু কি, ইহারই এখানে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। "ইহা হইতে" অর্থাৎ প্রপিতামহ হইতে পিণ্ডদানের যে ক্রম, তাহা হইতে। পিতৃগণ স্বর্গের দিকে গমন করায় এখান হইতে প্র তি লো ম গতিতে গিয়াছেন।

৩৭। মূল—"অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বম্; বা. স. ২. ৩১. ১; কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১৩। মহীধর "আবৃষায়ধ্বং" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"আবৃষায়ধ্বম্ সমন্তাদ্ বৃষবদ্ আচরত, যথা বৃষঃ স্বাভীষ্টং ঘাসং প্রাপ্য তৃপ্তিপর্য্যন্তং স্বীকারোতি, তদ্বৎ স্বীকুরুত;" অর্থাৎ বৃষ স্বাভিলষিত ঘাস প্রাপ্ত হইয়া যেমন তৃপ্তিপর্য্যন্ত ভোজন করে, আপনারাও তেমনি তৃপ্তিপর্য্যন্ত ভোজন করুন।

৩৮। দক্ষিণমুখ হইয়া পিণ্ডদান করিতে হয়, অতএব তিনি উত্তরমুখ হইয়া ঘুরিয়া বসেন, ঘুরিবার সময় প্রদক্ষিণভাবে ঘুরিতে হয়। কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১৩।

৩৯। অর্থাৎ প্রদক্ষিণভাবে আবার প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পিণ্ডাভিমুখ হইয়া।

৪০। ৩৭শ টীকা দ্রষ্টব্য। বা. স. ২. ৩১. ২; কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১৪।

২৩। অনন্তর তিনি উদকপাত্র লইয়া (এইরূপে পিতৃগণকে মুখাদি) শোধন (অর্থাৎ ধৌত) করান—'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া যজমানের পিতাকে; 'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া যজমানের পিতামহকে; এবং 'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া যজমানের প্রপিতামহকে; যেমন কৃতভোজন ব্যক্তির (হস্তে লোকে জল) সেচন করে, ইহাও সেইরূপ।[৪১]

২৪। অনন্তর তিনি নীবি[৪২] খুলিয়া (অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক) নমস্কার করেন। নীবির দেবতা পিতৃগণ (অর্থাৎ নীবি পিতৃগণের তৃপ্তিকর),[৪৩] সেই জন্য তিনি নিবি খুলিয়া নমস্কার করেন। নমস্কার-অর্থে পূজা (বা যজ্ঞ), অতএব তিনি ইহাতে তাঁহাদিগকে পূজার্হই (বা যজ্ঞার্হই) করিয়া থাকেন। তিনি ছয়বার নমস্কার করেন,[৪৪] কেননা ঋতু ছয়, এবং পিতৃগণ ঋতুসমূহস্বরূপ; অতএব তিনি ছয়বার নমস্কার করেন। তিনি জপ করেন[৪৫]—"হে পিতৃগণ, আমাদিগকে গৃহ দান

৪১। ১৬শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

৪২। নীবি-অর্থে পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্তভাগ, দশা।

৪৩। অগ্নেস্তুষাধানং, বায়োর্বাতপানং, পিতৃণাং নীবিঃ"—তৈ. স. ৬, ১. ১. ৩।

৪৪। এস্থলে এই ছয়বার নমস্কারের ছয়টি মন্ত্র (বা. স. ২. ৩২. ১—৬. কা. শ্রৌ. ৪, ১ ১৫) পঠনীয়; যথা—(১) "হে পিতৃগণ, তোমাদের (বসন্তঋতুজাত) রসকে নমস্কার!" (২) "হে পিতৃগণ, তোমাদের (গ্রীষ্মঋতুজাত) শোষকে (শুষ্কতাকে) নমস্কার।" (৩) "হে পিতৃগণ, তোমাদের (বর্ষাঋতুজাত) জীবকে (জল অথবা বেগকে) নমস্কার!" (৪) "হে পিতৃগণ, তোমাদের (শরদৃঋতুজাত) অন্নকে নমস্কার!" (৫) "হে পিতৃগণ, তোমাদের (হেমন্তঋতুজাত) ঘোর (স্বভাবকে) নমস্কার!" (৬) "হে পিতৃগণ, তোমাদের (শিশিরঋতুজাত) ক্রোধ (-স্বভাবকে) নমস্কার! তোমাদিগকে নমস্কার!" এই অনুবাদ সায়ণানুসারে। মহীধর বলের যে, পিতৃগণ ঋতুস্বরূপ বলিয়া (মূল ব্রাহ্মণেই এই কণ্ডিকায় ইহা উক্ত হইয়াছে) রসাদি-শব্দে তত্তদ্রূপ-বিশিষ্ট পিতৃগণকে নমস্কার করা হইয়াছে, যথা, "তে চ (ঋতবঃ) পিতৃণাং স্বরূপভূতাঃ, অতস্তেভ্যো নমস্করোতি।" ইহার মতে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের অর্থ এইরূপ—"হে পিতৃগণ, তোমাদের রসকে (অর্থাৎ রসস্বরূপ বসন্তকে) নমস্কার।" অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে। পিতৃগণ ঋতুস্বরূপ বলিয়াই প্রচলিত শ্রাদ্ধবিধিতে প্রকৃতস্থলে পূর্ব্বোক্ত ঐ বৈদিক মন্ত্রের পরিবর্ত্তে এই পৌরাণিক মন্ত্রকে দেখিতে পাওয়া যায়—"ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞ ঋতবে চ নমঃ সদা॥ হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাসসংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমোনমঃ॥"

৪৫। গৃহ, পত্নী, বা পিণ্ডসমূহকে দর্শন করিতে করিতে এই মন্ত্র জপ করিতে হয়—যাজ্ঞিকদেব।

করুন!" কেননা পিতৃগণ গৃহের ঈশ্বর, এবং ইহাই এই কর্ম্মের আশীঃ (শুভ-প্রার্থনা)।[৪৬] অনন্তর তিনি (যজমান) পিণ্ডসমূহকে (পিণ্ডপাত্রে) পুনর্ব্বার স্থাপন করিয়া আঘ্রাণ করেন; এই (কর্ত্তব্য) অংশ (অর্থাৎ পিণ্ড-আঘ্রাণ) যজমানের। তিনি এক বারে ছিন্ন (পূর্ব্বোক্ত আস্তীর্ণ বর্হিঃ-) সমূহকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন, এবং উল্মুককেও (তাহাতে) ফেলিয়া দেন।[৪৭]

৪৬। ইহার পর শ্রৌতসূত্রে এই কয়টি কার্য্যের বিধান দৃষ্ট হয়; যথা,—তিনি প্রতিপিণ্ডের উপর (তিনতিনখানি) সূত্র এই মন্ত্রে (বা. স. ২. ৩২. ১০) প্রদান করেন—"হে পিতৃগণ, এই তোমাদের বস্ত্র!" সূত্রের পরিবর্ত্তে কতকগুলি মেষরোম, বা মেষরোমনির্ম্মিত বস্ত্রের প্রান্ত, অথবা যে-কোন বস্ত্রের প্রান্ত ছেদন করিয়া দিতে পারা যায়। যজমানের বয়স যদি পঞ্চাশের অধিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে তৎপরিবর্ত্তে তিনি হৃদয়ের পক লোম দিতে পারেন—কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১৬—১৮, ও বৃত্তি; আপ. শ্রৌ. ১. ১০. ১, টীকা; আপ. শ্রৌ. ১.১০.১, টীকা; আশ্ব. শ্রৌ. ২.৭.৬, বৌ. শ্রৌ. ৩. ১১,২—৩ পং। কেহ কেহ বলেন যে, বয়স ৬৬ বৎসর ৮ মাসের অধিক হইলে নিজের লোম প্রদান করিতে হয়। অনন্তর মন্ত্রবিশেষ উচ্চারণ করিয়া (বা. স. ২. ৩৪) পিণ্ডের উপর জলসেচন করিতে হয়।

৪৭। অনন্তর সূত্রে (কা. শ্রৌ. ৪.১.২২; দ্র:—আপ. শ্রৌ. ১. ১০.১০—১১; আশ্ব. শ্রৌ, ২. ৭. ১২—১৩) উক্ত হইয়াছে যে, পুত্রকামা যজমানপত্নী মধ্যম অর্থাৎ পিতামহের পিণ্ডকে এই মন্ত্রে (বা. স. ২. ৩৩) ভোজন করিবেন—"হে পিতৃগণ, ইহাতে পদ্মমালাধারী (অথবা অশ্বিনীকুমারের ন্যায়—মহীধর) পুত্ররূপ গর্ভকে সম্পাদন করুন, যাহাতে সে পুরুষ (অর্থাৎ পুরুষোচিতগুণযুক্ত) হইতে পারে।" এ স্থলে যাজ্ঞিকগণ বলেন যে, যদি যজমানের অনেক পত্নী থাকেন, তবে পিণ্ড বিভাগ করিয়া সকলকে দিতে হইবে। অপর পিণ্ডদ্বয়কে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে, বা ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, অথবা জলে ফেলিয়া দিবে। পারাশর বলেন—মধ্যম পিণ্ডকে শ্রাদ্ধকারীর পুত্র, কন্যা, ভার্য্যা, বা স্নুষা, অথবা অপর কোন সগোত্রা স্ত্রী ভোজন করিবেন; অথবা ব্রাহ্মণেরা বা মহারোগগ্রস্ত (ক্ষয়, কুষ্ঠ ইত্যাদি মহারোগ) ব্যক্তি রোগোপশমনের জন্য গ্রহণ করিবেন (আশ্ব. শ্রৌ. ২.৭.১৭); এবং অপর পিণ্ডদ্বয়কে অগ্নি বা জলে নিক্ষেপ করিবে, অথবা ব্রাহ্মণ, বা গো, বা ছাগকে প্রদান করিবে। জীবৎপিতৃকের পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে অধিকার নাই। শ্রৌতসূত্রের ভাষ্যকারগণ বলেন যে, ইহা দর্শযাগেরই অঙ্গ; কিন্তু সম্প্রদায় সেরূপ নহে।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

[১ আ গ্র য় ণ ইষ্টি বিধানের জন্য প্রথমে তাহার কর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে ক হো ড় আচার্য্যের মতোল্লেখ; —২ যা জ্ঞ ব ল্ক্যে র মত, দেব ও অসুরগণের পরস্পর স্পর্দ্ধা, অসুরগণকর্ত্তৃক মনুষ্য ও পশুসমূহের উপজীব্য ওষধিসমূহের নাশ ও তাহাতে বিষলেপন, অনাহারে জীবসমূহের পরাভব ;—৩ ঐ, সংবাদ শ্রবণ করিয়া দেবগণের যজ্ঞ দ্বারা সেই উপদ্রব নিবারণের সঙ্কল্প ;—৪ উক্ত যজ্ঞ কাহার হইবে—এই মীমাংসায় দেবগণ প্রত্যেকেই 'আমার হইবে। আমার হইবে!' বলায় একটি লক্ষ্য স্থির করিয়া সকলের দৌড়াইবার প্রস্তাব হইল, এবং নির্ণীত হইল যে,যিনি জয়লাভ করিবেন,যজ্ঞ তাঁহারই হইবে। সকলেই দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন ;—৫ ঐ দৌড়ে ইন্দ্র ও অগ্নি জয় লাভ করায় (আ গ্র য় ণে) ঐ দুই দেবতার জন্য দ্বাদশকপালপক পুরোডাশ প্রদেয়, ইন্দ্র ও অগ্নির নিকট বিশ্বদেবগণের আগমন :—৬ ইন্দ্র ও অগ্নিকর্ত্তৃক তাঁহাদিগকে যজ্ঞে ভাগ প্রদান, বিশ্বদেবগণের জন্য চরুর ব্যবস্থা ;—৭ মতান্তরে বৈশ্বদেব চরু পুরাতন শস্যের বিধেয়,এই মত খণ্ডন করিয়া ঐন্দ্রাগ্ন পুরোডাশ ও বৈশ্যদেব চরু উভয়কেই নবশস্যের করিবার বিধি ;—৮ দ্যৌ ও পৃথিবীর জন্য এক কপালে সংস্কৃত পুরোডাশের বিধি ;—৯ এই বিধির নিন্দা ;—১০ তাহার খণ্ডন (এবং তাহা দ্বারা পূর্ব্ববিধিরই স্থাপন), ঐ দোষ ক্ষালনের জন্য দ্যৌ ও পৃথিবীর আজ্য দ্বারা যাগের বিধান, তাহার যুক্তিপ্রদর্শন ;—১১ দেবগণ এই আগ্রয়ণের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অসুরকৃত ওষধিসমূহের ক্ষতিকে অপনয়ন করিয়াছিলেন ;—১২ আগ্রয়ণের ফলবর্ণনা, ইহাতে ওষধিসমূহ নীরোগ ও নিষ্পাপ হয়, এবং লোকেরা সেই ওষধিকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকিতে পারে ;—১৩ আগ্রয়ণে সেই বৎসরে প্রথম উৎপন্ন গোবৎসকে দক্ষিণারূপে দিতে হয়, (কারণবিশেষে) দর্শপূর্ণমাস অনুষ্ঠিত না হইলে চতুঃপ্রাশ্য ওদন পাক করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই আগ্রয়ণ অনুষ্ঠান করা হয় ;—১৪ তদ্বিষয়ে যুক্তি, ভোজনের পর ব্রাহ্মণগণকে যথাশক্তি দক্ষিণাদান ; মতান্তরে যাঁহারা দর্শপূর্ণমাস ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা (নবশস্যের হবি দ্বারা, অথবা ভুক্তনবশস্য গাভীর দুগ্ধের দ্বারা) সায়ং ও প্রাতে অগ্নিহোত্র হোম করিবেন, তাহাতেই আগ্রয়ণ-অনুষ্ঠান সিদ্ধ হয়, এই মতের খণ্ডন।]

১। তদ্বিষয়ে (অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ আ গ্র য় ণ-বিষয়ে)[১] কৌ ষী ত কি (কু ষী-

---

১। আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রের বৃত্তিকার (২.৯.১) বলিয়াছেন—"অগ্রে অয়নং ভক্ষণং যেন কর্ম্মণা তদাগ্রয়ণং;"অর্থাৎ যে কর্ম্মের দ্বারা প্রথমে নব শস্যের ভক্ষণ করা যায় তাহার নাম আ গ্র য় ণ। ইহা ত্রিবিধ ; শ্যামাকাগ্রয়ণ, ব্রীহ্যাগ্রয়ণ ও যবাগ্রয়ণ। ইহারা যথাক্রমে শ্যামাক, ব্রীহি ও যবের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে বলিয়াই ঐ নাম হইয়াছে। ইহার মধ্যে ব্রীহ্যাগ্রয়ণ ও যবাগ্রয়ণই প্রধান। শ্যামাকাগ্রয়ণ বর্ষায়, ব্রীহ্যাগ্রয়ণ শরতে ও যবাগ্রয়ণ বসন্তে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা, অথবা শুক্লপক্ষের

ত কে র পুত্র) ক হো ড়ং বলিয়াছেন—'এই (ব্রীহিযবাদির) রস এই দ্যৌ ও পৃথিবীর ; আমরা এই রসের (অংশ) দেবগণকে হোম করিয়া তাহার পর ইহা ভোজন করিব।' সেই জন্য তিনি আ গ্র য় ণ ইষ্টি দ্বারা যাগ করেন।

২। তদ্বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—'দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির পুত্র ; ইঁহারা পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। অনন্তর অসুরগণ 'আমরা ইহাতে দেবগণকে অভিভব করিতে পারি' এই মনে করিয়া, যে সকল (যবাদি) ওষধি মনুষ্যগণ ও যে সকল (তৃণাদি) ওষধি পশুগণ অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে, সেই উভয়বিধ ওষধিকে কোন স্থানে (আভিচারিক) ক্রিয়া[৩] দ্বারা (বিনষ্ট করিয়াছিল), এবং কোন স্থানে বিষ দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া দিয়াছিল। অনন্তর মনুষ্যগণ (তাহা) ভোজন করিল না, এবং পশুসমূহও (তাহাতে) চরিল না (অর্থাৎ তাহা ভক্ষণ করিল না ;) এবং (এইরূপে) জীবসমূহ অনশনে অত্যন্ত পরাভূত হইয়া পড়িল।

৩। দেবগণ তাহা শুনিতে পাইলেন যে, এই জীবসমূহ অনশনে পরাভূত হইতেছে। তাঁহারা (পরস্পর) বলিলেন—'অহো ! আমরা ইহাদের (এই উপদ্রবকে) অপনয়ন[৪] করিতে ইচ্ছা করি !' 'কাহার দ্বারা ?' 'যজ্ঞের দ্বারা।' (অনন্তর) তাহাদের (মনুষ্যাদির) সম্বন্ধে যাহা বিধেয় ছিল, তাহা তাঁহারা যজ্ঞেরই দ্বারা বিধান করিলেন এবং ঋষিগণও তাহা করিলেন।

অপর কোন পুণ্য নক্ষত্রে অনুষ্ঠেয়। শ্যামাকাগ্রয়ণে সোমের জন্য শ্যামাকতণ্ডুলের চরু এবং ঋত্বিক্‌কে বস্ত্র দক্ষিণা প্রদত্ত হয়। ব্রীহ্যাগ্রয়ণ ও যবাগ্রয়ণে তিনটি করিয়া হবি হইয়া থাকে ; যথা, (১) ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য দ্বাদশ কপালে নূতন ব্রীহি বা যবের তণ্ডুলনির্ম্মিত পক্ব পুরোডাশ ; (২) বিশ্বদেবগণের জন্য ঐ তণ্ডুল-নির্ম্মিত চরু ; (৩) এবং দ্যাবা-পৃথিবীর জন্য ঐ তণ্ডুলেরই একটিমাত্র কপালে পক্ব পুরোডাশ। ইহাতে ঋত্বিক্‌কে বৎসরের প্রথমজাত বৃষবৎস দক্ষিণা দিতে হয়। ইহা ভিন্ন গ্রীষ্ম ঋতুতে নবপক্ব বংশশস্যের দ্বারাও এক আগ্রয়ণের বিধি আছে (কা, শ্রৌ. ৪.৬.১৭)। দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৪. ৬ অধ্যায়। বৈদিক আগ্রয়ণ ও আজকাল প্রচলিত নবান্ন একই। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ অনুবাদকের লিখিত "বৈদিক শারদোৎসব" প্রবন্ধে (প্রবাসী, ১৩১৫, কার্ত্তিক) দ্রষ্টব্য।

২। সায়ণভাষ্যে ক হো ল পঠিত হইয়াছে ; ড—ল।

৩। "কৃত্যয়া ;" "কৃত্যয়া ব্যাপাদয়ন্নিব"—ইতি সায়ণ ; 'magic'—Eggeling.

৪। "অপজিঘাংসাম ;" কাণ্বপাঠ—"অপহনাম।"

৪। তাঁহারা বলিলেন—'(আমাদের মধ্যে) কাহার ইহা (যজ্ঞ-হবিঃ) হইবে?' তাঁহারা (সকলেই) 'আমার! আমার!' করিয়া তদ্বিষয়ে একমত হইতে পারিলেন না। একমত হইতে না পারিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে, 'আমরা এই বিষয়ে (গন্তব্যসীমা নর্দ্দেশ করিয়া) দৌড়াইব,[৫] এবং যে ব্যক্তি (অপর সকলের উপর) জয়লাভ করিবে, তাঁহারই ইহা হইবে!' 'তাহাই (হউক)!' বলিয়া তাঁহারা তখন দৌড়িলেন।

৫। (তাহাতে) ইন্দ্র ও অগ্নি জয়লাভ করিলেন এবং সেই জন্য (আগ্রয়ণে) ইন্দ্র ও অগ্নির নিমিত্ত দ্বাদশকপালসংস্কৃত পুরোডাশ (বিহিত) হইয়া থাকে;[৬] কারণ ইন্দ্র ও অগ্নিই ইহার ভাগকে জয় করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ও অগ্নি যখন জয় লাভ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন বিশ্ব দেবগণ (সেখানে) সমাগত হইলেন।

৬। ইন্দ্র ও অগ্নি ক্ষত্র (ক্ষত্রিয়জাতি), এবং বিশ্বদেবগণ বিট্ (অর্থাৎ সাধারণ প্রজা বা বৈশ্যজাতি, "বিশঃ"); ক্ষত্র যেখানে জয়লাভ করে, বিট্ সেখানে তাহাতে ভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; (সেই জন্য) তাঁহারা (ইন্দ্র ও অগ্নি) বিশ্ব দেবগণকে তাহাতে ভাগযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং সেই নিমিত্ত (আগ্রয়ণে) বিশ্বদেবগণের জন্য চরু (বিহিত) হইয়া থাকে।

৭। (কেহ কেহ) বলেন—'তিনি তাহা (বৈশ্বদেব চরু) পুরাতন (ব্রীহি-প্রভৃতি শস্যের) করিবেন; কেননা, ইন্দ্র ও অগ্নি ক্ষত্র, এবং (তিনি মনে করেন যে, যদি আমি নূতন ব্রীহি দ্বারা বৈশ্বদেব চরু নির্ম্মাণ করি, তাহা হইলে সাধারণ প্রজা বা বৈশ্যভূত বিশ্বদেবগণকে ইন্দ্র ও অগ্নি-রূপ ক্ষত্রের সমান স্থানে) আরোহণ করাইয়া ফেলিব।' কিন্তু তাহা উভয়ই (পুরোডাশ ও চরু) নব (শস্যের) হইবে; কেননা, (তাহাদের উভয়ের) একটি পুরোডাশ ও অপরটি চরু, এই যে (পার্থক্য), তাহাতেই (সাধারণ প্রজা বা বৈশ্যজাতি) ক্ষত্রের (সমান স্থানে) আরোহণ করিতে পারে না। অতএব উভয়ই নব (শস্যের) হইবে।

৫। "আজিমেবাস্মিন্নজামহৈ;" অনুবাদ সায়ণ-মতে।

৬। কা. শ্রৌ. ৪.৬.২।

৮। বিশ্বদেবগণ বলিয়াছিলেন—'এই (শস্যরূপ) রস দ্যৌ ও পৃথিবীর ; অহো ! আমরা ইহাতে তাঁহাদিগকে ভাগযুক্ত করিব !' (তদনুসারে) তাঁহারা তাঁহাদিগের জন্য দ্যৌ ও পৃথিবীকে সমর্পণীয় এই এককপালসংস্কৃত পুরোডাশকে ভাগরূপে বিধান করিয়া দিলেন। সেই জন্য দ্যৌ ও পৃথিবীর জন্য এককপাল-সংস্কৃত পুরোডাশ (বিহিত) হইয়া থাকে। ইহাই (এই পৃথিবীই) তাহার (পুরোডাশের) কপাল,[৭] এবং ইহা একটিই ; সেই জন্য (ঐ পুরোডাশ) একটি কপালে সংস্কৃত হইয়া থাকে।

৯। তাহার[৮] একটি পরিবাদ (নিন্দা) আছে ; যে কোন দেবতার জন্য (যাগে) হবি গৃহীত হয় সর্ব্বত্রই স্বিষ্টকৃৎ (অগ্নি) ভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ;[৯] কিন্তু তিনি ইহাকে (ঐ পুরোডাশকে) সমস্তই হোম করিয়া ফেলেন, স্বিষ্টকৃতের জন্য (কিছুই তাহা হইতে) কর্ত্তন করেন না ; ইহাই পরিবাদ ; আবার (ঐ এককপাল-পুরোডাশ) হুত (হইলেও) ফিরিয়া আসে।

১০। তদ্বিষয়ে তাঁহারা বলিয়া থাকেন—'এই এককপাল (পুরোডাশ) ঘুরিয়া আসিয়াছে ; ইহা রাষ্ট্রকে মোহযুক্ত করিবে।' ইহা তাহার কোনো পরিবাদ নহে,[১০] কেননা, আহবনীয় সমস্ত আহুতির প্রতিষ্ঠা ; (অতএব) তাহা যদি আহবনীয়কে প্রাপ্ত হইয়া দশবারও ফিরিয়া আসে, তবুও তাহা আদর (গ্রাহ্য) করিবে না। আর যদি অন্যেরা বলেন যে, 'কে সেই (উভয় দোষের) সম্মিলন স্বীকার করিবে,[১১] তাহা হইলে তিনি আজ্যেরই দ্বারা যাগ করিবেন ;

৭। পুরোডাশ-পাক বস্তুতঃ পৃথিবীরই উপর হইয়া থাকে বলিয়া পৃথিবী তাহার কপালস্বরূপ।

৮। এককপালসংস্কৃত পুরোডাশের।

৯। দ্রঃ—১. ৬. ১. ৭।

১০। এককপাল-পুরোডাশের দুইটি দোষ স্বীকৃত হইয়াছে ; প্রথম, তাহাতে স্বিষ্টকৃতের ভাগ থাকে না ; দ্বিতীয়, তাহা হুত হইলেও ফিরিয়া আসে। এখানে দ্বিতীয় দোষেরই খণ্ডন করা হইতেছে।

১১। অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত পুরোডাশ যে ফিরিয়া আসে, তাহা অগ্রাহ্য করিলেও, বস্তুত তাহার দোষ থাকিয়াই যায়, এবং স্বিষ্টকৃতের অংশ থাকে না বলিয়া ইহাও এক দোষ রহিয়াছে, এই উভয় দোষকে কে স্বীকার করিতে যাইবে।

কেননা, আজ্য এই দ্যৌ ও পৃথিবীর প্রত্যক্ষ[১২] রস ; তিনি ইহাতে তাঁহাদিগকে (দ্যৌ ও পৃথিবীকে, তাঁহাদের) স্বকীয় ও সারভূত রসে প্রীত করিতে পারেন ; অতএব তিনি আজ্যেরই দ্বারা যাগ করিবেন।[১৩]

১১। দেবগণ এই যজ্ঞেরই দ্বারা যাগ করিয়া মনুষ্যগণ ও পশুগণের উপজীব্য উভয়বিধ ওষধির কোনো স্থানে (সেই আভিচারিকী) ক্রিয়া,ও কোন স্থানে (সেই বিষকে) অপনয়ন করিয়াছিলেন ; এবং তদনন্তর মনুষ্যগণ তাহা ভোজন করিয়াছিল, ও পশুগণ তাহাতে চলিয়াছিল।[১৪]

১২। তিনি যে ইহার (আগ্রয়ণের) দ্বারা যাগ করেন, তাহাতেই কেহ তাঁহার (ওষধিসমূহকে) সেইরূপে (আভিচারিকী) ক্রিয়া দ্বারা (নষ্ট), বা কোন স্থানে বিষ দ্বারা লিপ্ত করে না। দেবগণ তাহা করিয়াছিলেন বলিয়া ইনিও তাহা করেন, এবং দেবগণ (নিজেদেরই জন্য) যে ভাগ বিধান করিয়াছিলেন, তিনিও ইহাতে তাঁহাদের সেই ভাগ বিধান করেন। এই যে-ওষধিসমূহকে মনুষ্যগণ, ও যে-ওষধিসমূহকে পশুগণ অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে, এই উভয় ওষধিগণকে তিনি ইহাতে রোগহীন ও পাপহীন করিয়া থাকেন, এবং এই লোকসমূহ রোগহীন ও পাপহীন তৎসমুদয়কে অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিত থাকে। সেই জন্য তিনি ইহার দ্বারা যাগ করিয়া থাকেন।

১৩। তাহার দক্ষিণা (সেই বৎসরের) প্রথমজাত গো (-বৎস) হইয়া থাকে ; কেননা, ইহা (গাভীগণের) অগ্রজাত (ফলস্বরূপ)। তিনি যদি পূর্ব্বে (সোম) যাগ করিয়া থাকেন,বা দর্শ-পূর্ণমাস দ্বারা যাগ করেন,তবে তাঁহার (সেই যাগের) পরেই ইহার (আগ্রয়ণ) দ্বারা যাগ করিবেন, আর যদি তিনি (পূর্ব্বে দর্শ-পূর্ণমাস)

১২। আজ্য দ্রবরূপ বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষ রস ; কিন্তু ব্রীহি ও যব কঠিন বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে রস বহে, তাহা পরোক্ষভাবে রস।

১৩। কা. শ্রৌ. ৪. ৬. ৬।

১৪। আগ্রয়ণেষ্টির উপাদেয়তা-প্রদর্শনের জন্য এখানে পূর্ব্ব প্রক্রান্ত আখ্যায়িকা আকর্ষণ করিয়া দেখা হইল যে, দেবগণও ইহা দ্বারা বর্ণিত প্রকার ফল পাইয়াছিলেন।

১৫। কা. শ্রৌ. ৪. ৬. ৮।

১৬। মূল আগ্রয়ণ যেমন অ গ্র জাত শস্যে সম্পাদিত হয়, ইহার দক্ষিণাও সেইরূপ অ গ্র জাত গোবৎস দ্বারা সম্পাদ্য।

যাগ না করিয়া থাকেন,[১৭] তাহা হইলে তাঁহারা অন্বাহার্য্যপচনে (দক্ষিণ অগ্নিতে) চাতুষ্প্রাশ্য-ওদন পাক করিবেন, এবং (চারি জন) ব্রাহ্মণ তাহা ভোজন করিবেন।"

১৪। দেবগণ দ্বিবিধ ; (স্বয়ং) দেবগণ দেব, আর যে সকল ব্রাহ্মণ (বেদ) শ্রবণ করিয়াছেন ও অনূচান,[১৮] তাঁহারা মনুষ্যদেব। বষট্‌কারে (দেবগণকে) প্রদান করিলে, ও (স্বধাকারে) হোম করলে যেমন হয়, ইহাও (উক্ত ব্রাহ্মণ-ভোজনও) তাঁহার সেইরূপ হইয়া থাকে। তিনি তখন যাহা পারেন (তাঁহাদিগকে) প্রদান করিবেন ; কেননা, উক্ত হইয়া থাকে যে, (ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত) হবি দক্ষিণাহীন হয় না। তিনি অগ্নিহোত্রে (নবশস্তের হবি দ্বারা, বা ভুক্তনবশস্ত গাভীর দুগ্ধের দ্বারা)[১৯] হোম করিবেন না, কেননা, তিনি তাহাতে (অগ্নিহোত্রের দেবগণের সহিত আগ্রয়ণ-দেবগণের) বিবাদ উৎপাদন করিয়া ফেলেন ; এবং আগ্রয়ণ অন্য ও অগ্নিহোত্র অন্য। অতএব তিনি অগ্নিহোত্রে হোম করিবেন না।

১৭। অনুবাদ সায়ণানুসারে। সূতক, বা শুক্রাস্তপ্রভৃতি-নিমিত্ত যদি দর্শ-পূর্ণমাস পরে অনুষ্ঠান করিতে হয়, এবং ইহারই মধ্যে আগ্রয়ণ-কাল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আগ্রয়ণ অনুষ্ঠান না করিয়া চাতুষ্প্রাশ্য-ওদন (৩-৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) পাক করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে, এবং তাহাতেই আগ্রয়ণ-অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে। দ্রঃ—"দর্শপূর্ণ-মাসান্ অনীজানো দক্ষিনাগ্নিপকং চাতুষ্প্রাশ্যং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, কিঞ্চিদ্ দক্ষিণাং দদ্যাৎ"—কা. শ্রৌ. ৪. ৬. ১০, বৃত্তি।

১৮। "অনূচানঃ," অনু + √বচ্ + কানচ্, যিনি বেদের অনুবচন অর্থাৎ উচ্চারণ করিয়াছেন, সাঙ্গবেদবিচক্ষণ, "অনূচানো বিনীতে স্যাৎ সাঙ্গবেদবিচক্ষণে"—মেদিনী ; সায়ণ বলেন—"অনুগতানুষ্ঠানপরঃ।"

১৯। কাত্যায়ন (ও আপস্তম্বপ্রভৃতি) শ্রৌতসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি কেবল অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করেন, (আর দর্শ-পূর্ণমাস অনুষ্ঠান করেন না,—দ্রঃ কা. শ্রৌ. ৫. ২. ৪৩.), তিনি আগ্রয়ণের সময়ে, সায়ং ও প্রাতঃকালে নব (ব্রীহিযবাদের) দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করিবেন ; (ইহাকেই আগ্রয়ণ অনুষ্ঠান করা হয়)। গাভীকে নূতন যব বা ব্রীহি ভোজন করাইয়া সেই গাভীর দুগ্ধ দ্বারাও সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম করিতে পারা যায়। কা. শ্রৌ. ৪. ৬. ১১—১২। কেহ কেহ বলেন যাঁহারা দর্শ-পূর্ণমাস ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারাও এইরূপে আগ্রয়ণ করিতে পারেন, কেননা শাখান্তরে এই বিধি সাধারণ ভাবে উক্ত হইয়াছে—ঐ বৃত্তি।

চতুর্থ প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

১। [দা ক্ষা য় ণ য জ্ঞ বিধানের জন্য আখ্যায়িকা—প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া ইহার দ্বারা যাগ করিয়া প্রজা ও পশু প্রভৃতি লাভ করিয়াছিলেন;—২ দ ক্ষ প্রজাপতি প্রথমে তাহা দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম দা ক্ষা য় ণ যজ্ঞ, কেহ কেহ ইহাকে ব সি ষ্ঠ য জ্ঞ বলেন. এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফল ও বিধি;—৩ অনন্তর শৈ ক্র প্র তী দ র্শ তাহা অনুষ্ঠান করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হন, তদুল্লেখে তাহার বিধান;—৪ অনন্তর সা ঞ্জ´ য় সু প্লা তাহা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার স হ দে ব নামে প্রসিদ্ধ হইবার কারণ, তাঁহার উল্লেখে ঐ যজ্ঞের বিধান;—৫ অনন্তর শ্রৌ ত র্ষ দে ব ভা গ তাহা অনুষ্ঠান করেন, তিনি কু রু ও প ঞ্চা ল জনপদের পুরোহিত ছিলেন, তাঁহার উল্লেখে ঐ যজ্ঞের বিধান;—৬ অনন্তর পা র্ব্ব তি দ ক্ষ তাহা অনুষ্ঠান করেন, দা ক্ষা য় ণ-গণের তজ্জন্য এখনো রাজ্যপ্রাপ্তি, দাক্ষায়ণ যজ্ঞ দুই দিনে সমাপ্ত হয়, ইহার এক-একদিনে এক-একটি পুরোডাশ হইয়া থাকে, ইহার ফল, পৌর্ণমাসী ও অমাবস্যায় দুই-দুই দিন করিয়া যাগ করিবার ফল;—৭ পূর্ণমাসে পূর্ব্বদিন অগ্নি ও সোমের জন্য (অগ্নীষোমীয়) পুরোডাশ হয়, তাহার ফল;—৮ পরদিন অগ্নির (আগ্নেয়) পুরোডাশ ও ইন্দ্রের জন্য (ঐন্দ্র) সান্নায্য হয়, ইহার ফল;—৯ দর্শে প্রথম দিন ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য (ঐন্দ্রাগ্ন) পুরোডাশ হয়, ইহার ফল;—১০ পরদিন প্রাতে অগ্নির পুরোডাশ এবং মিত্র ও বরুণের জন্য (মৈত্রাবরুণী) প য় স্যা (ছানা) হবি হইয়া থাকে; —১১ পৌর্ণমাসীতে পূর্ব্বদিন অগ্নিষোমীয় পশুবধ করার ফলপ্রাপ্তি হয়;—১২ পৌর্ণমাসীর পরদিনে কর্ত্তব্য আগ্নেয় পুরোডাশ ও ঐন্দ্র সান্নায্য যথাক্রমে সোমযাগের প্রাতঃসবন ও মধ্যন্দিন-সবন-স্বরূপ হয়;—১৩ অমাবস্যার পূর্ব্ব দিনের ঐন্দ্রাগ্ন পুরোডাশ সোমযাগের তৃতীয় সবন-স্বরূপ; —১৪ অমাবস্যার পরদিনে কর্ত্তব্য আগ্নেয় পুরোডাশের দ্বারা মূল যজ্ঞ হইতে বিযুক্ত হওয়া যায় না, মৈত্রাবরুণ পয়স্যা সোমযোগে হননীয় বন্ধ্যা গাভী-স্বরূপ, অতএব সোমযাগের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, পূর্ব্বোক্তরূপে দাক্ষায়ণ যজ্ঞের দ্বারাও সেই ফল লাভ করিতে পারা যায়;—১৫-১৬ পূর্ণমাসে অগ্নীষোমীয় পুরোডাশ ও ঐন্দ্র সান্নায্যের প্রকারান্তরে প্রশংসা, অগ্নীষোমীয় যাগের দ্বারাই ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, যজমানও এইরূপ শত্রুকে বধ করিতে পারেন, বৃত্রবধ করার পর ইন্দ্রকে সান্নায্য দেওয়া হইয়াছিল, যে ব্যক্তি এরূপ জানিয়া সান্নায্য প্রদান করেন, তিনি সত্বরে পাপ দূর করিতে পারেন, অগ্নীষোমীয় যাগ সোমাভিষবস্বরূপ, সান্নায্য দ্বারা সেই সোম তীব্র হয় ও তাহাতে তাহা দেবগণের রুচিকর হয়;—১৭-১৮ অমাবস্যার পূর্ব্বদিন অনুষ্ঠেয় ঐন্দ্রাগ্নযাগের প্রশংসা, পরদিন অনুষ্ঠেয় আগ্নেয় পুরোডাশের উদ্দেশ্য-বর্ণন, মৈত্রাবরুণ পয়স্যা দ্বারা মিত্র ও বরুণের

জানিলেন যে, 'ইনি আমাদের জন্য যজ্ঞকে অধ্যয়ন করিয়া আগত হইয়াছেন।' তাঁহারা বলিলেন—'যিনি আমাদের জন্য যজ্ঞকে অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছেন, সেই (ইনি) আমাদের নিকট দে ব গ ণে র স হি ত ই ("সহ দেবৈঃ") আসিয়াছেন!' তিনি (ইহাতে) স হ দে ব সা র্ঞ্জ য় (নামে প্রসিদ্ধ) হইয়াছেন; তাহাই এখনো উক্তি ("নিবচনং") আছে যে, 'ওহে ("অয়ে"), দু প্রা অপর নাম ধারণ করিয়াছিলেন!' তিনি ইহারই দ্বারা যাগ করায় সৃ ঞ্জ য় (জনপদের) যে প্রজোৎপত্তি ও শ্রী হইয়াছিল,—যিনি এইরূপ জানিয়া এই যজ্ঞের দ্বারা যাগ করেন,—তিনি সেই প্রজোৎপত্তিকে উৎপাদন করেন, ও সেই শ্রীকে প্রাপ্ত হন। অতএব তিনি ইহার দ্বারা যাগ করিবেন।

৫। তাহার পর শ্রৌ ত র্ষ (শ্রু ত র্ষি-পুত্র) দে ব ভা গ ইহার দ্বারা যাগ করেন। তিনি কু রু ও সৃ ঞ্জ য় উভয় (জনপদেরই) পুরোহিত ছিলেন। যিনি একটি রাষ্ট্রের পুরোহিত হইতে পারেন, তাঁহার ত তাহাই পরম উৎকর্ষ,[৫] কিন্তু যিনি দুইটি (রাষ্ট্রের পুরোহিত হইতে পারেন), তাঁহার পরম উৎকর্ষ-সম্বন্ধে আর কি (বক্তব্য আছে)। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া এই যজ্ঞদ্বারা যাগ করেন, তিনি পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হন। অতএব তিনি ইহা দ্বারা যাগ করিবেন।

৬। তাহার পর পা র্ব তি (প র্ব ত-পুত্র) দ ক্ষ ইহার দ্বারা যাগ করেন, (সেই জন্য) এখনো দা ক্ষা য় ণ (দ ক্ষ সন্তানগণ) রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া আছেন। যিনি এইরূপ জানিয়া ইহার দ্বারা যাগ করেন, তিনি রাজ্যলাভ করিয়া থাকেন। অতএব তিনি ইহা দ্বারা যাগ করিবেন। তাহাতে প্রতিদিন এক-একটি পুরোডাশ হয়;[৬] এবং ইহাতে তাঁহার শ্রী শত্রুদ্বারা অনুপপীড়িত হইয়া থাকে।

৫। "পরমতা;" তুলঃ—বৌদ্ধ পা র মী।

৬। অর্থাৎ যাগের উভয় দিনের মধ্যে এক-এক দিনে এক-একটি পুরোডাশ হইবে। পূর্ণমাসে দুইটি পুরোডাশ, একটি অগ্নির (আগ্নেয়), ও অপরটি অগ্নি ও সোমের (আগ্নীষোমীয়); এবং অমাবাস্যাতেও দুইটি, একটি অগ্নির (আগ্নেয়) ও অপরটি ইন্দ্র ও অগ্নির (ঐন্দ্রাগ্ন)। প্রতিযাগের এই দুই-দুইটি পুরোডাশের মধ্যে পূর্ণমাসে প্রথম দিন অগ্নি ও সোমের এবং দ্বিতীয় দিনে অগ্নির পুরোডাশ প্রদেয়; এইরূপ অমাবাস্যাতেও প্রথম দিন ইন্দ্র ও অগ্নির, এবং পরদিন অগ্নির পুরোডাশ দাতব্য।

তিনি পৌর্ণমাসীর দুই দিন ও অমাবস্যার দুই দিন যাগ করেন;[৭] কেননা, দুই-এ মিথুন হয়, এবং ইহাতে ইহাকে উৎপাদক মিথুনই করা হইয়া থাকে।

৭। তিনি যে পৌর্ণমাসীতে পূর্ব্বদিন অগ্নি ও সোমের (অর্থাৎ অগ্নীষোমীয় পুরোডাশের) দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে দুইটি দেবতা থাকে; দুই-এ মিথুন হয়, এবং ইহাতে ইহা উৎপাদক মিথুন হইয়া থাকে।

৮। অনন্তর (পরদিন) প্রাতে অগ্নির (আগ্নেয়) পুরোডাশ, ও ইন্দ্রের (ঐন্দ্র) সান্নায্য হয়; তাহাতে দুইটি দেবতা থাকে; দুই-এ মিথুন হয়, এবং ইহাতে ইহা উৎপাদক মিথুনই করা হইয়া থাকে।

৯। আর যে তিনি অমাবাস্যার পূর্ব্বদিনে ইন্দ্র ও অগ্নির (ঐন্দ্রাগ্ন পুরোডাশের) দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে দুইটি দেবতা থাকে; দুই-এ মিথুন হয়, এবং ইহাতে ইহা উৎপাদক মিথুনই করা হইয়া থাকে।

১০। অনন্তর (পরদিন) প্রাতে অগ্নির (আগ্নেয়) পুরোডাশ, এবং মিত্র ও বরুণের (মৈত্রাবরুণী) পরস্যা[৮] হয়। (যেহেতু তিনি মনে করেন যে),

---

৭। আক্ষরিক—'তিনি দুইটি পৌর্ণমাসী ও দুইটি অমাবাস্যা যাগ করেন'—"স বৈ দ্বে পৌর্ণমাস্যৌ যজতে দ্বে অমাবাস্যে।" আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে "দ্বে পৌর্ণমাস্যে দ্বে অমাবাস্যে যজেত..." (৩-১৪-১৪) এই সূত্রের ভাষ্যে রুদ্রদত্ত লিখিয়াছেন—"পৌর্ণমাসীমমাবাস্যাং চ দ্বে দ্বে কালে দ্বে দ্বে যজেত। কিমুক্তং ভবতি? একস্মিন্ পর্ব্বণি পৌর্ণমাসীমভ্যস্তেৎ পঞ্চদশ্যামেকাং প্রতিপদ্যী-তরাম্। তথা স্বকালে অমাবাস্যামিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ স্ব স্ব কালে দুই-দুইটি দর্শ ও পূর্ণমাসকে করিতে হইবে; ইহার তাৎপর্য্য এই যে একই পর্ব্বে পঞ্চদশীর দিন একটি ও তাহার পরদিন প্রতিপদে আর একটি, এই দুইটি পূর্ণমাস করিতে হইবে। অমাবাস্যাতেও এইরূপ। দুই দিন দর্শ বা পূর্ণমাস করিলেও, বস্তুত পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিভূত দর্শ-পূর্ণমাস দুই-দুইটি করা হয় না; মূল দর্শ-পূর্ণমাসেই বিশেষ কিছু কিছু বিধান করিয়া দুইদিনে করা হয়। দ্রঃ-প্রথম টীকা; মূল ব্রাহ্মণ—১১. ১. ২. ১৩।

৮। ইহার অপর নাম আ মি ক্ষা ("আমিক্ষা পয়স্যেতি চ অনর্থান্তরম্"—কা. শ্রৌ. ৪. ৩. ৯. বৃত্তি;—দ্রঃ ঐ. ব্রা. ২. ৩. ৬)। ইহা আজকালকার ছানা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ইহার উৎ-পাদন-সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—"তস্মিন্নেব দোহনং শৃতে বা দধ্যানয়তি" কা. শ্রৌ. ৪. ৪. ৮। যাজ্ঞিকগণ এতদবলম্বনে বলিয়া থাকেন যে, পাত্রে সাধারণ দধি রাখিয়া তাহাতে দুগ্ধ দোহন করিতে হইবে, অথবা দুগ্ধ দোহনপূর্ব্বক তপ্ত করিয়া তাহাতেই দধি নিক্ষেপ করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন অমাবাস্যার দ্বিতীয় দিন প্রাতেই (পূর্ব্বদিন সায়ংকালে নহে) দোহন করিতে হইবে, এবং গরম করিয়া বা না করিয়া তাহাতে সাধারণ দধি নিক্ষেপ করিতে হইবে। আবার কেহ কেহ

পাছে আমি যজ্ঞ হইতে (বিযুক্ত হইয়া) যাই, সেই জন্য অগ্নির পুরোডাশ হয়।" আর এই যে মিত্র ও বরুণ, ইঁহারা দুইটি দেবতা, এবং দুই এ মিথুন হয়; (অতএব) ইহাতে উৎপাদক মিথুনই করা হইয়া থাকে। ইহাই (এই মিথুন-ভাবই) ইহার (যজ্ঞের) সেই রূপ, যাহাতে তিনি (প্রজা ও পশুসমূহে) বহু হইয়া উঠিতে পারেন, যাহাতে তিনি (প্রজাপ্রভৃতিকে) উৎপাদন করিতে পারেন।

১১। তিনি যে পৌর্ণমাসীতে পূর্ব্বদিন অগ্নীষোমীয় (পুরোডাশের) দ্বারা যাগ করেন, (তাহার কারণ এই যে), তিনি (সোমযাগে) উপবসথের দিন[১০] ঐ যে অগ্নীষোমীয় পশু বধ করেন, ইহা (অগ্নীষোমীয় পুরোডাশ) তাঁহার তাহাই (অগ্নীষোমীয় পশুই) হইয়া থাকে।

১২। অনন্তর (পরদিন) প্রাতে আগ্নেয় পুরোডাশ ও ঐন্দ্র সান্নায্য হইয়া থাকে। ইঁহার (এই) আগ্নেয় পুরোডাশ (সোমযাগের) প্রাতঃসবন-স্বরূপ,[১১] কেননা, প্রাতঃসবন আগ্নেয়। ইঁহার ঐন্দ্র সান্নায্য (সোমযাগের) মাধ্যন্দিনসবন-স্বরূপ, কেননা, মাধ্যন্দিনসবন ঐন্দ্র।

১৩। আর যে তিনি অমাবাস্যায় প্রথম দিনে ঐন্দ্রাগ্ন (পুরোডাশের) দ্বারা যাগ করেন, তাহা তাঁহার (সোমযাগের) তৃতীয়সবনের স্বরূপ; কেননা, তৃতীয়সবন বিশ্বদেবসম্বন্ধী, এবং ইন্দ্র ও অগ্নি বিশ্বদেবস্বরূপ।

বলেন যে, পরদিন মৈত্রাবরুণ পয়স্যা উৎপাদনের জন্য পূর্ব্বদিন সায়ংকালে দধি উৎপাদন করিয়া পরদিন প্রাতে দুগ্ধ দোহন ও গরম করিয়া ইহার মধ্যে সেই দধি নিক্ষেপ করিতে হইবে। আপস্তম্ব-প্রভৃতিতে এই বিধি দৃষ্ট হয়। তাদৃশ দধি-দুগ্ধ একত্র হইলে যে ঘনীভূত পদার্থ পাওয়া যায় তাহার নাম পয়স্যা বা আমিক্ষা,এবং অবশিষ্ট জলীয় অংশের নাম বা জি ন। দ্রঃ ১ম খণ্ড ১৪৪ পৃ. ৯ম টীকা।

৯। এখানে দেবতার মিথুনত্ব মিত্র ও বরুণের দ্বারাই যখন সম্পাদিত হয়, তখন আগ্নেয় পুরোডাশ প্রদান করিবার আর প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে যে, যদি আগ্নেয় পুরোডাশ লুপ্ত করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত দর্শযাগ হইতে তিনি বিযুক্ত হইয়া পড়েন, কেননা, তাহাতে আগ্নেয় পুরোডাশ অবশ্য কর্ত্তব্য। দ্রষ্টব্য—১. ৫. ১. ৬।

১০। এখানে উপবসথ-শব্দে সুত্যা বা সোমাভিষবের পূর্ব্ব দিবস বুঝিতে হইবে। সোমযাগে এই দিন অগ্নি ও সোমের জন্য একটি ছাগল বধ করা হইয়া থাকে।

১১। দ্রঃ—১. ১. ৬. ১, ১৩টীকা, ২০৮ পৃষ্ঠা।

১৪। অনন্তর (পরদিন) প্রাতে অগ্নির পুরোডাশ, এবং মিত্র ও বরুণের পয়স্যা হয়। (যেহেতু তিনি মনে করেন যে), 'পাছে আমি যজ্ঞ হইতে (বিযুক্ত হইয়া) যাই, সেইজন্য অগ্নির পুরোডাশ হয়। আর তাঁহারা (সোমযাগে) মিত্র ও বরুণের জন্য ঐ যে অ নু ব ন্ধ্যা-নামক[12] বন্ধ্যা গাভীকে বধ করেন,[13] ইহার মিত্র ও বরুণের পয়স্যাও তাহাই হইয়া থাকে। (এইরূপে) সোমযাগের দ্বারা যাগ করিয়া তিনি যে পরিমাণ জয়লাভ করিতে পারেন, পৌর্ণমাস ও আমাবাস্যা (হবির) দ্বারা যাগ করিয়াও তৎপরিমাণ জয়লাভ করিয়া থাকেন, এবং তাহাতেই ইহা ম হা য জ্ঞ[14] হয়।

১৫। তিনি যে পৌর্ণমাসীতে পূর্ব্বদিন অগ্নীষোমীয় (পুরোডাশের) দ্বারা যাগ করেন,(তাহার কারণ এই যে),ইন্দ্র ইহারই[15] দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, এবং এই যে তাঁহার বিজয়, তাহা তিনি ইহারই দ্বারা বিজয় করিয়াছিলেন ; আর যে তিনি (পৌর্ণমাসীতে) দধি-দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত করেন,[16] (তাহার কারণ এই যে), সান্নায্য অমাবাস্যা-সম্বন্ধী,[17] এবং এই যে অমাবস্যা, ইহা (পৌর্ণমাসী হইতে) দূরে।[18] তিনি বৃত্রকে শীঘ্র বধ করিয়া ফেলিবার পর তাঁহারা তাঁহাকে এই (সান্নায্যরূপ) রসের দ্বারা প্রীত করিয়াছিলেন ; যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া পৌর্ণমাসীতে (দধি-দুগ্ধ) একত্র মিশ্রিত করেন (অর্থাৎ সান্ন্যায্য প্রস্তুত করেন), তিনি শীঘ্রই পাপকে অপহত (তাড়িত)

১২। যজ্ঞে বধ করিবার জন্য যে পশুকে বন্ধন করা হয়, তাহা অ নু ব ন্ধ্যা বলিয়া কথিত হয়।

১৩। সোমযাগের অন্তর্গত উদয়নীয় ইষ্টি সমাপ্ত হইলে মিত্র ও বরুণের জন্য একটি বন্ধ্যা গাভী বধ করা হয়। দ্রঃ—৪. ৫. ২. ১ ; কা. শ্রৌ. ১০. ৯. ১২।

১৪। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৩.২.২.২) সোমযাগ ম হা য জ্ঞ বলিয়া উক্ত হইয়াছে—"তে দেবা এতং ম হা য জ্ঞ ম্ অপশ্যন্।"

১৫। অগ্নীষোমীয় পুরোডাশ দ্বারা ; অগ্নীষোমীয় পৌর্ণমাস হবি, এবং ইহা দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন,— ১.৫.৩.১২।

১৬। ইহা আক্ষরিক, "সংনয়তি ;" অর্থাৎ দধিদুগ্ধরূপ সান্নায্য করেন।

১৭। দ্রষ্টব্য ১. ৫. ৩. ৩ ইত্যাদি।

১৮। কেননা, ইহা প্রতিপৎ হইতে চতুর্দ্দশী-পর্য্যন্ত দিনসমূহ দ্বারা ব্যবহিত—সায়ণ।

করিতে পারেন। এই যে চন্দ্রমা, ইহা দেবগণের অন্ন রাজা সোম;[১৯] তাঁহারা (পরদিন) প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিবেন বলিয়া পূর্ব্বদিন ইহাকে অভিষব করেন;[২০] এবং তাঁহারা ইহাকে ভক্ষণ করেন বলিয়া ইহা (চন্দ্রমাঃ) অপক্ষীণ হয়।

১৬। তিনি যে পৌর্ণমাসীতে পূর্ব্বদিন অগ্নীষোমীয় (পুরোডাশ) দ্বারা যাগ করেন, (তাহার অপর কারণ এই যে), তিনি ইহাতে (সোমকে) অভিষবই করিয়া থাকেন,[২১] এবং তাহা অভিষুত হইলে তিনি তাহাতে (পরদিন) এই (সান্নায্যরূপ) রস স্থাপন করেন, এবং ইহা দ্বারা (সেই সোমকে) তীব্র করেন, ও (এইরূপে) দেবগণের হব্যকে স্বাদু করিয়া থাকেন।[২২] যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া পৌর্ণমাসীতে (দধি-দুগ্ধ) একত্র মিশ্রিত করেন (অর্থাৎ সান্নায্য করেন), তাঁহার হব্য দেবগণের রুচিকর হয়।

১৭। তিনি যে অমাবস্যার পূর্ব্বদিন ঐন্দ্রাগ্ন (পুরোডাশ) দ্বারা যাগ করেন, (তাহার অপর কারণ এই যে), ইন্দ্র ও অগ্নিই দর্শ-পূর্ণমাসের দেবতা, এবং তিনি ইহাতে প্রকাশ ও প্রত্যক্ষভাবে ইঁহাদিগেরই যাগ করেন। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তাঁহার দর্শ ও পূর্ণমাস দ্বারা প্রকাশ ভাবেই যাগ করা হইয়া থাকে।

১৮। আর (পরদিন) প্রাতে আগ্নেয় পুরোডাশ ও মৈত্রাবরুণী পয়স্যা হইয়া থাকে। (যেহেতু তিনি মনে করেন যে), 'পাছে আমি যজ্ঞ হইতে (বিযুক্ত হইয়া) যাই' সেই জন্য আগ্নেয় পুরোডাশ হয়। আর এই যে মিত্র ও বরুণ, ইঁহারা দুইটি অর্দ্ধমাস (পক্ষ); যাহা আপূর্য্যমাণ হয় (অর্থাৎ শুক্ল), তাহা বরুণ, এবং যাহা অপক্ষীণ হয় (কৃষ্ণ), তাহা মিত্র। এই (অমাবস্যার) রাত্রিতে ইঁহারা উভয়ে[২৩] একত্র সমাগত হন; সেই জন্য তিনি সহাবস্থিত ইঁহাদের উভয়কেই ইহা দ্বারা প্রীত করেন; এবং যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ

১৯ দ্রঃ—১. ৫. ৩. ৫ ; ২. ৩. ৪. ৭।

২০ "অভিষুণন্তি;" "রসভাবং প্রাপয়ন্তি"–সায়ণ, অর্থাৎ তাহার রস বহির্গত করেন।

২১ অর্থাৎ পূর্ব্বদিনকর্ত্তব্য অগ্নীষোমীয় যাগ সোমাভিষবস্থানীয়।

২২ দ্রষ্টব্য —১.৫.৩-৬।

২৩ অর্থাৎ শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ-রূপে চন্দ্র-সূর্য্য-স্বরূপ বরুণ ও মিত্র।

জানেন, তাঁহার সম্বন্ধে সমস্তই প্রীত হয়, এবং সমস্তই তাঁহার পাওয়া হইয়া থাকে।

১৯। এই রাত্রিতে (কৃষ্ণপক্ষরূপ) মিত্র (শুক্লপক্ষরূপ) বরুণে রেত সেচন করেন, এবং সেই রেত হইতে—এই যাহা আপূর্য্যমাণ হয় (অর্থাৎ চন্দ্র) —তাহা উৎপন্ন হয়। এবং সেই জন্যই এই মৈত্রাবরুণ পয়স্যা এখানে উপযুক্ত হইয়া থাকে।

২০। সান্নায্যের ভাজন (স্থান) অমাবস্যা ;[২৪] কিন্তু তাহা (এখানে) এই পৌর্ণমাসীতে করা হইয়া থাকে।[২৫] তিনি যদি এখানেও (অর্থাৎ দাক্ষায়ণ-যাগে অমাবস্যাতেও সেই দধি-দুগ্ধ) একত্র সংযুক্ত করেন (অর্থাৎ সান্নায্য করেন), তাহা হইলে পুনরুক্তি করিয়া ফেলেন, এবং (দর্শ ও পূর্ণমাসের দেবতা দ্বয়ের মধ্যে) কলহ (উৎপাদন) করিয়া থাকেন।[২৬] তিনি তাহা দ্বারা[২৭] জল ও ওষধিসমূহ হইতে ইহাকে (সোম বা চন্দ্রকে) সংগৃহীত (অর্থাৎ দধি-পয়োরূপে সম্পাদিত) করিয়া আহুতিসমূহ হইতে উৎপাদন করেন, এবং আহুতিসমূহ হইতে সে উৎপাদিত হইয়া (প্রতিপৎ তিথিতে অকাশের) পশ্চিম দিকে দৃষ্ট হয়।[২৮]

২৪। মূল প্রকৃতিভূত দর্শযাগে ইন্দ্রের দধিদুগ্ধরূপ সান্নায্য বিহিত হইয়াছে ; দ্রঃ—১. ৫. ৩. ৫।

২৫। দর্শযাগে অমাবাস্যায় ইন্দ্রের জন্য যে সান্নায্য বিহিত হইয়াছে, তাহা দাক্ষায়ণযাগে পৌর্ণমাসীতে পরদিনেই হইয়া থাকে ; অমাবস্যার পরদিনে আর তাহার অনুষ্ঠান হয় না।

২৬। এস্থানের তাৎপর্য্য এই যে, দাক্ষায়ণযাগে পৌর্ণমাসীতে যে ঐন্দ্র সান্নায্য হয়, মূল দর্শযাগের দৃষ্টান্তে দাক্ষায়ণে অমাবস্যায় সেই ঐন্দ্র সান্নায্য করা উচিত নহে ; তাহা করিলে পুনরুক্তি ও দেবতা-দ্বয়ের কলহ উৎপন্ন হয়। অতএব দাক্ষায়ণে অমাবস্যায় ঐ ঐন্দ্র সান্নায্য ত্যাগ করিয়া মৈত্রাবরুণ পয়স্যা করাই উচিত। সান্নায্যের ন্যায় পয়স্যাও দধি-দুগ্ধের বিকার, অতএব ইহাও এক প্রকার সান্নায্য। অতএব অমাবাস্যা যে সান্নায্যের ভাজন, তৎসম্বন্ধেও কোনো ব্যাঘাত হইল না। "পূর্ণমাসে কৃতমৈন্দ্রং সান্নায্যং পরিত্যজ্য দর্শে মিত্রবরুণদেবতাকা পয়স্যৈব কার্য্যা। তস্যা অপি দধিপয়সোর্বিকারত্বাৎ অমাবাস্যায়াঃ সান্নায্যভাজনত্বমপি ন ব্যাহন্যতে ইত্যর্থঃ"—সায়ণ।

২৭। অর্থাৎ দর্শে অনুষ্ঠিত সান্নায্যযাগের দ্বারা।

২৮। ১.৫.৩.৬, ১৫।

২১। তিনি ইহাকে (চন্দ্রকে) মিথুন হইতেই উৎপাদন করিয়া থাকেন ; (এখানে) পয়স্যা (স্ত্রীং) স্ত্রী, এবং বা জি ন[২৯] রেত ; এবং যাহা মিথুন হইতে জাত হয়, তাহাই সম্যক্‌রূপে (জাত)। এইরূপে তিনি ইহাকে এই উৎপাদক মিথুন হইতে উৎপাদন করিয়া থাকেন, এবং সেই জন্য এখানে পয়স্যা (হুত) হয়।

২২। তিনি বা জি গণকে বাজিন হোম করেন।[৩০] ঋতুসমূহই বা জী, এবং বাজিন রেতস্বরূপ ; অতএব তাহা দ্বারা সম্যগ্‌ভাবেই রেত সিক্ত হইয়া থাকে, এবং ঋতুসমূহ সেই সিক্ত রেতকে এই প্রজাবৃন্দরূপে উৎপাদন করে ; সেইজন্য তিনি বা জি-গণকে বাজিন হোম করেন।

২৩। তিনি (তাহা) যজ্ঞের পশ্চাদ্ভাগে[৩১] হোম করেন ; কেননা যুবা পশ্চাৎ হইতেই ঘুরিয়া আসিয়া স্ত্রীর সহিত সঙ্গত হয়, ও তাহাতে রেত সেচন করে। তিনি প্রথমে পূর্ব্বদিকে (অল্প অংশ) হোম করেন। তিনি (হোতা) "হে অগ্নি, ভক্ষণ কর !"[৩২] এই বলিয়া অ নু ব ষ ট্ কা র উচ্চারণ করেন, এবং তাহাই (এখানে) স্বিষ্টকৃৎস্থানীয় হয়। তিনি পূর্ব্বদিকেই হোম করিয়া থাকেন।[৩৩]

২৯। ৮ম টীকা দ্রষ্টব্য।

৩০। কা. শ্রৌ. ৪. ৪. ৯।

৩১। অর্থাৎ শেষ ভাগে। এস্থানে বাজিনহোমের কাল বিহিত হইয়াছে ; ইহা প্র স্ত রা ব য়-বা নু প্র হ র ণ, ও প রি ধি - অ নু প্র হ র ণে র পর (১. ৭. ১. ১১, ২২ ; ১ম ভাগ ১৪৩—১৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) অনুষ্ঠেয়। দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ. ৪.৪.৯-১২। ইহা হোম করিতে হইলে প্রথমে অগ্নির পূর্ব্বভাগে অল্প অংশ হোম করিতে হয়, তাহার পর হোতা অ নু ব ষ ট্ কা র (৩২শ টীকা দ্রষ্টব্য) উচ্চারণ করিলে পুনর্ব্বার অগ্নির পূর্ব্বভাগেই হোম করিতে হয়।

৩২। ঋ. স. ১০. ১২৩.৬ ; ঐ. ব্রা. ১. ৪. ৫ ; সায়ণ অন্যত্র ঐতরেয়ভাষ্যে বলিয়াছেন—বষট্‌কার দ্বিবিধ, প্র থ ম ব ষ ট্ কা র ও অ নু ব ষ ট্ কা র ; যাজ্যাদ্বয়ের ('তপ্তো বাম্..., "আশ্ব. ৪. ৭. ৪ ; ও "উভা পিবতং...;" ঋ, স. ১. ৪৬. ১৫) পাঠের পর যে বৌ ষ ট্ উচ্চারণ করা হয়, তাহা প্র থ ম ব ষ ট্ কা র ; এবং " হে অগ্নি, ভক্ষণ কর... !" (ঋ. স. ১০. ১২৩. ৬) এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যে বৌ ষ ট্ বলা হয় তাহা অ নু ব ষ ট্ কা র।

৩৩। অ নু ব ষ ট্ কা রে র পর আবার হোম করিতে হয়, এবং তাহারই কথা এখানে বলা হইয়াছে।

২৪। অনন্তর তিনি (হুতাবিশিষ্ট বাজিনের দ্বারা এই মন্ত্রে অগ্নিতে পূর্ব্বাদি) দিক্‌সমূহে দীর্ঘ ধারা পাত করেন ("ব্যাঘারয়তি")—"দিক্‌সমূহ!—মধ্যস্থিত দিক্‌সমূহ ("প্রদিশঃ")!—অল্পদিক্‌সমূহ ("আদিশঃ")!—বিদিক্‌সমূহ ("বিদিশঃ")!—ঊর্দ্ধ দিক্‌সমূহ ("উদ্দিশঃ")!—(এই) দিক্‌সমূহকে স্বাহা!"[৩৪] দিক্ পাঁচটী, এবং ঋতুও পাঁচটী; অতএব তিনি ইহাতে ঋতু (পুং)-গণের সহিত দিক্ (স্ত্রীং)-সমূহের মিথুনই করিয়া থাকেন।[৩৫]

২৫। সেই (অবশিষ্ট[৩৬] বাজিনকে) পাঁচ জনে ভক্ষণ করেন, যথা, হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, আগ্নীধ্র, ও যজমান। ঋতু পাঁচটি;[৩৭] অতএব তিনি ইহাতে ঋতু-গণেরই রূপ করিয়া থাকেন, তিনি ইহাতে ঋতুসমূহে (পূর্ব্বে) সিক্ত[৩৮] রেতকে প্রতিষ্ঠাপিতই করিয়া থাকেন। 'প্রথমে আমি যেন রেতকে স্বীকার করিতে পারি!' এই মনে করিয়া প্রথমে যজমান ভক্ষণ করেন; অথবা 'শেষে আমাতে রেত প্রতিষ্ঠিত হইবে!' এই মনে করিয়া তিনি শেষে (ভক্ষণ করেন)।[৩৯] 'উপহূত, ও উপহূত কর!'[৪০] এই বলিয়া তাঁহারা তাহাকে (ঐ বাজিনকে) সোম (-সদৃশই) করিয়া থাকেন।[৪১]

৩৪। বা. স. ৬. ১৯. ২-৬; "দিঙ্মধ্যবর্ত্তিন্যঃ প্রদিশঃ, ঈষদ্দিশঃ আদিশঃ, বিদিশ আগ্নেয়াদি-কোণদিশঃ, উদ্দিশ ঊর্দ্ধা দিশঃ"—সায়ণ। প্রতিমন্ত্রেই স্বাহাকার উচ্চাচণ করিয়া যথাক্রমে অগ্নির পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, মধ্য ও পূর্ব্বদিকে হোম করিতে হয়; কা. শ্রৌ. ৪.৪.১৬-১৮। এই কার্য্যের বৈদিক নাম দি গ্ ব্যা ঘা র ণ।

৩৫। "ঋতুনেবৈতদ্ দিগ্‌ভির্মিথুনান্ করোতি"—কাণ্ব পাঠ।

৩৬। কেহ কেহ বলেন স্রুকে অবশিষ্ট, অপরেরা বলেন স্থালীতে অবশিষ্ট।

৩৭। দ্রঃ—১.৩.২.১০, ১ম খণ্ড, ১০০ পৃ. ৮ম টীকা।

৩৮। দ্রঃ—২২শ কণ্ডিকা।

৩৯। কা. শ্রৌ. ৪. ৪. ২১।

৪০। ইহা আক্ষরিকার্থ; ভাবার্থ এইরূপ—'অনুজ্ঞাত, ও অনুজ্ঞা কর!' মূল 'উপহূত উপহ্বয়-স্বেতি;" "উপহূত" ইত্যনুজ্ঞামন্ত্রঃ, "উপহ্বয়স্ব"—ইত্যনুজ্ঞাপনমন্ত্রঃ,—সায়ণ; "উপহ্বয়স্ব ভক্ষণার্থ-মনুজানীহি...উপহূত ইতি...অনুজ্ঞাতঃ"—কা. শ্রৌ. ৪. ৪. ১৯, যাজ্ঞিকদেব; মী. দ. ৩. ৫. ৪২।

৪১। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, আগ্নীধ্র ও যজমান এই পাঁচজন অবশিষ্ট বাজিন ভক্ষণ করেন, কি প্রণালীতে ভক্ষণ করিতে হইবে, তাহাই এখানে উক্ত হইতেছে। তাঁহারা অবশিষ্ট

বাজিন ভক্ষণের জন্য হস্তে গ্রহণ করিয়া পরস্পর সকলকেই হোতৃপ্রভৃতি পদে সম্বোধনপূর্ব্বক '(এই বাজিন ভক্ষণের জন্য) অনুজ্ঞা প্রদান করুন ("উপহ্বয়স্ব") !' এইরূপে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া ও অনুজ্ঞাত ("উপহূতঃ") হইয়া ঐ বাজিন ভক্ষণ করেন। তাহা ভক্ষণ করিবার কয়েকটি বৈকল্পিক মন্ত্র সূত্রগ্রন্থে দৃষ্ট হয়, যথা—'তুমি বাজী (অন্নবান্) ঋতুগণের বাজিন, আমি তোমাকে ভক্ষণ করি !' অথবা 'আমি বাজী (বলবিশেষশালী, বা অন্নবান্), আমি অনুজ্ঞাত হইয়া অনুজ্ঞাত বাজিনকে ভক্ষণ করি !' অথবা 'আমি অন্নের দ্বারা অন্নবান্ হইব (কিংবা বলবিষয়ে বলবান্ হইব) !' মন্ত্রকয়টির মূল এই—"ঋতূনাং ত্বা বাজিনাং বাজিনং ভক্ষয়ামি !" "বাজ্যহং বাজিনস্যোপহূতস্যোপহূতো ভক্ষয়ামি !" "বাজে বাজী ভূয়াসম্ !" সোমযাগে হুতাবিশিষ্ট সোমভক্ষণও এইরূপেই করিতে হয় (দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৪.৪.২১)। এই জন্য উক্ত হইয়াছে যে, তাদৃশ বাজিনপান সোমসদৃশ। কা. শ্রৌ. ৪. ৪. ১৯-২৭। দাক্ষায়ণযজ্ঞের দক্ষিণা এক সুবর্ণ (১৷০ রতি পরিমাণ) অথবা অন্বাহার্য্য-ওদন।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[১ বক্ষ্যমাণ চাতুর্মাস্যসমূহ বিধানের জন্য তদন্তর্গত বৈশ্বদেবযাগ যে প্রজাসৃষ্টির অনুকূল, ইহাই প্রতিপাদনের জন্য আখ্যায়িকা—প্রথমে প্রজাপতি একাই ছিলেন, তিনি তাহার পর প্রজা সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্ট প্রজাসমূহ পরাভূত (মৃত) হইয়া বিহঙ্গ হইয়া উৎপন্ন হইল ;—২ তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারেও প্রজাসৃষ্টি করিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় পরাভূত হইয়া যথাক্রমে ক্ষুদ্র সরীসৃপ ও সর্প হইয়া জন্মিল, অন্যেরা বলেন প্রজাপতির দ্বিবিধ প্রজা পরাভূত হইয়াছিল, কিন্তু ঋঙ্মন্ত্রে ত্রিবিধের উল্লেখ পাওয়া যায় ;—৩ প্রজাপতি পরাভবের কারণ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, অনশনে তাহারা ঐরূপ হইয়াছে, এই জন্য তিনি স্বশরীরে দুগ্ধপূর্ণ স্তনদ্বয় উৎপাদন করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিলেন, প্রজারা তাহাই অবলম্বন করিয়া অপরাভূত হইয়া থাকিতে লাগিল ;—৪-৫উক্ত বৃত্তান্তের ঋঙ্মন্ত্র-উল্লেখে সমর্থন, ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা ;—৬ প্রজাপতির স্তনস্থিত ঐ দুগ্ধ অন্নরূপ, এবং অন্ন প্রজাস্বরূপ ;—৭ প্রজাকাম ব্যক্তি (বৈশ্বদেবের) হবির দ্বারা যাগ করেন ;—৮বৈশ্বদেবের প্রথম হবি অষ্টকপালসংস্কৃত পুরোডাশ, এবং তাহা অগ্নিকে প্রদত্ত হয় ;—৯ দ্বিতীয় হবি সোমের জন্য চরু ;—১০ তৃতীয় হবি সবিতার জন্য দ্বাদশ বা অষ্ট কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ ;—১১ চতুর্থ ও পঞ্চম হবি যথাক্রমে সরস্বতী ও পূষার চরু, এই হবিদ্বয়ের প্রশংসা ;—১২-১৩ পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি হবির পর ষষ্ঠ স্থানে পয়স্যাযাগের অবসর, কিন্তু সেখানে মরুদ্গণের জন্য সপ্তকপালসংস্কৃত চরু প্রদান করিতে হয়, আখ্যায়িকা দ্বারা ইহার সমর্থন ;—১৪ ঐ চরু স্বা ধী ন ব ল এই বিশেষণযুক্ত মন্ত্রে দান করিতে হয়, তাদৃশ মন্ত্র (অর্থাৎ যাজ্যা ও অনুবাক্যা) না পাওয়া গেলে কেবল মরুদ্গণকে দেয় ;—১৫ অনন্তর পয়স্যাযাগ, তাহার প্রশংসা ;—১৬ ঐ পয়স্যা যে বিশ্বদেবসম্বন্ধী হয়, তাহার প্রতিপাদন ;—১৭ অনন্তর দ্যৌ ও পৃথিবীর জন্য এককপালে সংস্কৃত পুরোডাশের বিধান ও তাহার সমর্থন ;—১৮ পূর্ব্ববিহিত প্রধান কার্য্যসমূহের প্রণালী-উল্লেখ, বৈশ্বদেবে উত্তরবেদি নির্ম্মাণ করিতে হয় না, তাহার যুক্তি, বর্হি-বন্ধন ও প্রস্তরগ্রহণ ;—১৯ হবিসমূহ আসাদন করিবার পর অগ্নিমন্থন ;—২০ বৈশ্বদেবে নয়টি প্রযাজ ও নয়টি অনুযাজ হইয়া থাকে ;—২১ বৈশ্বদেবপর্ব্বে তিনটি সমষ্টিযজুর্হোম হয়, তাহার যুক্তি, পক্ষান্তরে একটিও হইতে পারে, যজমানের গোষ্ঠে (সেই বৎসরে) যে গোবৎস প্রথমে জাত হয়, বৈশ্বদেবপর্ব্বে তাহাকেই দক্ষিণারূপ দিতে হয় ;—২২ বৈশ্বদেবপর্ব্বের ফলকীর্ত্তন—ইহাতে প্রজালাভ ও স্ত্রীলাভ হইয়া থাকে ।]

১। অগ্রে[১] ইহা (বিশ্ব) এক প্রজাপতিই ছিলেন। তিনি দেখিলেন

১। এখান হইতে কাণ্ডশেষ পর্য্যন্ত চা তু র্মা স্য প্রকরণ। সপ্তবিধ হবির্যজ্ঞের মধ্যে চা তু র্মা স সমূহ অন্যতম। চাতুর্মাস্য বলিতে চারিটি যাগ বুঝা যায়, যথা,—বৈ শ্ব দে ব, ব রু ণ-

(চিন্তা করিলেন) যে, 'কিরূপে আমি প্রজাত (অর্থাৎ প্রভূত)[২] হইব।' তিনি শ্রম ও তপস্যা করিলেন, এবং (তদনন্তর) প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার সৃষ্ট প্রজাসমূহ পরাভূত (মৃত) হইয়াছিল, এবং তাহারাই (এই) বিহঙ্গসমূহ (হইয়াছে)। পুরুষই প্রজাপতির সন্নিকৃষ্টতম, এবং পুরুষ পদদ্বয়যুক্ত হইয়া থাকে ; এই জন্য বিহঙ্গসমূহ পদদ্বয়বিশিষ্ট (হইয়াছে)।

২। প্রজাপতি দেখিলেন 'আমি পূর্ব্বে যেমন এক ছিলাম, এখনো (সেই-রূপ) একই আছি।' তিনি দ্বিতীয় (প্রজাবৃন্দ) সৃষ্টি করিলেন, (কিন্তু) ইঁহার এগুলিও পরাভূত হইল ; ইহারা সর্পভিন্ন এই ক্ষুদ্র সরীসৃপ হইল। তাঁহারা বলেন যে, তিনি তৃতীয় (প্রজাবৃন্দ) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। (কিন্তু) ইঁহার এগুলিও পরাভূত হইয়াছিল ; ইহারা এই সর্প হইয়াছে। যা জ্ঞ ব ল্ক্য

প্র ঘা স, সা ক মে ধ, ও শু না সী রী য় বা শু না সী র্য্য। বৎসরের মধ্যে চারি-চারি মাস অন্তর অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাদের নাম চা তু র্মা স্য ; এবং প র্ব্ব অর্থাৎ পূর্ণিমার দিন ইহাদের অনুষ্ঠান আরব্ধ হয় বলিয়া ইহারা প র্ব্ব নামে প্রসিদ্ধ।

শাখান্তরে উক্ত হইয়াছে—"ঋতুমুখে ঋতুমুখে চাতুর্মাস্যৈর্যজেত—কা. শ্রৌ. ৫. ১. ১. বৃত্তি। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, ঋতুর প্রারম্ভে ইহাদের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কিন্তু সমস্ত ঋতুর প্রারম্ভে হয় না ; বসন্ত, বর্ষা ও শরৎ ঋতুতেই হইয়া থাকে। ফাল্গুন বা চৈত্রের পূর্ণিমায় বৈশ্বদেব, তাহার পর চার মাস অতীত হইলে আষাঢ় বা শ্রাবণের পূর্ণিমায় বরুণপ্রঘাস ; ইহার পর চারিমাস অতীত হইলে কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণের পূর্ণিমায় সাকমেধ হইয়া থাকে। সাকমেধের অব্যবহিত পরে, অথবা তাহার পর যে দিন ইচ্ছা (দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা অর্দ্ধমাস, বা মাস, অথবা চারি মাসে) শুনাসীরীয় করিতে পারা যায়। দ্রঃ—২.৫. ৪.১০ ; ঐ সায়ণভাষ্য ও হরিস্বামিভাষ্য ; কা. শ্রৌ, ৫.১১.১-২, ঐ বৃত্তি ; আবার কেহ কেহ বলেন মাঘীপূর্ণিমাতেও করিতে পারা যায়, শাঙ্খা. শ্রৌ. ৩.১৮. ১৭-১৮ ; ৩.১৩. ; ১-২ ; ১৪.১-২ ; ১৫.১-২.। শুনাসারীয় যদিও চারিমাসের পর অনুষ্ঠিত হয় না, তথাপি তাহার চাতুর্মাস্যতার ব্যাঘাত হয় না। এতৎসম্বন্ধে সায়ণাচার্য্যের মন্তব্য দ্রষ্টব্য, ২.৫.৪. ১০। বৈশ্বদেব-সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১.৬.২) এক আখ্যায়িকা আছে।

২। "বহু প্রভূতং স্যাং ভবেয়ং প্রজায়েয় প্রকর্ষেণ উৎপদ্যেয়"—শাঙ্করভাষ্য, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৬.২.২.।

বলিয়াছেন যে, প্রজাপতি দুইটি প্রজাবৃন্দ সৃষ্টি করিয়াছেন ; কিন্তু (বক্ষ্যমাণ)[৩] ঋকের দ্বারা জানা যায় যে, তিনি তিনটি (সৃষ্টি করিয়াছেন)।

৩। প্রজাপতি অর্চ্চনা ও শ্রম করিতে করিতে দেখিলেন (ভাবিলেন) যে, 'আমার সৃষ্ট প্রজাসমূহ কি জন্য পরাভব প্রাপ্ত হইতেছে?' তিনি ইহাতে দেখিতে পাইলেন যে, 'অনশন হেতুই আমার প্রজাসমূহ পরাভব প্রাপ্ত হইতেছে।' তিনি পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিবার অগ্রে নিজের শরীরে (স্থিত) স্তনদ্বয়ে দুগ্ধ পূর্ণ করিলেন।[৪] (অনন্তর) তিনি প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিলেন ; এবং সেই সৃষ্ট প্রজাসমূহ ইঁহার স্তনদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া (জীবন ধারণ করিল), ও তাহার পর ইহারা অপরাভূত হইয়া সম্যগ্‌ভাবে অবস্থান করিল।

৪। সেইজন্যই ঋষি দ্বারা (ইহা) লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে—"তিনটি প্রজাবৃন্দ[৫] বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল,"[৬]—ঐ যাহারা পরাভূত হইয়াছিল, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ইহা উক্ত হইয়াছে ;—"অপরেরা (অপর প্রজাগণ) অর্কের চারিদিকে নিবিষ্ট হইয়াছিল,"—অগ্নিই অর্ক, এবং এই যে সকল প্রজা অপরাভূত ছিল, তাহারা অগ্নির চারিদিকে নিবিষ্ট হইয়াছিল,—ইহাই লক্ষ্য করিয়া তাহা উক্ত হইয়াছে।

৫। —"মহৎ[৭] ভুবনসমূহের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল,"—প্রজাপতিকেই লক্ষ্য করিয়া ইহা উক্ত হইয়াছে ;—"পবমান হরিৎসমূহে প্রবেশ করিয়াছিল,"—দিক্‌সমূহই হরিৎ, এবং এই পবমান বায়ু তৎসমূহে প্রবিষ্ট ইয়াছিল, এবং তাহাদিগকেই (অর্থাৎ ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রজাসমূহ) লক্ষ্য করিয়া এই ঋক্ উক্ত হইয়াছে। প্রজাপতি যে প্রকারে প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই প্রকারেই এই প্রজাসমূহ প্রজাত হয় ; কেননা, ইদানীং যখন স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয়, ও পশুগণের পালান (উধঃ) বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তখন যাহা জাত হয়,

---

৩। পরবর্ত্তী ৩য় ও ৪র্থ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

৪। "স আত্মন এবাগ্রে স্তনয়োঃ পয় আপ্যায়য়াঞ্চক্রে," অনুবাদ সায়ণানুসারে ; Eggeling করিয়াছেন—'তাহাদের শরীরের অগ্রভাগে স্তন উৎপাদন করিয়াছিলেন।'

৫। অর্থাৎ ত্রিবিধ প্রজা।

৬। ঋ. স. ৮. ১০১. ১৪। দ্রঃ—ঐ. আ. ২.১.১.৪—৮।

৭। মুদ্রিত সংহিতায় (ঋ. স. ৮. ১০১. ১৪) "বৃহৎ" পাঠ আছে।

তাহাই (সম্যক্) জাত হইয়া থাকে, এবং তৎসমুদয় (অর্থাৎ জাত সেই প্রজা-সমূহ) স্তনদ্বয়কেই প্রাপ্ত হইয়া সম্যগ্ভাবে বর্ত্তমান থাকে (অর্থাৎ বর্দ্ধিত হয়)।

৬। তখন [৮] দুগ্ধই অন্ন (ছিল) ; কেননা, প্রজাপতি অগ্রে ইহাই উৎপাদন করিয়াছিলেন। (আবার) অন্নই প্রজা ;[৯] কেননা, অন্নেই প্রজাগণ সম্যগ্ভাবে বর্ত্তমান থাকে ; অধুনা যাহাদের দুগ্ধ আছে, তাহারা স্তনদ্বয়কেই প্রাপ্ত হইয়া সম্যগ্ভাবে বর্ত্তমান থাকে ; আর যাহাদের দুগ্ধ হয় না, তাহাদিগকে জন্মমাত্রেই (পূর্ব্ব প্রজারা দুগ্ধ) পান করাইয়া থাকে, এবং তাহাতেই তাহারা সম্যগ্ভাবে বর্ত্তমান থাকে ; অতএব অন্নই প্রজা।

৭। যে ব্যক্তি প্রজাকাম হন[১০], তিনি এই (বৈশ্বদেব পর্ব্বরূপ) হবির দ্বারা যাগ করেন, এবং তাহাতে প্রজাপতিস্বরূপ নিজেকেই যজ্ঞ বিধান করিয়া থাকেন।

৮। (সেখানে প্রথমে) অষ্টকপালসংস্কৃত আগ্নেয় (অগ্নিদেবতার) পুরোডাশ হইয়া থাকে ; কেননা, অগ্নি দেবতাগণের মুখ (অথবা শ্রেষ্ঠ), লোকের উৎপাদক,[১১] ও প্রজাপতি ; এইজন্য আগ্নেয় পুরোডাশ হইয়া থাকে।

৯। অনন্তর সৌম্য (অর্থাৎ সোমের) চরু হয়। সোম রেতস্বরূপ ; অতএব, তিনি রেতস্বরূপ সোমকে উৎপাদক অগ্নিতে সেচন করেন, এবং তাহা সম্মুখে উৎপাদক মিথুন হয়।

১০। অনন্তর সাবিত্র (অর্থাৎ সবিতার) দ্বাদশ বা অষ্ট কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে। সবিতা দেবগণের প্রেরয়িতা, তিনি প্রজাপতি এবং মধ্যে উৎপাদক ;[১২] সেইজন্য সাবিত্র চরু হইয়া থাকে।

১১। অনন্তর সারস্বত (সরস্বতীর) ও পৌষ্ণ (পুষার) চরু হইয়া থাকে।

৮। "তৎ ;" "তত্র খলু জন্মানন্তরকালে," জন্ম হইবার পর,—সায়ণ।

৯। অর্থাৎ অন্ন প্রজাস্বরূপ।

১০। কা. শ্রৌ. ৫. ১. ১০।

১১। সায়ণ বলেন—অগ্নি মাতা-পিতার ভুক্ত অন্নপ্রভৃতিকে জাঠর-অগ্নি-রূপে পরিপক্ব করে, ও তাহা হইতে শুক্র-শোণিত হয়, এবং তাহাতেই সন্তান জাত হয়, এইরূপে অগ্নি উৎপাদক।

১২। বৈশ্বদেবে পাঁচটি হবি হইয়া থাকে, যথা আগ্নেয়, সৌম্য, সাবিত্র, সারস্বত ও পৌষ্ণ। ইহাদের মধ্যে সাবিত্র অর্থাৎ সবিতার হবি তৃতীয় হওয়ায় মধ্যবর্ত্তী, এবং বৈশ্বদেব প্রজাসৃষ্টির হেতু

সরস্বতী স্ত্রী, এবং পুষা যুবা ; অতএব ইহাতে পুনর্ব্বার[১৩] এক উৎপাদক মিথুন হয়। প্রজাপতি এই উৎপাদক মিথুনেরই দ্বারা উভয় দিকে অর্থাৎ এখান হইতে উর্দ্ধে ও এইখানে নীচে অবস্থিত প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।[১৪] ইনিও সেইরূপ এই উৎপাদক মিথুন হইতে উভয়দিকে অর্থাৎ এখান হইতে উর্দ্ধে ও এখানে নীচে অবস্থিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেই জন্য এই পাঁচটি হবি হইয়া থাকে।

১২। অনন্তর এইজন্য[১৫] পয়স্যা (যাগের) স্থান ; কিন্তু[১৬] মরুদ্গণের জন্য সপ্তকপালে সংস্কৃত (পুরোডাশ) হইয়া থাকে। মরুদ্গণ প্রজা ("বিশঃ"), দেবপ্রজা। তাঁহারা নিষেধরহিত হইয়া বিচরণ করিতেন। প্রজাপতি যখন (পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি হবির দ্বারা) যাগ করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'আপনি এই হবির দ্বারা যাহাদিগকে সৃষ্টি করিবেন, আমরা আপনার এই সেই প্রজাসমূহকে বিমথিত করিব'।[১৭]

১৩। প্রজাপতি দেখিলেন—'আমার পূর্ব্ব প্রজাসমূহ পরাভূত হইয়াছে, ইহারা যদি এই সকলকেও বিমথিত করে, তাহা হইলে কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।' তিনি তাহাদিগের জন্য এই সপ্তকপালসংস্কৃত মারুত (মরুৎ-

---

বলিয়া ঐ সকল হবি যে দেবতাগণকে দেওয়া হয়, তাঁহারা প্রজাপতিস্বরূপ ও প্রজার উৎপাদক। এইজন্যই এখানে বলা হইল যে, সবিতা মধ্যবর্ত্তী।

১৩। সৌম্য চরুর দ্বারা পূর্ব্ব এক মিথুনের কথা উক্ত হইয়াছে ; ৮ম কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

১৪। অথবা, 'উভয় দিকে এই উৎপাদক মিথুন দ্বারা...' ইত্যাদি। এপক্ষে উভয়দিকে বলিতে পাঁচটি হবির আদি ও অন্তভাগ বুঝিতে হইবে। মধ্যভাগে সবিতা প্রজা উৎপাদন করেন উক্ত হইয়াছে, ১০ম কণ্ডিকা। 'এখান হইতে,' মূল 'ইতঃ' ; সায়ণ অর্থ করেন ভূলোক হইতে।

১৫। সায়ণ এ স্থানে বলিয়াছেন—'পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি হবির দ্বারা প্রজা উৎপন্ন হইল, এখন উৎপন্ন প্রজাগণের স্থিতির জন্য পয়স্যারূপ অন্ন প্রদর্শিত হইতেছে,—"অথ এবং প্রজাসৃষ্টেরনন্তরং যতঃ সৃষ্টানাং প্রজানামন্নমপেক্ষিতং, ততঃ পয়স্যায়া এব পয়োবিকারদ্রব্যসাধ্যস্য যাগস্য এতৎ আয়তনং স্থানমিত্যর্থঃ।"

১৬। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম হবির পর ষষ্ঠ স্থানে পয়স্যাযাগই ন্যায়প্রাপ্ত ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া ঐ স্থানে মরুদ্গণের জন্য সপ্তকপাল চরুই বিধেয়। দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৫.১. ১৬—১৭। পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি হবি সমস্ত চাতুর্মাস্যেই হইয়া থাকে, ঐ ১৫।

১৭। কাণ্বশাখায় আরো একটু আছে —'যদি আপনি আমাদিগকে কিছু ভাগ না দেন।'

দেবতার) পুরোডাশ বিধান করিলেন। এবং ইহাই সেই সপ্তকপালসংস্কৃত পুরোডাশ। তাহা যে সপ্তকপালে সংস্কৃত হয়, (তাহার কারণ এই যে), মরুৎ-সমূহের গণ সাত-সাতটি করিয়া হইয়া থাকে।[১৮] সেইজন্যই মারুত পুরোডাশ সপ্তকপালসংস্কৃত হইয়া থাকে।

১৪। তিনি তাহা স্বা ধী ন ব ল (মরুদ্‌গণের) জন্য করিবেন।[১৯] কেননা, তাঁহারা স্বয়ং এই ভাগ (অধিকার) করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা (যদি) স্বা ধী ন ব ল (এই বিশেষণযুক্ত মরুদ্‌গণের) যাজ্যা ও অনুবাক্যা প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে সেই (পুরোডাশ) মরুদ্‌গণেরই হইবে।[২০] ইহা প্রজাগণেরই অহিংসার জন্য করা হইয়া থাকে ; এবং সেইজন্য ইহা মরুদ্‌গণের হয়।

১৫। অনন্তর ইহা (এই স্থান) হইতে[২১] পয়স্যা[২২] (-যাগ উক্ত হই-

১৮। মরুতেরা মোট ৬৩টি (ঋ. স. ৮. ৯৬. ৮)। ইঁহাদিগকে নয় গণ বা বর্গে বিভক্ত করা হয়, প্রত্যেক বর্গে সাত-সাতটি করিয়া থাকেন। দ্রঃ—ঋ. স. ৮. ৯৬.৮, সায়ণ-ভাষ্য ; তৈ. স. ৪. ৬. ৫. ৫-৬ ; তৈ. ব্রা. ২. ৭. ২। আর সায়ণ এই স্থানের শতপথভাষ্যে লিখিয়াছেন যে মরুতেরা মোট ৪৯ জন—"তে চৈকোনপঞ্চাশৎসঙ্খ্যাকাঃ।"

১৯। অর্থাৎ ম রু দ্‌ গ ণ এই বিশেষ্যের সহিত স্বা ধী ন ব ল এই বিশেষণ যোগ করিয়া ঐ পুরোডাশ প্রদান করিতে হইবে ; স্বা ধী ন ব ল শব্দের মূল "স্বতবোভ্যঃ ;" কা. শ্রৌ. সূত্রে (৫. ১. ১৬) "স্বতবস্ত্যঃ" পাঠ আছে।

২০। কাণ্বশাখায় আছে—" তদুত যাজ্যানুবাক্যে স্বতবত্যৌ ন বিন্দন্তি ; যদি যাজ্যানুবাক্যে স্বতবত্যৌ ন বিন্দেদপি মারুত্যাবেব স্যাতাম্।"

২১। "অথাতঃ ;" সায়ণ এখানে 'অতঃ' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'যে হেতু মারুত যাগের দ্বারা মরুদ্‌গণকৃত হিংসা।পরিহৃত।হওয়ায় সৃষ্ট প্রজাসমূহ সুখে অবস্থান করিয়া অন্ন অকাঙ্ক্ষা করে, সেই জন্য তাহাদিগের নিমিত্ত পয়োরূপ অন্ন উৎপাদন করিবার জন্য পয়স্যাযাগ করা উচিত।' ব্রহ্ম-সূত্রের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (১. ১. ১) সূত্রের 'অতঃ' শব্দকে সমস্ত ভাষ্যকারই হেতু-অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু স্বকীয় বিজ্ঞানামৃতভাষ্যে অর্থ করিয়াছেন "অতঃ ইত্যত্র ইদমা প্রকৃত-সূত্রমুচ্যতে পঞ্চমী চাবধৌ, তথাচ ইদং সূত্রমারভ্যেত্যর্থঃ ;" অর্থাৎ তিনি এখানে অবধি-অর্থে (হেতু অর্থে নহে) পঞ্চমী বলিতে চাহেন, তবেই তাহার, অর্থ হয়—'এই হইতে ;' অর্থাৎ 'এই (সূত্র) হইতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।' ব্রাহ্মণের এই সকল স্থলে (১৮ কণ্ডিকা দেখ) বিজ্ঞানভিক্ষুর মত সমর্থন করিতে পারা যায়।

২২। ইহারই অপর নাম আ মি ক্ষা (কা. শ্রৌ. ৩. ৩. ১০. যাজ্ঞিকদেব), বঙ্গদেশে ইহা ছা না

তেছে)। পয় হইতেই প্রজাসমূহ সম্ভূত (বর্দ্ধিত) হইয়া থাকে, এবং পয় হইতেই সম্ভূত হইয়াছে; অতএব যাহা হইতে তাহার সম্ভূত হইয়াছে, ও যাহা হইতে সম্ভূত হয়, তিনি ইহাতে (পয়স্যাযাগের দ্বারা) তাহাদিগের (প্রজাদের) জন্য তাহাই (সম্পাদন) করিয়া থাকেন; এবং তিনি যে সকল প্রজাকে পূর্ব্ব (কথিত আগ্নেয়াদি পঞ্চ)[২৩] হবির দ্বারা সৃষ্টি করেন, তাহারা এই পয়স্যার (প্রকৃতিভূত) পয় হইতে সম্ভূত (বর্দ্ধিত) হইয়া থাকে।

১৬। তাহাতে (ঐ পয়স্যাতে) মিথুন (বিদ্যমান) আছে; (কেননা) পয়স্যা স্ত্রী, এবং বাজিন রেত। সেই মিথুন হইতে (এই) অপরিমিত বিশ্ব অনুক্রমে জাত হইয়াছে। অতএব যেহেতু এই মিথুন হইতে অপরিমিত বিশ্ব অনুক্রমে জাত হইয়াছে, সেইহেতু (ঐ পয়স্যা) বৈশ্বদেবী (বিশ্বদেবসম্বন্ধিনী) হইয়া থাকে।

১৭। অনন্তর দ্যৌ ও পৃথিবীর জন্য এক কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ (প্রদত্ত) হইয়া থাকে। প্রজাপতি এই সমস্ত (পূর্ব্বোক্ত) হবির দ্বারা প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে দ্যৌ ও পৃথিবীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন, এবং তাহারাও (সেইরূপে) দ্যৌ ও পৃথিবীর দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। এই প্রকারই তিনি (যজমান) যে সকল প্রজাকে এই (পূর্ব্বোক্ত) হবিসমূহ দ্বারা সৃষ্টি করেন, তাহাদিগকে দ্যৌ ও পৃথিবীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন; এবং সেই জন্যই দ্যৌ ও পৃথিবীর জন্য এক কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ (প্রদত্ত) হইয়া থাকে।

১৮। অনন্তর এই স্থান হইতে[২৪] (কার্য্য-) প্রণালীই (উক্ত হইতেছে)। তাঁহারা (এই মনে করিয়া) উ ত্ত র বে দি[২৫] উত্থাপিত করেন না যে,

---

নামে প্রসিদ্ধ। দ্রঃ—"পয়স্যা ভবতি পয়ো হি বা এতস্মাদপক্রামতি"—ঐ. ব্রা. ২. ৩, ৬; তৈ. ব্রা. ১. ৬. ২০. ৪; কা. শ্রৌ. ৪. ৪. ৮-৯; ১ম খণ্ড ১৪৪ পৃঃ। ছানার জলকে বা জি ন বলে।

২৩। ৮ম হইতে ১১শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

২৪। ২১শ টীকা দ্রষ্টব্য; সায়ণ এখানে "অতঃ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'যেহেতু প্রধান (কার্য্য) -সমূহের অঙ্গের অপেক্ষা আছে, সেই কারণে।'

২৫। আহবনীয় অগ্নির উত্তর দিকে চা ত্বা ল হইতে গৃহীত মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত স্থণ্ডিলের নাম উ ত্ত র বে দি, ইহা ব রু ণ প্র ঘা সে আবশ্যক হয়। বৈ শ্ব দে বে তাহার প্রয়োজন হয় না। বিশেষ বিবরণ ২. ৪. ৩. ৫ম কণ্ডিকার টীকায় দ্রষ্টব্য।

(ইহাতে[২৬] অনুষ্ঠীয়মান কার্য্য) বিসৃষ্ট (অর্থাৎ অপ্রতিবদ্ধ) হইতে পারিবে, সমগ্র (সম্পূর্ণ) হইতে পারিবে, এবং বিশ্বদেব-সম্বন্ধী[২৭] হইতে পারিবে। বর্হি (প্রথমে) তিন ভাগে (পৃথক্ পৃথক্) বদ্ধ হয়, এবং পুনর্ব্বার তাহাকে এক করিয়া বন্ধন করা হয়; কেননা, ইহাই প্রজোৎপত্তির রূপ, কারণ পিতা ও মাতা এই (উভয়ই) উৎপাদক হন, এবং যে জন্মগ্রহণ করে সে (তাঁহাদের) তৃতীয়।[২৮] সেই জন্য (ঐ বর্হি প্রথমে) তিন ভাগে (বদ্ধ) হইয়া পুনর্ব্বার এক করিয়া (বদ্ধ হইয়া থাকে)। (সেখানে দর্ভের) প্রসূ (পুষ্পিত অঙ্কুর)-সমূহ বদ্ধ হইয়া থাকে, এবং তৎসমুদয়কে তিনি প্র স্ত র রূপে গ্রহণ করেন; কেননা ইহা (বৈশ্বদেব কর্ম্ম) উৎপাদক, এবং প্রসূসমূহও উৎপাদক; সেই জন্য তিনি প্রসূসমূহকে প্রস্তররূপে গ্রহণ করেন।

১৯। তাঁহারা হবিসমূহ আসাদন (স্থাপন) করিয়া অগ্নি মন্থন করেন।[৩০]

২৬। অর্থাৎ সেই বেদি না করায়।

২৭। অসমগ্র বস্তু বিশ্বদেবযোগ্য নহে—সায়ণ।

২৮। কা. শ্রৌ. ৫. ১. ২৫। তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৩. ১।

২৯। দ্রঃ —১. ২. ৬. ৫, ৭ম টীকা; ১. ৭. ১. ১১।

৩০। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (৫. ৮. ৩১) অগ্নিমন্থনসম্বন্ধে এই সকল বিধি লিখিত হইয়াছে:—অধ্বর্য্যু যজ্ঞিয় কাষ্ঠখণ্ড গ্রহণ করিয়া "তুমি অগ্নির জন্মস্থান ('জনিত্র')" এই মন্ত্রে (বা. স. ৫. ২. ১.) তাহা বেদিতে স্থাপন করিবেন, "তোমরা উভয়ে (অরণিদ্বয়ের) সামর্থ্য-সম্পাদক ('বৃষণৌ')" এই মন্ত্রে (২) দর্ভতৃণদ্বয় পূর্ব্বাগ্র করিয়া ঐ কাষ্ঠখণ্ডের উপরে স্থাপন করিবেন, এবং তদনন্তর "তুমি উর্ব্বশী" (উ র্ব্ব শী যেমন পু রূ র বা র ভোগের জন্য নীচে শয়ন করে, তুমিও সেইরূপ নীচে অবস্থিতা হইলে—মহীধর) এই মন্ত্রে (৩) ঐ তৃণদ্বয়ের উপরে অ ধ রা র ণি কে উক্ত রূপ করিয়া স্থাপন করিবেন। অনন্তর "তুমি আয়ু" এই মন্ত্রে (৪) প্র ম ন্থে র অগ্রভাগ দ্বারা স্থালীস্থিত আজ্য স্পর্শ করিয়া "তুমি পু রূ র বা" (পু রূ র বা যেমন উ র্ব্ব শী র উপরে থাকে প্র ম ন্থ ও সেইরূপ উর্ব্বশীরূপা অ ধ রা র ণি র উপরে থাকে বলিয়া প্র ম ন্থ কে পু রূ র বা বলা হইতেছে —মহীধর) এই মন্ত্রে (৫) প্র ম ন্থ কে অ ধ রা র ণি র মধ্যস্থলে স্থাপন করিতে হয়। (অনন্তর প্র ম ন্থে র উপরে চা ত্র এবং তদুপরি উত্তরাগ্র ও বি লী স্থাপন করিয়া একজন তাহা ধারণ করিয়া থাকেন, এবং অধ্বর্য্যু চা ত্রে তিন ফের নে ত্র অর্থাৎ রজ্জু বন্ধন করিয়া মন্থন করিতে আরম্ভ করেন)। দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৫. ২. ১—৩।

অগ্নি জাত হইবার পর প্রজাপতির প্রজাসমূহ জাত হইয়াছিল,[৩১] এবং সেই প্রকারই অগ্নি জাত হইবার পর ইঁহার (যজমানের) প্রজাসমূহ জাত হইয়া থাকে ; সেই জন্য তাঁহারা হবিসমূহ আসাদন করিয়া অগ্নি মন্থন করিয়া থাকেন।

২০। (বৈশ্বদেব পর্ব্বে) নয়টি প্রয়াজ ও নয়টি অনুযাজ হইয়া থাকে। বিরাট্ (ছন্দ) দশাক্ষর হয়, অতএব তিনি (ইহাতে) প্রজননের (অর্থাৎ প্রজোৎপত্তিসাধনের) জন্য উভয় দিকেই[৩২] এই ন্যূন বিরাট্কে (উৎপন্ন) করিয়া থাকেন। প্রজাপতি এই উভয়দিকে ন্যূন প্রজনন (উৎপত্তিসাধন) হইতেই ইহা হইতে ঊর্দ্ধবর্ত্তিনী ও ইহা হইতে নিম্নবর্ত্তিনী প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; সেই প্রকারই তিনি এই উভয়দিকে ন্যূন প্রজনন হইতে ইহা হইতে ঊর্দ্ধবর্ত্তিনী ও ইহা হইতে নিম্নবর্ত্তিনী প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং সেইজন্যই (বৈশ্বদেবে) নয়টি প্রযাজ ও নয়টি অনুযাজ হইয়া থাকে।[৩৩]

২১। (ইহাতে) তিনটি স মি ষ্ট য জুঃ[৩৪] হইয়া থাকে ; কেননা, ইহা (অন্যান্য) হবির্যজ্ঞ হইতে মহত্তর ("জ্যায়ঃ"),[৩৫] (কারণ) ইহাতে নয়টি প্রযাজ ও নয়টি অনুযাজ হইয়া থাকে। অথবা একটিও (সমিষ্টযজুঃ) হইতে পারে, কেননা ইহা হবির্যজ্ঞ।[৩৬] তাঁহার (যজমানের, গোষ্ঠে) প্রথম জাত গো (এই বৈশ্বদেব পর্ব্বের) দক্ষিণা হইয়া থাকে।

৩১। দ্রঃ—৪র্থ কণ্ডিকা।

৩২। অর্থাৎ প্রধান যাগের পূর্ব্বে ও পরে—সায়ণ।

৩৩। বরুণপ্রঘাসেও এইরূপ, ২. ৪. ৩. ৩০, ৪১ ; সাকমেধীয় মহাহবিতেও এইরূপ, কা. শ্রৌ. ৫.২. ৮।

৩৪। দ্রষ্টব্য ১. ৭. ৩. ২৫ ইত্যাদি।

৩৫। দর্শ ও পূর্ণমাস হবির্যজ্ঞের মধ্যে ; ইহাতে প্রযাজ পাঁচটি ও অনুযাজ তিনটি (১. ৪. ৪. ১ ; ১. ৬. ৪. ১১—১৩)। বৈশ্বদেব পর্ব্বে তাহারা প্রত্যেকে নয়টি হওয়ায় তাদৃশ দর্শ-পূর্ণমাস হইতে ইহা মহত্তর।

৩৬। সমিষ্টযজুর্হোম একটি হইলে দর্শ-পূর্ণমাসে (১. ৭. ৩. ২৮) যে মন্ত্রে (বা. স. ২. ২১. ২ ; ৮. ২১) হোম করা হয়, এখানেও সেইমন্ত্রে হইয়া থাকে। তিনটি হইলে একটি বাত, একটি যজ্ঞ, ও আর একটি যজ্ঞপতিকে হুত হইয়া থাকে ; তাহাদের মন্ত্র যথাক্রমে বা. স. ৮. ২১ ; ৮. ২২. ১ ; ৮. ২২. ২। কা. শ্রৌ. ৫. ২. ৮।

২। বরুণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারা বরুণগৃহীত হওয়ায় পরিদীর্ণ[২] হইতে লাগিল, নিশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে (হাঁফাইতে হাঁফাইতে)[৩] তাহারা শুইয়া পড়িয়াছিল ও বসিয়া পড়িয়াছিল। প্রাণ ও উদানই (এই দুই বায়ুই)[৪] ইহাদিগের নিকট হইতে অপক্রান্ত হয় নাই, আর অন্য সমস্ত দেবতাই[৫] অপক্রান্ত হইয়াছিল; এবং তাহাদের উভয়ের জন্যই ইহার (প্রজাপতির) প্রজাসমূহ পরাভূত (বিনষ্ট) হয় নাই।

৩। প্রজাপতি তাহাদিগকে এই (বরুণপ্রঘাস) হবির দ্বারা চিকিৎসা করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার যে সমস্ত প্রজা জাত ছিল, এবং যে সমস্ত অজাত (অর্থাৎ জনিষ্যমাণ) ছিল, সেই উভয়বিধকেই তিনি তাহা দ্বারা বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহার সেই সমস্ত প্রজা রোগহীন ও পাপহীন হইয়াছিল।[৬]

৪। ইনি (যজমান) যে (বৈশ্বদেবের) পর চতুর্থমাসে[৭] এই সকল

বরুণের যব প্রঘাস অর্থাৎ ভক্ষণ হেতু প্রজাসমূহের নাম বরুণপ্রঘাস। অনন্তর তিনি বলিয়াছেন যে, ঐরূপে বরুণপাশগৃহীত প্রজাবৃন্দের পাশ বিমোচনের জন্য অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া তৎকর্তার যাগেরও নাম বরুণপ্রঘাস।

২। "পরিদীর্ণাঃ;" সায়ণ—"পরিতো দীর্য্যমাণাবয়বাঃ," তাহাদের শরীর চারিদিকে ফাটিয়া গিয়াছিল।

৩। "অনন্ত্যশ্চ প্রাণন্ত্যশ্চ;" "অনন্ত্যঃ চেষ্টমানাঃ হস্তপদাদিধূননং কুর্ব্বাণাঃ প্রাণন্ত্যশ্চ প্রাণনব্যাপারং শ্বাসোচ্ছ্বাসাদিলক্ষণং কুর্ব্বন্ত্যঃ"—সায়ণ।

৪। ১.১.৩.৩, ৬ষ্ঠ টীকা দ্রষ্টব্য।

৫। অর্থাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয়; সায়ণ বলেন—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী অগ্ন্যাদি দেবতা।

৬। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে (১.৬.৪.১) এতৎসম্বন্ধে আখ্যায়িকাটি এই প্রকার:—প্রজাপতি সবিতা (অর্থাৎ ভূতসমূহের উৎপাদক) হইয়া প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহারা ইঁহাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল এবং ইঁহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিল। ইনি বরুণ হইয়া বরুণের (বরুণপাশরূপ জলোদর রোগের—সায়ণ তৈ. স. ৯.৮.৩.১) দ্বারা সেই প্রজাসমূহকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রজাসমূহ বরুণগৃহীত হইয়া পুনর্ব্বার প্রজাপতিকে নাথরূপে স্বীকার করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার নিকট ধাবিত হইয়াছিল। তিনি তখন এই বরুণপ্রঘাস-নামক যাগসমূহ দর্শন করিলেন, এবং তৎসমূহের অনুষ্ঠান করিলেন ও তাহাদেরই দ্বারা বরুণপাশ হইতে প্রজাসমূহকে মুক্ত করিলেন।

৭। ২.৫.২.১, ১ম টীকা; "অথ যচ্চতুর্ষু চতুর্ষু মাসেষু স চাতুর্মাস্যযাজী..." আপ. শ্রৌ. ৮.৪.১৩; কা. শ্রৌ. ৫২.১৯-২০।

(বক্ষ্যমাণ হবির) দ্বারা যাগ করেন, (তাহার কারণ এই যে), তাহাতে বরুণ ইঁহার প্রজাসমূহকে সেইরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না ; দেবগণ (পূর্ব্বে ইহা) করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনিও ইহা করেন ; এবং যে সকল প্রজা হইয়াছে, ও যে সকল প্রজা হয় নাই (অর্থাৎ জনিষ্যমাণ), ইনি সেই উভয়কেই বরুণ-পাশ হইতে প্রমুক্ত করেন, এবং ইঁহার সেই প্রজাসমূহ রোগহীন ও পাপহীন হইয়া থাকে। সেই জন্যই তিনি এই সকল (হবির) দ্বারা চতুর্থ মাসে যাগ করিয়া থাকেন।

৫। তাহাতে (বরুণ প্রঘাসে) বেদি দুইটি ও অগ্নি দুইটি হইয়া থাকে।[৮]

৮। এই দুইটি বেদির একটি অধ্বর্য্যুর ও অপরটি প্রতিপ্রস্থাতার। আহবনীয়ের পূর্ব্বদিকে তিন প্রক্রম (পদ) বা ততোধিক স্থান পরিত্যাগ করিয়া উত্তর ভাগে একটি এবং দক্ষিণ ভাগে আর একটি বেদি নির্ম্মিত হয়। উত্তর ভাগে নির্ম্মিত বেদি অধ্বর্য্যুর, দ্বিতীয়টি প্রতিপ্রস্থাতার। এই দুই বেদির মধ্যে এক প্রাদেশ অথবা ত্রয়োদশ অঙ্গুলি ('পৃথ', বৌধায়ন ; মণিবন্ধ হইতে মধ্যমাঙ্গুলির অগ্র পর্য্যন্ত—যাজ্ঞিকদেব) ব্যবধান থাকিবে (ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ ব্যবধানের জন্য দ্রষ্টব্যঃ—আপ. শ্রৌ. ৮.৫.১০)। এই উভয় বেদির মধ্যে প্রতিপ্রস্থাতার বেদির পরিমাণ দর্শপূর্ণমাসীয় বেদির ন্যায়ই হইয়া থাকে ; অধ্বর্য্যুর বেদির পরিমাণসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন ইহা পশ্চিম দিকে তির্য্যক্ (অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণে) বিস্তারে চারি অরত্নি, পূর্ব্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্যে ছয় বা সাত অরত্নি, এবং পূর্ব্বে তির্য্যক্ (বিস্তারে) তিন অরত্নি হইবে। কেহ কেহ বলেন পশ্চিমে তির্য্যক্ ৪০০ অঙ্গুলি, পূর্ব্ব-পশ্চিম দৈর্ঘ্যে ১৮০ অঙ্গুলি, এবং পূর্ব্বে উত্তর-দক্ষিণ বিস্তারে ৮৩ অঙ্গুলি হইবে। অঙ্গুলি-শব্দে এখানে এক অরত্নির চতুর্বিংশ ভাগ বুঝিতে হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন, উল্লিখিত দুই প্রকার হইতেও অধিকপ্রমাণ বেদি করিতে পারা যায়। উত্তরদিকের বেদির পূর্ব্বধারে ঠিক মধ্যস্থলে একটী শঙ্কু (অর্থাৎ কীলক, খুঁটি) স্থাপন করিতে হয়। দক্ষিণভাগের বেদিতে উৎকর (বেদি মার্জ্জন করিয়া ধূলি-প্রভৃতি ফেলিবার জন্য ক্ষুদ্র গর্ত্ত) করিতে হয় না, উত্তরদিকের বেদিতে যে উৎকর থাকে তাহাতে উভয় বেদিরই কার্য্য হইয়া থাকে। বেদির নির্ম্মাণ ও মার্জ্জনাদির পর অধ্বর্য্যু স্ফ্য (১.১.২.৮, টীকা ; ১.২.২.৩, টীকা) ও শম্যা (খদিরকাষ্ঠনির্ম্মিত ৩৬ অথবা ৩২ অঙ্গুলি দীর্ঘ কাঠি, ইহার অগ্রে আট অঙ্গুলি পর্য্যন্ত এক একটী করিয়া বর্ত্তুল গ্রন্থি রচনা করা হয় ; কেহ বলেন ইহা প্রাদেশপ্রমাণ, দ্বাদশাঙ্গুল। বিশেষ বিবরণ অন্যত্র যজ্ঞিয়পাত্র-নামক বিশেষ অংশে প্রদত্ত হইবে।) গ্রহণ করিয়া উত্তরদিকের বেদির উৎকর প্রদেশের পূর্ব্বে গমনাগমনের জন্য একটু পথ ছাড়িয়া বেদির সংলগ্ন (শাখান্তর-মতে এক বা দুই প্রক্রম ব্যবধানে, অথবা অপরিমিত স্থলেই) একটি চাত্বাল (গর্ত্ত, বক্ষ্যমাণ প্রকারে নির্ম্মিত গর্ত্তের নাম চাত্বাল, "মানাদিসংস্কারসংস্কৃতস্য গর্ত্তস্য নামধেয়ম্—যাজ্ঞিকদেব, কা. শ্রৌ. ৫. ৩. ২০) খনন করেন। খননের প্রণালী এইরূপ :—প্রথমে পূর্ব্বোক্ত

সেখানে যে বেদি দুইটি ও অগ্নি দুইটি হইয়া থাকে, তাহাতে তিনি (উত্তর ও দক্ষিণ এই) উভয় দিকেই প্রজাসমূহকে বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত করিয়া দেন —(যে সকল প্রজা) এখান হইতে ঊর্দ্ধবর্ত্তিনী ও এখান হইতে অধোবর্ত্তিনী। সেই জন্যই বেদি দুইটি হইয়া থাকে।

স্থানে শম্যাখানি পশ্চিম দিকে উত্তরাগ্ররূপে স্থাপন করিয়া (বা. স. ৫. ৯. ১ মন্ত্রে) স্ফ্য দ্বার তাহার ভিতরে ধারে ধারে উত্তরাগ্র একটি রেখা করিতে হইবে। তাহার পর মধ্যে একশম্যা পরিমিত ব্যবধান দিয়া পূর্ব্বদিকে পূর্ব্ববৎ উত্তরাগ্র শম্যা পাতিত করিয়া (বা. স. ৫. ৯. ২. মন্ত্রে) স্ফ্য দ্বারা রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে, এইরূপ যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্বেও শম্যা ও স্ফ্য সাহায্যে (বা. স. ৫. ৯. ৩—৪ মন্ত্রে) অপর দুইটি রেখা অঙ্কিত করিলে একটি চতুষ্কোণ স্থান অঙ্কিত হইবে। অনন্তর অধ্বর্যু যজমানকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট থাকিয়া (বা. স. ৫. ৯. ৫ মন্ত্রে।) ঐ অঙ্কিত স্থানে স্ফ্য দ্বারা প্রহার করেন, এবং হস্ত ও স্ফ্য দ্বারা উৎখাত পুরীষ (মৃত্তিকা) গ্রহণ করিয়া (বা. স. ৫. ৯. ৬—৭ মন্ত্রে) পূর্ব্ব স্থাপিত শঙ্কুর নিকট লইয়া স্থাপন করেন। আগ্নীধ্র ঐ মৃত্তিকাকে হস্তদ্বয় দ্বারা সেখানে চাপিয়া দেন। অধ্বর্যু পূর্ব্ববৎ অথবা দুইবার মৃত্তিকা আনয়ন করেন, এবং আগ্নীধ্রও তাহা সেখানে চাপিয়া দেন। অনন্তর অধ্বর্য্যু অ ভ্রি (কোদালবিশেষ) গ্রহণ করিয়া ঐ চাত্বাল খনন করেন ও (বক্ষ্যমাণ) উ ত্ত র বে দি নামক স্থণ্ডিলের উপযুক্ত মত মৃত্তিকা কোনো ঝুরীতে গ্রহণ করিয়া (বা. স. ৫. ৯. ৮ মন্ত্রে) পূর্ব্বোক্ত শঙ্কু স্থানে লইয়া যান, এবং তাহা দ্বারা একটি শম্যাপরিমাণ চতুষ্কোণ বেদি নির্ম্মাণ করেন। উত্তরদিকের বেদির ক্ষেত্রফলের এক তৃতীয়াংশ সমচতুরস্র করিলে যতটা হয়, এই বেদি ততটা হইলেও চলে। ইহারই নাম উ ত্ত র বে দি (অর্থাৎ উপরিস্থিত বা উত্তরদিকে স্থিত বেদি)। এই উত্তরবেদির মধ্যস্থলে প্রাদেশপ্রমাণ সমচতুরস্র একটি নাভি (গর্ত্ত) করিতে হয়। অনন্তর (বা. স. ৫. ১০, ২ মন্ত্রে) উত্তরবেদি প্রোক্ষণ করিয়া (৫. ১০. ৩ মন্ত্রে) তদুপরি সিকতা ছড়াইয়া দেওয়া হয়, এবং সমস্ত রাত্রি উদুম্বর শাখা, প্লক্ষশাখা, অথবা দর্ভসমূহের দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখা হয়। অনন্তর প্রাতঃকালে অধ্বর্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা উভয়েই এক একটি ইধ্ম (একত্র বদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডসমূহ, ১, ২. ৩. ১, টীকা দ্রষ্টব্য ; এ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে) আহবনীয় অগ্নিতে ধরাইবার জন্য স্থাপন করেন. এবং তাহা ধরিয়া উঠিলে গ্রহণ করিয়া, সিকতা (উ প য ম নী, "উপযম্যতে উপগৃহ্যতে অগ্নিরাভিরিতি উপযমন্যঃ সিকতাঃ ; অগ্ন্যুদ্ধারণার্থে পাত্রে সন্তাপপরিহারায় উপ সমীপে কলয়ন্তি স্থাপয়ন্তীতি হরিস্বামিনঃ—কা. শ্রৌ. ৫. ৪. ২. ব্যাখা), অথবা (চাত্বাল হইতে গৃহীত) মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ কর্পরাদি পাত্রে তাপ নিবারণের জন্য স্থাপন করিয়া (যথোক্ত বিধিতে) উভয়েই স্ব স্ব বেদিতে লইয়া যান ; প্রতিপ্রস্থাতা নিজের অগ্নি লইয়া যাইবার সময় তাহা বাম হস্তে ধারণ করিয়া, দক্ষিণ হস্তে স্ফ্য দ্বারা আহবনীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্বর্যুবেদির মধ্যস্থল পর্যান্ত, কিংবা উত্তরবেদি

৬। তিনি উত্তর দিকেরই বেদিতে উ ত্ত র বে দি উত্থাপিত করেন, দক্ষিণ দিকের (বেদিতে) নহে। ক্ষত্রই বরুণ,[৯] এবং মরুৎসমূহ প্রজা ("বিশঃ"); তিনি ইহাতে ক্ষত্রকেই প্রজাসমূহের উপরে ("উত্তরং") করেন, এবং সেই জন্যই উপরি-আসীন ক্ষত্রিয়কে নীচে স্থিত প্রজাগণ উপাসনা করিয়া থাকে। অতএব তিনি উত্তর দিকেরই বেদিতে উ ত্ত র বে দি কে উত্থাপিত করেন, দক্ষিণ দিকের নহে।

৭। (এখানে) এই পাঁচটি হবিই হইয়া থাকে;[১০] কেননা প্রজাপতি এই সমস্ত হবিরই দ্বারা প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে সকল (প্রজা) ইহা হইতে উর্দ্ধে এবং ইহা হইতে নিম্নে অবস্থিত, প্রজাপতি সেই সমস্ত

পর্য্যন্ত অথবা উত্তরবেদির দাক্ষিণশ্রোণি পর্য্যন্ত একটি রেখা অঙ্কিত করেন। অধ্বর্য্যু উত্তরবেদি সমীপে অগ্নি লইয়া গিয়া অন্য ব্যক্তিকে সেই অগ্নি ধারণ করিতে দেন, এবং নিজে প্রোক্ষণী জল লইয়া ও উত্তরবেদির দক্ষিণ ভাগে বেদিমধ্যে উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া ঐ জলের দ্বারা উত্তরবেদির যথাক্রমে পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিক্ (বা. স. ৫. ১১. ১-৪) প্রোক্ষণ করেন, এবং অবশিষ্ট জল বেদির বাহিরে দক্ষিণাংসের সংলগ্ন স্থানে ঢালিয়া দেন (বা. স. ৫. ১১. ৫)। অধ্বর্য্যু পূর্ব্বেই জুহূতে পাঁচবার আজ্য গ্রহণ করিয়া কাহাকেও ধারণ করিবার জন্য দিয়া রাখেন, এবং আর এক জন দেবদারুকাষ্ঠের তিন খানি প রি ধি (১. ২. ৬. ১৩, টীকা ১৫) গুগ্গুলু, সুগন্ধি-তেজন (রোহীত বৃক্ষের পুষ্প), এবং মেষের মস্তকস্থিত লোম এই কয়টি জিনিস আর এক জনের হস্তে থাকে। বেদি প্রোক্ষণের পর অধ্বর্য্যু বেদির উত্তর দিকে উপবেশন ও দক্ষিণ জানু আকুঞ্চিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত নাভির চারিদিকে দর্ভ আস্তরণ করিয়া স্বর্ণ অবলোকন করিতে করিতে নাভির দুই শ্রোণি, দুই অংস ও মধ্য স্থলে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চগৃহীত আজ্য (বা. স. ৫. ১২. ১-৫) হোম করেন, এবং সেই নাভিকে পরিবেষ্টিত করিয়া পরিধি তিনখানি স্থাপন করেন (বা. স. ৫. ১৩. ১), ও নাভিমধ্যে গুগ্গুলু, সুগন্ধিতেজন ও মেষলোম স্থাপন করিয়া থাকেন (বা. স. ৫. ১৩. ২)। অনন্তর তিনি এই গুগ্গুলুপ্রভৃতি দ্রব্যের উপরেই অগ্নিকে স্থাপন করেন। প্রতিপ্রস্থাতাও নিজের বেদিতে নির্ম্মিত এক অরত্নি সমচতুরস্র আহবনীয় খরে পঞ্চবিধ ভূমিসংস্কার (৩য় পৃষ্ঠা) এবং রেখাঙ্কন (? "উদ্ধত", পুনরুল্লেখন) ও অভ্যুক্ষণ করিয়া তাহাতে অগ্নি স্থাপন করেন। দ্রঃ —কা. শ্রৌ. ৫. ৩; ৫. ৩. ৪. ১—১৯।

৯। ক্ষত্র—ক্ষত্রিয় জাতি। দ্রঃ—১৪. ৪. ২. ২৩। দক্ষিণ বেদিতে মরুদ্গণের যাগ হইয়া থাকে।

১০। বৈশ্বদেবে আগ্নেয়প্রভৃতি যে পাঁচটি হবি বিহিত হইয়াছে, বরুণপ্রঘাসেও ঐ কয়টি হইয়া থাকে; দ্রঃ—২. ৪. ২. ৮ ইত্যাদি।

প্রজাকে ইহাদের দ্বারা বরুণ পাশ হইতে উভয়দিকে প্রমুক্ত করিয়াছিলেন ; সেই জন্য এই পাঁচটি হবি হইয়া থাকে।

৮। অনন্তর ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য দ্বাদশ কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে।[১১] ইন্দ্র ও অগ্নি (যথাক্রমে) প্রাণ ও উদান (-স্বরূপ) ; যেমন কেহ পুণ্য (কার্য্য উপকার) করিলে (তাহার প্রত্যুপকাররূপ) পুণ্য (কার্য্য) করিতে হয়, ইহাও সেইরূপ। তাঁহাদেরই উভয়ের জন্য ইহার (যজমানের) প্রজা-সমূহ পরাভূত হইয়া যায় নাই ; তিনি তাহাতে প্রাণ ও উদানেরই দ্বারা প্রজা-সমূহের চিকিৎসা করিয়া থাকেন,—প্রাণ ও উদানকে প্রজাসমূহের মধ্যে স্থাপন করেন ; এই নিমিত্ত ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য দ্বাদশ কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে।

৯। উভয় (বেদিতেই) পয়স্যা (-রূপ) হবি হইয়া থাকে। পয় হইতেই প্রজাসমূহ সম্ভূত (বৃদ্ধি প্রাপ্ত) হয়, এবং পয় হইতেই তাহার সম্ভূত হই-য়াছে ; অতএব যাহা হইতে (প্রজারা) সম্ভূত হইয়াছে ও যাহা হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে, তাহা (অর্থাৎ তাদৃশ সম্ভবের কারণস্বরূপ পয়) থাকা হেতুই তিনি ইহাতে (অর্থাৎ পয়স্যারূপ হবি-প্রদানে) যে সকল (প্রজা) এখান হইতে ঊর্দ্ধে এবং যে সকল (প্রজা) এখান হইতে নিম্নে অবস্থিত রহিয়াছে, সেই সমস্ত প্রজাকে বরুণপাশ হইতে উভয়দিকে প্রমুক্ত করেন।

১০। উত্তরা (অর্থাৎ অধ্বর্য্যুর উত্তরবেদিস্থিত পয়স্যা) বরুণের জন্য হয় ; কেননা, বরুণই ইহার (প্রজাপতির) প্রজাসমূহকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ; অতএব তিনি ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে বরুণপাশ হইতে প্রজাগণকে প্রমুক্ত করেন। দক্ষিণা (অর্থাৎ প্রতিপ্রস্থাতার দক্ষিণবেদিতে অবস্থিত পয়স্যা) মরুদ্গণের জন্য হইয়া থাকে,[১৪] এবং মরুদ্গণের জন্য হইলেই তাহাতে পুনরুক্তি হয় না ; আর যদি উভয়ই (দুইটি পয়স্যাই) বরুণের জন্য হয়, তাহা হইলে তিনি পুনরুক্তি করিয়া

১১। "তত্র ষষ্ঠং হবিরৈন্দ্রাগ্নঃ দ্বাদশকপালঃ পুরোডাশো ভবতি"—কা. শ্রৌ. ৫, ৪ ২০ বৃত্তি।

১২। ২. ৪. ২. ৩ দ্রষ্টব্য।

১৩। কা. শ্রৌ. ৫. ৪. ২৩ বৃত্তি।

১৪। কা. শ্রৌ ৫. ৫. ৫।

করেন।[১৫] আরও, মরুদ্গণ দক্ষিণ দিকে ইহার (প্রজাপতির) প্রজাসমূহকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এবং তিনি তাঁহাদিগকে এই (পয়স্যা-) ভাগের দ্বারা উপশান্ত করিয়াছিলেন; সেই জন্য দক্ষিণা (পয়স্যা) মরুদ্গণের জন্য হইয়া থাকে।

১১। তিনি তাহাদের (পয়স্যাদ্বয়ের) উভয়েরই মধ্যে ক রী র (-নামক ফল) -সমূহ[১৬] প্রক্ষিপ্ত করেন। প্রজাপতি করীরসমূহের দ্বারা প্রজাগণের সুখ ("কং") করিয়াছিলেন, এবং তিনিও ইহাতে প্রজাগণের সুখ করিয়া থাকেন।

১২। তিনি তাহাদের উভয়েরই মধ্যে শমীপত্রসমূহ প্রক্ষিপ্ত করেন।[১৭] প্রজাপতি শমীপত্রসমূহের দ্বারা প্রজাগণের শুভ ("শং") করিয়াছিলেন, এবং তিনিও ইহাতে প্রজাগণের শুভ করিয়া থাকেন।

১৩। অনন্তর ক-এর (প্রজাপতির) জন্য এককপালসংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে। প্রজাপতি ক-সম্বন্ধী এককপালসংস্কৃত পুরোডাশের দ্বারা

১৫। অর্থাৎ উভয় পয়স্যাই বরুণের জন্য হইলে বরুণের নাম পুনরুক্ত হয়, ইহা উচিত নহে।

১৬। ক রী র এক প্রকার সুমিষ্ট ক্ষুদ্র ফল, সায়ণ লিখিয়াছেন "মধুরাঃ ফলবিশেষাঃ করীরাণি, তানি চোত্তরাপথে প্রসিদ্ধানি।" শ্রীযুত সামশ্রমী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, রাজপুতনার জয়পুর-প্রভৃতি অঞ্চলে এই সকল ফল প্রভূত জন্মে, কাঁচা অবস্থায় শাকরূপেও ইহা ব্যবহৃত হয়। "সৌম্যানি বৈ করীরাণি" (তৈ. ব্রা. :. ৬. ৪. ৫.) ইহার ব্যাখ্যায় (তৈ. স. ১. ৮. ৩. ১) সায়ণ লিখিয়াছেন করীর-অঙ্কুর সোমবল্লীর ন্যায়; তিনি এখানে আরো লিখিয়াছেন যে, কেহ কেহ খর্জ্জূরী ফলকেই করীর বলিয়া থাকেন। তৈত্তিরীয়সংহিতায় (২. ৪. ৯. ২) এ সম্বন্ধে এক আখ্যায়িকা আছে। (সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াও যে সকল যতির মুখে ব্রহ্মাত্মপ্রতিপাদক বেদান্ত শুনা যাইত না; ইন্দ্র সেই সমস্ত যতিকে বধ করিয়া আরণ্য কুকুরগণকে প্রদান করেন—কৌষীতকি ব্রাহ্মণ; তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও ৬ষ্ঠ কাণ্ডে এইরূপ ভাবের কথা আছে)। কুকুরগুলি যখন ঐ সমস্ত যতির মস্তক ভক্ষণ করে, তখন কপালাস্থিগুলি (ভূমিতে) পতিত হইয়াছিল, এবং তৎসমুদয়ই খর্জ্জূর-বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে; ইহাদের (সায়ণ বলেন,—ইহাদের ফলের) রস উপরে উঠিয়া (ভূমিতে) পড়িয়া যায়, এবং তাহাই করীর হইয়াছে। সায়ণ এখানেও করীরকে সোমলতা সদৃশ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যাজ্ঞিকদেব (কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ১) বলিয়াছেন যে, পাতাহীন কাঁটাগাছ—"অপর্ণঃ কণ্টকীবৃক্ষঃ।"

১৭। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ১।

প্রজাগণের সুখ ("কং") করিয়াছিলেন এবং, ইনিও ইহাতে ক-সম্বন্ধী এক-কপালসংস্কৃত পুরোডাশের দ্বারা প্রজাগণের সুখ করিয়া থাকেন ; অতএব ক-এর জন্য এককপালসংস্কৃত পুরোড়াশ হইয়া থাকে।

১৪। তাঁহারা[১৮] পূর্ব্বদিন[১৯] যবকে তুষহীন করিয়া এবং অন্বাহার্য্য-পচনে (দক্ষিণাগ্নিতে) তাহা ঈষৎ উপতপ্ত করিয়া (ভাজিয়া) তাহা দ্বারা গৃহে যতগুলি পরিবার থাকে, একাধিক ততগুলি ক র ম্ভ পা ত্র[২০] (সজ্জিত) করিবেন।

১৫। তাঁহারা সেই সময়ে (যব দ্বারা) একটি মেষ ও একটি মেষীকে (নির্ম্মাণ) করেন।[২১] তিনি যদি মেষ ('এড়ক') ছাড়া অপর কাহারো ঊর্ণা (লোম) পান, তবে তাহা প্রক্ষালন করিয়া সেই মেষ ও মেষীতে সংশ্লিষ্ট করিয়া দিবেন; আর যদি মেষ ছাড়া অপর কাহারো লোম না পান, তাহা হইলে কুশই ঊর্ণা (-রূপে ব্যবহৃত) হইতে পারিবে।

১৬। সেখানে যে মেষ ও মেষী (নির্ম্মিত) হয়, তাহার কারণ, এই যে মেষ, ইহা বরুণের প্রত্যক্ষ পশু; তিনি ইহাতে প্রত্যক্ষভাবেই বরুণপাশ হইতে প্রজাসমূহকে প্রমুক্ত করিতে পারেন। তাহারা দুইটি (মেষ ও মেষী) যবময় হয়; কেননা, বরুণ (যে সকল প্রজাকে) গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা যব ভক্ষণ করিয়াছিল।[২২] তাহারা দুইটি এক মিথুন হয়; এবং তিনি ইহাতে

১৮। অধ্বর্য্যু-যজমান-প্রভৃতি।

১৯। যেদিন বরুণপ্রঘাস হইবে, তাহার পূর্ব্বদিন।

২০। দধিযুক্ত ছাতুর নাম ক র ম্ভ, তৎপূর্ণ পাত্রের নাম ক র ম্ভ পা ত্র কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ২ যাজ্ঞিকদেব। সায়ণ এখানে ভৃষ্ট যবচূর্ণকেই ক র ম্ভ বলিয়াছেন। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ৩-৫।

২১। তুষহীন যব পেষণ করিয়া তাহারই দ্বারা একটি মেষ ও একটি মেষীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হয়। অধ্বর্য্যু মেষ ও প্রতিপ্রস্থাতা মেষী নির্ম্মাণ করেন। এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ. ৫. ৩. ৬. যাজ্ঞিকদেববৃত্তি। তৈত্তীরীয়ব্রাহ্মণেও (১. ৬. ৪. ৪) ইহা আছে।

২২। যব ভক্ষণ করায় বরুণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইজন্য তাহাদের মোচনের নিমিত্ত তিনি যবময় মেষ-মেষী প্রদান করিয়া সেই যবই তাঁহাকে আবার ফিরাইয়া দেন।

যাঁরা বরুণপাশ হইতে প্রজাসমূহকে প্রমুক্ত করিয়া থাকেন।

১৭। তিনি উত্তর[২৩] পয়স্যাতে মেষীকে এবং দক্ষিণ[২৪] পয়স্যাতে মেষকে অবস্থাপিত করেন ; এইরূপেই মিথুন সম্পন্ন হইয়া থাকে, কেননা স্ত্রী পুরুষের নিকট উত্তর (বাম) দিকেই শয়ন করিয়া থাকে।[২৫]

১৮। অধ্বর্য্যু সমস্ত হবিকেই উত্তরবেদিতে আসাদিত (উপস্থাপিত) করেন, আর প্রতিপ্রস্থাতা কেবল (মরুদ্গণের জন্য) এই পয়স্যাকে দক্ষিণ বেদিতে স্থাপন করিয়া থাকেন।[২৬]

১৯। তিনি (অধ্বর্য্যু) হবিসমূহ আসাদন করিয়া অগ্নি মন্থন করেন এবং অগ্নি মন্থন করিয়া (ও তাহাকে বিহিত মন্ত্রে[২৭] আহবনীয়খরে) প্রক্ষিপ্ত করিয়া (তাহাতে বিহিত মন্ত্রে[২৮]) হোম করেন। অনন্তর কেবল অধ্বর্য্যুই[২৯] (হোতাকে) বলেন—'সন্দীপ্যমান অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া আপনি (সামিধেনী-সমূহ) উচ্চারণ করুন !'[৩০] তাঁহারা উভয়েই (অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা, অগ্নিতে এক-একখানি করিয়া) দুইখানি ইধ্ম নিক্ষেপ করেন, উভয়েই (এক-একখানি করিয়া) দুইখানি সমিৎ অবশিষ্ট রাখেন, এবং উভয়েই প্রথম আহুতিদ্বয় (পূর্ব্বাঘার)[৩১] প্রক্ষিপ্ত করেন। অনন্তর কেবল অধ্বর্য্যুই (আগ্নীধ্রকে) বলেন—'আগ্নীধ্র, অগ্নিকে সম্মার্জ্জন করুন !' (এই) আদেশ (-অনুসারে অগ্নি) সম্মার্জ্জিত না হইতেই[৩২]—

২৩। অর্থাৎ অধ্বর্য্যুর উত্তর দিকের বেদিতে স্থিত।

২৪। অর্থাৎ প্রতিপ্রস্থাতার দক্ষিণ দিকের বেদিতে স্থিত।

২৫। কা. শ্রৌ. ৫,৫,৩।

২৬। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ৪—৫।

২৭। বা. স. ৫.৩।

২৮। বা. স. ৫.৪।

২৯। প্রতিপ্রস্থাতাও ইঁহার সহিত বলিবেন না।

৩০। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য :—১.৩. ২.১ ইত্যাদি।

৩১। ১. ৩. ৬. ১ ইত্যাদি।

৩২। "অসম্মৃষ্টমেব ভবতি সম্প্রেষিতম্ ;" ভাবানুবাদ করা হইয়াছে, দ্র :—কা. শ্রৌ. ৫.৫.৬ ও বার্ত্তিকদেব।

২০। প্রতিপ্রস্থাতা (গার্হপত্যের পশ্চিমে পত্নীর উপবেশন স্থানের নিকট) প্রত্যাগমন করেন। তিনি পত্নীকে (করম্ভপাত্র-হোমের উদ্দেশে আহবনীয়-সমীপে) লইয়া যাইবার জন্য প্রশ্ন করেন—'আপনি কাহার সহিত বিচরণ করেন?'[৩৩] তিনি যে অন্যের হইয়া অন্যের সহিত বিচরণ করেন, তাহাতে বরুণেরই (নিকটে পাপ) করিয়া থাকেন। তিনি (অধ্বর্যু) যে তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, তাহার কারণ এই যে, তিনি (অধ্বর্যু) মনে করেন—'পাছে ইনি (যজমান-পত্নী) অন্তরে (পাপরূপ-) শল্যবিশিষ্ট হইয়া আমার (এই অগ্নিতে) হোম করিয়া ফেলেন।' পাপ প্রকাশিত হইলে অল্পতর (অর্থাৎ লঘু) হইয়া থাকে, কেননা তাহা সত্য হয়, এবং সেইজন্যই তিনি প্রশ্ন করিয়া থাকেন। আর তিনি যদি প্রত্যুত্তর প্রদান না করেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞাতিগণের অহিত হইয়া থাকে।

২১। (অনন্তর)[৩৪] তিনি তাঁহাকে (যজমানপত্নীকে এই মন্ত্র) বলান—"শত্রুগণের নিরাসকারী, প্রভূতভোজী ও করম্ভে সম্প্রীতিশালী মরুদ্গণকে আহ্বান করিতেছি!"[৩৫] ইহা (এই মন্ত্র) পুরোনুবাক্যার ন্যায়, এবং ইহারই দ্বারা তিনি ইহাদিগকে (মরুদ্গণকে) এই সকল (করম্ভ-) পাত্রের জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন।

৩৩। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, তাঁহার কোন উপপতি আছে কি না। যদি না থাকে, তবে তিনি তাহা বলিবেন; আর থাকিলে যতগুলি থাকে সমস্তকেই প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে। লজ্জাবশত নাম না করিলে এক-একখানি তৃণদ্বারাও তিনি তাহা প্রকাশ করিতে পারেন। না প্রকাশ করিলে তাঁহার জ্ঞাতিবন্ধুর বিয়োগ হয়। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ৭—৯। মানবশ্রৌতসূত্রে আছে—"প্রতিপ্রস্থাতা গার্হপত্যান্তে পৃচ্ছতি—পত্নি, কতি তে কান্তাঃ, যদি মিথ্যা বক্ষ্যসি প্রিয়তমস্তে সংস্থাস্ততীতি; যং নির্দ্দিশেৎ তং বরুণো গৃহ্ণাত্বিতি ব্রূয়াদিতি।" কাঠকে—"প্রতিপ্রস্থাতা পত্নীমাহ কতি তে কান্তা ইতি সত্যং বদেৎ, নির্দ্দিষ্টাংস্তান্ বরুণো গৃহ্ণাত্বিতি।" তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১.৬.৫.২) ইহা আছে:—"পত্নীং বাচয়তি, মেধ্যামেবৈনাং করোতি, অথো তপ এবৈনামুপনয়তি। যজ্জারং সন্তং ন প্রব্রূয়াৎ প্রিয়ং জ্ঞাতিং রুন্ধ্যাৎ, অসৌ মে জার ইতি নির্দ্দিশেৎ, নির্দ্দিশ্যৈবৈনাং বরুণপাশেন গ্রাহয়তি।"

৩৪। অর্থাৎ পত্নী তাহা বলিবার পর, কা. শ্রৌ. ৫. ৬. ১০।

৩৫। বা. স. ৩, ৪৪।

২২। সেই সমস্ত (করম্ভপাত্র) প্রতিপুরুষের (জন্য এক-একটি) হইয়া থাকে ; গৃহে যতগুলি (জ্ঞাতিজন) থাকে, একাধিক ততগুলি (পাত্র) হয়। তিনি এইরূপে প্রতিপুরুষে এক-একটি (করম্ভপাত্রের) দ্বারা তাঁহার উৎপন্ন প্রজাবৃন্দকে বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত করেন ; আর যে একটি অতিরিক্ত (পাত্র) হয়, তাহাতে তিনি তাঁহার অজাত (প্রজাবৃন্দকে) বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত করিয়া থাকেন ; সেইজন্যই (ঐ পাত্র সকলের) একটি অতিরিক্ত হইয়া থাকে।

২৩। (করম্ভের) পা ত্র স মূ হ নির্ম্মিত হইয়া থাকে ; কেননা, ভোজ্য-বস্তু পাত্রেই ভোজন করা যায়। (সেই সমস্ত পাত্র করম্ভরূপ-) যবময় হয়, কেন-না, বরুণ (যে প্রজাবৃন্দকে) গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা (তাঁহার) যব ভক্ষণ করিয়াছিল। তিনি (যজমানপত্নী) শূর্পের দ্বারা (ঐ করম্ভপাত্র) হোম করেন, কেননা, শূর্পেরই দ্বারা ভোজ্য দ্রব্য (অন্ন) করা হইয়া থাকে। তাহা পত্নী হোম করেন ;[৩৬] এবং ইহাতে তিনি (যজমান) মিথুন দ্বারাই বরুণপাশ হইতে প্রজাবৃন্দকে প্রমুক্ত করিয়া থাকেন।

২৪। তিনি (পত্নী) যজ্ঞের পূর্ব্বে ও আহুতিসমূহের পূর্ব্বে[৩৭] হোম করেন, কেননা প্রজারা ("বিশঃ") অহুতভোজী এবং মরুৎসমূহই প্রজা। প্রজাপতির প্রজাসমূহ যখন বরুণগৃহীত হইয়া পরিদীর্ণ হইয়াছিল, নিশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে (হাঁফাইতে হাঁফাইতে) শুইয়া পড়িয়াছিল ও বসিয়া পড়িয়াছিল, তখন মরুৎসমূহই ইহাদের পাপ বিমথিত করিয়াছিলেন ; সেইরূপই মরুদ্‌গণ ইঁহার প্রজাবৃন্দের পাপকে বিমথিত করেন ; এবং সেই জন্যই তিনি যজ্ঞের পূর্ব্বে ও আহুতিসমূহের পূর্ব্বে হোম করিয়া থাকেন।

৩৬। যজমানপত্নী করম্ভপাত্রসমূহ শূর্পের উপর করিয়া নিজের মস্তকের উপর তুলিয়া ধরেন এবং তদনন্তর পশ্চিমমুখে তাহা দক্ষিণ অগ্নিতে হোম করেন। কেবল পত্নীই এই হোম করেন, অথবা যজমান ও পত্নী উভয়েই করিতে পারেন।—কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ১১। ব্রাহ্মণে কেবল পত্নীর হোম বিহিত দেখা যায়,কিন্তু "মিথুন দ্বারাই" পদে উভয়েরই হোম সূচিত হইয়াছে। আবার পরবর্ত্তী ২৫শ কণ্ডিকার "স বৈ...জুহোতি" বলিয়া পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ৩৮শ টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৭। অর্থাৎ প্রযহোম ও আঘার হোমের পূর্ব্বে ; পূর্ব্বটি যজ বা যা গ, অপরটি হো ম ; দ্র :— কা. শ্রৌ. ১.২.৫—৭।

২৫। তিনি (যজমান)[৩৮] দক্ষিণাগ্নিতে এই মন্ত্রে (তাহা) হোম করেন— "যাহা গ্রামে ও যাহা অরণ্যে—", কেননা, গ্রামে বা অরণ্যেই পাপ করা যায়;—"যাহা সভায় ও যাহা ইন্দ্রিয়ে—", তিনি যে বলেন "সভায়" তাহার অর্থ মনুষ্যসমূহে, আর যে বলেন "ইন্দ্রিয়ে" তাহার অর্থ 'দেবসমূহে';— "আমরা যে পাপ করিয়াছি তাহা ইহাতে সমর্পণ করিতেছি, স্বাহা!"[৩৯] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'আমরা যাহা কিছু পাপ করিয়াছি, তৎ সমস্ত হইতে আমরা প্রমুক্ত হইতেছি!'

২৬। অনন্তর তিনি ম রু ৎ পদযুক্ত ইন্দ্রের (ঋক্) জপ করেন। মরুদ্গণ যখন প্রজাপতির প্রজাসমূহের পাপকে বিমথিত (বিলুপ্ত) করিয়াছিলেন, তখন তিনি (প্রজাপতি) পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন যে, 'ইঁহারা (মরুদ্গণ) আমার প্রজাসমূহকে বিমথিত করিবে না।'

২৭। তিনি (তখন) এই (বক্ষ্যমাণ) ম রু ৎ পদযুক্ত ইন্দ্রের (ঋক্) জপ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ক্ষত্রিয়জাতি, এবং মরুদ্গণ (তাঁহার) প্রজা; ক্ষত্রিয়জাতিই প্রজাগণের নিরোধক, (অতএব সেই ইন্দ্রের দ্বারাই প্রজাসমূহ) নিরুদ্ধ হইতে পারিবে; অতএব (বক্ষ্যমাণ) ইন্দ্রের (ঋক্ জপনীয়)।

২৮। "হে ইন্দ্র, এই সংগ্রামসমূহে (আমাদের প্রজাবৃন্দকে) একেবারে (মারিও) না! হে বলশালিন্, দেবগণের সহিত তোমার পৃথক্ যাগভাগ আছে; তুমি (যজমানকে) বর বর্ষণ করিয়া থাক, তোমার যবময় হবি রহিয়াছে, তোমার মরুদ্গণকে (আমাদের) বাণী বন্দনা করিতেছে!"[৪০]

২৯। অনন্তর তিনি (প্রতিপ্রস্থাতা) ইঁহাকে (যজমানপত্নীকে, এই মন্ত্র)[৪১] পাঠ করান—"কর্ম্মকারিগণ[৪২] কর্ম্ম করিয়াছেন," কেননা, যাঁহারা

৩৮। ৩৬শ টীকা দ্রষ্টব্য। কিন্তু সায়ণভাষ্যে "সা" পদই দেখা যায়, এবং তাহা হইলে তাহার অর্থ যজমানপত্নী ধরিতে হইবে। এই পক্ষে পূর্ব্বের সহিত সামঞ্জস্য থাকে।

৩৯। বা. স. ৩. ৪৫; কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ১১।

৪০। বা. স. ৩. ৪৬.; কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ১২।

৪১। বা. স. ৩. ৪৭; কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ১৩।

৪২। অর্থাৎ যজমানগণ—সায়ণ; ঋত্বিগ্‌গণ—মহীধর।

কর্ম্ম করেন তাঁহারা কর্ম্ম করিয়াই ছিলেন ;—"সুখোৎপাদক (স্তুতিরূপ) বাণীর সহিত," কেননা, বাণীর সহিতই তাঁহারা করিয়াছিলেন ;—"দেবগণের কর্ম্ম করিয়া", কেননা, দেবগণেরই কর্ম্ম করিয়া,—"হে সহাবস্থানকারিগণ,[৪৩] গৃহে ("অস্ত") প্রস্থান করুন !" তাঁহারা (তখন) অন্তস্থান[৪৪] হইতে (আহবনীয়সমীপে) আনীত (যজমানপত্নীর) সহিত অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়া তিনি "সহাবস্থানকারিগণ" বলিয়া থাকেন। "গৃহে প্রস্থান করুন" (ইহার তাৎপর্য্য এই যে), পত্নী যজ্ঞের পশ্চার্দ্ধ, এবং (প্রতিপ্রস্থাতা) তাঁহাকে পূর্ব্বাভিমুখী করিয়া যজ্ঞের নিকটে আগমন করাইয়াছিলেন। "অস্ত"-অর্থে গৃহ, এবং গৃহই প্রতিষ্ঠা ; অতএব তিনি ইহাতে প্রতিষ্ঠারূপ গৃহেই ইহাকে (যজমানপত্নীকে) প্রতিষ্ঠাপিত করেন।

৩০। (অনন্তর) প্রতিপ্রস্থাতা (পত্নীকে তাঁহার স্থানে) ফিরাইয়া লইয়া গিয়া (নিজের স্থানে) আগমন করেন। (অনন্তর) তাঁহারা[৪৫] অগ্নিকে[৪৬] সম্মার্জ্জন করেন, এবং অগ্নি সমার্জ্জিত হইলে তাঁহারা উভয়েই[৪৭] শেষ আহুতি দ্বয় (উ ত্ত রা ঘা র)[৪৮] প্রক্ষিপ্ত করেন। অনন্তর অধ্বর্য্যুই (আগ্নীধ্রকে) আহ্বান করিয়া[৪৯] হোতাকে বরণ করেন এবং হোতা বৃত হইয়া উত্তরবেদির হোতৃ-উপবেশন স্থানে উপবেশন করেন ; তিনি উপবেশন করিয়া (অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতাকে প্রযাজ অনুষ্ঠানের জন্য)[৫০] প্রবর্ত্তিত করেন, এবং তাঁহারা উভয়েই প্রবর্ত্তিত হইয়া স্রুক্‌সমূহ[৫১] গ্রহণপূর্ব্বক (হোম করিবার জন্য দক্ষিণ

৪৩। অর্থাৎ যজমানের অমাত্য ও ঋত্বিগ্‌বর্গ,—সায়ণ।

৪৪। পত্নীর বসিবার স্থান।

৪৫। আগ্নীধ্র, বহুবচন গৌরবার্থ।

৪৬। প্রথমে উত্তরবেদির আহবনীয়কে সম্মার্জ্জন করিয়া পরে দক্ষিণবেদির আহবনীয়কে সম্মার্জ্জন করেন।

৪৭। অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা।

৪৮। দ্র :—১. ৩. ৬. ১ ইত্যাদি ; পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯শ কণ্ডিকা।

৪৯। দ্র :—১. ৪. ৩. ৬, ৪ টীকা ; ১৬, ৮ টীকা।

৫০। দ্র :—১. ৪. ৪. ৯ ইত্যাদি।

৫১। অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা উভয়েরই পৃথক্ পৃথক্ জুহূ ও উপভৃৎ থাকে।

দিকে পূর্ব্বস্থান) অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করেন ; অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করিয়া অধ্বর্য্যুই (হোতাকে) আহ্বান করিয়া (প্রথম প্রযাজসম্বন্ধে) বলেন—'সমিৎসমূহের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করুন !' (আর অন্যান্য প্রযাজসম্বন্ধে বলেন) 'যাজ্যা পাঠ করুন ।'[৫২] তাঁহারা উভয়ে চতুর্থ[৫৩] প্রযাজে (উপভৃৎ হইতে জুহূতে আজ্য) সমানীত করিয়া নয়টি প্রযাজ[৫৪] অনুষ্ঠান করেন ।

৩১ । অনন্তর অধ্বর্য্যুই আগ্নেয় আজ্যভাগ (লক্ষ্য করিয়া) (হোতাকে) বলেন—'অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন' এবং তাঁহারা উভয়ে (অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা, এবাম্বিত) আজ্যকে চারিবার অবদান (অর্থাৎ খণ্ডন বা বিভাগ) করিয়া (জুহূতে) গ্রহণ করেন ও (পূর্ব্বস্থান) অতিক্রমপূর্ব্বক (উত্তরদিকে) গমন করেন । অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করিয়া অধ্বর্য্যু ই (হোতাকে) আহ্বান করেন ও বলেন 'অগ্নির যাজ্যা উচ্চারণ করুন !' এবং বষট্কার উচ্চারিত হইলে তাঁহারা উভয়েই (স্ব স্ব আহবনীয়ে হোম করেন) ।

৩২ । অনন্তর অধ্বর্য্যুই (হোতাকে) সৌম্য (সোমদেবতার) আজ্যভাগ (লক্ষ্য করিয়া) বলেন,—'সোমের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন !' এবং তাঁহারা উভয়ে আজ্যকে চারিবার অবদান করিয়া গ্রহণ করেন ও অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করেন । অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করিয়া অধ্বর্য্যু হোতাকে আহ্বান করেন ও বলেন 'সোমের যাজ্যা উচ্চারণ করুন !' এবং বষট্কার উচ্চারিত হইলেই তাঁহারা উভয়ে হোম করেন ।

---

৫২ । দ্র :—কা. শ্রৌ. ৩. ৫. ৩ ; আপ. শ্রৌ. ৬. ৫. ১ ।

৫৩ । মূলে এখানে "চতুর্থে চতুর্থে" আছে ; সায়ণ বলেন প্রতিপ্রস্থাতা ও অধ্বর্য্যু এই দুই জনে কাজ করেন বলিয়া দুইবার "চতুর্থে চতুর্থে" বলা হইয়াছে—"চতুর্থে চতুর্থে ইতি বীপ্সা দ্বিত্বাপেক্ষয়া ।"

৫৪ । বৈশ্বদেবপর্ব্বে নয়টি প্রযাজ ও নয়টি অনুযাজ হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে (২.৫.২.২০) উক্ত হইয়াছে । এই প্রযাজগুলির দেবতার ক্রমিক নাম এই :—১ সমিৎসমূহ, ২ তনূনপাৎ (বা নরাশংস), ৩ ইড্-সমূহ, ৪ বর্হিসমূহ (এই চারিটি হবির্যজ্ঞেও সমান, ১. ৪. ৪. ১—১২, দ্রঃ— ১ম ভাগ, ১৫২ পৃ. ১০ টীকা), ৫ (দিব্য) দ্বারসমূহ (দুরঃ বা দ্বারঃ), ৬ উষা ও রাত্রি (উষা-সানক্তা) ৭ দৈব হোতৃগণ, ৮ দেবীত্রয় (ইড়া, সরস্বতী ও ভারতী), ও ৯ অগ্নিপ্রভৃতি যাজ্যাপঠিত সমস্ত দেবতা ।

৩৩। যেখানে বাক্য দ্বারা যাহা কিছু কর্ত্তব্য থাকে, অধ্বর্য্যুই তাহা করিয়া থাকেন, প্রতিপ্রস্থাতা নহে।[৫৫] যেখানে (হোতৃকর্তৃক) বষট্‌কার উচ্চারিত হয়, সেস্থানেই অধ্বর্য্যুই যে (হোতাকে) আহ্বান করেন (তাহার কারণ এই যে),—

৩৪। প্রতিপ্রস্থাতা (অধ্বর্য্যুর) কৃতানুকারীই হইয়া থাকেন।[৫৬] কেননা, বরুণ ক্ষত্রিয়জাতি এবং মরুদ্গণ (তাঁহার) প্রজা; সেই জন্য তিনি (প্রতিপ্রস্থাতা) ইহাতে প্রজাকে (ক্ষত্রিয়ের) কৃতানুকারিণী ও অনুগামিনী করিয়া থাকেন। যদি প্রতিপ্রস্থাতা (হোতাকে) আহ্বান করেন, তাহা হইলে তিনি প্রজাবৃন্দকে ক্ষত্রিয়ের প্রতি প্রতিলোমভাবে উদ্যত করিয়া থাকেন এবং সেই জন্যই তিনি আহ্বান করেন না।

৩৫। প্রতিপ্রস্থাতা স্রুগ্‌দ্বয় (জুহূ ও উপভৃৎ) হস্তেই (ধারণ) করিয়া উপবেশন করেন এবং অধ্বর্য্যু তখন এই সমস্ত (বক্ষ্যমাণ) হবির দ্বারা (কার্য্যে) অগ্রসর হন, যথা, অষ্টকপালে সংস্কৃত আগ্নেয় পুরোডাশ, সৌম্য (সোমের) চরু, দ্বাদশ বা অষ্ট কপালে সংস্কৃত সাবিত্র (সবিতার) পুরোডাশ, সারস্বত (সরস্বতীর) চরু, পৌষ্ণ (পুষার) চরু, এবং দ্বাদশ কপালে সংস্কৃত ঐন্দ্রাগ্ন (ইন্দ্র ও অগ্নির) পুরোডাশ।

৩৬। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে এই পয়স্যাদ্বয়ের দ্বারা কার্য্য করিবার জন্য (পূর্ব্বোক্ত মেষ ও মেষীকে) পরস্পরের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া রাখেন,—সেই যে মেষ মারুতী (পয়স্যায়) ছিল, তাহা তিনি বারুণী (পয়স্যায়) স্থাপিত করেন, এবং বারুণী (পয়স্যায়) যে মেষ ছিল, তাহা তিনি মারুতী (পয়স্যায়) স্থাপিত করেন। তাঁহারা উভয়ে যে এইরূপ পরস্পরের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া রাখেন (তাহার কারণ এই যে), বরুণ ক্ষত্রিয় এবং পুরুষ বীর্য্যস্বরূপ; তাঁহারা ইহা দ্বারা ক্ষত্রিয়ে বীর্য্যই স্থাপন করেন। স্ত্রী অবীর্য্যা; এবং মরুদ্গণ প্রজাস্বরূপ; তাঁহারা ইহাতে প্রজাকে অবীর্য্যই করিয়া থাকেন। এবং এইজন্যই তাঁহারা এইরূপে পরস্পরের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া রাখেন।

৫৫। আপ. শ্রৌ. ৮. ৫. ১৭।

৫৬। কা. শ্রৌ. ৫. ৪. ৩৩—৩৪।

৩৭। অনন্তর অধ্বর্য্যুই (হোতাকে) বলেন—'বরুণের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন।' তিনি (জুহূতে কিঞ্চিৎ) আজ্য আস্তরণরূপে ঢালিয়া বারুণী পয়স্যার দুইবার অবদান করেন (অর্থাৎ ঐ পয়স্যা হইতে দুইবার কিছু কিছু কাটিয়া গ্রহণ করেন), এবং অন্যতর অবদানের সহিত মেষকে (স্রুকে) অবস্থাপিত করেন। অনন্তর তিনি (তাহার) উপরে আজ্যধারাপাত করেন, এবং (পয়স্যায় যে স্থান হইতে) অবদান দুইটি (করা হইয়াছিল, সেই স্থান) ঘৃতাক্ত করেন। অনন্তর তিনি (দক্ষিণ দিকে) গমন করিয়া (হোতাকে) বলেন—'বরুণের যাজ্যা উচ্চারণ করুন!' এবং বষট্‌কার উচ্চারিত হইলে তিনি (তাহা) হোম করেন।'

৩৮। অধ্বর্য্যু হস্তে স্রুগ্‌দ্বয় (জুহূ ও উপভৃৎ) গ্রহণ করিয়া দক্ষিণদিকে প্রতিপ্রস্থাতার বস্ত্র ধারণ করিয়া (হোতাকে) বলেন—'মরুদ্‌গণের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' প্রতিপ্রস্থাতা (জুহূতে কিঞ্চিৎ) আজ্য আস্তরণরূপে ঢালেন, এবং মারুতী পয়স্যার দুইবার অবদান করেন। তিনি অন্যতর অবদানের সহিত মেষীকে (স্রুকে) অবস্থাপিত করেন। অনন্তর তিনি (তাহার উপরে) আজ্যধারাপাত করিয়া, (পয়স্যার যে স্থান হইতে) অবদান দুইটি (করা হইয়াছিল, সেই স্থান) ঘৃতাক্ত করেন; এবং (অগ্নির দক্ষিণদিকে) গমন করেন। ইহার পর অধ্বর্য্যুই (হোতাকে) আহ্বান করিয়া বলেন—'আপনি মরুদ্‌গণের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করুন!' এবং বষট্‌কার উচ্চারিত হইলে তিনি (প্রতিপ্রস্থাতা, তাহা) হোম করেন।

৩৯। অনন্তর অধ্বর্য্যুই ক'র (প্রজাপতির) এককপালসংস্কৃত পুরোডাশ লইয়া (কার্য্যে) অগ্রসর হন; এবং (ঐ) ক'র নিমিত্ত এককপাল-পুরোডাশের দ্বারা (কার্য্যে) অগ্রসর হইয়া (হোতাকে) বলেন—'স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' অধ্বর্য্যু সমস্ত[৫৭] হবি হইতেই এক-একবার করিয়া অবদান করেন, আর প্রতিপ্রস্থাতা কেবল এই (মারুতী) পয়স্যার

৫৭। অর্থাৎ অগ্নি হইতে ক-পর্য্যন্ত দেবতার; যথা, অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূষা, ইন্দ্রাগ্নি, বরুণ, মরুদ্‌গণ, ও ক।

একবার অবদান করেন। অনন্তর তাঁহারা তদুপরি দুইবার আজ্যধারাপাত করিয়া উভয়েই (দক্ষিণদিকে) অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করেন; গমন করিয়া অধ্বর্য্যুই (হোতাকে) আহ্বান করিয়া বলেন—'স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির যাজ্যা পাঠ করুন!' অনন্তর বষটকার উচ্চারিত হইলে তাঁহারা উভয়েই হোম করেন।

৪০। অনন্তর অধ্বর্য্যুই প্রা শি ত্র[৫৮] অবদান করেন। তিনি ই ড়া[৫৯] অবদান করিয়া (উত্তরবেদি) অতিক্রমপূর্ব্বক প্রতিপ্রস্থাতাকে প্রদান করেন, এবং প্রতিপ্রস্থাতাও তদুপরি মারুতী পর্য্যন্তা হইতে দুইবার অবদান করেন।[৬০] (অনন্তর অধ্বর্য্যু) তদুপরি দুইবার আজ্যধারাপাত করেন। (অতঃপর) তাঁহারা (ইড়াকে) উপহূত করিয়া[৬১] মার্জ্জন করেন।[৬২]

৪১। অনন্তর অধ্বর্য্যুই বলেন—'ব্রহ্মন্,আমি কি (অগ্রে) প্রস্থান করিব?' তিনি সমিৎ নিক্ষেপ করিয়া (আগ্নিধ্রকে) বলেন—'আগ্নীধ্র, অগ্নিকে মার্জ্জনা করুন!'[৬৩] সেই অধ্বর্য্যু (পৃষদাজ্যপাত্রস্থিত) পৃষদাজ্যকে[৬৪] স্রুগ্দ্বয়েই (অর্থাৎ জুহূ ও উপভৃতেই) বিভাগ করিয়া আনয়ন করেন।[৬৫] আর যদি প্রতিপ্রস্থাতার পৃষদাজ্য থাকে, তাহা হইলে তিনিও তাহা দ্বিধা বিভাগ করিয়া (জুহূ ও উপভৃতে) আনয়ন করেন; আর যদি তাঁহার সেখানে পৃষদাজ্য (গৃহীত) না থাকে, তাহা হইলে উপভৃতে যে আজ্য থাকে, তাহাই

৫৮। ১ম ভাগ, ২১৫ পৃ. ৭ টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৯। ঐ ৯ টীকা দ্রষ্টব্য।

৬০। কা. শ্রৌ. ৫. ৫৫. ২২—২৩।

৬১। ১. ৬.৩. ১৮, ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য।

৬২। নিজেকে অথবা অগ্নিকে, দ্রঃ—পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯শ কণ্ডিকা এবং ১.৬. ৪. ৫। সূত্রে এই মার্জ্জনবিধি না দেখিয়া পদ্ধতিকার বলিয়াছেন যে, "সূত্রকৃতা তু কেনাভিপ্রায়েণ ন সূত্রিতমিতি স এব জানাতি।" কা. শ্রৌ. ৫.৫. ২৩।

৬৩। ১. ৬. ৪. ৩ ইত্যাদি।

৬৪। দধিমিশ্রিত আজ্যের নাম পৃ ষ দা জ্য।

৬৫। অর্থাৎ পৃষদাজ্যধানীস্থিত পৃষদাজ্যের অর্দ্ধ অংশ জুহূতে ও অবশিষ্ট উপভৃতে আনয়ন করেন।

তিনি দ্বিধা বিভাগ করিয়া আনয়ন করেন।[৬৬] তাঁহারা উভয়েই (অগ্নির দক্ষিণ দিকে) অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করেন। গমন করিয়া প্রথম-অনুযাজ-সম্বন্ধে অধ্বর্য্যুই (হোতাকে) বলেন—'দেবগণের উদ্দেশ্যে যাজ্যা পাঠ করুন!' (আর অন্যান্য অনুযাজসম্বন্ধে বলেন)—'যাজ্যা পাঠ করুন!' তাঁহারা চতুর্থ (অনুযাজে উপভৃতে স্থিত আজ্যকে জুহূতে) সমানীত করিয়া নয়টি অনুযাজ অনুষ্ঠান করেন।[৬৭] (বৈশ্বদেবপর্ব্বে) যে নয়টি প্রযাজ, এবং নয়টি অনুযাজ হয়, (তাহার কারণ এই যে), তিনি ইহাতে উভয় দিক্ হইতেই ইহার ঊর্দ্ধ ও নিম্নে স্থিত প্রজাসমূহকে বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত করেন। অতএব (বৈশ্বদেব-পর্ব্বে) নয়টি প্রযাজ ও নয়টি অনুযাজ হইয়া থাকে।

৪২। তাঁহারা উভয়েই স্রুক্‌সমূহকে (বেদিতে প্রথমে) স্থাপন করিয়া (তাহার পর) পরস্পর বিপরীত দিকে প্রেরণ (অর্থাৎ পৃথক্) করেন।[৬৮] স্রুক্‌সমূহকে পরস্পর বিপরীত দিকে প্রেরণ করিয়া ও প রি ধি সমূহকে (আজ্য-ধারা দ্বারা) লিপ্ত করিয়া,[৬৯] এবং তদনন্তর (মধ্যম) প রি ধি কে স্পর্শ করিয়া ও (আগ্নীধ্রকে) আহ্বান করিয়া অধ্বর্য্যুই (হোতাকে) বলেন—"দৈব্যহোতৃগণ মঙ্গল (-ফল-) কথনের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন এবং মানবীয় হোতা সূক্তবাক কথনের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন।"[৭০] (অনন্তর হোতা) সূক্তবাক উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করেন। হোতা যখন সূক্তবাক উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তাঁহারা উভয়েই (নিজ-নিজ) প্র স্ত র কে উঠাইয়া গ্রহণ করেন, এবং উভয়েই তাহা (অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন; তাঁহারা উভয়ে (তাহা) হইতে এক-এক খানি তৃণ গ্রহণ

৬৬। অর্থাৎ প্রথম অর্দ্ধ জুহূতে আসেচন করিয়া অবশিষ্ট অংশ চতুর্থ প্রযাজে আসেচন করেন।

৬৭। নয়টি অনুযাজদেবতা যথা—বর্হিঃ, দ্বারঃ, উষাসানক্তা, জোষ্ট্রী, ঊর্জ্জাহুতী, দৈব্যা হোতারা, তিস্রো দেব্যঃ, নরাশংসঃ, স্বিষ্টকৃৎ। দ্রঃ—পূর্ব্বোক্ত ৫৪ টীকা; ১ম ভাগ ১৫২ পৃঃ।

৬৮। দ্রষ্টব্য ১. ৭. ১. ১।

৬৯। দ্রষ্টব্য ১. ৭. ১. ৭।

৭০। ১. ৭. ১. ৯—১০, এবং ঐ টীকা।

করিয়া (অগ্নির) নিকটে উপবেশন করেন ; এবং যখন হোতা সূক্তবাক উচ্চারণ করেন—

৪৩। তখন আগ্নীধ্র বলেন—'(গৃহীত তৃণখানিকে অগ্নিতে) নিক্ষেপ করুন!' তাঁহারা উভয়েই (তাহা) নিক্ষেপ করেন, এবং নিজেকে স্পর্শ করেন।[৭১]

৪৪। অনন্তর (আগ্নীধ্র অধ্বর্য্যুকে) বলেন[৭২]—'আপনি (আমার সহিত) সম্ভাষণ করুন!' (অধ্বর্য্যু তাঁহাকে প্রশ্ন করেন)—'হে আগ্নীধ্র, তিনি কি (স্বর্গে) গিয়াছেন?' (আগ্নীধ্র বলেন)—'তিনি গিয়াছেন।' (অধ্বর্য্যু বলেন)—'(দেবগণকে) শ্রবণ করান!' (আগ্নীধ্র উত্তর করেন)—'(তাঁহারা) শ্রবণ করিতেছেন!' (অধ্বর্য্যু বলেন)—'দৈব হোতৃগণের স্বস্থান গমন! মানবীয় (হোতৃগণের) স্বস্তি!' অধ্বর্য্যুই (আবার) বলেন—'আপনি "শান্তি ও ভয়বিনাশ"[৭৩] বলুন!' (অনন্তর) তাঁহারা উভয়েই পরিধিসমূহকে (অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন,[৭৪] এবং উভয়ে স্রুক্‌সমূহ একসঙ্গে গ্রহণ করিয়া স্ফ্য-এর উপরে স্থাপন করেন।[৭৫]

৪৫। অনন্তর অধ্বর্য্যুই (আহবনীয়ের নিকট হইতে গার্হপত্যের নিকটে) প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পত্নী সংযাজ[৭৬] করেন এবং প্রতিপ্রস্থাতা (সেই সময় নীরবে) উপবেশন করিয়া থাকেন। অধ্বর্য্যু পত্নী সংযাজ করিয়া (আহবনীয়-দেশে) আগমন করেন।

৪৬। তিনি (অধ্বর্য্যু, মন্ত্রত্রয়ের দ্বারা) তিনটি সমিষ্টযজুর্হোম[৭৭]

৭১ ১, ৭, ১,১৯ দ্রষ্টব্য।

৭২ ১, ৭, ১, ২০ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৭৩ ১, ৭, ২, ২৪, ১৭শ টীকা।

৭৪ ১, ৭, ১, ২২।

৭৫ ১, ৭, ১, ২৩-২৬।

৭৬ ১, ৭, ৩, ১ ইত্যাদি।

৭৭। ১, ৭, ৩, ২৫ ইত্যাদি ; ২, ৪, ২, ২১।

করেন, এবং প্রতিপ্রস্থাতা নীরবেই (দক্ষিণাগ্নিতে) স্রুক্ গ্রহণ করেন।[৭৮] বৈশ্বদেব করিবার জন্য যজমান ও যজমানপত্নী যে বসনদ্বয় পরিধান করিয়াছিলেন,এখনো তাঁহাদের তাহাই থাকিবে।[৭৯] অনন্তর বারুণী পরস্যার শুষ্ক কর্ষ[৮০] দ্বারা মিশ্রিত (হবি) গ্রহণ করিয়া (যজমান, যজমানপত্নী ও ঋত্বিগ্‌গণ) অ ব ভৃ থে র[৮১] (জলের) নিকটে গমন করেন। ইহা (এই হবি) বরুণের, (অতএব) বরুণের সম্বন্ধ নিবারণের জন্য (তাঁহারা ঐ স্থানে গমন করেন)। সেখানে সাম গীত হয় না,[৮২] কেননা সামের দ্বারা এখানে কিছু করা হয় না। অতএব নীরবেই (অবভৃথের) নিকট গমন করিয়া ও (তাহাতে) প্রবিষ্ট হইয়া (অধ্বর্য্যু সেই শুষ্ককর্ষমিশ্রিত হবিঃপাত্র অবভৃথে) মগ্ন করিয়া দেন।[৮৩]

৪৭। (তিনি তাহা এই মন্ত্রে মগ্ন করেন)—"হে অবভৃথ (উদক), হে নীচগামী, তুমি অত্যন্ত গমন করিয়া থাক ; তুমি (এখন) নীচে গমন কর !

৭৮। অর্থাৎ দক্ষিণবেদির দক্ষিণাগ্নিতে প্রবাহিত আজ্য দ্বারা অমন্ত্রকই ঐ তিন স মি ষ্ট-য জু র্হো ম করেন। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ২৮।

৭৯। অর্থাৎ বৈশ্বদেবপর্ব্বে যজমানের নিজের যে কার্য্য থাকে তাহা অনুষ্ঠিত হইবার পরেও তিনি ও তাঁহার পত্নী ঐ বসন পরিধান করিবেন। অ ব ভৃ থ স্নানের পর এই বসন ঋত্বিগ্‌গণের মধ্যে কাহাকেও দিতে হয় (৪৭ কণ্ডিকা ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য)।

৮০। দুগ্ধ প্রভৃতি জ্বাল দিলে কড়ায়ের মধ্যে তলদেশে যে অংশ শুখাইয়া বা পুড়িয়া লাগিয়া থাকে, তাহারই নাম ক র্ষ। মূলে এই শব্দই আছে। সায়ণ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন—"ক্ষামকর্ষমিশ্রং ক্ষামোত্থিতিপাকেন দগ্ধপাত্রে সংসক্তঃ, কৃষ্‌ বিলেখনে, কৃষ্যত ইতি কর্ষঃ, ক্ষামশ্চাসৌ কর্ষশ্চেতি।" কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে (৫. ৫. ৩০) ঐ অর্থে নি ক্ষা ষ শব্দ পঠিত হইয়াছে। বৃত্তিকার তাহার অর্থ করিয়াছেন—"তাপবশাদধঃস্থালীতললগ্নঃ পয়স্যাশেষঃ।"

৮১। অ ব ভৃ থ স্নান সোম যাগে প্রসিদ্ধ। সোমলিপ্ত পাত্রসমূহ ইহাতে নীচু করান হয়—ডুবাইয়া দেওয়া হয় বলিয়া ঐ জলের নাম অ ব ভৃ থ। সায়ণ লিখিয়াছেন—"সোমলিপ্তানি পাত্রাণি অবাচীনান্যস্মিন্ ক্রিয়ন্ত ইত্যবভৃথঃ"—পরবর্ত্তী কণ্ডিকা। মহীধর লিখিয়াছেন (বা. স, ৩, ৪৮)—"অর্ব্বাচীনানি পাত্রাণি ক্রিয়ন্তে যস্মিন্ যজ্ঞবিশেষে (?) সোঽয়মবভৃথঃ।" কিন্তু বাজসনেয়িসংহিতায় এই প্রসঙ্গের মন্ত্রটি (৩.৪৮) আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, পাপসমূহ ইহার মধ্যে অ ব ভৃ ত (নীচে ধৃত) হয় বলিয়া ঐ জলের নাম অ ব ভৃ থ হইয়াছে।

৮২। দ্র :—৪. ৪. ৫. ৮।

৮৩। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ২৮—২৯।

আমি দেবগণের নিকটে ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যে পাপ করিয়াছি এবং মর্ত্ত্যগণ (ঋত্বিগ্‌গণ) মর্ত্ত্যসমূহের নিকট যে পাপ করিয়াছেন, তাহা তোমার নীচে নিক্ষিপ্ত করিতেছি! হে দেব, বহু (-দুঃখ-) প্রদ (পাপরূপ) বধ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর!"[৮৪] ইঁহারা উভয়ে (যজমান ও যজমানপত্নী) যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকেই (পরিহিত বসনযুগল) প্রদান করিবেন; কেননা, দীক্ষিত (হইবার সময় যাহা পরিধান করিয়াছিলেন, সেই) বসনযুগল (আর পরিধেয়) নহে।[৮৫] অহি যেমন ত্বক্ হইতে নির্ম্মুক্ত হয়, তিনিও (যজমানও) সেইরূপ ইহাতে (সমস্ত পাপ হইতে) নির্ম্মুক্ত হন।

৮৪। বা. স. ৩. ৪৮; কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ৩০।

৮৫। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ৩৪; কাত্যায়ন এখানে বলিয়াছেন যে, অধিকৃত অর্থাৎ ঋত্বিগ্‌গণের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা তাঁহাকে দিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে সূত্র ও পদ্ধতিতে (৫. ৫. ৩০—৩৩) এই কয়টি কার্য্য উক্ত হইয়াছে:—যজমান, তাঁহার পত্নী, ও ঋত্বিগ্‌গণ পূর্ব্বোক্ত বারুণী পয়স্যার পাত্রস্থিত নিষ্কাষ, জুহূ, স্রুব, আজ্যস্থালী, সমিৎ, শৃতাবদান, স্ফ্য, বর্হিমুষ্টি ও পরিধেয় বস্ত্র গ্রহণ করিয়া কোন প্রবাহযুক্ত নদীপ্রভৃতি জলাশয়ের যে স্থানে জল স্থির থাকে সেই স্থানে উপস্থিত হন। প্রবাহযুক্ত জলাশয় না পাইলে যে-কোন জলসমীপে গেলেও চলে। অনন্তর অধ্বর্য্যু বাহু ধারণ করিয়া যজমানকে জলে প্রবেশ করান, এবং নিজেও প্রবিষ্ট হইয়া জুহূতে আজ্যস্থালী হইতে চারিবার আজ্য গ্রহণ করিয়া জলের উপরে কুশ বিছাইয়া দেন এবং একখানি সমিৎ গ্রহণ করিয়া তদুপরি স্থাপন করেন এবং তাহাতে (বা. স. ৮. ২৪ মন্ত্রে) অগ্নিকে এক আহুতি হোম করেন। অনন্তর বর্হিভিন্ন সমিৎপ্রভৃতি চারিটি প্রযাজের অনুষ্ঠান করেন, অনন্তর নিষ্কাষ হইতে দুইবার অবদান করিয়া একটি আহুতি বরুণকে এবং তদনন্তর আর একটি আহুতি এক সঙ্গে অগ্নি ও বরুণকে দেওয়া হয়। বাজসনেয়িগণের পক্ষে ছয়টি আহুতি দেওয়াই নিয়ম। শাখান্তরে দশটি আহুতি দেওয়া বিধান আছে; যথা, বর্হিভিন্ন চারিটি প্রযাজ, দুইটি আজ্যভাগ, একটি বরুণের, একটি বরুণ ও অগ্নির এক সঙ্গে, এবং তদনন্তর দুইটি অনুযাজ; মূলব্রাহ্মণ-অনুসারে হরিস্বামী বলেন যে, এই দশাহুতিপক্ষ আ ঙ্গি র স গ ণে র (৪. ৪. ৫. ২০)। এই আহুতিদান শেষ হইলে অধ্বর্য্যু ঐ নিষ্কাষস্থালীকে "হে অ ব ভৃ থ—" ইত্যাদি মন্ত্রে (বা. স. ৩. ৪৮) জলে ডুবাইয়া দেন। অনন্তর যজমান ও তৎপত্নী স্নান করেন, কিন্তু ডুব দেন না, এবং পরস্পর পরস্পরের পৃষ্ঠদেশ ধুইয়া দেন। অতঃপর উভয়ে পৃথক্ বস্ত্র পরিধান করিয়া পূর্ব্বপরিহিত বসনদ্বয় ঋত্বিগ্‌গণের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা প্রদান করেন।

৪৮। অনন্তর তিনি (যজমান) কেশ ও শ্মশ্রু ছেদন করিয়া অগ্নিদ্বয়কে (গার্হপত্য ও আহবনীয়কে, সমিধে) আরোপিত করিয়া[৮৬] ও (উত্তরবেদি হইতে) নিষ্ক্রমণ করিয়া[৮৭] ইহার (অর্থাৎ পৌর্ণমাসযাগ) দ্বারা যাগ করেন। তিনি যদি উত্তরবেদিতে অগ্নিহোত্র হোম করেন তবে তাহা ঠিক হয় না; এইজন্য তিনি নিষ্ক্রমণ করেন। তিনি গৃহ[৮৮] প্রাপ্ত হইয়া ও অগ্নিদ্বয়কে মন্থন করিয়া পৌর্ণমাস দ্বারা যাগ করেন। এই যে চাতুর্মাস্যসমূহ, ইহারা বিচ্ছিন্ন[৮৯] যজ্ঞ; আর এই যে পৌর্ণমাস, ইহা সম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠিত। তিনি ইহাতে শেষে সম্পন্ন যজ্ঞের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন; এবং সেইজন্যই তিনি (সে স্থান হইতে) নিষ্ক্রমণ করেন।

৮৬। অর্থাৎ এখানকার অগ্নি এই সমিধে প্রবেশ করুক এই চিন্তা করিয়া সেই অগ্নির উপর সমিধকে প্রতপ্ত করেন। ইহার পারিভাষিক নাম স মা রো প ণ। "অধ্বর্য্যুঃ সমিধি উত্তরবেদ্যগ্নিং সমারোপয়তি...অত্রত্যোঽগ্নিরস্যাং সমিধি প্রবিশতু ইতি ভাবনয়া বহ্নৌ সমিধঃ প্রতাপনং স মা রো প ণ ম্—" শ্রৌতপদার্থনির্বচন, ১২৭ পৃঃ। এইরূপ দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ. ৫. ৩. ১ বৃত্তি—"গার্হপত্যাহবনীয়াবগ্নী অরণ্যোঃ সমারোহ্য প্রতাপনেন অরণ্যোরারোঢ়ৌ কৃত্বা।"

৮৭। ইহার পারিভাষিক নাম উ দ ব সা ন। "সমারোপিতাগ্নিমদরণীগ্রহণপূর্ব্বকং দেবযজনদেশং প্রতি গমনম্ উ দ ব সা ন ম্। ঐ ১৫৪ পৃঃ। "উৎপূর্ব্বং অবস্যতিঃ প্রদেশান্তরগমনে বর্ত্ততে" —কা. শ্রৌ. ৫. ৩. ১ বৃত্তি।

৮৮। অর্থাৎ সাধারণ যজ্ঞশালা।

৮৯। ইহারা কোন বিশেষ সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়া বিচ্ছিন্ন; কিন্তু পৌর্ণমাস যাগ সেরূপ নহে, ইহা সব সময়েই অনুষ্ঠিত হয়। সায়ণ বলেন—"দর্শপূর্ণমাসবৎ চাতুর্মাস্যানাং অনুষ্ঠানবাহুল্যাভাবাৎ উৎসন্নযজ্ঞত্বম্।"

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১ বরুণপ্রঘাসের কালোল্লেখের সহিত এই প্রকরণে বর্ণনীয় সা ক মে ধ নামক চাতুর্মাস্য-পর্ব্বের ফলকীর্ত্তন, ইহা অব্যবহিত দুই দিনে সম্পন্ন হয় ;—২ ঐ দিনদ্বয়সাধ্য সাকমেধের পূর্ব্ব দিবসের পূর্ব্বাহ্ণে অ নী ক বা ন্ অগ্নির জন্য অষ্টকপালসংস্কৃত পুরোডাশের বিধান ;—৩ মধ্যাহ্নে সা ন্ত প ন (সন্তাপকারী) মরুদ্গণকে চরুপ্রদান,তাহার প্রশংসা ;—৪ সায়াহ্ণে গৃ হ মে ধী মরুদ্গণের জন্য চরুপাক, তাহার প্রশংসা, চরু যে দুগ্ধমিশ্রিত অন্নস্বরূপ হয় তাহার কারণ ;—৫ গৃহমেধীয় যাগের প্রণালী, সান্তপন মরুদ্গণের যাগে ব্যবহৃত বেদিই এই যাগে ব্যবহৃত হইবে, পরিধিপ্রভৃতি দ্রব্যের তদুপরি স্থাপন, গাভীদোহন, চরুপাক, তাহাতে আজ্যধারানিক্ষেপ, এবং অগ্নি হইতে তাহা নামাইয়া নীচে স্থাপন ;—৬ শরাব ও অপর দুইখানি বৃহৎপাত্র প্রক্ষালন করিয়া তদুপরি ঐ চরুকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া স্থাপন, তাহাতে গর্ত্ত করিয়া আজ্যনিক্ষেপ, স্রুব ও স্রুকের সম্মার্জ্জন, ঐ চরুরূপ ওদন ও স্রুব-স্রুক্ লইয়া বেদির নিকট আগমন, ঐ কুশাস্তীর্ণ বেদি স্পর্শ করিয়া অগ্নির চারিদিকে পরিধিস্থাপন, অগ্নিতে ইচ্ছামত কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ডের নিক্ষেপ, বেদিতে সেই ওদন ও স্রুব-স্রুকের স্থাপন, হোতৃষদনে হোতার উপবেশন, স্রুক্-স্রুব গ্রহণপূর্ব্বক অধ্বর্য্যুর হোতাকে অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণের জন্য প্রার্থনা ;—৭ হোতার তাহা উচ্চারণ, অধ্বর্য্যুর দক্ষিণদিকে অবস্থিত ঘৃত-আসেচন গর্ত্ত হইতে চারিটি অবদানের গ্রহণ,হোতা যাজ্যা উচ্চারণ করিলে ঐ হবির হোম;—৮সোমের অনুবাক্যা ও যাজ্যা উচ্চারিত হইলে অধ্বর্য্যুর ঐরূপ হবির হোম ;—৯ গৃ হ মে ধী মরুদ্গণের হোম ;—১০ স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির হোম, ই ডা ব দা ন, ই ড়ো প হ্বা ন, ও মার্জ্জন ;—১১-১৫ ঐ হোমেরই বিভিন্ন প্রণালী ;—১৬ ইড়াবদান, ইড়াভক্ষণ, যজমানেরা অথবা যজমানের গৃহে উপনীত ব্যক্তিগণ ইড়াভক্ষণ করিবেন, অথবা প্রচুর ওদন হইলে অন্য ব্রাহ্মণেরা ভক্ষণ করিতে পারেন, অভুক্ত স্থালীকে আচ্ছাদিত করিয়া দর্ব্বীহোমের জন্য স্থাপন, রাত্রিতে গাভী ও বাছুরকে একস্থানে রাখিতে হয়, রাত্রিতে যবাগূ দ্বারা হোম, প্রাতে পিতৃযজ্ঞের জন্য নি বা ন্যা গাভীর (এই ব্রাহ্মণেরই ২৫শ টীকা দ্রষ্টব্য) দোহন ;—১৭ দর্ব্বীহোমের উপক্রম, দর্ব্বী দ্বারা পূর্ব্বোক্ত স্থালী হইতে ওদনের গ্রহণ ;—১৮ অধ্বর্য্যু যজমানকে বলেন যে, এরূপ ভাবে একটি বৃষকে ডাকিতে হইবে যাহাতে তাহা ডাকিয়া উঠে, বৃষভ-ধ্বনির প্রশংসা, বৃষ না ডাকিলে ব্রহ্মাই হোম করিবার অনুমতি দিবেন ;—১৯ হোমের মন্ত্র ;—২০ ক্রী ড়া কা রী মরুদ্গণের পুরোডাশ হোম, বক্ষ্যমাণ ম হা হ বি নামক হোমের উপক্রম ।]

১। প্রজাপতি[১] বরুণপ্রঘাস[২] দ্বারা প্রজাগণকে বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত

১। চাতুর্মাস্যের তৃতীয় পর্ব্বের নাম সা ক মে ধ , এই প্রকরণে তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

২। বরুণপ্রঘাসে তদন্তর্গত অনেকগুলি যাগ আছে বলিয়া মূলে এস্থানে বহুবচন আছে। এই কণ্ডিকাতেই পরবর্তী সা ক মে ধ শব্দে বহুবচনেরও ইহাই কারণ।

করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রজাবৃন্দ রোগহীন ও পাপহীন হইয়া জাত হইয়াছিল, আর এই সা ক মে ধ দ্বারা দেবগণ বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, এবং এই যে ইহাদের বিজয় রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা ইহারই দ্বারা জয় করিয়াছিলেন। ইনি (যজমান) ইহা (সাকমেধ) দ্বারা এইরূপই দ্বেষকারী পাপ শত্রুকে বধ করেন, এবং সেইরূপই বিজয় লাভ করিয়া থাকেন। সেইজন্যই ইনি (বরুণ-প্রঘাসের) চতুর্থ মাসে ইহা (সাকমেধ দ্বারা যাগ করেন। তিনি অব্যবহিত দুইদিন যাগ করিয়া থাকেন।

২। তিনি পূর্ব্বদিন অ নী ক বা ন্[৩] অগ্নিকে অষ্টকপাল সংস্কৃত পুরোডাশ প্রদান করেন।[৪] দেবগণ বৃত্রকে বধ করিবার জন্য অগ্নিকেই অনীক (অগ্র অর্থাৎ অগ্রগামী) করিয়া সম্মুখে তাহার নিকট গমন করিয়াছিলেন, এবং তেজঃস্বরূপ অগ্নি (তাহাতে) ব্যথিত হন নাই। ইনি (যজমান) এইরূপেই ইহার দ্বারা পাপ ও দ্বেষকারী শত্রুকে বধ করিবার জন্য অগ্নিকে অনীক করিয়া সম্মুখে গমন করেন, এবং সেই তেজোরূপ অগ্নিতে ব্যথিত হন না।

৩। অনন্তর তিনি মধ্যাহ্নে সা ন্ত প ন[৫] মরুদ্গণকে একটি চরু প্রদান করেন। সান্তপন মরুদ্গণ মধ্যাহ্নে বৃত্রকে সন্তপ্ত করিয়াছিলেন, এবং সে

৩। বৈদিক সাহিত্যে অ নী ক শব্দের অর্থ স্থানে স্থানে সমূহ বা মণ্ডল দেখা যায়, আবার কোন কোন স্থানে তাহার অর্থ অগ্র লিখিত হইয়াছে। "অনীকশব্দঃ অগ্রবাচী"—সায়ণ, অথ. স.৭.৩৬.১। শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র (৩.৩.৫, ১৪৫. ২. ৫. . ২) এই অর্থই বোধ হয়। কখন কখন আবার সৈন্য অর্থ করা হয় (সায়ণ, তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৬. ১; তৈ. স. ১. ৮. ৪. ১)। সায়ণ আর এক স্থানে (তৈ. স. ১.২.১১) লিখিয়াছেন—"অনীকশব্দঃ বাণস্য প্রথমভাগং কাষ্ঠমাচষ্টে, শল্যাশব্দো লোহং, তেজনশব্দস্তদগ্রম্।" মূল ব্রাহ্মণেরই অন্যত্র (৫.৩.১.১) ইহার অর্থ সেনানী করা হইয়াছে। এখানে অগ্র, সৈন্য, বা সেনানী অর্থ করিতে পারা যায়। এখানে অগ্র বলিতে অগ্নির শিখা বুঝিতে হইবে।

৪। সাকমেধের পূর্ব্বদিন প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে একটি একটি করিয়া ইষ্টি করিতে হয়। এখানে প্রাতঃকালের ইষ্টি বিহিত হইল।

৫। অর্থাৎ সন্তাপকারী।

শ্বাস-প্রশ্বাস করিতে করিতে পরিদীর্ণ হইয়া[৬] শুইয়া পড়িয়াছিল। সান্তপন মরুদ্গণ এইরূপই ইঁহার (যজমানের) পাপ ও দ্বেষকারী শত্রুকে দগ্ধ করেন; এবং সেইজন্ত (তিনি) সান্তপন মরুদ্গণকে (চরু প্রদান করেন)।

৪। অনন্তর তিনি (সায়াহ্নে) গৃ হ মে ধী (গৃহস্থ) মরুদ্গণের জন্ত (পলাশ) শাখা দ্বারা বৎসগণকে (গাভীর নিকট হইতে) অপসৃত করিয়া (ও তদনন্তর) প বি ত্র যুক্ত (পাত্রে দুগ্ধ) দোহন করিয়া[৭] তাহা দ্বারা চরু পাক করেন; তাহা চরুই হইয়া থাকে। তাঁহারা যে-কোন স্থানে তণ্ডুল নিক্ষেপ করেন, তাহাই সার হয়; এবং দেবগণ প্রাতে বৃত্রকে বধ করিবার জন্ত (পূর্ব্ব-দিন সায়াহ্নে) তাহা ধারণ করিয়াছিলেন। ইনি (যজমান) এইরূপই পাপ ও দ্বেষকারী শত্রুকে বধ করিবার জন্য সার ধারণ করেন। তাহা (সেই চরু) যে ক্ষীরৌদন[৮] হয়, তাহার কারণ এই যে, দুগ্ধ সার এবং তণ্ডুলও সার; এবং তিনি ইহাতে এই উভয় সারকে নিজের মধ্যে ধারণ করিতে পারেন; এবং সেই জন্তই ক্ষীরৌদন হইয়া থাকে।

৫। তাহার[৯] প্রয়োগ (এইরূপ):—সা ন্ত প ন মরুদ্গণের জন্ত যে (কুশ-) আস্তীর্ণ বেদি হয়, তাহাই (এই গৃহমেধীয় ইষ্টিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে)। তাঁহারা সেই আস্তীর্ণ বেদিতে প রি ধি সমূহ ও কাষ্ঠখণ্ডসমূহ উপস্থাপিত করেন, এবং (গাভী) দোহন করিয়া চরু পাক করেন, চরু পাক করিয়া তাহাতে আজ্যধারা নিক্ষেপপূর্ব্বক (অগ্নি) হইতে উঠাইয়া রাখেন।

৬। অনন্তর তাঁহারা দুইখানি শরাব ("পিশিল") অথবা দুইখানি বৃহৎ ও গভীর পাত্র[১০] (জলে ধুইয়া) শুদ্ধ করেন, এবং সেই দুইখানিতে ইহা (চরু) দুইভাগে (বিভক্ত) করিয়া স্থাপন করেন। তিনি (অধ্বর্য্যু) তাহাদের মধ্যে (ঘৃত-আসেচনের জন্ত) এক-একটি গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে ঘৃত আসেচন করেন।[১১]

৬। সর্ব্বতোভাবে ফাটিয়া গিয়া।

৭। ১, ৫, ৪, ১ ইত্যাদি।

৮। ক্ষীর—দুগ্ধ, ওদন—অন্ন, দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন।

৯। অর্থাৎ গৃহমেধীয় যাগের।

১০। "পাত্র্যৌ;" "মহত্যোর্নিম্নয়োঃ পাত্র্যোঃ"—কা. শ্রৌ. ৫. ৬. ১১, বৃত্তি।

১১। কা. শ্রৌ. ৫, ৬, ১২।

অনন্তর তিনি স্রুক্ ও স্রুবকে সম্মার্জ্জন, করেন ও ঐ (দ্বিধাবিভক্ত) ওদনদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক উঠিয়া (বেদির নিকট) আগমন করেন ; তিনি স্রুক্ ও স্রুব গ্রহণপূর্ব্বক উঠিয়া (পুনর্ব্বার বেদির নিকট) আগমন করেন। এই যে কুশ-আস্তীর্ণ বেদি, তিনি ইহাকেই স্পর্শ করিয়া ও (অগ্নির) চারিদিকে পরিধিসমূহ স্থাপন করিয়া,[১২] যতগুলি ইচ্ছা করেন ততগুলি কাষ্ঠখণ্ড (ঐ অগ্নির উপরে) স্থাপিত করেন। অনন্তর তিনি ঐ ওদনদ্বয়, এবং স্রুব ও স্রুক্‌কে (সেই বেদিতে) স্থাপিত করেন। হোতা নিজের উপবেশনস্থানে ("হোতৃ-সদনে") উপবেশন করেন ; এবং তিনি (অধ্বর্য্যু) স্রুক্ ও স্রুব গ্রহণ করিয়া বলেন—

৭। 'অগ্নের আজ্যভাগ লক্ষ্য করিয়া অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি দক্ষিণস্থিত[১৩] ওদনের ঘৃত-আসেচন গর্ত্ত হইতে আজ্যের চারি অবদান গ্রহণ করিয়া (হোমের জন্য দক্ষিণদিকে) গমন করেন, গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্ব্বক বলেন—'অগ্নির যাজ্যা উচ্চারণ করুন!' এবং বষট্‌কার উচ্চারিত হইলে (তাহা) হোম করেন।

৮। অনন্তর তিনি বলেন—'সোমের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি উত্তরস্থিত ওদনের ঘৃত-আসেচন গর্ত্ত হইতে আজ্যের চারি অবদান গ্রহণপূর্ব্বক (হোমের জন্য দক্ষিণ দিকে) গমন করেন; গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বান পূর্ব্বক বলেন—'সোমের যাজ্যা উচ্চারণ করুন!' এবং বষট্‌কার উচ্চারিত হইলে (তাহা) হোম করেন।

৯। অনন্তর তিনি বলেন—'গৃহমেধী মরুদ্গণের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি দক্ষিণস্থিত ওদনের ঘৃত-আসেচন গর্ত্ত হইতে তদবস্থিত আজ্য (গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা জুহূর মধ্যদেশ) উপস্তৃত (আচ্ছাদিত অর্থাৎ লিপ্ত) করেন, এবং (তাহাতে) তাহার (দক্ষিণস্থিত ওদনের) দুই অবদান গ্রহণপূর্ব্বক তদুপরি আজ্যধারা নিক্ষেপ করেন ; অনন্তর (হোমের জন্য দক্ষিণ দিকে) গমন

১২। ১. ২. ৬. ১৩।

১৩। পূর্ব্বোক্ত ওদনদ্বয়ের একটিকে বেদির দক্ষিণ এবং অপরটিকে উত্তরদিকে স্থাপন করা হয়। তন্মধ্যে যেটি দক্ষিণদিকে থাকে, তাহারই কথা এখানে বলা হইতেছে।

করিয়া (হোতাকে) আহ্বান করিয়া বলেন—'গৃহমেধী মরুদ্গণের যাজ্যা উচ্চারণ করুন।' এবং বষট্‌কার উচ্চারিত হইলে (তাহা) হোম করেন।

১০। অনন্তর তিনি বলেন—'স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন।' তিনি উত্তরস্থিত ওদনের ঘৃত-আসেচন গর্ত্ত হইতে তদবস্থিত আজ্য (গ্রহণ করিয়া তাহা জুহূর উপরে) উপস্তৃত করেন, এবং (তাহাতে) তাহার (উত্তরস্থিত ওদনের) দুই অবদান গ্রহণ করেন ও তাহাতে আজ্যধারা নিক্ষেপ করেন। অনন্তর তিনি (হোমের জন্য দক্ষিণ দিকে) গমন করেন, গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্ব্বক বলেন—'স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির যাজ্যা উচ্চারণ করুন।' এবং বষট্‌কার উচ্চারিত হইলে (তাহা) হোম করেন। অনন্তর তিনি ইড়া অবদান করেন,[১৪] প্রা শি ত্র[১৫] নহে। অতঃপর তাঁহারা (ই ড়া কে) উপহূত করিয়া (নিজেকে) মার্জ্জন করেন।[১৬] ইহা এক পদ্ধতি।

১১। আর দ্বিতীয় (পদ্ধতি) এই :—সা ন্ত প ন মরুদ্গণের জন্য যাহা (হইয়াছিল), সেই (বর্হি-) আস্তীর্ণ বেদিই (এখানে ব্যবহৃত হয়)। তাঁহারা সেই (বর্হি-) আস্তীর্ণ বেদিতেই পরিধি ও (কাষ্ঠ-) খণ্ডসমূহ উপস্থাপিত করেন, এবং তিনি সেইরূপে (পূর্ব্ববৎ গাভী) দোহন করিয়া চরু পাক করেন, এবং সেই সময়েই (দক্ষিণাগ্নির উপরে আজ্যস্থালীতে) প্রতিনিধিরূপ উপকারক[১৭] আজ্যকে স্থাপিত করেন। তিনি (চরু) পাক করিয়া ও তাহাতে আজ্যধারা পাত করিয়া (অগ্নির উপর হইতে) উঠাইয়া স্থাপন করেন এবং তাহা (আজ্য দ্বারা) লিপ্ত করেন। (অনন্তর) তিনি (আজ্য-) স্থালীস্থিত আজ্যকে (অগ্নির উপর হইতে) উঠাইয়া স্থাপন করেন, এবং স্রুব ও স্রুক্ সম্মার্জ্জন করেন। তাহার পর তিনি স্থালীসহিতই চরুকে গ্রহণপূর্ব্বক উঠিয়া (বেদিতে) আগমন করেন, স্থালীসহিতই আজ্যকে গ্রহণপূর্ব্বক উঠিয়া আগমন করেন, এবং স্রুব ও স্রুক্‌কে গ্রহণ করিয়া আগমন করেন। (অনন্তর) তিনি এই (পূর্ব্বোক্ত) আস্তীর্ণ বেদি স্পর্শপূর্ব্বক পরিধিসমূহকে (আহবনীয়

১৪। ১. ৬. ৩. ১১, ও টীকা ; কা. শ্রৌ. ৫. ৬. ২৬।

১৫। ১. ৬. ২. ৮, ও টীকা।

১৬। ১. ৬. ৩. ১৮ ইত্যাদি, ৪৩।

১৭। তুলনা:—"প্রতিবেশমোজনম্"—আপ. শ্রৌ. ৮. ১০. ১০।

অগ্নির) চারিদিকে স্থাপন করিয়া, যে কয়খানি ইচ্ছা করেন, সেই কয়খানি (কাষ্ঠ-) খণ্ড (ঐ অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন। তিনি (তদনন্তর যথাস্থানে) স্থালী সহিতই চরু স্থাপন করেন, স্থালীসহিতই আজ্য স্থাপন করেন, এবং স্রুব ও স্রুক্ স্থাপন করেন। হোতা হোতৃষদনে (হোতার উপবেশনস্থানে) উপবেশন করেন, এবং তিনি (অধ্বর্য্যু) স্রুব ও স্রুক্ গ্রহণ করিয়া (হোতাকে) বলেন—

১২। আগ্নের আজ্যভাগের উদ্দেশে 'অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি স্থালীর আজ্যের চারি অবদান গ্রহণ করিয়া (আহবনীয় অগ্নির যজতি-স্থানে) গমন করেন; গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বান করিয়া বলেন— 'অগ্নির যাজ্যা উচ্চারণ করুন!' অনন্তর বষট্কার উচ্চারিত হইলে তিনি (তাহা) হোম করেন।

১৩। অনন্তর তিনি সোমের আঁজ্যভাগ লক্ষ্য করিয়া বলেন—'সোমের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি স্থালীরই আজ্যের চারি অবদান গ্রহণ করিয়া (যজতি-স্থানে) গমন করেন; গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বান করিয়া বলেন—'সোমের যাজ্যা উচ্চারণ করুন!' অনন্তর বষট্কার উচ্চারিত হইলে তিনি (তাহা) হোম করেন।

১৪। অনন্তর তিনি (হোতাকে) বলেন—'গৃহমেধী মরুদ্গণের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি তাহার পর (জুহূতে) আজ্য উপস্তৃত করেন। অনন্তর এই চরু হইতে তিনি দুইটি অবদান গ্রহণ করেন, (তাহার) উপরে আজ্যধারা নিক্ষেপ করেন, এবং অবদান-স্থানকে (অর্থাৎ চরুর যে স্থান হইতে অবদান করেন, সেই স্থানকে আজ্য দ্বারা) লিপ্ত করেন। তাহার পর তিনি (যজতি-স্থানে) গমন করেন; গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্ব্বক বলেন— 'গৃহমেধী মরুদ্গণের যাজ্যা উচ্চারণ করুন!' অনন্তর বষট্কার উচ্চারিত হইলে তিনি (তাহা) হোম করেন।

১৫। অনন্তর তিনি (হোতাকে) বলেন— 'স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি তাহার পর (জুহূতে) আজ্য উপস্তৃত করিয়া থাকেন। অনন্তর এই চরু হইতে তিনি একটি অবদান গ্রহণ করেন, ও (তাহার) উপরে দুইবার আজ্যধারা নিক্ষেপ করেন, (কিন্তু) তিনি (এইবার) অবদান-স্থানকে (আজ্য দ্বারা) লিপ্ত করেন না। অনন্তর তিনি (যজতি-স্থানে) গমন করেন;

গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্বক বলেন—"স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির যাজ্যা উচ্চারণ করুন!" অনন্তর বষট্‌কার উচ্চারিত হইলে তিনি (তাহা) হোম করেন।

১৬। অনন্তর তিনি ইড়া অবদান করেন, প্রা শি ত্র নহে। তাঁহারা (ঋত্বিগ্‌গণ,[১৮] ইড়াকে) উপহূত (সমীপে আহ্বান[১৯]) করিয়া ভক্ষণ করেন।[২০] (যজমানের) গৃহে যতগুলি লোক হবির অবশিষ্ট (অংশ) আশা করিতে পারেন,[২১] ততগুলিই ভক্ষণ করিবেন; অথবা ঋত্বিকেরা ভক্ষণ করিবেন; অথবা যদি বহু ওদন থাকে, তবে অপর ব্রাহ্মণেরা ভক্ষণ করিবেন।[২২] অনন্তর তাঁহারা অরিক্ত[২৩] স্থালীকে আচ্ছাদিত করিয়া পূ র্ণ দ র্ব[২৪] কার্য্যের জন্ত (কোন সুরক্ষিত স্থানে) স্থাপন করেন। অনন্তর (সেই রাত্রিতে) তাঁহারা মাতৃগণের সহিত (গো-) বৎসগুলিকে সংযত করেন; পশুগণ ইহাতে নিজের মধ্যে সার ধারণ করিতে পারে। তিনি এই রাত্রিতে যবাগূ দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করেন। তিনি প্রাতে পিতৃযজ্ঞের জন্ত নি বা ন্যা[২৫] গাভীকে দোহন করিবেন।

১৭। অনন্তর প্রাতে (অগ্নিহোত্র) হুত হইলে, বা না হইলে, যেরূপ তিনি ইচ্ছা করেন সেইরূপই, ঐ অরিক্ত স্থালীর (ওদন) দর্বি দ্বারা (এই মন্ত্রে) গ্রহণ করেন—"হে দর্বি, তুমি পূর্ণা হইয়া উৎকৃষ্টা হইয়া গমন কর, আবার

১৮ কা. শ্রৌ. ৫.৬.২৯।

১৯ ১.৬.৩.১৮।

২০ ১.৬.৩.৩৮—৩৯।

২১ অর্থাৎ যাহাদের উপনয়ন হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তি। কা. শ্রৌ. ৫.৬.৩০।

২২ তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণমতে (১.৬.৭.১) পত্নীর জন্ত ইড়ার প্রতিনিধিরূপে অপর অন্ন পাক করা হইয়া থাকে। এই অন্ন দক্ষিণাগ্নিতে পাক করা হয়, আপ. শ্রৌ. ৮. ১০. ১০।

২৩। অর্থাৎ ইড়াকে যাহা হইতে অবদান করা হইয়াছিল ঐ চরুকে কিঞ্চিৎ পাত্রেই রাখিয়া দিতে হইবে। কা. শ্রৌ.৫.৬.৩১।

২৪। মূল "পূর্ণদর্বায়," যে কার্য্যে দর্বি অর্থাৎ হাতা আজ্য দ্বারা পূর্ণ করা হয়, তাহার নাম পূর্ণদর্ব, অর্থাৎ দ র্বি হো ম; ইহার বিবরণ পরে উক্ত হইবে; ১৭শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

২৫। বৎস মৃত হইলে যে গাভীকে অন্ত গাভীর বৎস দ্বারা দোহন করা যায় তাহার নাম নি বা ন্যা।

পূর্ণা হইয়া আগমন কর ! হে শতকর্ম্মকারী ("শতক্রতু," ইন্দ্র), আমরা উভয়ে যেন ধনের দ্বারা অন্ন ও রসকে বিক্রয় করি !"[২৬] যেমন পুরোনুবাক্যা দ্বারা (আহ্বান করা হয়), সেইরূপই তিনি ইহারই দ্বারা ইঁহাকে (ইন্দ্রকে) এই ভাগের জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন।[২৭]

১৮। অনন্তর তিনি (অধ্বর্য্যু, যজমানকে) ঋষভ (বলীবর্দ্দ) আহ্বান করিবার জন্য বলিবেন।[২৮] কেহ কেহ বলেন—'সে (ঋষভ) যদি শব্দ করে, তবে তাহাই বষট্‌কার (বলিয়া গণ্য হইবে); এবং সেই বষট্‌কার (উচ্চারিত) হইলে তিনি আহুতি হোম করিবেন।'[২৯] তিনি ইহাতে বৃত্রবধের জন্য ইন্দ্রকেই (তাঁহার) স্বীয়রূপে আহ্বান করিয়া থাকেন; এই যে ঋষভ, ইহা ইন্দ্রেরই রূপ; অতএব তিনি ইহাতে বৃত্রবধের জন্য ইঁহাকে (ইঁহার) স্বীয় রূপেরই দ্বারা আহ্বান করেন। সে (ঋষভ) যদি শব্দ করে, তবে তিনি জানিবেন যে, 'ইন্দ্র আমার যজ্ঞে আগমন করিয়াছেন, আমার যজ্ঞ স-ইন্দ্র হইয়াছে;' আর সে যদি শব্দ না করে, তাহা হইলে দক্ষিণদিকে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণই (অর্থাৎ ব্রহ্মাই)[৩০] বলিবেন যে, 'হোম করুন!' এবং তাহাই ইন্দ্রের (আহ্বানোচিত) বাক্য হইবে।

১৯। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) হোম করেন—"তুমি আমাকে দান কর, আমি তোমাকে দান করি ! তুমি আমার জন্য নিহিত (স্থাপিত) কর, আমি

২৬। বা. স. ৩.৪৯ ; কা. শ্রৌ. ৫. ৬. ৩৬। অনুবাদ সায়ণ ও মহীধর অনুসারে। শেষাংশের তাৎপর্য্য এই যে, লোকে যেমন ধন দ্বারা দ্রব্য বিনিময় করে, আমরাও সেইরূপ করিতেছি; আমি তোমাকে ঐ অবশিষ্ট ওদন দিতেছি, আর তুমি তাহার পরিবর্ত্তে অন্ন ও রস আমাকে দিবে।

২৭। পূর্ব্বে সা ন্ত প ন মরুদ্গণ ও গৃ হ মে ধী মরুদ্গণের ইষ্টির কথা বলা হইয়াছে, ঐ দুই ইষ্টিকে যথাক্রমে সা ন্ত প নী য়া ও গৃ হ মে ধী য়া বলিয়া যাজ্ঞিকগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ দ র্বি হো ম কে গৃহমেধীয়া হবিরই অঙ্গ মনে করা হয়।

২৮। যেরূপে আহ্বান করিলে ষাঁড়টি ডাকিয়া উঠে, সেইরূপভাবে আহ্বান করুন,—ইহাই এখানে তাৎপর্য্য, কা. শ্রৌ. ৫. ৬. ৩৭।

২৯। তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৭. ৫।

৩০। কা. শ্রৌ. ৫. ৬. ৩৯।

তোমার জন্য নিহিত করি ! তুমি আমাকে (ফলের) মূল্য দিবে, এবং আমি তোমাকে (হবির) মূল্য দিই।[৩১]

২০। অনন্তর তিনি ক্রী ড়া কা রী মরুদ্‌গণকে সপ্তকপালে সংস্কৃত পুরোডাশ প্রদান করেন। ইন্দ্র যখন বৃত্রকে বধ করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন, তখন ক্রীড়াকারী মরুদগণ সৎকার করিতে করিতে তাঁহার চারিদিকে ক্রীড়া করিয়াছিলেন; ইনি (যজমান) যখন দ্বেষকারী পাপ শত্রুকে বধ করিবার জন্য প্রস্তুত হন, তখন তাঁহারা সেইরূপই ইঁহার চারিদিকে ক্রীড়া করিয়া থাকেন; এই জন্যই তিনি ক্রীড়াকারী মরুদ্‌গণকে (পুরোডাশ প্রদান করেন)।[৩২] অনন্তর ম হা হ বি র ই (প্রয়োগ অনুষ্ঠিত হয়); (পূর্ব্বোক্ত) ম হা হ বি র (বরুণ প্রঘাসের, অনুষ্ঠান) যেরূপ (উক্ত হইয়াছে), ইহারও সেইরূপ (হইয়া থাকে)।[৩৩]

৩১। বা. স. ৩. ৫০; কা. শ্রৌ. ৫. ৬. ৪০।। মহীধর বলেন এই মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ ইন্দ্রের, ও অপরার্দ্ধ যজমানের উক্তি; সায়ণ সমস্ত মন্ত্রটিকেই ইন্দ্রের উক্তি বলেন।

৩২। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ৬. ৭. ৫) উক্ত হইয়াছে, ইন্দ্র বৃত্রকে প্রহার করিয়া ঠিক মারিতে পারিয়াছেন কি না মনে হওয়ায় দূরে পলায়ন করেন এবং ভাবেন যে, কে তাহা জানিবে। মরুদ্‌গণ সেই সময় বলিল যে, ইন্দ্র যদি তাঁহাদিগকে প্রথমহবির্নিরূপ বর প্রদান করেন, তবে তাঁহারাই জানিয়া দিবেন। তদনন্তর তাঁহারা তাহার (বৃত্রের) নিকট ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

৩৩। পূর্ব্বে বরুণপ্রঘাসে (২. ৪. ২. ৮—১১) যে পাঁচটি হবির কথা উক্ত হইয়াছে; বক্ষ্যমাণ ম হা হ বিঃ সেইরূপভাবেই অনুষ্ঠেয়। বক্ষ্যমাণ মহাহবিতে পূর্ব্বোক্ত আগ্নেয় প্রভৃতি পাঁচটি ভিন্ন আরো তিনটি অধিক হবি হয়, যথা,—ঐন্দ্রাগ্ন পুরোডাশ, মাহেন্দ্র চরু, ও বৈশ্বকর্ম্মণ এককপাল পুরোডাশ। কা. শ্রৌ. ৫. ৭. ৭—১০।

পঞ্চম প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[১ ম হা হ বি র প্রশংসা, দেবগণ তাহা দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন ;—২ উত্তরবেদির উপাপন, পৃষদাজ্যগ্রহণ, অগ্নিমন্থন, নয়টি প্রযাজ ও নয়টি অনুযাজের এবং তিনটি সমিষ্টযজুর বিধান, ইহাতে প্রথমে আগ্নেয়াদি পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি হবি হয় ;—৩ আগ্নেয় পুরোডাশের বিধি ও প্রশংসা ;—৪ সোমের চরুবিধান ও তাহার প্রশংসা ;—৫ সবিতার পুরোডাশের বিধান ও তাহার প্রশংসা ;—৬ সরস্বতীর চরুবিধান ও তাহার প্রশংসা ;—পূষার চরুবিধান ও তাহার প্রশংসা ;—৮ ইন্দ্রাগ্নির পুরোডাশ-বিধান ও তৎপ্রশংসা ;—৯ মহেন্দ্রের চরুবিধান ও তৎপ্রশংসা ;—১০ বিশ্বকর্ম্মার পুরোডাশ-বিধান ও তৎপ্রশংসা ;—১১ মহাহবির্যজ্ঞের প্রশংসা ।]

১। দেবগণ ম হা হ বি র ই দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন ; তাঁহাদিগের এই যে বিজয় রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা ইহারই দ্বারা জয় করিয়াছিলেন ; সেইরূপই ইনি (যজমান) ইহা দ্বারা দ্বেষকারী পাপ শত্রুকে বধ করেন, ও সেই-রূপই বিজয় প্রাপ্ত হন ; এবং সেই জন্যই তিনি ইহার দ্বারা যাগ করিয়া থাকেন্।

২। তাহার অনুষ্ঠান (উক্ত হইতেছে) :—তাঁহারা উত্তরবেদিকে উপ-ক্ষিপ্ত (উত্থাপিত) করেন,[১] পৃষদাজ্য গ্রহণ করেন,[২] এবং অগ্নি মন্থন করেন। এখানে নয়টি প্রযাজ ও নয়টি অনুযাজ,[২] এবং তিনটি সমিষ্টযজুঃ হইয়া থাকে। ইহাতে (প্রথমে) ঐ (পূর্ব্বোক্ত আগ্নেয়াদি) পাঁচটি হবি হয়।[৩]

৩। (এখানে) যে সেই অষ্টকপালে সংস্কৃত আগ্নেয় পুরোডাশ হইয়া থাকে, (তাহার কারণ এই যে, দেবগণ) এই তেজোরূপ অগ্নিরই দ্বারা ইহাকে (বৃত্রকে) বধ করিয়াছিলেন ; এবং সেই তেজোরূপ অগ্নি (ইহাতে) ব্যথিত হয় নাই।[৪]

১। ২, ৪, ৩, ৬।

২। ২, ৪, ৩, ৪১।

৩। ২, ৪, ২, ৮—১১। কা. শ্রৌ. ৫. ১, ৫—৯ ; ৫. ৭, ১১।

৪। ২. ৪, ৪, ২।

৪। অনন্তর সোমের জন্য যে চরু হয়, (তাহার কারণ এই যে), তাঁহাদের (দেবগণের) রাজা ছিলেন সোম; এবং তাঁহারা রাজা সোমেরই দ্বারা ইহাকে (বৃত্রকে) বধ করিয়াছিলেন ; সেই জন্যই সোমের জন্য চরু হইয়া থাকে।

৫। অনন্তর সবিতার জন্য যে দ্বাদশ বা অষ্টাদশ কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে, (তাহার কারণ এই যে), সবিতা দেবগণের প্রেরক, এবং তাঁহারা (দেবগণ) সবিতা দ্বারা প্রেরিত হইয়াই ইহাকে বধ করিয়াছিলেন ; সেই জন্য সবিতার (পুরোডাশ) হইয়া থাকে।

৬। অনন্তর সরস্বতীর জন্য যে চরু হয়, (তাহার কারণ এই যে), বাক্‌ই (বাক্যই) সরস্বতী, এবং বাক্‌ই (ইন্দ্রকে বৃত্র বধের জন্য এই বলিয়া) অনুমোদন করিয়াছিলেন যে, "(ইহাকে) প্রহার কর ! বধ কর !" সেই জন্য সরস্বতীর চরু হইয়া থাকে।

৭। অনন্তর পূষার জন্য যে চরু হয়, (তাহার কারণ এই যে), এই পৃথিবীই পূষা,[৪] এবং ইনিই (পৃথিবীই) ইহাকে (বৃত্রকে) বধের জন্য (ইন্দ্রের নিকটে) দিয়াছিলেন, তাঁহারই দ্বারা প্রদত্ত ইহাকে (বৃত্রকে) তাঁহারা (দেবগণ) বধ করিয়াছিলেন ; সেই জন্যই পূষার চরু হইয়া থাকে।

৮। ইহার পর ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য দ্বাদশ কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে ; কেননা, ইঁহারই দ্বারা তাঁহারা ইহাকে বধ করিয়াছিলেন, কারণ, অগ্নি তেজঃস্বরূপ এবং ইন্দ্র স্বপ্রদত্ত[৫] বীর্য্যস্বরূপ ; তাঁহারা এই উভয়েরই দ্বারা ইহাকে বধ করিয়াছিলেন। অগ্নি ব্রাহ্মণজাতি, এবং ইন্দ্র ক্ষত্রিয়জাতি ; তাঁহারা সেই উভয়কে অবলম্বন করিয়া,—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়জাতিকে সংযুক্ত (বা পরস্পর সহায়ভূত) করিয়া সেই উভয় বীর্য্যের দ্বারা ইহাকে বধ করিয়াছিলেন। সেই জন্য ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য দ্বাদশ কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে।

৯। অনন্তর ম হে ন্দ্রে র জন্য চরু হয়। বৃত্রবধের পূর্ব্বে ইনি ই ন্দ্র ই ছিলেন, তাহার পর, যেমন (কোন রাজা) বিজয়ী হইয়া ম হা রা জ হয়, ইনিও

৪। এখানে পূষাকে (পুং) পৃথিবীর সহিত অভিন্ন করা হইয়াছে। এই অভেদ সম্বন্ধে সায়ণ বলিয়াছেন যে, পৃথিবী ভূতসমূহকে পো ষ ণ করেন বলিয়া তাহা পূ ষা।

৫। "ইন্দ্রিয়ং ;" "ইন্দ্রলিঙ্গং ইন্দ্রেণ দত্তমিতি"—সায়ণ।

সেইরূপ ম হে ন্দ্র হইয়াছেন; এই জন্য ম হে ন্দ্রে র চরু হইয়া থাকে। তিনি ইহাতে বৃত্রের বধের জন্য ইঁহাকে (ইন্দ্রকে) মহান্ই করিয়া থাকেন; এবং সেই জন্যই ম হে ন্দ্রে র চরু হয়।

১০। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মার জন্য এক কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে। সা ক মে ধ দ্বারা যাগ করিয়া বিজয়ী দেবগণের ইহার দ্বারা সমস্ত (বি শ্ব) কার্য্যই (কর্ম্ম) করা হইয়াছিল, এবং সমস্তই জয় করা হইয়াছিল; যিনি সা ক মে ধ দ্বারা যাগ করিয়া বিজয়ী হন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই করা হয়, এবং সমস্তই জয় করা হয়। সেই জন্যই বিশ্বকর্ম্মার এক কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে।

১১। দেবগণের এই যে উৎকৃষ্ট জাতি ও শ্রী রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা এই যজ্ঞেরই দ্বারা যাগ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি এইরূপ জানিয়া এই যজ্ঞের দ্বারা যাগ করেন, তিনি সেই উৎকৃষ্ট জাতিকেই উৎপাদন করেন, এবং সেই শ্রীকে প্রাপ্ত হন। সেই জন্য তিনি ইহা দ্বারা যাগ করিবেন।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[১ দেবগণ মহাহবি দ্বারা বৃত্রকে বধ করেন, এবং সেই সংগ্রামে হত দেবগণকে তাঁহারা পি তৃ-য জ্ঞে র দ্বারা জীবিত করিয়াছিলেন;—২ বৃত্রের সহিত যুদ্ধে দেবগণের মধ্যে যাঁহারা বিজয়ী ছিলেন, তাঁহারা বসন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-স্বরূপ, আর যাঁহাদিগকে পরে জীবিত করা হইয়াছিল তাঁহারা শরদ্-হেমন্ত-শিশির-স্বরূপ ;—৩ পিতৃযজ্ঞ করিবার হেতু ও ফল;—৪ সো ম বা ন্ পি তৃ গ ণ অথবা পি তৃ যা ন্ সো মে র ষট্ কপালে সংস্কৃত পুরোডাশের বিধি ও তাহার যুক্তি ;—৫ ব র্হি ষ ৎ পি তৃ গ ণে র জন্য দক্ষিণাগ্নিতে প্রস্তুত ধানার দুইভাগ করিয়া একভাগ পেষণ করিতে হয়, এবং অপরভাগ অপিষ্ট থাকে, এই অপিষ্টভাগই পিতৃগণকে প্রদেয় ;—৬ নি বা ন্যা গাভীর দুগ্ধে ভৃষ্ট যবচূর্ণ মিশ্রিত ও আলোড়িত করিলে ম ন্থ হয়, অ গ্নি ষা ত্ত পি তৃ গ ণে র জন্য ঐ মন্থের বিধান ;—৭ পিতৃগণের পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ সংজ্ঞার ব্যাখ্যা ;—৮ গার্হপত্যের পশ্চিমে অধ্বর্য্যুর ষট্‌কপাল-পুরোডাশ-নির্ম্মাণের জন্য ব্রীহিগ্রহণ, তাহার অবঘাত ও তণ্ডুলকণার অপনয়ন ;—৯ দক্ষিণমুখে দৃষদ্ ও উপলার উপস্থাপন, দক্ষিণমুখে কার্য্য করিবার হেতু ;—১০ দক্ষিণাগ্নির দক্ষিণদিকে দ্বিতীয় দক্ষিণাগ্নির জন্য চতুষ্কোণ বেদির নির্ম্মাণ ;—১১ ঐ বেদির মধ্যস্থানে দক্ষিণাগ্নির স্থাপন ও তাহার যুক্তি ;—১২ স্তম্বযজুর্হরণ, বেদির পূর্ব্ব ও উত্তর পরিগ্রহ, এবং মার্জ্জন, প্রোক্ষণীজলপ্রভৃতির উপস্থাপন, স্রুক্‌সম্মার্জ্জন, আজ্যগ্রহণ ;—১৩ কাহারো কাহারো মতে উপভৃতে দুইবার আজ্যগ্রহণ করিতে হয়, এই মত খণ্ডন করিয়া আটবার গ্রহণ করিবার বিধি, আজ্যগ্রহণানন্তর পুনর্ব্বার প্রাচীনাবীতী হওয়া;—১৪ অধ্বর্য্যুর প্রোক্ষণী-গ্রহণ, ইধ্ম ও বেদির প্রোক্ষণ, অধ্বর্য্যুকে আগ্নীধ্র প্রভৃতির বর্হিপ্রদান, বর্হির স্থাপন, বর্হির মূলে অবশিষ্ট প্রোক্ষণীজলকে ঢালিয়া দেওয়া, বর্হির বন্ধনগ্রন্থির মোচন, প্রস্তরগ্রহণের নিষেধ, তাহার যুক্তি;—১৫ বর্হির বন্ধন রজ্জু খুলিয়া অপ্রদক্ষিণভাবে বর্হির দ্বারা তিনবার বেদির আস্তরণ ও তাহার চারিদিকে ভ্রমণ, প্রস্তরযোগ্য বর্হিকে অবশিষ্ট রাখা, তিনবার প্রদক্ষিণভাবে বেদির চারিদিকে ভ্রমণ, তাহার যুক্তি ;—১৬ প রি ধি পরিস্থাপন, প্রস্তরাস্তরণ, বিধৃতিস্থাপনের নিষেধ ;—১৭ জুহূপ্রভৃতির স্থাপন ও হবির স্পর্শ ;—১৮ যজমান ও ঋত্বিগ্‌গণের যজ্ঞোপবীতী হওয়া অর্থাৎ দক্ষিণস্কন্ধ হইতে বামস্কন্ধে উপবীতধারণ, ব্রহ্মা ও যজমানের বেদির পশ্চিমদিকে এবং আগ্নীধ্রের পূর্ব্বদিকে গমন—১৯ পিতৃযজ্ঞে অনুচ্চ স্বরে কার্য্য করিবার বিধি ও তাহার যুক্তি ;—২০ পিতৃযজ্ঞের স্থানটি পরিবেষ্টিত হওয়া আবশ্যক, তাহার যুক্তি ;—২১ অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক অগ্নিতে ইধ্মনিক্ষেপ ও সামিধেনীপাঠের জন্য হোতার আহ্বান, এখানে একটিমাত্র সামিধেনী উচ্চারিত হয়, তাহার যুক্তি ;—২২ হোতার সামিধেনীপাঠ ;—২৩ ইহাতে (দৈব ও মানবীয়) হোতার বরণ নাই, অধ্বর্য্যুর বর্হিভিন্ন অপর চারিটি প্রযাজযাগের অনুষ্ঠান, বর্হিপ্রযাজকে ত্যাগ করিবার যুক্তি ;—২৪ যজমান ও ঋত্বিগ্‌গণ এখন পুনর্ব্বার প্রাচীনাবীতী হইবেন, এবং ব্রহ্মা ও যজমান পূর্ব্বদিকে ও আগ্নীধ্র

পশ্চাদ্দিকে আগমন করেন, অনন্তর অনুষ্ঠের কার্য্যে আ শ্রা ব ণ প্রভৃতির পরিবর্ত্তন ;—২৫ আ সু রি র মতে পরিবর্ত্তন বিধেয় ;—২৬ সোমবান্ পিতৃগণ বা পিতৃমান্ সোমের উদ্দেশে অনুবাক্যা পাঠ করিবার জন্ত অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক হোতার প্রার্থনা, ইহাতে দুইটি অনুবাক্যা হইয়া থাকে, তাহার যুক্তি ;—২৭ অধ্বর্য্যু র জুহূতে আজ্যলেপন, পুরোডাশ, ধানা ও মন্থের অবদান গ্রহণ করিয়া জুহূর মধ্যে নিক্ষেপ, হোতা যাজ্যা উচ্চারণ করিলে তাহার হোম ;—২৮ পূর্ব্বোক্ত রূপেই বর্হিষৎ পিতৃগণের হোম ;—২৯ ঐ রূপেই অগ্নিষাত্ত পিতৃগণের হোম ;—৩০ ক ব্য বা হ ন অগ্নির উদ্দেশে অনুবাক্যা-উচ্চারণ ;—৩১ পিতৃগণের ন্যায় কব্যবাহন অগ্নির হোম, এখানে অবদানস্থানে আজ্যলেপন করা হয় না ;—৩২ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কণ্ডিকায় পূর্ব্বোক্ত যাগচতুষ্টয়ের যে কয়টি বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার যুক্তি-উল্লেখ ;—৩৩ কাহারো কাহারো মতে এই স্থলে হোতার হস্তে মন্থ অর্পিত হয় এবং তিনি তাহা আঘ্রাণ করিয়া ব্রহ্মাকে দেন, ব্রহ্মা তাহা আঘ্রাণ করিয়া আগ্নীধ্রকে দেন, আগ্নীধ্রও তাহা আঘ্রাণ করেন, (এবং উৎকর দেশে নিক্ষেপ করেন), কাহারো কাহারো মতে এখানে ইড়া ও প্রাশিত্রের অবদান করা হয়, এবং ইড়াকে ঘ্রাণই করিতে হইবে ভোজন করিতে হইবে না, আ সু রি র মতে ভোজনই বিধেয় ;—৩৪ যজমান বা অধ্বর্য্যু যে-কেহ পিণ্ডদান করিবেন তিনি পিতৃগণকে অ ব নে জ ন (অর্থাৎ মুখাদি শোধন বা ধুইবার জন্ত) জল প্রদান করেন, লৌকিক দৃষ্টান্তের উল্লেখে ইহার সমর্থন ;—৩৫ পিণ্ডদাতা সমস্ত হবিই খণ্ডিত করিয়া বাম হস্তে গ্রহণ করেন, অর্থাৎ সমস্ত একত্র মিশ্রিত করেন ;—৩৬ তিনি উত্তর-পশ্চিম কোণে যজমানের পিতাকে, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তাঁহার পিতামহকে এবং পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে তাঁহার প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করেন, উত্তর-পূর্ব্ব কোণে হস্তলগ্ন হবির লেপকে মার্জ্জন করেন, ঐ মার্জ্জনের মন্ত্র, পিতৃগণকে পিণ্ডদান করায় তাঁহারা এই যজ্ঞ হইতে ব্যবহিত হন না ;—৩৭ তাঁহারা সকলেই যজ্ঞোপবীতী হইয়া পরিবৃত যজ্ঞস্থান হইতে নির্গত হইয়া আহবনীয় অগ্নির নিকট উপস্থিত হন (অর্থাৎ তাহার উপস্থান বা পূজা করেন), তাহার যুক্তি ;—৩৮ তাহার মন্ত্রদ্বয়ের উল্লেখ ;—৩৯ গার্হপত্যের উপস্থান, তাহার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ;—৪০ পিতৃগণকে মুখাদি ধুইবার জন্ত জলপ্রদান, পুনর্ব্বার বেদিকে তিনবার পরিষিক্ত করিয়া তাহার চারিদিকে ভ্রমণ, তাহার তাৎপর্য্য ;—৪১ প্রদক্ষিণভাবে পরিষিক্ত করিতে করিতে তিনবার বেদির চারি দিকে ভ্রমণ, যজমানের পিতৃপ্রভৃতিকে (মুখাদি) শোধনের জন্ত জলপ্রদান, লৌকিক দৃষ্টান্তে তাহার সমর্থন, প্রদক্ষিণভাবে তিনবার ঐ রূপে বেদির চারিদিকে ভ্রমণের তাৎপর্য্য ;—৪২ নীবি খুলিয়া পিতৃগণকে নমস্কার, নমস্কার ছয়বার করিতে হয়, তাহার যুক্তি, পিতৃগণের নিকটে পুত্রের প্রার্থনা ;—৪৩ সকলেরই যজ্ঞোপবীতী হওয়া, অনুযাজ-যাগের আরম্ভ, যজমান ও ব্রহ্মার পশ্চিম-দিকে এবং আগ্নীধ্রের পূর্ব্বদিকে গমন, হোতার স্বস্থানে উপবেশন ;—৪৪ অগ্নিমার্জ্জন-প্রভৃতি, বর্হিভিন্ন অপর দুইটি অনুযাজ বিধেয়, তাহার যুক্তি ;—৪৫ স্রুগ্‌দ্বয়ের পৃথক্‌করণ, স্রুক্ দ্বারা পারিধিসমূহের লেপন, একটি পারিধির গ্রহণ, আগ্নীধ্রের আহ্বান, হোতার প্রৈষপাঠক সম্বন্ধ,

হোতার উচ্চারণ, অধ্বর্যু এখানে প্রস্তর গ্রহণ করেন না, আগ্নীধ্র অগ্নিতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে বলিলে তিনি চুপ করিয়া থাকেন এবং নিজেকে স্পর্শ করেন ;—৪৭ আগ্নীধ্র ও অধ্বর্যুর পরস্পর উত্তরপ্রত্যুত্তর, শং যু বা ক উচ্চারণের জন্য অধ্বর্যু কর্ত্তৃক হোতার প্রেরণা, বর্হি ও পরিধিসমূহের অগ্নিতে নিক্ষেপ ;—৪৮ কেহ কেহ এখানে অবশিষ্ট হবি অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন, তাহা কর্ত্তব্য নয়, ঋত্বিকেরা তাহা জলে দিতে পারেন, অথবা ভক্ষণ করিবেন।]

১। দেবগণ মহাহবিরই দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন ; এবং এই যে ইঁহাদের বিজয় রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা তাহারই দ্বারা জয় করিয়াছিলেন। আর সেই সংগ্রামে (অসুরেরা) ইঁহাদের (দেবগণের) মধ্যে যাঁহাদিগকে বধ করিয়াছিল, তাঁহাদিগকে ইঁহারা পি তৃ য জ্ঞে র দ্বারা সমীরিত[1] করিয়াছিলেন ; তাঁহারা পি তা ছিলেন, সেই জন্য (অর্থাৎ তাঁহাদের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হওয়ায়, বক্ষ্যমাণ কর্ম্মের) নাম পি তৃ য জ্ঞ।[2]

২। সেই সময়ে (দেবগণের মধ্যে) যাঁহারা বিজয়ী হইয়াছিলেন, তাঁহারা বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা (-ঋতুস্বরূপ) ; আর যাঁহাদিগকে তাঁহারা সমীরিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা শরৎ, হেমন্ত ও শিশির (-ঋতুস্বরূপ)।[3]

৩। ইনি (যজমান) ইহার দ্বারা যাগ করেন বলিয়াই (অসুরগণ) ইঁহার কাহাকেও সেইরূপ বধ করিতে পারে না ; 'দেবগণ (ইহা) করিয়াছিলেন' এই মনে করিয়াই তিনি ইহা করেন। দেবগণ ইঁহাদের (পিতৃগণের) যে ভাগ (পুরোডাশাদিরূপ) বিধান করিয়াছিলেন, ইনিও (যজমান) ইঁহাদিগের সেই ভাগ বিধান করিয়া থাকেন ; দেবগণ যাঁহাদিগকে সমীরিত করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ইহা দ্বারা তৃপ্ত করিয়া থাকেন, তিনি ইহা দ্বারা স্বকীয় পিতৃগণকে প্রশস্ততর লোকে লইয়া যান ; এখানে তাঁহার

১। অর্থাৎ চেষ্টাযুক্ত, জীবিত ; মূল "তান্ সমৈরয়ন্ ;" সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "সমাগচ্ছন্ত" অথবা "সমগচ্ছন্" (দ্রঃ— ২য় কণ্ডিকা, সোসাইটি সংস্করণ) ; অর্থাৎ সেই দেবগণ হত দেবগণের সহিত স ঙ্গ ত অর্থাৎ মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি আবার ভাবার্থ লিখিয়াছেন—তাঁহারা মৃত হইয়া পি তৃ দে ব তা হইয়াছিলেন। ৩য় কণ্ডিকা পর্য্যালোচ্য।

২। ইহা পূর্ব্বোক্ত (২. ৩. ৪.) পি ও পি তৃ য জ্ঞ হইতে ভিন্ন, এবং সাধারণত ম হা পি তৃ য জ্ঞ নামে উক্ত হয় ; দ্রঃ—বৌ. শ্রৌ. ৫. ১১, ১৪৩. পৃ. ১৭. পং ; সায়ণ-ভাষ্য, তৈ. স. ১. ৮. ৫।

৩। দ্রষ্টব্য—২. ১. ৩. ১ ইত্যাদি।

দিকের অনাচার (বা বিরুদ্ধাচার, বা অকরণ) হেতু যাহা কিছু হত বা ক্ষীণই হয়, তাহা তাঁহার পুনর্ব্বার ইহা দ্বারাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য তিনি ইহা দ্বারা যাগ করেন।

৪। তিনি সো ম ব ন্ত[৪] পি তৃ গ ণ কে, অথবা পি তৃ মা ন্ সোম কে[৫] ছয় কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ প্রদান করেন। ঋতু ছয়টি, এবং পিতৃগণ ঋতু (-স্বরূপ);[৬] সেই জন্য (ঐ পুরোডাশ) ছয় কপালে সংস্কৃত হয়।

৫। অনন্তর তাঁহারা ব র্হি ষ ৎ[৭] পি তৃ গ ণে র জন্য অন্বাহার্য্যপচনে (দক্ষিণাগ্নিতে) ধানা (ভৃষ্ট যব)[৮] করেন। তাঁহারা তাহার অর্দ্ধেক পেষণ করেন, আর অর্দ্ধেকই অপিষ্ট থাকে; ইহাই (অপিষ্ট ধানাই) ব র্হি ষ ৎ পি তৃ-গ ণে র জন্য হইয়া থাকে।

৬। অনন্তর অ গ্নি ষা ত্ত[৯] পি তৃ গ ণে র জন্য নিবান্যা গাভীর দুগ্ধে (প্রক্ষিপ্ত, ও) একটি শলাকার[১০] দ্বারা একবার আলোড়িত (পূর্ব্বোক্ত ধানাচূর্ণ) ম ন্থ[১১] (-নামক হবি হইয়া থাকে)। পিতৃগণ এ ক বা রে ই প্রতিলোম

৪। অর্থাৎ যাঁহারা সো ম যা গ করিয়াছেন।

৫। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১. ৮. ৫. ১) এই দ্বিতীয় পক্ষই বিহিত হইয়াছে; তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৮. ২। সায়ণ এই স্থলে পি তৃ মা ন্ শব্দের অর্থ করিয়াছেন—যাহার পি তৃ গ ণ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ঐ স্থলে সোম-শব্দের তাৎপর্য্যার্থ সং ব ৎ স র গৃহীত হইয়াছে—"সংবৎসরো বৈ সোমঃ।"

৬। দ্রঃ—"পুরুষ যে ঋতুতে মৃত হয়, পরলোকে সেই ঋতুই হয়"—তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৮. ৩; "বসন্তে মরিলে বসন্ত হয় ......" ইত্যাদি সায়ণভাষ্য, তৈ. স. ১. ৮. ৫. ১।

৭। ইহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—যাঁহারা ব র্হি তে (কুশে) স দ ন (উপবেশন) করেন; পারিভাষিক অর্থ—যাঁহারা কেবল হ বি র্য জ্ঞ করিয়াছেন, সো ম যা গ করেন নাই।

৮। দ্রঃ—১. ৪. ৩. ১৩, ১ম টীকা।

৯। ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—অ গ্নি যাঁহাদিগকে ।দগ্ধ করিয়া স্বা দ করে। মূল ব্রাহ্মণে পরবর্ত্তী কণ্ডিকাতেই এই সমস্ত নাম ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

১০। "একশলাকয়া;" কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের (৫. ৮. ১৮) বৃত্তিকার ইহার অর্থ করিয়াছেন শীর্ষকরহিত শলাকা। বৌধায়ন (শ্রৌ. সূত্র. ৫. ১১, ১১৪পৃ. ১৭ পং) এখানে একটি ইষুশলাকা দিয়া আলোড়ন করিবার বিধি দিয়াছেন। আপস্তম্ব (শ্রৌ. সূ. ৮. ১৪, ১৪) উভয়ই বলিয়াছেন।

১১। দুগ্ধের মধ্যে ভৃষ্ট যবচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আলোড়ন করিলেই তাহাকে ম ন্থ বলা হয়।

ভাবে গমন করিয়াছেন, সেই জন্য (ঐ মন্থ) এ ক বা র আলোড়িত হয় ; এই কয়টি হবি হইয়া থাকে।

৭। যাঁহারা সোমের দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত পিতৃগণ সো ম বা ন্ ; আর যাঁহারা পক্ব (চরুপুরোডাশাদি হবি) দান করিয়া (দেব-) লোক জয় করেন, তাঁহারা ব র্হি ষ ৎ ; আর যাঁহারা তাহাদের একটিও (করেন) নাই, এবং যাঁহাদিগকে অ গ্নি দগ্ধ করিয়া স্বা দ করে, তাঁহারা অ গ্নি ষ্বা ত্ত।[১২] যাঁহারা পিতা, তাঁহারা এই (ত্রিবিধ)।

৮। তিনি (অধ্বর্য্যু) গার্হপত্যের পশ্চিম দিকে প্রাচীনাবীতী[১৩] হইয়া দক্ষিণমুখে উপবেশনপূর্ব্বক এই ষট্‌কপালসংস্কৃত পুরোডাশ (অর্থাৎ তণ্ডুপ-যুক্ত ব্রীহি) গ্রহণ করেন। তিনি (অতঃপর) সেইস্থান হইতে উত্থিত হইয়া নিকটেই অন্বাহার্য্যপচনের উত্তরদিকে দক্ষিণমুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাহা অবঘাত করেন, এবং একবার ফলীকরণ[১৪] করেন ; পিতৃগণ এ ক বা রে ই প্রতিলোম-ভাবে গমন করিয়াছেন, সেই জন্য তিনি এ ক বা র ফলীকরণ করিয়া থাকেন।

৯। তিনি (আহবনীয় দেশে) দক্ষিণ মুখেই দৃষদ্ ও উপলাকে উপ-স্থাপিত করেন, এবং গার্হপত্যের দক্ষিণভাগে ছয়টি কপাল উপস্থাপিত করেন।[১৫] তাঁহারা যে এই দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করেন, (তাহার কারণ এই যে), ইহাই পিতৃগণের দিক্ ;[১৬] সেই জন্য তাঁহারা দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়া থাকেন।

১০। তিনি অন্বাহার্য্যপচনের দক্ষিণ দিকে একটি (সম-) চতুষ্কোণ বেদি

মন্থ বহুপ্রকার হইয়া থাকে ; যথা, আ জ্য ম ন্থ, প য়ো ম ন্থ, দ ধি ম ন্থ ও উ দ ম ন্থ ; আপ. শ্রৌ. ২২.২৬.১। বৈদ্যকশাস্ত্রেও ইহা প্রসিদ্ধ আছে।

১২। "যে বা অযজ্বানো গৃহমেধিনঃ তে পিতরোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ"—তৈ. ব্রা. ১.৬.৯.৬।

১৩। ২.৩.৪.২।

১৪। ১.১.৪.২৩ ; সাধারণত তিনবার ফলীকরণ করিতে হয়।

১৫। ১.১.৪.১।

১৬। তৈ. স. ৬.১.১.১।

করেন ; তিনি (ইহার) কোণগুলিকে (আগ্নেয়াদি) অবান্তর দিকে করেন ;[17] অবান্তর দিক্ চারিটি, এবং পিতৃগণ অবান্তরদিক্সমূহস্বরূপ ; এই জন্য তিনি কোণগুলিকে অবান্তরদিকে করিয়া থাকেন।

১১। তিনি তাহার মধ্যদেশে অগ্নিকে স্থাপন করেন। দেবগণ পূর্ব্বদিকে[18] পশ্চিমমুখে মানবগণের (ঋত্বিগ্-যজমানের) নিকট উপস্থিত হন ; সেই জন্য তিনি (অধ্বর্য্যু) পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া হোম করেন। (আর) পিতৃগণ সমস্ত দিকেই থাকেন, কেননা, পিতৃগণ অবান্তরদিক্সমূহস্বরূপ, এবং এই অবান্তর দিক্সমূহ সর্ব্বদিকেই রহিয়াছে ; সেই জন্য তিনি তাহার (ঐ বেদির) মধ্যে অগ্নিকে স্থাপন করেন।[19]

১২। তিনি তাহা (বেদি) হইতে পূর্ব্বদিকে স্ত ম্ব য জুঃ[20] লইয়া যান।

১৭। দ্রষ্টব্য—"দক্ষিণেন দক্ষিণাগ্নিং পরিবৃতমুদগ্দ্বারং তন্মধ্যে বেদিং করোত্যবান্তরদিক্-স্রক্তিম্ আগ্ন্যাত্তে"—কা. শ্রৌ. ৫. ৮. ২২। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপঃ—আগ্ন্য দেবগণের উদ্দেশে পাত্র ও অঙ্গুলী প্রক্ষালনের জল লইয়া যাইবার পর (১.১. ৬. ১৮, ২. ১. ৫) অধ্বর্য্যু দক্ষিণাগ্নিকে বস্ত্র বা মাদুর প্রভৃতির দ্বারা সমচতুরস্র করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ চারিদিকে বেষ্টিত করেন। ইহার দ্বার উত্তর দিকে থাকিবে। ইহার মধ্যে দক্ষিণাগ্নি হইতে (তিন পা, অথবা পরিমাণমত) দক্ষিণ দিকে (পুরুষপ্রমাণ, বা যজমানপ্রমাণ) দর্শ-পূর্ণমাসের ন্যায় এক বেদি নির্ম্মাণ করেন ; ইহা চতুষ্কোণ হইবে, এবং কোনগুলি আগ্নেয়াদি অবান্তর দিকে থাকিবে। (দর্শপূর্ণমাসের ন্যায় এই বেদিকে খনন করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হয় না, কেবল রেখা দ্বারা অঙ্কিত করিয়া লইলেই হয়—তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৮. ৫—৬ ; বৌ. শ্রৌ. ৫. ১১ ; ১৪৫ পৃ. ২ পং)। অনন্তর ঐ বেদিমধ্যে দক্ষিণাগ্নির নূতন ঘর বা কুণ্ড করিয়া ও যথাবিধি পঞ্চ ভূমিসংস্কার করিয়া (৩ পৃঃ ৫—৭ পং.) তাহাতে দক্ষিণাগ্নিকে স্থাপন করিবে।

১৮। আহবনীয়ের নিকট।

১৯। সায়ণ বলিয়াছেন—'অবান্তরদিক্সমূহ ব্যাপী বলিয়া তৎস্বরূপ পিতৃগণও ব্যাপী, অতএব তাঁহারা কোন মুখে আছেন তাহা দুর্জ্ঞেয়। সেই জন্য যাহাতে সর্ব্বদিক্ হইতেই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে হোম করিতে পারা যায়, সেই ভাবে বেদির মধ্য দেশেই অগ্নিকে স্থাপন করা হয়।'

২০। দ্রঃ—১. ২. ২. ১২—১৪। দর্শ-পূর্ণমাসে স্ত ম্ব য জু র্ হ র ণ উত্তর দিকে হইয়া থাকে, এখানে তৎস্থানে পূর্ব্ব দিক্ বিহিত হইল। প্রকৃত পিতৃযজ্ঞ বা মহাপিতৃযজ্ঞে দক্ষিণ দিক্ পূর্ব্ব, পূর্ব্ব দিক্ উত্তর, পশ্চিম দিক্ দক্ষিণ, এবং উত্তর দিক্ পশ্চিম দিক্ বলিয়া ব্যবহৃত হয় ; কা. শ্রৌ. ১. ৮. ২৩ ; ৫. ৮. ২ ; এবং ঐ পদ্ধতি।

তিনি স্তম্বযজুঃ লইয়া গিয়া[২১] প্রথমে এইরূপে[২২] (অর্থাৎ পশ্চিম দিকে), অনন্তর এইরূপে (অর্থাৎ উত্তর দিকে), এবং তদনন্তর এইরূপে (অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে) পরিগ্রহ (অর্থাৎ রেখা দ্বারা বেদিকে বেষ্টিত) করেন।[২৩] তিনি (অধ্বর্য্যু) পূর্ব্ব পরিগ্রহ করিয়া (তিনটি) রেখা অঙ্কন করেন, (আর আগ্নীধ্র) যাহা (অর্থাৎ বেদিতে উৎখাত পাংশু) লইয়া যাইবার থাকে, তাহা লইয়া যান (নিক্ষেপ করেন)।[২৪] অনন্তর তিনি সেইরূপেই উত্তরপরিগ্রহের দ্বারা (বেদিকে) পরিগৃহীত করেন।[২৫] তিনি উত্তরপরিগ্রহের দ্বারা (বেদিকে) পরিগৃহীত করিয়া ও প্রতিমার্জ্জন করিয়া[২৬] (অগ্নীধ্রকে) বলেন—'প্রোক্ষণী (প্রোক্ষণ করিবার জল) স্থাপন করুন!'[২৭] তাঁহারা (অর্থাৎ আগ্নীধ্র) প্রোক্ষণী, ইধ্ম ও বর্হি উপস্থাপিত করেন।[২৮] তিনি স্রুক্‌সমূহ সম্মার্জ্জন করেন,[২৯] এবং আজ্য গ্রহণ করিয়া (অগ্নির পূর্ব্বদিকে) গমন করেন।[৩০] (অনন্তর) তিনি (অধ্বর্য্যু) যজ্ঞোপবীতী[৩১] হইয়া আজ্য গ্রহণ করেন।

২১। কলিকাতা ও আজমীর উভয় সংস্করণেই এখানে মূলে "হুত্বা (হোম করিয়া)" আছে, কিন্তু এখানে সম্ভবত "হৃত্বা" পদ হইবে।

২২। অভিনয় দ্বারা দেখাইয়া দেওয়া হইতেছে।

২৩। দ্রষ্টব্য ১. ২. ৩. ৬, ও টীকা।

২৪। ১. ২. ৩. ১৭।

২৫। ১. ২. ৩. ১১ ; পূর্ব্ববর্ত্তী ২৩শ টীকা।

২৬। ১. ২. ৩. ১৮, ও টীকা।

২৭। ১. ২. ৩. ২০।

২৮। দক্ষিণাগ্নিদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বদিকে বর্হি ও পশ্চাৎ দিকে ইধ্ম থাকে ; প্রোক্ষণী বেদিতে।

২৯। ১. ২. ৪. ১।

৩০। ১. ২. ৪. ২০, ও টীকা। মহাপিতৃযজ্ঞে যজমান-পত্নী যজমানের সঙ্গে থাকেন না (কা.শ্রৌ. ৫. ৮. ৫), এই জন্য এখানে পত্নীসন্নহন ও আজ্যাবেক্ষণ (১. ২. ৪. ১৩—১৯) নাই।

৩১। তিনি ইহার পূর্ব্বপর্য্যন্ত প্রাচীনাবীতী হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, এখন উপবীতী হইবেন। কা, শ্রৌ. ৫. ৮. ২৬।

১৩। তদ্বিষয়ে (কেহ কেহ) বলেন—'তিনি উপভৃতে দুইবার (আজ্য) গ্রহণ করিবেন; কেননা, এখানে দুইটি অনুযাজ হইয়া থাকে।'[৩২] কিন্তু তিনি সেখানে উপভৃতে আটবারই গ্রহণ করিবেন, (কেননা), তাঁহার মনে হয় যে, 'পাছে আমি যজ্ঞের বিধি হইতে পবিভ্রষ্ট হই।' অতএব তিনি উপভৃতে আটবারই (আজ্য) গ্রহণ করিবেন। আজ্যসমূহ গ্রহণ করিয়া তিনি পুনর্ব্বার প্রাচীনাবীতী হন।

১৪। অনন্তর অধ্বর্য্যু প্রোক্ষণী ((জল) গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমেই ইধ্মকে প্রোক্ষণ করেন ও তাহার পর বেদিকে। তদনন্তর (ঋত্বিকরা) বর্হি প্রদান করেন, এবং তিনি তাহার (বন্ধনরজ্জুর) গ্রন্থিকে পূর্ব্ব দিকে করিয়া (বেদিতে) স্থাপন করেন,[৩৩] ও (প্রোক্ষণী দ্বারা) তাহা প্রোক্ষণ করিয়া (অবশিষ্ট প্রোক্ষণী জলকে সেই বর্হিরূপ ঔষধির মূল দেশে) লইয়া যান (ঢালিয়া দেন);[৩৪] (অনন্তর) তিনি (সেই বন্ধন-) গ্রন্থিকে খুলিয়া (তাহা হইতে) প্রস্তরকে (আর পৃথক্ করিয়া) গ্রহণ করেন না;[৩৫] কেননা, পিতৃগণ এ ক বা র ই প্রতিলোম ভাবে গমন করিয়াছেন; সেই জন্য তিনি প্রস্তর গ্রহণ করেন না।[৩৬]

১৫। অনন্তর তিনি (বর্হির বন্ধন-)রজ্জু খুলিয়া (এবং বর্হি ও রজ্জু উভয়ই গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা উত্তর দিকের পশ্চিম কোণ হইতে) বেদিকে অপ্রদক্ষিণ ভাবে তিনবার আস্তরণ করিতে করিতে বেদির চারিদিকে গমন

৩২। প্রকৃতিযোগে আটবার গ্রহণ করা হয় (১. ২. ৫. ৯.); এখানে বিকল্পে ইহাই বিহিত হইয়াছে; কা. শ্রৌ. ৫. ৮. ২৭।

৩৩। ১. ২. ৬. ১—৩। কা. শ্রৌ. ৫. ৮. ২৮।

৩৪। ১. ২. ৬. ৪।

৩৫। ১. ২. ৬. ৫।

৩৬। এস্থলে সায়ণ লিখিয়াছেন—"বর্হিষঃ সকাশাৎ প্রস্তরস্য পৃথক্করণে বর্হিষঃ সকৃত্বং ব্যাহন্যেত, ন চৈতৎ পিতৃযজ্ঞে যুক্তমিতি।"

করেন ;[৩৭] তিনি অপ্রদক্ষিণ ভাবে তিনবার আস্তরণ করিয়া প্রস্তরের উপযুক্ত পরিমাণ (বর্হি) অবশিষ্ট রাখেন। অনন্তর তিনি আবার প্রদক্ষিণভাবে (বেদির) চারিদিকে গমন করেন ; তিনি যে আবার তিনবার প্রদক্ষিণভাবে চারিদিকে গমন করেন, তাহার কারণ—তিনি যে ঐ (পূর্ব্বোক্ত সো ম বা ন্ ইত্যাদি) তিন পিতৃগণের নিকট গমন করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা তাঁহাদের নিকট হইতেই তিনি পুনর্ব্বার স্বকীয় এই লোককেই লক্ষ্য করিয়া আগমন করেন ; সেই জন্যই তিনি পুনর্ব্বার প্রদক্ষিণ ভাবে গমন করেন।

১৬। অনন্তর তিনি (অগ্নির) দক্ষিণদিকেই প রি ধি স মূ হ কে পরিস্থাপিত করেন ;[৩৮] তিনি প্র স্ত র কে ও দক্ষিণদিকে আস্তরণ করেন ; তিনি (বর্হি ও প্রস্তরের) মধ্যে বি ধৃ তি দ্ব য় কে[৩৯] স্থাপন করিবেন না, কেননা, পিতৃগণ এ ক বা রে ই প্রতিলোমভাবে গমন করিয়াছেন ; সেই জন্য তিনি মধ্যে বি ধৃ তি দ্ব য় কে স্থাপন করেন না।

১৭। তিনি তাহাতে (প্রস্তরে অর্থাৎ তাহার পশ্চাদ্ভাগে) জুহূকে স্থাপিত করেন, এবং (তাহার) পূর্ব্বদিকে উপভৃৎকে ; অনন্তর (তাহারও পূর্ব্বদিকে) ক্রমে-ক্রমে (পর-পর) ধ্রুবা, পুরোডাশ, ধানা, ও মন্থ স্থাপিত করিয়া (স্থাপিত) হবিসমূহ স্পর্শ করেন।[৪০]

৩৭। তিনবার আস্তরণ করা সম্বন্ধে তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে (১. ৬. ৮. ৭) যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে—'যেহেতু পিতৃগণ এখান হইতে তৃতীয় লোক রহিয়াছেন'—"ত্রিঃ পর্য্যেতি। তৃতীয়ে বা ইতো লোকে পিতরঃ।" বর্হির বন্ধন রজ্জুখানি বেদির দক্ষিণ শ্রোণিতে বিছাইয়া দেন, কা. শ্রৌ. ২.৭ ২২ ; ৫. ৮. ২৯, যাজ্ঞিকদেব।

৩৮। ১.২.৬.১৩. ; ১.৩.১—৪। পরিধিসমূহকে অগ্নির পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরদিকে স্থাপন করিতে হয় ; কিন্তু প্রকৃত স্থলে (পূর্ব্বোক্ত ২০ টীকা অনুসারে) পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে স্থাপন করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ-পরিধিকে দক্ষিণদিকে স্থাপন করিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম পরিধিকে দক্ষিণাগ্র করিয়া স্থাপন করিতে হয়।

৩৯। ১.৩,১.১০-১১, ও ঐ টীকা।

৪০। কা. শ্রৌ. ৫.৮.৩১-৩২। পাত্রসমূহকে ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বদিকে স্থাপন করিবার কথা. বলা হইল, কিন্তু প্রকৃত স্থলে দিকের বিপর্য্যয় হেতু এই পাত্রস্থাপন উত্তর দিকে হইবে।

১৮। তাঁহারা (যজমান ও ঋত্বিগ্‌গণ) সকলেই (এই সময়ে)[৪১] যজ্ঞোপবীতী হইয়া (থাকেন), এবং যজমান ও ব্রহ্মা এইরূপে[৪২] (আহবনীয়ের পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া এবং সেখান হইতে অপ্রদক্ষিণভাবে অর্থাৎ দক্ষিণপার্শ্বপথে পিতৃযজ্ঞবেদির) পশ্চাৎ দিকে ঘুরিয়া গমন করেন,[৪৩] এবং আগ্নীধ্র (পশ্চিম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া) পূর্ব্বদিকে (ঘুরিয়া গমন করেন)।[৪৪]

১৯। তাঁহারা তাহাতে (এই পিতৃযজ্ঞে) অনুচ্চস্বরে ("উপাংশু") বিচরণ করেন (ব্যাপৃত হন); কেননা, পিতৃগণ তিরোহিত (অপ্রকাশ), এবং অনুচ্চস্বরও তিরোহিত; সেই জন্য তাঁহারা অনুচ্চস্বরে বিচরণ করেন।[৪৫]

২০। তাঁহারা পরিবৃত (পরিবেষ্টিত, স্থানে) বিচরণ করেন, কেননা, পিতৃগণ তিরোহিত, এবং পরিবৃত (স্থানও) তিরোহিত; সেই জন্য তাঁহারা পরিবৃত (স্থানে) বিচরণ করেন।[৪৬]

২১। অনন্তর তিনি (অধ্বর্য্যু) অগ্নিতে ইধ্ম নিক্ষেপ করিয়া (হোতাকে) বলেন—'সন্দীপ্যমান অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া (সামিধেনী) উচ্চারণ করুন!' হোতা এ ক টি মা ত্র[৪৭] সামিধেনীকে তিনবার উচ্চারণ করেন; কেননা, পিতৃগণ এ ক বা র ই প্রতিলোমভাবে গমন করিয়াছেন; অতএব হোতা এ ক টি মা ত্র সামিধেনীকে তিনবার উচ্চারণ করেন।

২২। তিনি উচ্চারণ করেন—"আমরা কামনা করিয়া (হে অগ্নি), তোমাকে স্থাপিত করিতেছি, কামনা করিয়া তোমাকে সন্দীপ্ত করিতেছি; তুমিও কামনা করিয়া হবি-ভোজনের জন্য কামনাকারী পিতৃগণকে আনয়ন

৪১। সামিধেনীপ্রৈষ (১.৩.২.২ ইত্যাদি) হইতে আরম্ভ করিয়া আজ্যভাগদ্বয় (১.৫.২.১৯ ইত্যাদি) পর্য্যন্ত উপবীতী হইয়া থাকিতে হয়; কা. শ্রৌ. ৫.৮.৩৩।

৪২ ইহা অভিনয় করিয়া দেখান হইতেছে।

৪৩ অনন্তর ব্রহ্মা ও যজমান সেখানে পশ্চিমমুখে উপবিষ্ট থাকেন।

৪৪ কা. শ্রৌ. ৫.৮.৩৫।

৪৫ দ্র:—১.৭.৩.৮।

৪৬ দ্র:—১৭শ টীকা।

৪৭ একাদশ সামিধেনীর স্থানে একটিমাত্র বিহিত হইয়াছে; দ্র:—১.৩.২.২ ইত্যাদি।

করু !"[৪৮] অনন্তর তিনি বলেন—"অগ্নিকে আনয়ন করুন ![৪৯] সোমকে আনয়ন করুন ! সোমবান্ পিতৃগণকে আবাহন করুন ! বর্হিষৎ পিতৃগণকে আনয়ন করুন ! অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণকে আনয়ন করুন ! আজ্যপ দেবগণকে[৫০] আনয়ন করুন ! হোতৃকার্য্যের জন্য অগ্নিকে আনয়ন করুন ! নিজের মহিমাকে আনয়ন করুন !"[৫১]

২৩। অতস্তর তিনি আহ্বান করিয়া হোতাকে (আর) বরণ করেন না ;[৫২] কেননা, ইহা পিতৃযজ্ঞ ; যেহেতু তিনি মনে করেন যে, 'পাছে আমি হোতাকে পিতৃগণের মধ্যে স্থাপিত করিয়া ফেলি,' সেইজন্য তিনি হোতাকে বরণ করেন না। তিনি এই মাত্র বলেন যে, 'হে হোতা, আপনি উপবেশন করুন !' হোতা হোতৃষদনে উপবেশন করিয়া (স্রুক্ গ্রহণের জন্য) অনুজ্ঞা প্রদান করেন, এবং অধ্বর্য্যু (ঐরূপে) অনুজ্ঞাত হইয়া স্রুগ্দ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক (অগ্নির) পশ্চিমদিকে গমন করেন ; গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্ব্বক বলেন—'সমিদ্গণের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করুন !' তিনি বর্হি ভিন্ন (আর) চারিটি প্রযাজ অনুষ্ঠান করেন ;[৫৩] কেননা, বর্হিঃ প্রজা, এবং তিনি মনে করেন যে, 'পাছে আমি (আমার) প্রজাসমূহকে পিতৃগণের মধ্যে স্থাপন করিয়া ফেলি ;' সেই জন্যই তিনি বর্হি-ভিন্ন (আর) চারিটি প্রযাজ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অনন্তর তাঁহারা আজ্যভাগদ্বয়[৫৪] অনুষ্ঠান করেন ; এবং আজ্যভাগদ্বয় অনুষ্ঠান করিয়া——

২৪। তাঁহারা সকলেই (বক্ষ্যমাণ) হবিসমূহের দ্বারা কার্য্য করিবার জন্য

৪৮। ঋ. স. ১০.১৬.১২ ; বা. স. ১৯.৭০।

৪৯। কাণ্বপাঠ—'অগ্নিকে এখানে আনয়ন করুন !' আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে (২.১৯.৭) ইহার পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—'দেবগণ ও পিতৃগণকে যজমানের জন্য আনয়ন করুন !' দ্রঃ—২.৩.৪.১৬।

৫০। দ্র :—১.৩.৪.১৭।

৫১। কাণ্বপাঠের মতে ইহার পরে দর্শপূর্ণমাসেষ্টিতে উক্ত (১.৩.৪.১৭) মন্ত্রও পঠিত হইয়া থাকে। এই মন্ত্রটি ব্রাহ্মণের, সংহিতায় নাই।

৫২। দ্র :—১.৩.৪.৩ ; ৪.২.১ ইত্যাদি ; এখানে দৈব ও মানবীয় হোতায় বরণের কথা উক্ত হইয়াছে।

৫৩। দ্র°—১.৪.৪.৯ ইত্যাদি।

৫৪। দ্রঃ—১.৫.২.১৯ ইত্যাদি।

প্রাচীনাবীতী হইয়া থাকেন, এবং যজমান ও ব্রহ্মা পূর্ব্বদিকে ও আগ্নীধ্র পশ্চাদ্ দিকে আগমন করেন।[৫৫] সেখানে[৫৬] তিনি[৫৭] (অধ্বর্য্যু, এই বলিয়া) আ শ্রা ব ণ (আহ্বান) করেন—"ওঁ স্বধা!" (আগ্নীধ্রের) প্র ত্যা শ্রা ব ণ (প্রত্যুত্তর)—"অস্তু স্বধা!" এবং (হোতার) ব ষ ট্ কা র—"স্বধা নমঃ!"[৫৮]

২৫। তদ্বিষয়ে আ সু রি বলিয়াছেন যে, 'তিনি (অধ্বর্য্যু, পূর্ব্বেরই মত)[৫৯] আ শ্রা ব ণ করিবেন, তিনি (আগ্নীধ্র, পূর্ব্বেরই মত) প্র ত্যা শ্রা ব ণ করিবেন, এবং তিনি (হোতা, পূর্ব্বের মত) ব ষ ট্ কা র করিবেন; কেননা, তাঁহারা মনে করেন যে, 'পাছে আমরা যজ্ঞের বিধি হইতে চলিত (ভ্রষ্ট) হইয়া পড়ি।''

২৬। অনন্তর (অধ্বর্য্যু) বলেন—'সোমবান্ পিতৃগণের অথবা পিতৃমান্ সোমের অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন।' তিনি (হোতা) দুইটি পু রো হ নু বা ক্যা[৬০] উচ্চারণ করেন, (কারণ), তিনি একটি দ্বারা দেবগণকে ও দুইটি দ্বারা পিতৃগণকে (যাগস্থলে আসিবার জন্য) চালিত করেন;[৬১] কেননা, পিতৃগণ প্রতিলোম-

৫৫। ১৮শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য; অর্থাৎ তাঁহারা যে স্থান হইতে গিয়াছিলেন, আবার সেই স্থানেই আগমন করেন।

৫৬। অর্থাৎ পিতৃযজ্ঞের প্রধান হবির দানে।

৫৭। মূলে বহুবচন পূজার্থ, গৌরবার্থ,—সায়ণ, পরবর্ত্তী কণ্ডিকা।

৫৮। দ্রঃ—১.৪.৩.৭ ইত্যাদি; ঐ কাণ্ডের ৮ম টীকা দেখ; সে স্থানের "ওঁ শ্রাবয়" "অস্তু শ্রৌষট্," ও "বৌষট্" এই কয় মন্ত্রের স্থানে এখানে যথাক্রমে "ওঁ স্বধা" প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হইবে। সায়ণ এই তিনটি মন্ত্রের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—ওঁ অঙ্গীকারার্থক, স্ব ধা শব্দে পিতৃগণকে প্রদেয় হবি বুঝায়; সমগ্রার্থ—'হে আগ্নীধ্র, পিতৃগণের জন্য গৃহীত এই হবি ত তোমার অভিমত?' দ্বিতীয় মন্ত্রে আগ্নীধ্র বলিতেছেন—'তাহা সেইরূপ হউক!' ন মঃ শব্দের অর্থ ত্যাগ, অতএব হোতার বাক্যের অর্থ—'পিতৃগণের উদ্দেশে গৃহীত হবি ত্যক্ত (অর্থাৎ প্রদত্ত) হউক!' কা. শ্রৌ. ৫.৯.১১-১২।

৫৯। অর্থাৎ "ওঁ শ্রাবয়" এই মন্ত্রে, অন্যত্রও এইরূপ; ৫৮ তম টীকা দ্রষ্টব্য।

৬০। দ্রঃ—১.৩.৪.১৮, ও ৯ম টীকা।

৬১। সায়ণ এখানে বলিয়াছেন—পিতৃগণ এখান হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া চলিয়া যাওয়ায় ("পরাগমনাৎ") আর তাঁহারা পুনরাগমন করেন না, এই জন্য একটিমাত্র অনুবাক্যা দ্বারা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের স্থান হইতে আনা যায় না, তন্নিমিত্ত বিশেষ প্রযত্ন দরকার এবং সেই জন্যই দুইটি

ভাবে একবারেই চলিয়া গিয়াছেন; অতএব তিনি দুইটি পুরোঽনুবাক্যা উচ্চারণ করেন।

২৭। অনন্তর তিনি (অধ্বর্য্যু) আজ্যকে (জুহূতে) উপস্তীর্ণ করেন (উপরে উপরে লাগাইয়া দেন)। তিনি তদনন্তর পুরোডাশ হইতে (এক) অবদান (গ্রহণ করেন), এবং তাহারই সহিত ধানা ও তাহারই সহিত মন্থের (অবদান গ্রহণ করেন)। তিনি তাহা (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অবদানসমূহ) একবারেই (একসঙ্গেই, জুহূতে) প্রক্ষিপ্ত করেন।[৩২] অনন্তর তিনি তাহাতে দুইবার

অনুবাক্যার প্রয়োজন। প্রকৃত স্থলে হবিপ্রদানে পুরোঽনুবাক্যা দুইটি ও যাজ্যা একটি হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১.৬.৯.৪) এ সম্বন্ধে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে:—'তিনি প্রথম পুরোঽনুবাক্যা দ্বারা পিতৃগণকে গৃহীত হবির সম্বন্ধে নিবেদন করেন, দ্বিতীয় পুরোঽনুবাক্যা দ্বারা তাহা তাঁহাদের নিকট লইয়া যান (অর্থাৎ প্রদান করেন), এবং যাজ্যা দ্বারা তাহা তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করেন, কেননা, পিতৃগণ এখান হইতে তৃতীয় লোকে রহিয়াছেন।' সেই স্থানেই আবার অপর ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে—'তিনি প্রথম পুরোঽনুবাক্যা দ্বারা দিবা হইতে, ও দ্বিতীয় পুরোঽনুবাক্যা দ্বারা রাত্রি হইতে পিতৃগণকে আনয়ন করেন, এবং যাজ্যা দ্বারা আবার তাঁহাদিগকে প্রেরণ করেন।' আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে (২.১৯.২২-২৩) পুরোঽনুবাক্যা ও যাজ্যাগুলি এই রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে:—সোমবান্ পিতৃগণের পুরোঽনুবাক্যা ঋ. স. ১০. ১৫. ১, ও ৯.৯৬.১১, যাজ্যা ১০.১৫. ৫; পিতৃমান্ সোমের পুরোঽনুবাক্যা ১০. ৯১. ১,ও ২০, যাজ্যা ৮. ৪৮.১৩; বর্হিষৎ পিতৃগণের পুরোঽনুবাক্যা ১০. ১৫. ৪, ও ৩, যাজ্যা ১০. ১৫. ২; অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণের পুরোঽনুবাক্যা ১০.১৫.১১, ও ১৩, যাজ্যা ১০.১৫.১৪। ইহা ছাড়া সেখানে ঐ মতে যমের ও হোম হয়, এবং তাহার পুরোঽনুবাক্যা ১০.১৪.৪, ও ১, যাজ্যা ১০.১৪.২। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১.৮.৫; ও ২.৬.১২) এই মন্ত্রগুলি কিঞ্চিৎ ভিন্ন। যথা, পিতৃমান্ সোমের পুরোঽনুবাক্যা ঋগ্বেদে ১.৯১.১, ও ৯.৯৬.১১, যাজ্যা ৮.৪৮.১৩; বর্হিষৎ পিতৃগণের পুরোঽনুবাক্যা ১০.১৫.৪, ও ৩, যাজ্যা ১০.১৫.৫; অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণের পুরোঽনুবাক্যা ১০.১৫.১১, ও তৈ. ব্রা. ২.৬.১৬.১ (ইহার প্রথম অংশ ঋ. স. ১০.১৫.১৪ এরই মত), যাজ্যা তৈ. ব্রা. ২.৬.১৬.২, আপ. শ্রৌ. ৮.১৫.১৭। ইহার পরবর্ত্তী বিধানের জন্য আলোচ্য তৈ. স. ২.৬.১২; তৈ. ব্রা. ২.৬.১৬।

৩২। শৃতাবদান (শৃত অর্থাৎ পক্ব হবিকে যাহা দ্বারা অবদান অর্থাৎ খণ্ডন করা যায়) নামে এক প্রকার যজ্ঞিয় পাত্র আছে, ইহা বরুণ বা বরণ কাষ্ঠে নির্ম্মিত একটি দণ্ডবিশেষ, দীর্ঘে একপ্রাদেশপরিমাণ, অগ্রভাগ অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপ্রমাণ সরু, পরে একটু বিস্তৃত। কেহ বলেন ইহা কতকটা গোকর্ণের ন্যায়:—"অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্রন্তু তীক্ষ্ণাগ্রং পৃথুবক্ত্রকং। শৃতাবদানং প্রাদেশমাত্রং দীর্ঘমুদাহৃতং॥" "গোকর্ণাকৃতিনা শৃতাবদানেন"—কা. শ্রৌ. ৫.৯.২ বৃত্তি। আহ্নিকসূত্রাবলীতে

আজ্যধারা পাত করেন এবং (সেই সমস্ত হবির) যে স্থান হইতে ঐ অবদান-সমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐ স্থান আজ্য দ্বারা লিপ্ত করেন। (ইহার পর) তিনি (আর যজ্ঞতিস্থানে পূর্ব্বের ন্যায়) গমন করেন না; তিনি সেই স্থানেই আসিয়া (অগ্নির) সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্ব্বক (অর্থাৎ আ শ্রা ব ণ করিয়া) বলেন—'সোমবান্ পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যাজ্যা পাঠ করুন!' (অনন্তর) বষট্কার উচ্চারিত হইলে তিনি তাহা হোন করেন।

২৮। অনন্তর তিনি বলেন—'বর্হিষৎ পিতৃগণের উদ্দেশে অনুবাক্যা উচ্চরণ করুন!' তিনি আজ্যকে (জুহূতে) উপস্তীর্ণ করেন, ঐ সমস্ত ধানা হইতে এক অবদান গ্রহণ করেন, এবং তাহারই সহিত মন্থের ও তাহারই সহিত পুরোডাশের (অবদান গ্রহণ করেন)। তিনি তাহা একবারে (জুহূতে) প্রক্ষিপ্ত করেন। অনন্তর তিনি তাহাতে দুইবার আজ্যধারা পাত করেন, এবং (সেই সমস্ত হবির) যে স্থান হইতে অবদানসমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই স্থানে আজ্য লিপ্ত করেন। (ইহার পর) তিনি (আর যজ্ঞতিস্থানে) গমন করেন না; তিনি সেই স্থানেই থাকিয়া (অগ্নির) সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া (হোতাকে) আহ্বান-পূর্ব্বক বলেন—'বর্হিষৎ পিতৃগণের উদ্দেশে যাজ্যা পাঠ করুন!' (অনন্তর) বষট্কার উচ্চারিত হইলে তিনি তাহা হোম করেন।

২৯। অনন্তর তিনি বলেন—'অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণের উদ্দেশে অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি আজ্যকে (জুহূতে) উপস্তীর্ণ করেন, ঐ মন্থ হইতে এক অবদান গ্রহণ করেন, এবং তাহারই সহিত পুরোডাশের ও তাহারই সহিত ধানার (অবদান গ্রহণ করেন)। তিনি তাহা একবারে জুহূতে প্রক্ষিপ্ত করেন। অনন্তর তিনি তাহাতে দুইবার আজ্যধারা পাত করেন, এবং (সেই সমস্ত হবির) যেস্থান হইতে অবদান গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইস্থানে আজ্য লিপ্ত করেন। (ইহার পর তিনি আর যজ্ঞতিস্থানে) গমন করেন না; তিনি সেই স্থানেই থাকিয়া (অগ্নির)

(বৈদ্যনারায়ণশর্ম্মসংগৃহীত, বোম্বাই, ৮১ পৃঃ) তাহার যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে গো-কর্ণাকৃতি দেখা যায় না। এই শৃতাবদান দিয়া যথাক্রমে পুরোডাশ, ধানা ও মন্থের মধ্যদেশ হইতে এক-একটি অবদান লইয়া তাহা একই সঙ্গে জুহূতে প্রক্ষিপ্ত করিতে হইবে। কা. শ্রৌ. ৫.৯.২-৩, ও পদ্ধতি।

সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্ব্বক বলেন—'অগ্নিষাত্ত পিতৃগণের যাজ্যা পাঠ করুন !' (অনন্তর) বষট্‌কার উচ্চারিত হইলে তিনি তাহা হোম করেন।

৩০। অনন্তর তিনি বলেন—'ক ব্য বা হ ন অগ্নির উদ্দেশে অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন !' তাহা স্বি ষ্ট কৃ ৎ (অগ্নির) জন্যই হইয়া থাকে।[৬৩] হ ব্য বা হ ন দেবগণের (অগ্নি), এবং ক ব্য বা হ ন পিতৃগণের ;[৬৪] এইজন্য তিনি বলেন—'ক ব্য বা হ ন অগ্নির উদ্দেশে অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন !'

৩১। তিনি আজ্যকে (জুহূতে) উপস্তীর্ণ করনে, সেই পুরোডাশ হইতে এক অবদান গ্রহণ করেন, এবং তাহারই সহিত ধানা ও তাহারই সহিত মন্থের (অবদান গ্রহণ করেন)। তিনি তাহা একবারে (জুহূতে) প্রক্ষিপ্ত করেন। অনন্তর তিনি তাহাতে দুইবার আজ্যধারা পাত করেন, কিন্তু যে স্থান হইতে অবদানসমূহ গ্রহণ করেন, তাহা আজ্যদ্বারা লিপ্ত করেন না। (ইহার পর) তিনি (আর যজতিস্থানে) গমন করেন না ; তিনি সেই স্থানেই থাকিয়া (অগ্নির) সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্ব্বক বলেন—'কব্যবাহন অগ্নির যাজ্যা পাঠ করুন !' (অনন্তর) বষট্‌কার উচ্চারিত হইলে তিনি তাহা হোম করেন।

৩২। তিনি যে (সেই স্থান হইতে যজতিস্থানে) গমন করেন না, এবং সেই স্থানেই থাকিয়া (অগ্নির) সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া হোম করেন, তাহার কারণ এই যে, পিতৃগণ এ ক বা রে ই প্রতিলোমভাবে গমন করিয়াছেন। আর যে তিনি সমস্ত হবিরই এক-এক-বার-মাত্র অবদান করেন, তাহারও কারণ এই যে, পিতৃগণ এ ক বা রে ই প্রতিলোমভাবে গমন করিয়াছেন। আর যে

৬৩। প্রধান যাগের পর স্বি ষ্ট কৃ ৎ অগ্নির যাগ করিতে হয় ; দ্রঃ—১.৬.১.৯ ইত্যাদি। এখানে পিতৃগণের যাগই প্রধান, তাহার পর স্বিষ্টকৃদ্‌যাগ আবশ্যক। এই জন্য ক ব্য বা হ ন কে ই স্বি ষ্ট কৃ দ্‌ রূপে বর্ণনা করা হইতেছে। দেবগণকে দেয় হবির নাম হ ব্য, এবং পিতৃগণকে দেয় হবির নাম ক ব্য।

৬৪। দ্রঃ—তৈ. স. ২.৫.৮.৬—"ত্রয়ো বা অগ্নয়ঃ, হব্যবাহনো দেবানাং, কব্যবাহনঃ পিতৃণাং, সহরক্ষা অসুরাণাম্‌।"

তিনি অবদানগুলিকে পরস্পর সংসৃষ্ট করিয়া গ্রহণ করেন, তাহার কারণ এই যে, ঋতুসমূহই পিতৃগণস্বরূপ, এবং তিনি ইহাতে ঋতুগণকেই পরস্পর সংসৃষ্ট করেন, ঋতুগণকেই পরস্পর সম্মিলিত করেন; সেইজন্যই তিনি পরস্পর সংসৃষ্ট করিয়া অবদানসমূহ গ্রহণ করেন।

৩৩। এই স্থানে কেহ কেহ ঐ মন্থ হোতার (হস্তে) স্থাপন (প্রদান) করেন, হোতা তাহা উ প হূ ত[৬৫] করিয়া আঘ্রাণই[৬৬] করেন, এবং (তদনন্তর) তিনি তাহা ব্রহ্মাকে প্রদান করেন; ব্রহ্মা তাহা আঘ্রাণই করেন, এবং (তদনন্তর) আগ্নীধ্রকে প্রদান করেন; আগ্নীধ্রও তাহা আঘ্রাণই করেন।[৬৭] আবার কেহ কেহ এই (বক্ষ্যমাণ) রূপই করিয়া থাকেন—[৬৮] তাঁহারা অপর (অর্থাৎ দর্শ-পূর্ণমাসাদি) যজ্ঞের ই ড়া[৬৯] ও প্রা শি ত্র[৭০] অবদান করেন, ইহারও (এই পিতৃযজ্ঞেরও) সেইরূপ করিবেন। তাঁহারা ইড়াকে উপহূত করিয়া আঘ্রাণই করিবেন, ভক্ষণ করিবেন না। কিন্তু আ সু রি বলেন—'আমরা মনে করি যে, তাঁহারা যে-কোন (দ্রব্যের) হোম করেন, (তাহার কিঞ্চিৎ) ভক্ষণ করিতেই হইবে।'[৭১]

৩৪। অনন্তর (তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে) যিনি (পিণ্ড) দান করিবেন—অধ্বর্যু অথবা যজমান, তিনি উদকপাত্র গ্রহণ করিয়া অপ্রদক্ষিণ ভাবে তিনবার (বেদিকে) পরিষিক্ত করিতে করিতে (তাহার) চারিদিকে ভ্রমণ করেন। তিনি যজমানের পিতাকে (এই বলিয়া মুখাদি) শোধন (অর্থাৎ ধৌত)

৬৫। ইহা এখানে ই ড়ো প হ্বা নের পরিবর্তে বিহিত হইয়াছে, এবং তাহারই মন্ত্রসমূহ এখানে প্রযোজ্য। দ্রঃ—১.৮.৩.১৮ ইত্যাদি।

৬৬। ঐ মন্থকে ভোজন করিতে হইবে না—ইহাই 'ইকার' দ্বারা সূচিত হইতেছে।

৬৭। আঘ্রাণ করিবার পর আগ্নীধ্র তাহা উৎকরদেশে নিক্ষেপ করেন। কা. শ্রৌ. ৫.৯.১৩। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের মতে অধ্বর্যুও তাহা আঘ্রাণ করেন।

৬৮। ইহা সায়ণ-মতে অনুবাদ। এইরূপ অনুবাদও হইতে পারে:—'তাঁহারা এখানে ইহাই করিয়া থাকেন;' অর্থাৎ ইহার সহিত পূর্বোক্ত বিধির সম্বন্ধ।

৬৯। ১.৮.৩.৩৯।

৭০। ১.৭.২.৮।

৭১। কা. শ্রৌ. ৫,৯,১৬—১৫।

করান[১২]—'হে অমুক, শোধন করুন!' তিনি 'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া (যজমানের) প্রপিতামহকে, এবং 'হে অমুক, শোধন করুন!' এই বলিয়া (যজমানের) প্রপিতামহকে শোধন করান।[১৩] যেমন ভোজন করিবার জন্য উদ্যত (ব্যক্তির হস্তে লোকে) জল সেচন করে, ইহাও সেইরূপ।

৩৫। অনন্তর তিনি সেই পুরোডাশের অবদান করিয়া (তাহা বাম হস্তে (স্থাপন) করেন, ধানার অবদান করিয়া বাম হস্তে করেন, এবং মন্থের অবদান করিয়া বাম হস্তে করেন।[১৪]

৩৬। এই[১৫] অবান্তরদিকে (অর্থাৎ উত্তরপশ্চিম দিকে) যে কোণ রহিয়াছে, তিনি তাহাতে যজমানের পিতাকে (এই বলিয়া পিণ্ড) দান করেন—'হে অমুক, ইহা আপনার!'[১৬] আর এই অবান্তর দিকে (দক্ষিণপশ্চিম দিকে) যে কোণ রহিয়াছে, তিনি তাহাতে যজমানের পিতামহকে (এই বলিয়া পিণ্ড) দান করেন—'হে অমুক, ইহা আপনার!' আর এই অবান্তর দিকে (দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে) যে কোণ রহিয়াছে, তিনি তাহাতে যজমানের

১২। দ্রঃ—২.৩.৪.২৩।

১৩। বিশেষ বিধানের জন্য দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ. ৫.৯.১৭। বেদির বিভিন্ন-বিভিন্ন কোণে পিণ্ডদান করিতে হইবে, ইহা অব্যবহিত পরেই উক্ত হইবে। কোণে পিণ্ড দিতে হইলে অ ব নে জ ন (অর্থাৎ মুখাদি শোধন করিবার) জলও ঐ সকল কোণে দেয়। মূলে তিনবার পরিষেচন বলিয়া তাহার পর অ ব নে জ নে র কথা উক্ত হইয়াছে। যাজ্ঞিকগণ উক্ত কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র (৫.৯.১৭) অবলম্বনে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন—তিনবার বেদি পরিষেচনের প্রত্যেক বারেই বেদির কোণসমূহে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের মূলোক্ত নিয়মে অবনেজন দিতে হইবে। অপরেরা বলেন—অপ্রদক্ষিণভাবে বেদিকে তিনবার পরিষেচন করিয়া পিতার অবনেজন, আবার তিনবার বেদিকে ঐরূপে পরিষেচন করিয়া পিতামহের অবনেজন, এবং পুনর্ব্বার তিনবার পরিষেচন করিয়া প্রপিতামহের অবনেজন দিতে হইবে। উত্তরপশ্চিম বা বায়ুকোণে পিতার, দক্ষিণপশ্চিম বা নৈর্ঋত কোণে পিতামহের, এবং পূর্ব্বদক্ষিণ বা অগ্নিকোণে প্রপিতামহের অবনেজন দিতে হয়। কা. শ্রৌ. ৫.৯.১৮, পদ্ধতি।

১৪। অর্থাৎ ঐ সমস্তকে একত্র মিশ্রিত করেন। কা. শ্রৌ. ৫.৯.১৯।

১৫। ইহা অভিনয় করিয়া দেখান হইতেছে।

১৬ দ্রঃ—১১৩ পৃ, ৩৩ টীকা।

প্রপিতামহকে (এই বলিয়া পিণ্ড দান করেন—'হে অমুক, ইহা আপনার !' আর এই অবান্তরদিকে (উত্তরপূর্ব্ব দিকে) যে কোণ রহিয়াছে, তাহাতে তিনি (এই মন্ত্রে হস্তলগ্ন হবির্লেপকে) মার্জ্জন করেন—"হে পিতৃগণ, আপনারা এখানে হৃষ্ট হউন ! এবং নিজ-নিজ ভাগ লক্ষ্য করিয়া বৃষের ন্যায় আচরণ করুন !"[৭৭] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'আপনারা যথাভাগ ভোজন করুন !' তিনি যে এইরূপে পিতৃগণকে(পিণ্ড) দান করেন, (তাহার কারণ এই যে), তিনি তাহাতে এই যজ্ঞ হইতে স্বীয় পিতৃগণকে ব্যবহিত করেন না।

৩৭। (অনন্তর) তাঁহারা সকলেই যজ্ঞোপবীতী হইয়া (সেই পরিবেষ্টিত[৭৮] পিতৃযজ্ঞস্থান হইতে) উত্তরমুখে নির্গত হন ও আহবনীয় অগ্নির নিকটে উপস্থিত হন।[৭৯] যিনি আহিতাগ্নি হন, যিনি দর্শ ও পূর্ণমাসের দ্বারা যাগ করেন, তিনি দেবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন ; কিন্তু তাঁহারা (এখনই) পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন,সেই জন্য তাঁহারা ইহাতে দেবগণকে শান্ত করিয়া থাকেন।[৮০]

৩৮। তাঁহারা (এই) ঐন্দ্রী (অর্থাৎ ইন্দ্রের ঋগ্-) দ্বয়ের দ্বারা আহবনীয়ের নিকট উপস্থিত হন ; কেননা, ইন্দ্রই আহবনীয় ;—(১) "তাঁহারা (আমাদের প্রদত্ত হবি) ভক্ষণ করিয়াছেন এবং তৃপ্ত হইয়াছেন ; কেননা, তাঁহারা প্রীত হইয়া[৮১] (প্রীতিব্যঞ্জক নিজের মস্তককে) কম্পিত করিয়াছেন।[৮২] স্বয়ং দীপ্ত

৭৭। বা.স.২.৩১.১ ; কা.শ্রৌ.৫.৯.২০ ; দ্রঃ—২.৩.৪.২০, ও ৩৭শ টীকা।

৭৮। দ্রঃ—পূর্ব্ববর্ত্তী ১৭শ টীকা।

৭৯। অর্থাৎ আহবনীয়ের উপস্থান বা পূজা করেন। অন্যত্রও এইরূপ।

৮০। অগ্নির আধানাদির দ্বারা তাঁহাদের দেবগণের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, ইহাতে দেবগণের মনে ক্রোধ হইয়াছিল ; সেই জন্য তাঁহারা পুনর্ব্বার আহবনীয়ের উপস্থান করিয়া দেবগণের সেই ক্রোধকে শান্ত করেন।

৮১। অথবা 'সেই প্রিয়েরা।'

৮২। ইহা মহীধর-অনুসারে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—'(হবির রসাতিশয় প্রকাশের জন্য) প্রিয় (শরীরকে) কম্পিত করিয়াছিলেন।' পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেকে অনেকরূপ করিয়াছেন—'—the friends have shaken off (their intoxication),'—Ludwig ; '—they showered down upon us delightful gifts,'—Grassman ; '—have trambled through their precious (bodies)'—Wilson ; '—have shaken off (the enemies)'—Eggeling.

বিপ্রগণ (মেধাবিগণ নূতনতম স্তুতি দ্বারা তোমার স্তব করিয়াছেন, (অতএব) হে ইন্দ্র, (গমনের জন্য) তোমার অশ্বদ্বয়কে যোজিত কর !"—(২) "হে মঘবন্ (ধনশালিন্) চারুদর্শন তোমাকে আমরা বন্দনা করি ! তুমি স্তুত হইয়া (যজমানের) কামনা লক্ষ্য কর, এবং (ধন দ্বারা) রথের ক্রোড়দেশ পূর্ণ করিয়া নিশ্চয়ই গমন করিয়া থাক। (অতএব) হে ইন্দ্র, তোমার অশ্বদ্বয়কে যোজনা কর !"[৮৩]

৩৯। অনন্তর তাঁহারা (সেই স্থান হইতে) প্রতিনিবৃত্ত হইয়া (এই মন্ত্রত্রয়ে) গার্হপত্যের নিকট উপস্থিত হন—(১) "আমরা নরগণের প্রশংসনীয়[৮৪] স্তোত্রের দ্বারা, এবং পিতৃগণের (চিন্তাসাধন) স্তোত্রসমূহের দ্বারা সত্বরে মনকে আহ্বান করি !"—(২) "ক্রতুর[৮৫] জন্য, বলের[৮৬] জন্য, জীবনের জন্য, এবং দীর্ঘকাল যাবৎ সূর্য্যকে দেখিবার জন্য আমাদের মন পুনর্ব্বার আগমন করুক।"[৮৭]—(৩) "হে পিতৃগণ দৈব (দেবসম্বন্ধী) পুরুষ আমাদিগকে পুনর্ব্বার মন দান করুক ! (যাহাতে) আমরা জীবসমূহকে[৮৮] উপভোগ করিতে পারি !"[৮৯] তাঁহারা এখনই পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন ও তাহার পর পুনর্ব্বার তাঁহারা জীবগণকে প্রাপ্ত হইতেছেন ; সেই জন্যই তিনি বলেন যে, "জীব-সমূহকে উপভোগ করিতে পারি।"

৪০। অনন্তর (অধ্বর্য্যু ও যজমান) এই দুইএর মধ্যে যিনি (পিণ্ড)

৮৩। ঋ. স. ১.৮২.২—৩ ; বা. স. ৩. ৫১—৫২ ; কা. শ্রৌ. ৫. ৯. ২১।

৮৪। মূল "নারাশংসেন ;" সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—"নরৈঃ শংসনীয়েন," মহীধর লিখিয়াছেন—"শংসঃ প্রশংসনং নরাণাং মনুষ্যাণাং যোগ্যঃ শংসঃ,"—অর্থাৎ যে স্তোত্রে মনুষ্যগণের যোগ্য প্রশংসা করা হয়।

৮৫। অথবা "কর্ম্ম" বা "সঙ্কল্পের জন্য।"

৮৬। অথবা "উৎসাহের জন্য।"

৮৭। সায়ণ ইহার তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন—'পিতৃযজ্ঞ করায় আমাদের মন (পিতৃগণেরই) নিকট গিয়াছিল, সেখান হইতে ইহা পুনর্ব্বার (দেবগণের নিকট) আগমন করুক।' এই কণ্ডিকার শেষ অংশ দ্রষ্টব্য।

৮৮। অর্থাৎ পুত্রপশুপ্রভৃতিকে।

৮৯। ঋ. স. ১০.৫৭. ৩—৫ ; বা. স. ৩. ৫৩—৫৫ ; কা. শ্রৌ. ৫. ৯. ২২।

দান করেন, তিনি পুনর্ব্বার প্রাচীনাবীতী হইয়া (পরিবৃত পিতৃযজ্ঞস্থানে) গমন করিয়া (এই মন্ত্র) জপ করেন—"পিতৃগণ এখানে হৃষ্ট হইয়াছেন, এবং নিজ-নিজ ভাগ লক্ষ্য করিয়া বৃষের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন !"[৯০] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, তাঁহারা নিজ নিজ ভাগ লক্ষ্য করিয়া ভোজন করিয়াছেন।

৪১। অনন্তর তিনি উদকপাত্র লইয়া (এইরূপে পিতৃগণকে মুখাদি) শোধন (অর্থাৎ ধৌত) করান—'হে অমুক, শোধন করুন !' এই বলিয়া যজমানের পিতাকে ; 'হে অমুক, শোধন করুন !' এই বলিয়া যজমানের পিতামহকে ; এবং 'হে অমুক, শোধন করুন !' এই বলিয়া যজমানের প্রপিতামহকে। যেমন কৃতভোজন ব্যক্তির (হস্তে লোকে জল) সেচন করে, ইহাও সেইরূপ।[৯১] তিনি যে পুনর্ব্বার তিনবার প্রদক্ষিণভাবে (বেদিকে) পরিষিক্ত করিয়া (তাহার) চারিদিকে ভ্রমণ করেন, (তাহাতে তিনি এই মনে করেন যে), 'প্রদক্ষিণভাবেই আমাদের এই কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে ;' এবং সেই জন্যই পুনর্ব্বার তিনবার পরিষিক্ত করিয়া তিনি চারিদিকে ভ্রমণ করেন।

৪২। অনন্তর তিনি নীবি খুলিয়া (অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক) নমস্কার করেন ; নীবির দেবতা পিতৃগণ ; সেই জন্য তিনি নীবি খুলিয়া নমস্কার করেন। নমস্কার-অর্থে যজ্ঞ (অর্থাৎ পূজা), অতএব তিনি ইহাতে ইঁহাদিগকে যজ্ঞার্হই (পূজার্হই) করেন। তিনি ছয়বার নমস্কার করেন ; কেননা ঋতু ছয়, এবং পিতৃগণ ঋতু-সমূহস্বরূপ ; অতএব তিনি ছয়বার নমস্কার করেন। তিনি বলেন—"হে পিতৃ-গণ, আমাদিগকে গৃহ দান করুন !" কেননা, পিতৃগণ গৃহের ঈশ্বর, এবং ইহাই এই কর্ম্মের আশীঃ (শুভপ্রার্থনা)।[৯২]

৪৩। তাঁহারা সকলেই অনুযাজদ্বয় করিবার জন্য যজ্ঞোপবীতী হইয়া (থাকেন) ; এবং (তদনন্তর) যজমান ও ব্রহ্মা (পিতৃযজ্ঞবেদির) পশ্চাদ্দিকে ও আগ্নীধ্র পূর্ব্বদিকে ঘুরিয়া গমন করেন, এবং হোতা হোতৃষদনে উপবেশন করেন।

৪৪। অনন্তর (অধ্বর্য্যু) বলেন—'ব্রহ্মন্, সম্মুখে গমন করিব।' তিনি

৯০। বা. স. ২. ৩১ ; কা. শ্রৌ. ৫. ৯. ২৩ ; দ্রঃ—২. ৩. ৪. ২২।

৯১। ২. ৩. ৪. ২৩।

৯২। ২. ৩. ৪. ২৪, এবং টীকাসমূহ।

(তাহার পর) অগ্নিতে সমিৎ প্রক্ষেপ করিয়া বলেন—'আগ্নীধ্র অগ্নিকে সম্মার্জ্জন করুন!' অনন্তর তিনি স্রুগ্‌দ্বয় (জুহূ ও উপভৃৎ) গ্রহণ করিয়া পশ্চিম দিকে গমন করেন, গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বান করিয়া বলেন—'দেবগণের যাজ্যা উচ্চারণ করুন!' তিনি বর্হি পরিত্যাগ করিয়া দুইটি অনুযাজ অনুষ্ঠান করেন;[৯৩] কেননা, প্রজাই বর্হি, এবং তিনি মনে করেন যে, 'পাছে আমি ইহাতে প্রজাসমূহকে পিতৃগণের মধ্যে স্থাপন করিয়া ফেলি;' সেই জন্য তিনি বর্হি পরিত্যাগ করিয়া দুইটি প্রযাজ অনুষ্ঠান করেন।

৪৫। অনন্তর তিনি (যথাবিহিত স্থানে) স্রুগ্‌দ্বয়কে (জুহূ ও উপভৃৎকে) স্থাপন করিয়া (পরস্পরকে) বিপরীত দিকে রাখেন (অর্থাৎ পৃথক করেন)।[৯৪] স্রুগ্‌দ্বয়কে বিপরীত দিকে রাখিয়া তিনি প রি ধি স মূ হ কে (জুহূস্থিত ঘৃত দ্বারা) লিপ্ত করেন, এবং একখানি পরিধি গ্রহণ করিয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্ব্বক বলেন—"দৈব হোতৃগণ ফলকথনের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন, এবং মানবীয় হোতা সূ ক্ত বা কে র (সূক্তকথনের) জন্য প্রেরিত হইয়াছেন!" হোতা সূক্তবাক উচ্চারণ করেন। অধ্বর্য্যু (এখানে) প্রস্তর গ্রহণ করেন না, তিনি এইরূপেই হোতার সূক্তবাক-উচ্চারণকে প্রতীক্ষা করিতে থাকেন।[৯৫]

৪৬। অনন্তর আগ্নীধ্র বলেন—'নিক্ষেপ করুন!'[৯৬] তিনি কিছুই নিক্ষেপ করেন না, নীরবে নিজেকেই স্পর্শ করেন।[৯৭]

৪৭। অনন্তর (আগ্নীধ্র অধ্বর্য্যুকে) বলেন—'সম্ভাষণ করুন!' (অধ্বর্য্যু প্রশ্ন করেন)—'হে আগ্নীধ্র, তিনি কি গিয়াছেন?' (আগ্নীধ্র উত্তর প্রদান করেন)—'তিনি গিয়াছেন।' (অধ্বর্য্যু বলেন)—'শ্রবণ করান!' (আগ্নীধ্র উত্তর করেন)—'(তাঁহারা) শ্রবণ করিয়াছেন!' অধ্বর্য্যু বলেন—'দৈবহোতৃগণের স্বস্থানে গমন! এবং মানবীয় (হোতৃ-) গণের স্বস্তি!' (তিনি

৯৩। দ্রঃ—১.৬.৪.১ ইত্যাদি।

৯৪। ১.৭.১.১ ইত্যাদি।

৯৫। ১.৭.১.৭ ইত্যাদি; কা. শ্রৌ. ৫. ৯. ২৭-২৮।

৯৬। ১.৭.১.১৯ ইত্যাদি।

৯৭। যাজ্ঞিকসম্প্রদায় বলেন এস্থলে হৃদয় স্পর্শ করিতে হয়; কা. শ্রৌ. ৫. ৯. ২৯—৩০।

হোতাকে বলেন)—আপনি সুখ ও নির্ভয়তা উচ্চারণ করুন ?'[৯৮] তিনি তখন পরিধিসমূহকে স্পর্শ করেন, (অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন না। অনন্তর তিনি এই (বেদিতে আস্তীর্ণ) বর্হি ও পরিধি-সমূহকে (একসঙ্গে) নীরবে নিক্ষেপ করেন।[৯৯]

৪৮। এখানে কেহ কেহ অবশিষ্ট হবি [১০০] এক সঙ্গে (অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন। কিন্তু তিনি তাহা করিবেন না ; কেননা, তাহা হুতাবশিষ্ট, এবং তিনি মনে করেন যে, 'পাছে আমি হুতাবশিষ্ট অগ্নিতে হোম করিয়া ফেলি !' অতএব তাঁহারা তাহা জলে লইয়া যাইবেন (অর্থাৎ ফেলিবেন), অথবা ভক্ষণ করিবেন। [১০১]

৯৮। দ্রঃ—১.৭.১.২০-২১ ; ৭.২.২৪ ইত্যাদি, ১৭শ টীকা।

৯৯। ১. ৭. ১. ২২ ; কা. শ্রৌ. ৫. ৯. ৩৩।

১০০। অর্থাৎ পিণ্ডদানের পর পুরোডাশ, ধানা ও মন্থের যাহা শেষ থাকে, তাহা।

১০১। কা. শ্রৌ. ৫. ৯. ৩৪—৩৬।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[১ ত্র্যম্বকহবির প্রশংসা, এই ত্র্যম্বকহবির দ্বারা যাগ করিয়াই বৃত্রসংগ্রামে শরতাড়িত দেবগণকে তাঁহারা শল্যমুক্ত করিয়াছিলেন ;—২ ইহা দ্বারা যাগ করিলে যজমানেরও কেহ কখনো শরতাড়িত হয় না, এবং তাঁহার সন্ততিগণ নীরোগ নিষ্পাপ হইয়া জাত হয় ;—৩ ত্র্যম্বকহবির পুরোডাশরূপ হবিসমূহ রুদ্রকে প্রদত্ত হয়, তাহার যুক্তি, ঐ পুরোডাশগুলি এক কপালে সংস্কৃত হওয়া আবশ্যক, ইহার যুক্তি ;—৪ গৃহে যজমানের যতগুলি পরিবার থাকে একাধিক ততগুলি পুরোডাশ করিতে হয়, ইহার যুক্তি ;—৫ পুরোডাশনির্ম্মাণের বিধানপ্রণালী, বিহিত কর্ম্মসমূহ উত্তরদিকে করিতে হয়, তাহার যুক্তি ;—৬ মতান্তরে পুরোডাশের জন্য অবহত ব্রীহিতে ঘৃতধারা নিক্ষেপ করিতে হয়, এই মতের খণ্ডন ও যুক্তি ;—৭ পুরোডাশগুলিকে একত্র পাত্রীতে ঢালিয়া ও দক্ষিণাগ্নি হইতে উল্মুক গ্রহণপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে আগমন, উত্তরাভিমুখে আসিবার হেতু, চতুষ্পথে (ঐ উল্মুকাগ্নি স্থাপন করিয়া) হোমের বিধি ও যুক্তি ;—৮ পলাশের মধ্যবর্ত্তী পত্রকে স্রুগ্‌রূপে গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা হোম, তাহার প্রশংসা, অতিরিক্তটি ভিন্ন আর সমস্ত পুরোডাশ হইতেই অবদানগ্রহণ ;—৯ হোমের মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা ;—১০ ইন্দুর-উৎখাত ধূলিরাশির মধ্যে অতিরিক্ত পুরোডাশটিকে ঢাকিয়া ফেলা, তাহার মন্ত্র, তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ও প্রশংসা ;—১১ (চতুষ্পথ হইতে অগ্নিসমীপে) আসিয়া মন্ত্রবিশেষের জপ ;—১২ অগ্নিসমীপে আগমন করিয়া যজমানপ্রভৃতির দুইটি মন্ত্রের জপ ;—১৩ দক্ষিণ উরু বাজাইতে বাজাইতে তাঁহাদিগের অগ্নির চতুর্দ্দিকে অপ্রদক্ষিণ-ভাবে তিনবার ভ্রমণ ;—১৪ (যজমানের) কুমারীগণও অগ্নির চারিদিকে ভ্রমণ করেন,তাহার যুক্তি ;—১৫ তাহার মন্ত্র ও তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—১৬ দক্ষিণ উরু হস্তদ্বারা বাজাইতে বাজাইতে তাঁহার পুনর্ব্বার প্রদক্ষিণভাবে তিনবার অগ্নির চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ, তাহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—১৭ হুতাবশিষ্ট পুরোডাশ-গুলি গ্রহণ করিয়া যজমান উপরে ছুঁড়িয়া ফেলেন, যজমান প্রভৃতি উপরে-উপরেই আবার ধরিতে না পারিলে—মাটিতে পড়িয়া গেলে তাঁহারা তৎসমুদয়কে স্পর্শ করেন ;—১৮ তৎসমুদয়কে দুইভাগ করিয়া তৃণনির্ম্মিত দুইটি ঝুড়ির মধ্যে বন্ধনপূর্ব্বক কোন বংশদণ্ড বা বাঁকের দুই ধারে আবদ্ধ করিয়া উত্তর-মুখে গমন, এবং বৃক্ষপ্রভৃতি পাওয়া গেলে তাহাতে সেই ভার সংলগ্ন করা, তাহার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা—১৯ তাঁহারা সাকমেধস্থানে বেদিসমীপে আগমন করিয়া জলস্পর্শ করেন, তাহার উদ্দেশ্যব্যাখ্যা ;—২০ যজমানের কেশশ্মশ্রুর ছেদন, উত্তরবেদি হইতে অগ্নিতপ্ত সমিদ্ গ্রহণপূর্ব্বক সাধারণ অগ্নিগৃহে গমন, অগ্নি মন্থনপূর্ব্বক পৌর্ণমাস অনুষ্ঠান ও তাহার প্রশংসা।]

১। দেবগণ মহাহবির দ্বারাই বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, এবং এই যে ইহাদের বিজয় রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা তাহা দ্বারাই জয় করিয়াছিলেন। আর সেই সংগ্রামে তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা (বৃত্রমুক্ত) ইষু-(শর·) সমূহে আহত

হইয়াছিলেন,[১] তাঁহাদিগকে তাঁহারা (সেই) শল্য হইতে ইহাদেরই (বক্ষ্যমাণ ত্র্য ম্ব ক হ বি স মু হে র ই) দ্বারা বিমুক্ত করিয়াছিলেন, উদ্ধার করিয়াছিলেন ; কেননা, তাঁহারা (এই) ত্র্যম্বক-(হবি-)[২] সমূহের দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন।

২। আর ইনি (যজমান) যে ইহাদের দ্বারা যাগ করেন, ইহাতেই ইঁহার কাহাকেও সেইরূপে (কোন) ইষু আঘাত করে না। 'দেবগণ করিয়াছেন' ইহাই মনে করিয়া তিনি ইহা করেন ; এবং ইঁহার যে সমস্ত প্রজা জাত হইয়াছে, ও যে সমস্ত (তখনো) জাত হয় নাই, এই উভয়বিধ প্রজাকে তিনি ইহা দ্বারা রুদ্রের (প্রভাব) হইতে প্রমুক্ত করেন, এবং ইঁহার প্রজাসমূহ নীরোগ ও নিষ্পাপ হইয়া জাত হইতে পারে। সেই জন্যই তিনি ইহাদের দ্বারা যাগ করেন।

৩। সেই সমস্ত (পুরোডাশ) রুদ্রের হইয়া থাকে ; কেননা, ইষু রুদ্রেরই ;[৩] অতএব তাহারা রুদ্রের হয়। তাহারা এক কপাল (অর্থাৎ একটিমাত্র কপালে সংস্কৃত) হয় ; কেননা, (তিনি মনে করেন যে), তাহারা একটি দেবতার হইবে ; অতএব তাহারা এককপাল হইয়া থাকে।

৪। তাহারা (ত্র্যম্বকপুরোডাশসমূহ) প্রতিপুরুষে (এক-একটি) হইবে ; (যজমানের) গৃহে যতগুলি পরিবার থাকেন ততগুলি হইবে, এবং অতিরিক্ত আর একটি হইবে। প্রতিপুরুষে (এক-একটি) হইবার কারণ এই যে, ইঁহাদের (পরিবারের) মধ্যে এক-এক জনের যে সমস্ত প্রজা জাত হয়, তিনি ইহাতে তাহাদিগকেই রুদ্রের (প্রভাব) হইতে প্রমুক্ত করেন। আর যে একটি অতিরিক্ত হয়, তাহার কারণ এই যে, ইঁহার যে সকল প্রজা জাত হয় নাই, তাহাদিগকেই তিনি ইহা দ্বারা রুদ্রের (প্রভাব) হইতে প্রমুক্ত করেন ; সেই জন্য তিনি একটি অতিরিক্ত করিয়া থাকেন।

১। আক্ষরিক—'শরসমূহ যাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।'

২। দ্রঃ—৯ম কণ্ডিকা।

৩। ত্রিপুরবিনাশের সময় রুদ্র ইষু ত্যাগ করিয়াছিলেন। তৈত্তিরীয়সংহিতায় (৬.২.৩) ত্রিপুরবিনাশ সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। রুদ্র যে ইষু ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার অগ্র যে বিষ্ণু হইয়াছিলেন, ইহাও সেখানে পাওয়া যায়। পুরাণে ইহাই শাখাপল্লবে বিস্তারিত হইয়াছে।

৫। তিনি গার্হপত্যের পশ্চিমদিকে যজ্ঞোপবীতী হইয়া উত্তরমুখে উপবেশনপূর্ব্বক এই সমস্ত (পুরোডাশের জন্য ব্রীহি) গ্রহণ করেন। তিনি সেই স্থানেই সমীপে উত্থিত হইয়া ও উত্তরমুখে দণ্ডায়মান হইয়া (সেই ব্রীহি) অবঘাত করেন, (কৃষ্ণসার চর্ম্মের উপর) উত্তরাগ্র করিয়া দৃষদ্ ও উপলা উপস্থাপিত করেন, এবং গার্হপত্যের উত্তরভাগে কপালসমূহ উপস্থাপিত করেন। তাঁহারা যে উত্তরদিকে সমবেত হন, তাহার কারণ এই যে,ইহাই (উত্তর) এই দেবের (রুদ্রের) দিক্ ;[৪] সেইজন্য তাঁহারা উত্তরদিকে সমবেত হইয়া থাকেন।[৫]

৬। তৎসমুদয় (অর্থাৎ পুরোডাশগুলি, আজ্য-) লিপ্ত[৬] হইবে ; কেননা, হবি (আজ্য-) লিপ্তই হইয়া থাকে।[৭] (কিন্তু) তাহা অলিপ্তই হইবে ; কেননা, তিনি যদি লিপ্ত করেন, তাহা হইলে রুদ্র (যজমানের) পশুসমূহকে পীড়া প্রদান করিতে পারেন।

৭। তিনি তৎসমুদয়কে (পুরোডাশগুলিকে) এক সঙ্গে পাত্রীতে ঢালিয়া ও দক্ষিণাগ্নি হইতে একটি উল্মুক গ্রহণ করিয়া উ ত্ত র মু খে আগমনপূর্ব্বক হোম করেন ;[৮] কেননা, ইহাই (উত্তরই) এই দেবের (রুদ্রের) দিক্। তিনি পথে হোম করেন ; কেননা, সেই দেব পথে বিচরণ করেন। তিনি চতুষ্পথে হোম করেন ; কেননা, (এই) যে চতুষ্পথে, ইহা ইঁহার জনপরিকল্পিত[৯] প্রসিদ্ধ স্থান ; সেই জন্য তিনি চতুষ্পথ হোম করিয়া থাকেন।[১০]

৪। দ্রঃ—১.৬-১.৩,৮ ও তাহার টীকা, এবং ২০।

৫। ইহাতে সমস্ত কার্য্যই উত্তরমুখে করিতে হয়, বিশেষ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—কা.শ্রৌ. ৫,১০,৪।

৬। মূল "অক্ত ;" সায়ণ-মতে তাহার আসল অর্থ অভিঘারিত, অর্থাৎ যাহাতে ধারা প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যত্রও রূপ বুঝিতে হইবে।

৭। ইহা তৈত্তিরীয়শাখার মত, তৈ.স.২.৬.৩.৯। ইহা দ্বারা তাহাতে প্রাণদান করা হয়, দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৫.১০.৮ ; ২.৮.৯।

৮। দক্ষিণাগ্নি হইতে গৃহীত এই উল্মুককে যথাবিধি স্থাপন করিয়া ইহাতেই হোম করিতে হয়।

৯। মূল "জাজিতং ;" অনুবাদ সায়ণানুসারে। সামশ্রমী মহাশয় ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন "জন+খিত=ছিত।" Eggelingএর অর্থ favourite.

১০। কা. শ্রৌ. ৫, ১০, ৯ ক।

৮। তিনি পলাশের[১১] মধ্যম পত্র দ্বারা হোম করেন। পলাশের পত্র ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণজাতি);[১২] অতএব তিনি ইহাতে ব্রহ্মেরই দ্বারা হোম করিয়া থাকেন। তিনি সমস্ত (পুরোডাশেরই) অবদান করেন, কেবল এই যে একটি (পুরোডাশ) অতিরিক্ত থাকে,[১৩] তাহারই অবদান করেন না।

৯। তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) হোম করেন—"হে রুদ্র, এই ভাগ তোমার, ভগিনী অ ম্বি কা র সহিত তাহা সেবন কর! স্বাহা!"[১৪] অ ম্বি কা নামে ইঁহার ভগিনী (আছেন), তাঁহারই সহিত ইঁহার (রুদ্রের) এই ভাগ।[১৫] অতএব যেহেতু স্ত্রীর সহিত ইঁহার ভাগ (কল্পিত হইয়াছে), সেই জন্য (এই পুরোডাশরূপ হবিসমূহ) ত্র্য ম্ব ক[১৬] নামে (প্রসিদ্ধ)। ইঁহার যে সমস্ত প্রজা জাত হইয়াছে, তাহাদিগকে তিনি ইহা দ্বারা রুদ্রের (শক্তি) হইতে প্রমুক্ত করেন।

১০। এই যে একটি অতিরিক্ত (পুরোডাশ) থাকে, তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) মূষিকোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশিতে অন্তর্হিত করেন—[১৭] "হে রুদ্র, এই (পুরোডাশ)

১১। অর্থাৎ পলাশবৃক্ষের (সায়ণ), অথবা পলাশপত্রের। পলাশের এক-একটি বৃন্তে তিনটি করিয়া পাতা থাকে, এই তিন পাতার মধ্যে মধ্যমটি দ্বারা হোম করিতে হইবে; ইহা ব্রহ্মস্থানীয়। তৈ. ব্রা. ১. ৬. ১০. ৩; তৈ. স. ১. ৮. ৬, সায়ণভাষ্য।

১২। দ্রঃ—তৈ. স. ৩. ৫. ৭. ২-৪।

১৩। ৪র্থ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

১৪। অথবা 'হে রুদ্র, ভগিনী অম্বিকার সহিত তোমার এই ভাগ।' মন্ত্র—বা. স. ৩. ৫৭. ১।

১৫। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ৬. ১০. ৪) এই অম্বিকাকে শরদ্-ঋতুরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—"শরৎই ইঁহার অম্বিকা ভগিনী; তাঁহারই দ্বারা ইনি হিংসা করেন।" তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১.৮.৬) সায়ণ ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"শরৎকালো হি পীনসজ্বরাদ্যুৎপাদনেন হিংসকঃ, তদ্বদিয়মম্বিকা হিংসিকা, ততঃ শরদিত্যুচ্যতে।"

১৬। অর্থাৎ স্ত্রা ম্বি ক শব্দ হইতে বর্ণলোপে ত্র্য ম্ব ক হইয়াছে।

১৭। "মূষিকোৎকীর্ণে পাংশুরাশৌ উপগূহতি পাংশুভিরন্তর্হিতং করোতি"—কা. শ্রৌ. ৫. ১০. ১৩ বৃত্তি; ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় ঐ পুরোডাশখানি ইন্দুরের মাটির মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে হইবে। মূল "উপকিরতি" সায়ণ প্রতিশব্দ দিয়াছেন "উপক্ষিপতি"।

তোমার ভাগ, এবং (এই স্থানে স্থিত) ইন্দুর ('আখু') তোমার পশু!"[১৮] তিনি ইহাতে ইহাকে পশুগণের মধ্যে ইন্দুরকেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, এবং তাহাতেই তিনি (রুদ্র) অন্য পশুসমূহকে হিংসা করেন না। তিনি যে (তাহা) অন্তর্হিত করেন, (তাহার কারণ এই যে), গর্ভসমূহ তিরোহিত হইয়া থাকে, এবং যাহা অন্তর্হিত হয় তাহাও তিরোহিত হইয়া যায়;[১৯] সেই জন্য তিনি অন্তর্হিত করেন। ইহার যে সমস্ত প্রজা অজাত রহিয়াছে, তাহাদিগকেই ইনি ইহাতে রুদ্রের (শক্তি) হইতে প্রমুক্ত করিয়া থাকেন।

১১। অনন্তর তাঁহারা[২০] পুনর্ব্বার (অগ্নিসমীপে) আগমন করিয়া[২১] (এই মন্ত্র দুইটি)[২২] জপ করেন—(১) "রুদ্রের উদ্দেশে আমরা (পুরোডাশ) অবদান করিয়াছি, দেব ত্র্যম্বকের উদ্দেশে আমরা অবদান করিয়াছি,—যাহাতে তিনি আমাদিগকে অধিকতর ধনশালী করেন, যাহাতে তিনি আমাদিগকে অধিকতর প্রশংসনীয় করেন, এবং যাহাতে তিনি আমাদিগকে নিশ্চয়যুক্ত করেন!"[২৩] (২) "তুমি ভেষজ (ঔষধ), গো ও অশ্বের ভেষজ, মনুষ্যের ভেষজ; (তুমি) মেষ ও মেষীর সুখ (-প্রদ)!" ইহা এই কর্ম্মের আশীর্ব্বাদই।

১৮। বা. স. ৩. ৫৭. ২।

১৯। 'উপকীর্ণ (=অন্তর্হিত) দ্রব্য বিগলিত হইয়া তিরোহিতই হইয়া যায়'—সায়ণ।

২০। অর্থাৎ অধিকৃতগণ, যথা, যজমান, ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু ও আগ্নীধ্র।

২১। সায়ণ বলেন—চতুষ্পথ হইতে; কিন্তু কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের (৫.১০.১৪) বৃত্তিকার বলেন—আখুৎকর অর্থাৎ ইন্দুরের দ্বারা উৎখাত ধূলিরাশি হইতে—যাহার মধ্যে অতিরিক্ত পুরোডাশকে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে (১০ম কণ্ডিকা)।

২২। বা. স. ৩.৫৮, ৫৯।

২৩। অনুবাদ তৈত্তিরীয়সংহিতার (১.৮.৬) সায়ণভাষ্য-অনুসারে। মূল ব্রাহ্মণে সায়ণ এই মন্ত্র অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মূলের "অব রুদ্রমদীমহি" এই অংশের ব্যাখ্যায় সায়ণ তৈ. সংহিতায় লিখিয়াছেন—"রুদ্রমুদ্দিশ্য অবাদিমহি পুরোডাশাবদানমকার্ষ্ম।" শতপথে লিখিয়াছেন—"রুদ্রমবাদীমহি অবদীয়ামহে হবির্ভাগেন রুদ্রমবযুজ্য পৃথক্কৃত্য প্রজা রক্ষামহে।" লক্ষণীয় তৈ. সংহিতার পাঠ "অদিমহি", শতপথব্রাহ্মণের পাঠ "অদীমহি"। বা. সংহিতায় (৩.৫৮) মহীধর আবার ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১২। অনন্তর তাঁহারা (হস্তদ্বারা) বাম উরু আহত করিতে করিতে (বাজাইতে বাজাইতে, এই মন্ত্রে) তিনবার অপ্রদক্ষিণভাবে (অগ্নির) চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করেন[২৪]—"আমরা সুগন্ধযুক্ত ও পুষ্টির (ধনধান্যাদির সমৃদ্ধির) বর্দ্ধনকারী ত্র্যম্বককে পূজা করি। বৃন্ত হইতে কর্কটীফলের ন্যায় মৃত্যু হইতে আমি মুক্ত হইব, অমৃত হইতে নহে!"[২৫] ইহা ঐ কর্ম্মের আশীর্ব্বাদই; তাঁহারা ইহাতে আশীর্ব্বাদই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি মৃত্যু হইতে মুক্ত হইতে পারে, অমৃত হইতে নহে, (তাহার) তাহাই শুভ; সেই জন্যই তিনি বলিয়া থাকেন—"মৃত্যু হইতে আমি মুক্ত হইব, অমৃত হইতে নহে।"

১৩। 'আমরা সৌভাগ্যভাগী হইব' এই (মনে করিয়া যজমানের) কুমারীগণও সেই সময় (অগ্নির) চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিবেন। সেই যে অম্বিকা নামে রুদ্রের ভগিনী, ইনিই সৌভাগ্যের প্রভু (স্বামিনী); সেই জন্য 'আমরা সৌভাগ্যভাগী হইব' এই (মনে করিয়া যজমানের) কুমারীগণও চারিদিকে ভ্রমণ করিবেন।

১৪। ইঁহাদের (পরিভ্রমণের) মন্ত্র আছে—"সুগন্ধযুক্ত ও পতিপ্রদানকারী ত্র্যম্বককে আমরা পূজা করি। বৃন্ত হইতে কর্কটীফলের ন্যায় ইহা হইতে আমি মুক্ত হইব, উহা হইতে নহে।"[২৬] তিনি (কুমারী) যে বলেন "ইহা হইতে" তাহাতে তিনি 'জ্ঞাতিগণ হইতে' বলিয়া থাকেন; আর যে বলেন "উহা হইতে নহে," তাহাতে তিনি 'পতিসমূহ' হইতে বলিয়া থাকেন; পতিসমূহই স্ত্রীর প্রতিষ্ঠা, এবং সেই জন্যই তিনি বলিয়া থাকেন "উহা হইতে নহে।"

১৫। অনন্তর তাঁহারা (যজমানপ্রভৃতি) পুনর্ব্বার দক্ষিণ উরু আহত করিতে করিতে এই মন্ত্রেই[২৭] তিনবার প্রদক্ষিণভাবে (অগ্নির) চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করেন। তাঁহারা যে পুনর্ব্বার প্রদক্ষিণভাবে তিনবার পরিভ্রমণ করেন,

---

২৪। "চতুষ্পথে অগ্নিমপসলবি...... পরিয়ন্তি"—সায়ণ।

২৫। বা. স. ৩.৬০.১ ; কা. শ্রৌ. ৫.১০.১৫।

২৬। বা. স. ৩.৬০.২ ; কা. শ্রৌ. ৫.১০.১৭।

২৭। ১২শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য ; কা. শ্রৌ. ৫.১০.১৬।

(তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন)—'আমাদের এই কর্ম্ম প্রদক্ষিণভাবে অনুকূলরূপে সম্পন্ন হইবে ;' সেই জন্য তাঁহারা পুনর্ব্বার প্রদক্ষিণভাবে তিনবার পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।

১৬। অনন্তর যজমান (হুতাবশিষ্ট) এই সকল (পুরোডাশ) অঞ্জলিতে গ্রহণ করিয়া (এতদূর) ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করেন, যাহাতে (কোন) গো[২৮] (তৎসমুদয়কে) উপরে প্রাপ্ত হইতে (অর্থাৎ গ্রহণ করিতে) না পারে। তাঁহারা (যজমানপ্রভৃতি) ইহাতে (স্ব-স্ব) শরীর হইতে (রুদ্রের) শল্যকেই নির্গত করিয়া থাকেন। তাঁহারা (তৎসমুদয়কে উপরে) ধরিতে না পারিলে, (ভূমিতে পড়িয়া গেলে), স্পর্শ করিবেন।[২৯] তাঁহারা ইহাতে (স্বশরীরের) ভেষজই করিয়া থাকেন, এবং সেই জন্যই, তাঁহারা ধরিতে না পারিলে স্পর্শ করেন।

১৭। অনন্তর তিনি সেই (পুরোডাশ-) গুলিকে (অর্দ্ধার্দ্ধ ভাগ করিয়া) দুইটি তৃণনির্ম্মিত ঝুড়িতে ('মূত')[৩০] বন্ধনপূর্ব্বক বংশদণ্ডে অথবা বাঁকে ('কুপ')[৩১] উভয় পার্শ্বে আবদ্ধ করিয়া উত্তরমুখে (কিছুদূর) গমনপূর্ব্বক

২৮। পুরোডাশগুলিকে তিনি এতদূর উপরে ছুঁড়িয়া ফেলেন,যাহাতে কোন গো মুখ বাড়াইয়াও উপরে ধরিতে না পারে। এ সম্বন্ধে কাত্যায়ন লিখিয়াছেন (কা. শ্রৌ. ৫.১০.১৮)—"রৌদ্রান্ যজমানোঽঞ্জলিনোদস্যতি অগোঃ প্রাপণং ;" যাজ্ঞিকদেব ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অগোঃ প্রাপণং দেশং যথা ক্ষিপ্তান্ ঊর্দ্ধমুখোঽপি গৌর্ন প্রাপ্নুয়াৎ।" সায়ণ এখানে মূলের গো-শব্দের অর্থ পৃথিবী ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, 'যাহাতে উৎক্ষিপ্ত পুরোডাশ ভূমিতে পতিত হইয়া না যায়।' এই পুরোডাশ মাটীতে পড়িবার পূর্ব্বেই আবার ধরিয়া ফেলিতে হয়। এই কণ্ডিকারই পরবর্ত্তী অংশ দ্রষ্টব্য, শ্রৌতসূত্রেও ইহা বিহিত হইয়াছে (কা. শ্রৌ. ৫.১০.১৯– ২০)।

২৯। কা. শ্রৌ. ৫.১০.২০ ; কাত্যায়ন ও তদনুযায়ী যাজ্ঞিকদেবের মতে যজমানই গ্রহণ করিবেন, অন্যেরা নহেন। হরিস্বামী লিখিয়াছেন—কেবল যজমানই নহেন, অপরেরাও ধরিতে ইচ্ছা করেন, সেই জন্যই মূলে বহুবচন। তৈ. ব্রা. ১.৬.১০.৫ ; তৈ. স. ১.৮.৬, সায়ণভাষ্য।

৩০। "যত্র তৃণময়ে আবপনে ধান্যং বধ্যতে তন্মূতং"—সায়ণ। যাজ্ঞিকদেব লিখিয়াছেন (কা. শ্রৌ. ৫.১০.২১)—ইহা রজ্জুনির্ম্মিত, এবং দেখিতে শিক্যার (বা প্রচলিত শিকার) মত,—"শিক্যাকারয়োঃ রজ্জুনির্ম্মিতয়োঃ।"

৩১। 'কুপ ;' আমাদের দেশে প্রচলিত ভারবহনের বংশদণ্ড,। ইহার সংস্কৃত নাম বীবধ। সায়ণ লিখিয়াছেন—"বেণুনির্ম্মিত ভাজনদ্বয়যুক্তো দারুবিশেষঃ, বীবধাপরপর্য্যায়ঃ কুপঃ।" যাজ্ঞিক-

যদি বৃক্ষ, বা স্থাণু, বা বেণু, বা বল্মীক প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহাতে (ঐ বংশদণ্ড বা বাঁক এই মন্ত্রে) সংলগ্ন করেন—"হে রুদ্র, এই তোমার পাথেয়,"[৩৩] তুমি তাহা দ্বারা মূ জ বা ন্ (নামে প্রসিদ্ধ পর্ব্বত-) সমূহকে অতিক্রম করিয়া পরভাগে গমন কর !"[৩৩] পাথেয়েরই সহিত (লোকেরা) গমন করিয়া থাকে ; তিনি ইহাতে ইঁহাকে সপাথেয় করিয়াই যেখানে যেখানে তাঁহার (রুদ্রের) গমন হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়াই গমন করাইয়া থাকেন। এখানে ইঁহার মূ জ বা ন্ (পর্ব্বত-) সমূহের পরভাগে গমন হইয়া থাকে, এবং সেই জন্যই তিনি বলেন—"মূ জ বা ন্ (নামে প্রসিদ্ধ পর্ব্বত-) সমূহকে অতিক্রম করিয়া পরভাগে গমন কর !"—"(তোমার) ধনু অবরোপিত ও পিনাক আচ্ছাদিত (করিয়া)—,"[৩৪] তিনি ইহাতে এই বলেন যে, 'আমাদের অহিংসক হইয়া শিব হইয়া অতিক্রম-পূর্ব্বক গমন কর।'[৩৫] "কৃত্তিবাসাঃ ;"[৩৬] তিনি ইহাতে ইঁহাকে (রুদ্রকে) অত্যন্ত সুপ্ত করান ;[৩৭] (তিনি) সুপ্ত হইয়া কাহাকেও হিংসা করেন না ; সেই জন্যই তিনি বলেন "কৃত্তিবাসাঃ।"[৩৮]

রেদের পদ্ধতিতে জানা যায় পাত্র দুইটি বংশপত্রনির্ম্মিতও হইয়া থাকে। "ব্রীহিযবাদীন্ বদ্ধা বহনার্থং তৃণবংশাদিনির্ম্মিতঃ পাত্রবিশেষো মূতমুচ্যতে"—মহীধর, বা. স. ৩.৬১।

৩২। "অবসং" ; যাহাদ্বারা বাস করা যায়। দ্রষ্টব্য মহীধরভাষ্য।

৩৩। বা. স. ৩.৬১.১।

৩৪। "অবততধন্বা পিনাকাবসঃ।" তৈত্তিরীয় সংহিতার (১.৮.৬) পাঠ—"অবততধন্বা পিনাক-হস্তঃ।" সায়ণ এইস্থলে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অস্মদ্বিরোধিনং পাপ্মানং হন্তুময়ং রুদ্রঃ পিনাক-নামকং ধনুর্হস্তে গৃহীত্বা অবততধন্বা জ্যাকর্ষণেন বিস্তারিতধনুষ্কঃ কৃত্তিবাসাশ্চর্ম্মবসনঃ।"

৩৫। ব্রাহ্মণে এই অংশ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যারূপে দেখা যায়, কিন্তু মূল সংহিতায় (বা. স, ৩.৬১) ইহা মূল মন্ত্রেরই মধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে।

৩৬। কৃত্তি=চর্ম্ম, বাসঃ=আচ্ছাদন, যাহার।

৩৭। চর্ম্ম মৃদুতর বলিয়া সুখকর হওয়ায় রুদ্রের নিদ্রা হয়—সায়ণ।

৩৮। কেহ কেহ বলেন—এই শেষ মন্ত্রাংশ দ্বারা বৃক্ষাদিতে আসক্ত সেই পুরোডাশভারকে নিক্ষেপ করিতে হয়। অন্যেরা বলেন—ইহা কেবল জপ করিতে হইবে।

১৮। অনন্তর[39] তাঁহারা (যজমানপ্রভৃতি) দক্ষিণ বাহু লক্ষ্য করিয়া (প্রদক্ষিণভাবে) আবর্ত্তন করেন, এবং (পশ্চাৎ)[40] অবলোকন না করিয়া পুনর্ব্বার (বেদিসমীপে) আগমন করেন। পুনর্ব্বার আগমন করিয়া তাঁহারা জলস্পর্শ করেন; কেননা, তাঁহারা রুদ্রের (কর্ম্ম) করিয়াছেন, এবং জল শান্তি; অতএব তাঁহারা শান্তি (-স্বরূপ) জলের দ্বারা শান্ত করেন।[41]

১৯। অনন্তর তিনি কেশ ও শ্মশ্রু ছেদনপূর্ব্বক অগ্নিদ্বয়কে (গার্হপত্য ও আহবনীয়কে, সমিধে) আরোপিত করিয়া ও (উত্তরবেদি হইতে) নিষ্ক্রমণ করিয়া ইহার (অর্থাৎ পৌর্ণমাসযাগ) দ্বারা যাগ করেন। তিনি যদি উত্তর-বেদিতে অগ্নিহোত্র হোম করেন, তবে তাহা ঠিক হয় না; এই জন্য তিনি নিষ্ক্রমণ করেন। তিনি গৃহপ্রাপ্ত হইয়া ও অগ্নিদ্বয়কে মন্থন করিয়া পৌর্ণমাস দ্বারা যাগ করেন। এই যে চাতুর্মাস্যসমূহ, ইহারা বিচ্ছিন্ন যজ্ঞ; আর এই যে পৌর্ণমাস, ইহা সম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠিত। তিনি ইহাতে শেষে সম্পন্ন যজ্ঞের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন; এবং সেই জন্যই (সেই স্থান হইতে) নিষ্ক্রমণ করেন।[42]

৩৯। বৃক্ষপ্রভৃতিতে সেই রৌদ্রপুরোডাশ পূর্ব্বোক্তরূপে লাগাইবার পর।

৪০। "অপ্রতীক্ষং রৌদ্রহবিঃপ্রচরণস্থানমনবলোকয়ন্তঃ"—সায়ণ; "পশ্চাদবলোকনম-কুর্ব্বন্তঃ"—পদ্ধতি (কা. শ্রৌ. ৫. ১০)। তুলঃ—"রৌদ্রপুরোডাশহোমস্থানং চতুষ্পথপশ্চাদ্ অ ব লো ক য় ন্তঃ......"—কা. শ্রৌ. ৫. ১০. ২৩ বৃত্তি; এখানে অ ন ব লো ক য় ন্তঃ পাঠই উচিত বোধ হয়।

৪১। সায়ণ বলেন—রৌদ্রহবিঃ প্রদানে তাঁহাদের যে উগ্রতা হইয়াছিল তাহাই তাঁহারা শান্ত করেন। কিন্তু স্পষ্টই বোধ হয় যে, নিজেদের প্রতি রুদ্রের শক্তিকেই তাঁহারা তাহা দ্বারা শান্ত করেন।

৪২। এই কণ্ডিকাটি সম্পূর্ণই পূর্ব্বে (২. ৪. ৩. ৪৮) উক্ত হইয়াছে। এস্থানের অন্যান্য বিবরণের জন্য ঐ কণ্ডিকাটি দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১ চাতুর্মাস্যযাজীর সুকৃতকে ক্ষয় করিতে পারা যায় না, যুক্তিদ্বারা ইহার সমর্থন ;—২ শু না সী র্য্য যাগের ফলকীর্ত্তন ;—৩ তাহার ক্রিয়াপদ্ধতি ;—৪ বৈশ্বদেবপর্ব্বে আগ্নেয়াদি যে পাঁচটি হবি হয়, ইহাতেও সেই পাঁচটি হইয়া থাকে, সেই হবিসমূহের প্রশংসা ;—৫ অনন্তর শু ন (বায়ু) ও সী রে র (সূর্য্যের) দ্বাদশকপালসংস্কৃত পুরোডাশ, তাহার ফলোল্লেখ ;—৬-৭ বায়ুর পয়োরূপ হবির বিধান, তাহার প্রশংসা ;—৮ সূর্য্যের এককপালসংস্কৃত পুরোডাশের বিধান, তাহার যুক্তি ও প্রশংসা ,—৯ তাহার দক্ষিণারূপে শ্বেত অশ্ব অথবা তদভাবে শ্বেত গো প্রদান করিতে হয় ;—১০ সাকমেধের অব্যবহিত পরেই শুনাসীর্য্যের ব্যবস্থা, অথবা যজমান যখন ইচ্ছা করেন তখন তাহা করিতে পারা যায় ;—১১ কয়েক রাত্রি অতীত করিবার ইচ্ছা করিলে ফাল্গুনের শুক্ল প্রতিপদের দিন তাহার অনুষ্ঠান হইবে ;—১২ অনন্তর (সোমযাগের জন্য) দীক্ষা গ্রহণ, তাহার যুক্তি, যিনি পরে আর চাতুর্মাস্য অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহার পক্ষে এই বিধি ;—১৩ কিন্তু যিনি করেন, তিনি ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ব্বদিন শুনাসীর্য্য,পরদিন প্রাতে বৈশ্বদেব, এবং তদনন্তর পৌর্ণমাস করেন ;—১৪—১৬ যজমানের কেশশ্মশ্রুপ্রভৃতি কামাইবার বিধি, ঐ বিধির সূর্য্য ও অগ্নির দৃষ্টান্তে প্রশংসা, তাহার ফলকীর্ত্তন ;—১৭ আ সু রি র মতে তাহা করিবার প্রয়োজন নাই, এবং সংবৎসরে যে তিনবার যাগ করা হয় তাহাতেই পূর্ব্বোক্ত ফল পাওয়া যায় ।]

১। চাতুর্মাস্যযাজীর সুকৃত অক্ষয্য (ক্ষয় করিতে পারা যায় না) ; কেননা, তিনি সংবৎসরকে জয় করেন ; সেই জন্য তাঁহার (তাহা) অক্ষয্য হইয়া থাকে। তিনি তাহাকে (সংবৎসরকে) ত্রিধা বিভক্ত করিয়া যাগ করেন, (অতএব) ত্রিধা বিভক্ত করিয়া তিনি (তাহাকে) প্রকৃষ্টরূপে জয় করিয়া থাকেন।[১] সংবৎসর (-অর্থে) সমগ্রই, এবং সমগ্র অক্ষয্য ; (অতএব) ইহাতেই ইহার সুকৃত অক্ষয্য হইয়া থাকে।[২] তিনি ইহাতে ঋতু (-স্বরূপ) হইয়া দেবগণের

১। ১৩৫ পৃষ্ঠার ১ম টীকা দ্রষ্টব্য। চাতুর্মাস্যের বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস ও সাকমেধ এই তিনটি পর্ব্ব বৎসরের মধ্যে চারি-চারি মাস অন্তর অনুষ্ঠিত হয়। অতএব তাহাদের অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ বৎসরটি লাগিয়া যায়। ইহাই লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে যে, তিনি তিনভাগ করিয়া সংবৎসরকে জয় করেন।

২। সায়ণ এখানে তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালের মধ্যে যাহা কিছু হয় তাহা সংবৎসরেরই অন্তর্ভুক্ত। আবার সংবৎসর সমস্তকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে বলিয়া তাহার আদি ও অন্ত নাই। এই হেতু সংবৎসরজন্য ফলও অক্ষয্য হইয়া থাকে।

নিকটে গমন করেন; দেবগণের (সমস্তই) অক্ষয্য, (অতএব) ইহাতে তাঁহার সুকৃত অক্ষয্য হয়। তিনি যে জন্য চাতুর্মাস্যসমূহের দ্বারা যাগ করেন, তাহা ইহাই।

২। অনন্তর যে জন্য তিনি শু না সী র্য্য দ্বারা যাগ করেন, (তাহা উক্ত হইতেছে)। সাকমেধসমূহের দ্বারা যাগ করিয়া ও (বৃত্রকে) বিজয় করিয়া দেবগণের যে শ্রী হইয়াছিল, তাহা শু ন;[৩] আর প্রকৃষ্টরূপে জিত সংবৎসরের যে রস হইয়াছিল, তাহা সী র। সাকমেধসমূহের দ্বারা যাগ করিয়া ও বিজয় করিয়া দেবগণের যে শ্রী হইয়াছিল, এবং প্রকৃষ্টরূপে জিত সংবৎসরের যে রস হইয়াছিল, এই উভয়কে পরিগ্রহ করিয়া তিনি ইহাতে নিজেতেই (স্থাপন) করিয়া থাকেন; এবং সেই জন্যই তিনি শু না সী র্য্য দ্বারা যাগ করেন।

৩। তাহার ক্রিয়াপদ্ধতি (এইরূপ):—তাঁহারা (ইহাতে) উত্তরবেদি উত্থাপন (অর্থাৎ নির্ম্মাণ) করেন না, পৃষদাজ্য গ্রহণ করেন না, ও অগ্নিমন্থন করেন না।[৪] (ইহাতে) পাঁচটি প্রযাজ, তিনটি অনুযাজ, ও একটি সমিষ্টযজুঃ হইয়া থাকে।

৪। (ইহাতে) এই (পূর্ব্বোক্ত) পাঁচটি হবিই হইয়া থাকে।[৫] এই সমস্ত হবিরই দ্বারা প্রজাপতি প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহাদের দ্বারা তিনি প্রজাগণকে উভয়দিকে বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত করিয়াছিলেন, ইহাদেরই দ্বারা দেবগণ বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, এবং এই যে ইঁহাদের (দেবগণের) বিজয়,

৩। ইহার অর্থ সুখ (নিঘণ্টু ৩.৬.১১)। সুখহেতু বলিয়া শ্রীকে শু ন অর্থাৎ সুখ বলা হইতেছে।—সায়ণ।

৪। উক্ত হইয়াছে (১১.৩.৪.৮) যে, চাতুর্মাস্যের সমস্ত অর্থাৎ চারিটি পর্ব্বেই অগ্নিমন্থন করিতে হয়—"চতুর্ষ্বগ্নিং মথ্নন্তি।" অথচ এখানে শুনাসীর্য্যে স্পষ্টই তাহার নিষেধ দেখা যাইতেছে। এই জন্য যাজ্ঞিকগণ বলেন যে, শুনাসীর্য্যে অগ্নিমন্থন বৈকল্পিক। যদি অগ্নিমন্থন হয়, তাহা হইলে বৈশ্বদেবের ন্যায় নয়টি প্রযাজ, নয়টি অনুযাজ ও তিনটি সমিষ্টযজুঃ হইবে; আর যদি না হয়, তাহা হইলে পৌর্ণমাসের ন্যায় পাঁচটি প্রযাজ, তিনটি অনুযাজ ও একটি সমিষ্টযজুঃ হইবে। দ্রষ্টব্য—২.৪.২.২১; ১৪৩ পৃ. ৩৫শ ও ৩৬শ টীকা; শাঙ্খ্যা. শ্রৌ. ৩. ১৭. ১২—১৩, "অশ্রুতিস্তু 'যদ্যু ন মথ্যন্তে পৌর্ণমাসমেব তন্ত্রম্' "—ঐ ভাষ্য; কা. শ্রৌ. ৫.১১.৩, বৃত্তি।

৫। আগ্নেয়, সৌম্য প্রভৃতি পাঁচটি, দ্রষ্টব্য—২.৪.২.৮—১১। কা. শ্রৌ. ৫.১১.৫।

তাহা তাঁহারা ইহাদেরই দ্বারা জয় করিয়াছিলেন; ইনিও সেইরূপ ইহাদের দ্বারা —সাকমেধসমূহে যাগ করিয়া ও বিজয় করিয়া দেবগণের যে শ্রী হইয়াছিল, এবং প্রকৃষ্টরূপে বিজিত সংবৎসরে যে রস হইয়াছিল—এই উভয়কে পরিগ্রহ করিয়া নিজেতেই (স্থাপন) করেন। সেই জন্যই এই পাঁচটি হবি হইয়া থাকে।

৫। অনন্তর শু না সী র্য্য (অর্থাৎ শু ন ও সী রে র)[৬] দ্বাদশকপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, শুনাসীর্য্য (হবির) তাহাই অনুকূল (স্তুতি।)[৭]

৬। অনন্তর বায়ুর দুগ্ধ হইয়া থাকে।[৮] জাত প্রজাসমূহ দুগ্ধকেই অনুমোদন করিয়া থাকে; (এবং তিনি মনে করেন যে), 'আমি জয়লাভ করিয়াছি; প্রজাসমূহ আমাকে শ্রীর নিমিত্ত, যশের নিমিত্ত ও অন্নভোজনসামর্থ্যের জন্য অনুমোদন করুক!' সেই জন্য দুগ্ধ হইয়া থাকে।

৬। শু ন শব্দের অর্থ বায়ু, এবং সী র শব্দের অর্থ সূর্য্য। দেবতাদ্বন্দ্বসমাস বলিয়া শুন-স্থানে শুনা হইয়াছে। যাস্ক এই শব্দের এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন (নি. ৯.৪.৬)। শুনাসীর্য্য-পর্ব্বের এই হবি ষষ্ঠ, ইহা শুন ও সীরকে একত্র প্রদত্ত হয়, কা. শ্রৌ. ৫.১১.৫। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১.৭.১.১) ইন্দ্রকে শু না সী র বলা হইয়াছে—"অথেন্দ্রায় শু না সী রা য় দ্বাদশকপালং নির্বপতি।" তৈত্তিরীয়সংহিতায় (১.৮.৭) সায়ণ ঐ ব্রাহ্মণেরই (১.৭.১.১) ই ন্দ্রা শু না সী র শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, বায়ু ও সূর্য্যের সহিত বর্ত্তমান ইন্দ্রকে ই ন্দ্রা শু না সী র বলা হয়। আবার দ্রষ্টব্য—আশ্ব. শ্রৌ. ২.২০.৩। শুন অর্থাৎ বায়ু, এবং সীর অর্থাৎ সূর্য্য আছে যাহার এই অর্থে ইন্দ্রকে শু না শী র বলা হইয়া থাকে, ইহা প্রচলিত সাধারণ কোষেও প্রসিদ্ধ আছে। এই শব্দটি দ্বিবিধ প্রকারে আধুনিক সংস্কৃতপণ্ডিতগণের নিকট দেখা দিয়াছে, এইজন্য তাঁহারা বলেন—"শু না শী রো দ্বিতালব্যঃ সু না সী রো দ্বিদন্ত্যকঃ। তালব্যাদির্দ্ব্যমধ্যঃ শু না সী র-শ্চ দৃশ্যতে।"—অমরটীকায় ভরত। সকার ও শকারের এতাদৃশ বিপর্য্যাসের জন্য আমার পালি-প্রকাশ (প্রবেশক, ৮১—৮৩ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

৭। অর্থাৎ পর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় কণ্ডিকায় যে ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহারও সেই ফল বুঝিতে হইবে।

৮। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে (৫. ১১. ৭) জানা যায় যে, এই দুগ্ধ দোহন করিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই (গরম থাকিতে-থাকিতেই) প্রদান করিতে হয়। তাঁহার মতে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে এই স্থানে যবাগূ দিতে পারা যায় (৫. ১১. ১০)।

৭। তাহা যে জন্য বায়ুর হয়, (তাহা উক্ত হইতেছে)। এই যাহা বহিতেছে, ইহাই বায়ু; যাহা-কিছুতে ইহা বর্ষণ করে,[৯] তৎসমস্তকেই প্রবর্দ্ধিত করিয়া থাকে। বৃষ্টি হইতে ওষধিসমূহ জাত হয়; (পশুসমূহ) ওষধিসমূহ ভক্ষণ ও জল পান করিলে, তাহার পর জল হইতে এই দুগ্ধ সম্ভূত হয়। (অতএব) ইহাই (বায়ুই) তাহা উৎপাদন করে; এবং সেই জন্য (তাহা) বায়ুর হইয়া থাকে।

৮। অনন্তর সূর্য্যের এককপাল পুরোডাশ হয়। এই যিনি তাপ প্রদান করিতেছেন, ইনিই সূর্য্য। ইনিই এই সমস্ত (বিশ্বকে) সাধু ও অসাধু[১০] (কর্ম্ম) দ্বারা চারিদিকে রক্ষা করিতেছেন, ইনি এই সমস্তকে সাধু ও অসাধু (কর্ম্মে) স্থাপিত করিতেছেন। (তিনি মনে করেন যে), 'আমি (সাকমেধ দ্বারা) বিজয় লাভ করিয়াছি, তিনি আমাকে প্রীত হইয়া সাধু (কর্ম্ম) দ্বারা চারিদিকে রক্ষা করিবেন, এবং সাধু (কর্ম্মে) স্থাপিত করিবেন;' সেই জন্য সূর্য্যের এককপাল পুরোডাশ হইয়া থাকে।

৯। তাহার (সূর্য্যের হবির) দক্ষিণা শ্বেত অশ্ব;[১১] ইহাতেই, এই যিনি (সূর্য্য) তাপ প্রদান করিতেছেন তাঁহার (অনুকূল) রূপ করা হইয়া থাকে। তিনি যদি শ্বেত অশ্ব না পান, শ্বেত গোই (দক্ষিণা) হইবে; ইহাতেই, এই যিনি (তাপ) প্রদান করিতেছেন, তাঁহার (অনুকূল) রূপ করা হইয়া থাকে।

৯। অর্থাৎ বৃষ্টি দ্বারা সেচন করে—সায়ণ। বায়ুও বৃষ্টির প্রতি কারণ; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১. ৭. ১. ১) উক্ত হইয়াছে—"বায়ুর্বৈ বৃষ্ট্যৈ প্রদাপয়িতা," অর্থাৎ বায়ু বৃষ্টিকে দান করাইয়া থাকে।

১০। "সাধুনা ত্বদ্ অসাধুনা ত্বৎ"; ত্বৎ-শব্দ সমুচ্চয় অর্থে ব্যবহৃত হয়; যাস্ক লিখিয়াছেন (নি. ১. ৩, ৪—৫)—"অথাপি সমুচ্চয়ার্থে ভবতি—'পর্য্যায়া ইব ত্বদাশ্বিনম্' আশ্বিনঞ্চ পর্য্যায়াশ্চেতি।" সায়ণ এখানে 'কেহ' অর্থ ধরিয়াছেন—"ত্বৎ একং পুণ্যকৃতং জনং;" আবার এই কণ্ডিকাতেই পরে লিখিয়াছেন—"ত্বদিতি, এতদত্র ক্রিয়াবিশেষণত্বেন যোজ্যম্"।

১১। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১.৭.১.২) দ্বাদশটি বলীবর্দ্দের সহিত লাঙ্গল (সীর) দক্ষিণা বিহিত হইয়াছে। শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রেও (৩.১৮. ১০) ইহা বৈকল্পিকভাবে বিহিত হইয়াছে। মূল শুনাসীর্য্যের দক্ষিণা ছয়টি বলদের সহিত লাঙ্গল, অথবা দুইটি খুব বড়-বড় বলদ॥ কা. শ্রৌ. ৫,১১.১২-১৩॥ পদ্ধতিতে দেখা যায় লাঙ্গলের বলদ দিলেও চলে।

১০। তিনি যখনই সাকমেধ-(হবিঃ-) সমূহের দ্বারা যাগ করেন, তখন (তাহার অব্যবহিত পরেই) শুনাসীর্য্য দ্বারা যাগ করেন।[১২] তিনি যে সংবৎসরের মধ্যে তিনবার যাগ করেন, তাহাতেই সংবৎসরকে প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ ব্যাপ্ত করেন),[১৩] অতএব তিনি যে-কোন সময়ে ইহার দ্বারা যাগ করেন।

১১। এখানে কেহ-কেহ (কয়েকটি) রাত্রি[১৪] পাইতে ইচ্ছা করেন। তিনি যদি (কয়েকটি) রাত্রি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, ঐ যে দিন (আগামী) ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ব্বে (চন্দ্র) উপরে দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ ফাল্গুনী শুক্লপ্রতিপৎ), সেইদিন শুনাসীর্য্য দ্বারা যাগ করিবেন।

১২। তাহার পর তিনি (সোমযাগের জন্য) দীক্ষিত হইবেন, যাহাতে (সোম-) যাগ না করিতেই আবার যেন তাঁহাকে ফাল্গুনী পূর্ণিমা অতিক্রম করিয়া না যায়।[১৫] তিনি (সোম-) যাগ না করিতেই আবার যদি তাঁহাকে ফাল্‌গুনী পূর্ণিমা অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা (চাতুর্মাস্যসমূহের) পুনর্ব্বার প্রয়োগের প্রযোজকরূপ হয়। অতএব (সোম-) যাগ না করিতেই আবার তাঁহাকে ফাল্গুনী পূর্ণিমা অতিক্রম করিয়া যাইবে না। যিনি (চাতুর্মাস্যসমূহ) ত্যাগ করেন (অর্থাৎ আর অনুষ্ঠান করেন না), তাঁহার সম্বন্ধে (এই বিধি)।[১৬]

১২। দ্রষ্টব্য—১৩৬ পৃ. টীকা।

১৩। বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস ও সাকমেধ এই তিনটি পর্ব্বে চারি-চারি মাস করিয়া সমস্ত বৎসর লাগে, ইহাই এখানে উক্ত হইতেছে।

১৪। অর্থাৎ সাকমেধ অনুষ্ঠানের পর। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাকমেধ অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরেই শুনাসীর্য্য না করিয়া কয়েক দিন পরে করিতে চাহেন।

১৫। আপ. শ্রৌ. ৮.২১.২—৪ ; কা. শ্রৌ. ৫.১১.১৫।

১৬। চাতুর্মাস্যযাজী দ্বিবিধ ; কেহ-কেহ একবৎসরমাত্র তাহা অনুষ্ঠান করিয়া ত্যাগ করেন, পুনর্ব্বার অনুষ্ঠান করেন না ; অপরেরা একবার অনুষ্ঠান করিয়া পুনর্ব্বার অনুষ্ঠান করেন। ব্রাহ্মণে (১২শ ও ১৩শ কণ্ডিকা) ইহাদের নাম যথাক্রমে উক্ত হইয়াছে—উ ৎ সৃ জ মা ন (যিনি উ ৎ স র্গ অর্থাৎ ত্যাগ করেন) ও পু নঃ প্র যু ঞ্জা ন (যিনি পুনর্ব্বার প্র য়ো গ অর্থাৎ অনুষ্ঠান করেন)। উৎসৃজমান চাতুর্মাস্যযাজী একবার চাতুর্মাস্য অনুষ্ঠান করিয়া সোমযাগ (অগ্নীষোমীয়) পশুযাগ (অগ্নিষ্টোম), বা (আগ্নেয়) ইষ্টি অবলম্বন করেন।(শাখ্যা. শ্রৌ. ৩.১৮,

১৩। আর যিনি পুনর্ব্বার (চাতুর্মাস্যসমূহ) অনুষ্ঠান করেন,[১৭] তাঁহার (বিধি উক্ত হইতেছে)। তিনি ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ব্বদিন[১৮] শুনাসীর্য্য দ্বারা, অনন্তর প্রাতে বৈশ্বদেব দ্বারা, এবং তদনন্তর (নিত্য) পৌর্ণমাস দ্বারা যাগ করিবেন। যিনি পুনর্ব্বার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার (বিধি) এই।[১৯]

১৪। অনন্তর এস্থান হইতে (কেশ ও শ্মশ্রু-প্রভৃতির) চারিদিকে বপনের (অর্থাৎ কামান'র, কথা উক্ত হইতেছে)।[২০] ঐ আদিত্য সর্ব্বতোমুখ (অর্থাৎ সব দিকেই তাঁহার মুখ); (এবং) এই যাহা কিছু (এখানে) শুষ্ক হয়, তৎ-সমুদয়কে ইনি টানিয়া লইয়া পান করেন ("নির্ধয়তি"); (অতএব) তিনি ইহাতে[২১] সর্ব্বতোমুখ হন, এবং ইহা দ্বারা অন্নভোজী হইয়া থাকেন।

২১; কা. শ্রৌ. ৫.১১.১৫), এবং ইহাতেই তাঁহার চাতুর্মাস্য ত্যাগ করা হয়। ইহা করিতে হইলে ফাল্গুনের শুক্ল প্রতিপদে শুনাসীর্য্য অনুষ্ঠান করিয়া আগামী পূর্ণিমায় সোমযাগপ্রভৃতির অ.তম অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ১১শ ও ১২শ কণ্ডিকার ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। দীক্ষাগ্রহণ প্রতিপদেরই দিন অথবা আগামী পূর্ণিমার মধ্যে যে-কোন দিনে করিতে পারা যায় (হরিস্বামী)। পুনঃপ্রযুগ্নানের সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কণ্ডিকায় উক্ত হইয়াছে।

১৭। পু নঃ প্র যু ঞ্জা ন।

১৮। অর্থাৎ চতুর্দ্দশীতে—সায়ণ; আপস্তম্বও এইরূপ বলিয়াছেন (আপ. শ্রৌ. ৮.২১.৬)। দ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৫.১১.১৭—১৮।

১৯। এখানে উভয় পক্ষেই (অর্থাৎ চাতুর্মাস্যের ত্যাগ ও অত্যাগ পক্ষে) যাহা উক্ত হইল, তাহা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় আরব্ধ চাতুর্মাস্যসম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে (দ্রঃ—১৩৬ পৃ. টীকা)। আর যদি চাতুর্মাস্য প্রথমে চৈত্রী পূর্ণিমায় আরব্ধ হয়, তবে এস্থলেও চৈত্রী শুক্লপ্রতিপৎ ও চৈত্রী পূর্ণিমা ধরিতে হইবে। বৈশাখী পূর্ণিমাতেও চাতুর্মাস্য আরম্ভ করিতে পারা যায় (কা. শ্রৌ. ৫.৬, পদ্ধতি, ৪৯৭ পৃ.; ৫.১১, পদ্ধতি, ৫৪৭ পৃ.), এবং তাহা হইলে বৈশাখী প্রতিপৎ ও পূর্ণিমা ধরিতে হইবে।

২০। মূল "পরিবর্ত্তনস্থ;" বোধ হয় চুল কামাইয়া মাথাকে বেশ গোল করার ইহা পারিভাষিক শব্দ। দ্রষ্টব্য "পরিবর্ত্তয়তে", ১৬শ কণ্ডিকা; ২.৫.৫.৬; "পরিবর্ত্তয়িতুং", ১৭শ কণ্ডিকা "পরিবর্ত্তয়তে=ক্ষুরেণ পরিতো বাপয়েৎ"—সায়ণ, ২.৫.৫.৬.। "নিবর্ত্তয়তে=ছিনত্তি"—রুদ্র, আপ. শ্রৌ. ৮.৪.১.।

২১। বপনের দ্বারা।

১৫। এই অগ্নি সর্ব্বতোমুখ ; যে-কোন (দিক্) হইতে (লোকেরা) অগ্নিতে (যাহা-কিছু) নিক্ষেপ করে, সেই (দিক্) হইতেই তিনি (তাহা) প্রদগ্ধ করেন ; (অতএব) তিনি ইহাতে সর্ব্বতোমুখ হন, এবং ইহাদ্বারা অন্নভোজী হইয়া থাকেন।

১৬। অপর পক্ষে[২২] এই পুরুষের (যজমানের) একদিকে মুখ ; কিন্তু তিনি যে (কেশশ্মশ্রুপ্রভৃতির) চারিদিকে বপন করেন, তাহাতে তিনি সর্ব্বতো মুখ হন। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানিয়া চারিদিকে বপন করেন, তিনি ইঁহাদের দুইটির (সূর্য্য ও অগ্নির) ন্যায় অন্নভোজী হইয়া থাকেন। অতএব তিনি চারিদিকে বপন করিবেন।

১৭। তদ্বিষয়ে আ সু রি বলিয়াছেন—"যদি সমস্ত লোমই বপন করা হয়, তাহা হইলেও মুখের তাহাতে কি হয় !"[২৩] তিনি যে সংবৎসর মধ্যে তিনবার যাগ করেন, তাহাতেই তিনি সর্ব্বতোমুখ হন এবং তাহাতেই অন্নভোজী হইয়া থাকেন। অতএব চারিদিকে কামাইবার জন্য তিনি আদর করিবেন না।

২২। "অথ-শব্দঃ ত্বর্থে"—সায়ণ।

২৩। অর্থাৎ মুখের সমস্ত কেশ-লোম কামাইলেও তাহাতে সর্ব্বতোমুখ হইবার কোন কারণ দেখা যায় না।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

[১ চাতুর্মাস্যের প্রশংসারূপ আখ্যায়িকা—দেবগণ ইহা দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, ও বিজয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ;—২ অগ্নিকে রাজা ও সেনানী করিয়া দেবগণ চারি মাস জয় করিয়াছিলেন ;—৩ বরুণকে রাজা ও সেনানী করিয়া তাঁহারা চারি মাস জয় করিয়াছিলেন ;—৪ ইন্দ্রকে রাজা ও সেনানী করিয়া তাঁহারা চারি মাস জয় করিয়াছিলেন ;—৫ যজমান যে বৈশ্বদেব দ্বারা যাগ করেন, তাহাতেই তাদৃশ অগ্নির দ্বারা তাঁহার চারিমাস জয় করা হয়, কেশশ্মশ্রুচ্ছেদনের প্রশংসা ;—৬ বরুণপ্রঘাস দ্বারা যাগ করায় রাজা ও সেনানী বরুণ দ্বারা তাঁহার অপর চারিমাস জয় করা হয়, কেশশ্মশ্রুচ্ছেদনের প্রশংসা ;—৭ সাকমেধ দ্বারা যাগ করায় তাঁহার ইন্দ্র দ্বারা আর চারিমাস জয় করা হয়, কেশশ্মশ্রুচ্ছেদনের প্রশংসা ;—৮ বৈশ্বদেব-অনুষ্ঠানে অগ্নির, বরুণপ্রঘাস-অনুষ্ঠানে বরুণের ও সাকমেধ-অনুষ্ঠানে ইন্দ্রের সাযুজ্য ও সালোক্য-প্রাপ্তি হয় ;— ৯ চাতুর্মাস্যযাজী পরম স্থান পরম গতি প্রাপ্ত হন।]

১। তাঁহারা যে বলেন[১] দেবগণ সাকমেধ- (হবিঃ-) সমূহেরই দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের যে এই বিজয় রহিয়াছে, তাহাও তাঁহারা (সেই) সকলেরই দ্বারা জয় করিয়াছিলেন, (তৎসম্বন্ধে) কিন্তু (বস্তুত) দেবগণ চাতুর্মাস্যসমূহেরই দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, এবং এই যে তাঁহাদের বিজয় রহিয়াছে, তাহাও তাঁহারা (সেই) সকলেরই দ্বারা জয় করিয়াছিলেন।

২। তাঁহারা (দেবগণ) বলিয়াছিলেন—'আমরা কোন রাজার দ্বারা, কোন সেনানী[২] দ্বারা যুদ্ধ করিব ?' অগ্নি বলিয়াছিলেন—'আমি রাজা, আমার দ্বারা! আমি সেনানী, আমার দ্বারা!' তাঁহারা রাজা অগ্নি দ্বারা, সেনানী অগ্নি দ্বারা চারি মাসকে জয় করিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্ম (অগ্নি)[৩] দ্বারা ও ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন।

৩। তাঁহারা বলিয়াছিলেন—'কোন রাজা দ্বারা, কোন সেনানী দ্বারা আমরা যুদ্ধ করিব ?' বরুণ বলিয়াছিলেন—'আমি রাজা, আমার দ্বারা! আমি সেনানী, আমার দ্বারা!' তাঁহারা রাজা বরুণ দ্বারা, সেনানী বরুণ দ্বারা অপর

১। ২. ৪. ৪. ১।

২। "অনীকেন ;" দ্রঃ—২. ৪. ৪. ২, ৩য় টীকা।

৩। পরবর্তী ৫ম কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

চারি মাস জয় করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে ব্রহ্ম দ্বারা ও ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন।

৪। তাঁহারা বলিয়াছিলেন—'কোন রাজা দ্বারা, কোন সেনানী দ্বারা আমরা যুদ্ধ করিব?' ইন্দ্র বলিয়াছিলেন—'আমি রাজা, আমার দ্বারা! আমি সেনানী, আমার দ্বারা!' তাঁহারা রাজা ইন্দ্র দ্বারা, সেনানী ইন্দ্র দ্বারা আর চারি মাস জয় করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে ব্রহ্ম দ্বারা ও ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন।

৫। তিনি যে বৈশ্বদেব দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে রাজা অগ্নি দ্বারা, সেনানী অগ্নি দ্বারা চারি মাস জয় করেন। সেখানে (কেশশ্মশ্রুবপনের জন্য) স্থানত্রয়ে শ্বেতবর্ণ শললী[৪] ও লোহ (লোহিতবর্ণ, তাম্রময়) ক্ষুর (আবশ্যক) হয়।[৫] সেই যে স্থানত্রয়ে শ্বেতবর্ণ শললী, ইহা ত্রয়ী বিদ্যার রূপ;[৬] এবং লোহক্ষুর ব্রহ্মের রূপ। কেননা, অগ্নিই ব্রহ্ম, এবং অগ্নি লোহিতের ন্যায়; সেই জন্য লোহ ক্ষুর হইয়া থাকে। তিনি তাহাতে (নিজের কেশশ্মশ্রুকে) চারিদিকে ছেদন করান; এবং তাহা দ্বারা (অধ্বর্যু) ইঁহাকে ব্রহ্মেরই দ্বারা ও ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া থাকেন।

৬। আর যে তিনি বরুণপ্রঘাস- (হবিঃ-) সমূহের দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে রাজা বরুণ দ্বারা, সেনানী বরুণ দ্বারা অপর চারি মাস জয় করেন। সেখানে স্থানত্রয়ে শ্বেতবর্ণা শললী ও লোহক্ষুর (আবশ্যক) হয়। তিনি তাহাতে (নিজের কেশশ্মশ্রুকে) চারিদিকে ছেদন করান; এবং তাহা দ্বারা (অধ্বর্যু) ইঁহাকে ব্রহ্মেরই দ্বারা ও ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া থাকেন।

৭। আর যে তিনি সাকমেধ- (হবিঃ-) সমূহের দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে রাজা ইন্দ্র দ্বারা, সেনানী ইন্দ্র দ্বারা অপর চারি মাসকে জয় করেন। সেখানে স্থানত্রয়ে শ্বেতবর্ণা শললী ও লোহক্ষুর (আবশ্যক) হয়। তিনি তাহাতে

৪। শল্যক (অথবা শল্লক) মৃগের গাত্রলোম, বাংলার সজারু পশুর কাঁটা।

৫। সজারুর কাঁটায় চুল তুলিয়া ধরিয়া ক্ষুর দিয়া কামাইতে হয়। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে (৮. ৮. ১) দেখা যায় যে, এজন্য ইক্ষুকাণ্ড বা ইক্ষুশলাকাও ব্যবহার করিতে পারা যায়।

৬। কেননা, উভয়েরই ত্রিত্বসংখ্যারূপ সাদৃশ্য আছে।

(নিজের কেশশ্মশ্রুকে) ছেদন করান, এবং তাহা দ্বারা (অধ্বর্য্যু) ইঁহাকে ব্রহ্মেরই দ্বারা ও ত্রয়ী বিদ্যার দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া থাকেন।

৮। তিনি যে বৈশ্বদেব দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে তিনি তখন[৭] অগ্নিই হন; অগ্নিরই সাযুজ্য ও সালোক্য[৮] জয় করেন। আর যে তিনি বরুণ-প্রঘাস- (হবিঃ-) সমূহের দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে তিনি তখন বরুণই হন; বরুণেরই সাযুজ্য ও সালোক্য জয় করেন। আর যে তিনি সাকমেধ- (হবিঃ-) সমূহের দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে তিনি তখন ইন্দ্রই হন; ইন্দ্রেরই সাযুজ্য ও সালোক্য জয় করেন।[৯]

৯। তিনি যে ঋতুতে ঐ (পর-) লোকে গমন করেন, সেই ঋতু ইঁহাকে পরবর্ত্তী ঋতুর নিকটে দান করে, পরবর্ত্তী (ঋতুও নিজের) পরবর্ত্তী ঋতুর নিকটে দান করে,—সেই চাতুর্মাস্যযাজী পরম স্থান, পরম গতি প্রাপ্ত হন। তদ্বিষয়েই তাঁহারা বলিতেছেন—'চাতুর্মাস্যযাজীকে তাঁহার অন্বেষণ করিয়া পান না, কেননা, তিনি পরম স্থান, পরম গতি প্রাপ্ত হন। [১০]

দ্বিতীয় কাণ্ড সমাপ্ত।

৭। "তর্হি;" "তস্মিন্ বৈশ্বদেবে যাগেঽনুষ্ঠিতে"—সায়ণ।

৮। সাযুজ্য=সহযোগ, সহাবস্থান, (কেহ কেহ বলেন একত্ব); সালোক্য=সমানলোকে অবস্থান। সায়ণ এখানে বলিয়াছেন—'প্রথমে সালোক্য জয় করেন, এবং তাহার পরে সাযুজ্য, এইরূপে যোজনা করিতে হইবে।' তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ৪. ১০) ইহাই বুঝা যায়।

৯। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের অনুকূলরূপে কাণ্বশাখায় এইটুকু অতিরিক্ত আছে—'আর যে তিনি শুনাসীর্য্য দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে তিনি তখন বায়ু হন; বায়ুরই সাযুজ্য ও সালোক্য জয় করেন।' তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে (১. ৪. ১০. ৩—৬) উক্ত হইয়াছে—বৈশ্বদেব দ্বারা অগ্নির সাযুজ্য ও এই লোক, বরুণপ্রঘাস দ্বারা আদিত্যের সাযুজ্য ও আদিত্যের লোক, সাকমেধ দ্বারা চন্দ্রমার সাযুজ্য ও চন্দ্রমার লোক, এবং শুনাসীর্য্য দ্বারা বায়ুর সাযুজ্য ও বায়ুর লোক লাভ করা যায়।

১০। দ্রঃ—তৈ. ব্রা. ১. ৪. ১০. ১০। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ৪. ৯. ৫) উক্ত হইয়াছে—তিনি বৈশ্বদেব দ্বারা এই (পৃথিবী-) লোকে, বরুণপ্রঘাসসমূহ দ্বারা অন্তরিক্ষে, এবং সাকমেধ-সমূহ দ্বারা ঐ (দ্যু-) লোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।



অগ্নিমন্থনযন্ত্র

পরিশিষ্ট

অগ্নিমন্থনযন্ত্র

অগ্নিমন্থনে পাঁচটি যন্ত্রের আবশ্যক হয়; যথা অ ধ রা র ণি, উ ত্ত রা র ণি, প্র ম ন্থ, ও বি লী, চা ত্র, এবং নে ত্র।

অরণিদ্বয় শমীগর্ভ অর্থাৎ শমীবৃক্ষের মধ্য হইতে উৎপন্ন* অথবা শমীবৃক্ষের সহিত সংসক্তমূল † অশ্বত্থ বৃক্ষের পূর্ব্বমুখ, উত্তরমুখ, বা ঊর্দ্ধমুখ শাখা ছেদন করিয়া তাহারই দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হয়। শমীগর্ভ অশ্বত্থ না পাওয়া গেলে যে-কোন অশ্বত্থেরই শাখার হইতে পারে (কা. শ্রৌ. ৪. ৭. ২৩; কর্ম্মপ্রদীপ, ১. ৭. ৩)।

অধরারণি এই অশ্বত্থশাখা হইতে নির্ম্মিত একখানি চতুষ্কোণ কাষ্ঠ। ইহা দৈর্ঘ্যে ২৪ অঙ্গুলি, ‡ বিস্তারে ৬ অঙ্গুলি, এবং উচ্চতায় ৪ অঙ্গুলি। § চিত্রে ইহা সর্ব্বনিম্নে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; যে কাষ্ঠখণ্ডে একখানি রজ্জু জড়ান রহিয়াছে দেখা যাইতেছে, তাহা এই অধরারণির উপরেই স্থাপিত রহিয়াছে। এই চতুষ্কোণ কাষ্ঠের মূলের দিকে আট অঙ্গুলি, এবং অগ্রের দিকে ১২ অঙ্গুলি ত্যাগ করিয়া মধ্য স্থানে একটু খুদিয়া নিম্ন করিয়া দিতে হয়, যাহাতে ঐ স্থানে স্থাপিত প্রমন্থনামক কাষ্ঠখানি বেশ ঘুরিতে পারে।

অধরারণির ন্যায় উত্তরারণিও উল্লিখিত শমীগর্ভ অশ্বত্থ-শাখার কাষ্ঠে নির্ম্মিত হয়, এবং ইহার আকার ও পরিমাণও ঠিক অধরারণির ন্যায়, কেবল ইহার মধ্য স্থলে অধরারণির ন্যায় খুদিয়া নিম্ন করা হয় না। চিত্রে ইহা অধরারণির বাম

---

* আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র ৫. ১. ২. রুদ্র ভাষ্য; কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র ৪. ৭. ২২, বৃত্তি; পারস্কর-গৃহ্যসূত্র ১. ২. ৫, হরিহর-ভাষ্য; তদ্ধ্রুতযজ্ঞপার্শ্বকারিকা।

† "সংসক্তমূলো যঃ শম্যা স শমীগর্ভ উচ্যতে"—কর্ম্মপ্রদীপ, ১. ৭. ৩; যজ্ঞপার্শ্বকারিকা।।

‡ অঙ্গুলি—অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির মধ্যম পর্ব্বের পরিমাণ, কা. শ্রৌ. ৪. ৭. ২২, বৃত্তি; কর্ম্মপ্রদীপ ১. ৭. ৬।

§ ইহার পরিমাণ সম্বন্ধে এক-আধটু মতভেদ দেখা যায়; বৌধায়ন বলেন ১৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ হইবে (আপ. শ্রৌ. ৫. ১. ২, রুদ্রবৃত্তি); আবার গোভিলগৃহ্যসংগ্রহে (১. ৭৮) উক্ত হইয়াছে ঊরুপ্রমাণ বা রত্নিপ্রমাণ হইলেও চলে। রত্নি—এক মুঠ হাত।

দিকে (পাঠকের দক্ষিণ দিকে) দেখা যাইতেছে। এই উত্তরারণিকে ১৮ ভাগে বিভক্ত করিতে হয়; এবং সেই এক-একটি ভাগেরই নাম **প্র ম স্থ**। চিত্রে উত্তরারণিকে এইরূপ বিভক্তাবস্থায় দেখা যাইতেছে না; ইহাতে কেবল পরিমাণানুসারে চিহ্ন কাটা আছে। একটি প্রমন্থ শেষ হইয়া গেলে ঐ চিহ্নমত আবার একটি কাটিয়া লইতে হয়। অধরারণির উপরে ইহারই দ্বারা অগ্নি ম স্থ ন করা যায় বলিয়া ইহার নাম প্র ম স্থ।

অরণি শব্দের অর্থ নির্মন্থনকাষ্ঠ। অগ্নিমন্থনের সময় অ ধ র অর্থাৎ নীচে থাকে বলিয়া ঐ কাষ্ঠের নাম অ ধ রা র ণি, এবং প্রমন্থরূপে উ ত্ত র অর্থাৎ উপরে থাকে বলিয়া ইহার নাম উ ত্ত রা র ণি।

চিত্রে আপাততঃ দেখা যাইতেছে যে, অধরারণির মধ্য স্থলে উপরে একখানি কাষ্ঠ উত্থিত আছে, এবং তাহাতে একখানি রজ্জু জড়িত রহিয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ সেখানে দুইখানি কাষ্ঠ সংযোজিত রহিয়াছে; চিত্রে ইহা স্পষ্টই বোধ হয়। অধরারণির ঠিক উপরে সংলগ্ন হইয়া যে কাষ্ঠখানি উত্থিত আছে, ইহার নাম প্র ম স্থ। ইহা যে পূর্ব্বোক্ত উত্তরারণিরই এক অংশ তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যে কাষ্ঠখানিতে রজ্জু বেষ্টিত আছে, তাহারই মূল দেশে এই প্রমন্থকে একটি লৌহকীলক (পেরেক) দ্বারা দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া দেওয়া হয়; এই কীলকটি রজ্জুবেষ্টিত কাষ্ঠখানিতে লগ্ন করিয়াই রাখা হয়। প্রমন্থ দৈর্ঘ্যে ৮ অঙ্গুলি, বিস্তারে ২ অঙ্গুলি, এবং উচ্চতাতেও ২ অঙ্গুলি হইয়া থাকে।

যে কাষ্ঠখানিতে রজ্জু জড়িত রহিয়াছে, তাহার নাম চা ত্র। ইহা যে-কোন সারবান্ কাষ্ঠের হইতে পারে। কেহ কেহ খদির কাষ্ঠের করিবার বিধি দেন। ইহার নিম্নে লৌহকীলকযুক্ত চতুরস্র গর্ত্ত থাকে, এবং তাহাতেই প্রমন্থ আবদ্ধ হয় ইহা বলা হইয়াছে। চাত্রের নিম্ন ও উপরিভাগ লোহার পাত দিয়া মোড়া হয়; ইহার উদ্দেশ্য এই যে, এইরূপ করিলে নিয়ত ঘর্ষণপ্রাপ্ত হইয়া সত্বরে তাহা নষ্ট হইয়া যায় না। ইহার উপরিভাগ এরূপ ভাবে একটু সরু করিয়া দিতে হয়, যাহাতে কোনো ছিদ্রের মধ্যে তাহাকে প্রবিষ্ট করাইতে পারা যায়।

এই চাত্রের উপরিভাগে যে কাষ্ঠখানিকে মধ্যভাগে স্থাপন করিয়া বালকটি তাহার দুই প্রান্ত দুই হস্তে ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার নাম

ও বি লী।* ইহাও খদির বা অপর কোন সারবান্ কাষ্ঠের হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে ১২ অঙ্গুলি। ইহার নিম্নদিকে লোহার পাত, এবং মধ্যস্থলে চাত্রের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট করাইবার জন্য গর্ত্ত থাকে।

চিত্রে যে রজ্জুখানি দেখা যাইতেছে, তাহারই নাম নেত্র। ইহা শণ ও গোপুচ্ছের লোমে অতিমসৃণভাবে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহা দৈর্ঘ্যে যজমানের হস্তে পরিমাণে ৩।০ হাত (১ ব্যাম) হওয়া আবশ্যক।

অগ্নিমন্থন কিরূপ ভাবে করিতে হয়, তাহা চিত্রেই দেখা যাইতেছে। যজমান পশ্চিমমুখে ওবিলী ধারণ করিয়া থাকেন, আর অধ্বর্য্যু-নামক ঋত্বিক্ পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া ও নেত্র ধারণ করিয়া দধিমন্থনের ন্যায় চাত্রকে ঘূর্ণিত করেন। যজমানপত্নী অথবা অন্য কোন দৃঢ়কায় ব্রাহ্মণও মন্থন করিতে পারেন। কিছুক্ষণ মন্থন করিলেই অধরারণি ও প্রমন্থের সংযোগস্থলে ধূম উঠিতে থাকে, এবং তাহার পর অনতিবিলম্বেই সেই স্থানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়। তখন সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে শুষ্ক গোময়চূর্ণ অথবা তুষের উপর ধারণ করিলেই ক্রমশ তাহা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, এবং তদনন্তর যথাবিধি সেই অগ্নিকে স্থাপন করা হইয়া থাকে। মন্থন কৃষ্ণাজিনের উপর করিতে হয়, চিত্রে ইহাও দেখা যাইতেছে।

অগ্নিমন্থনযন্ত্রের হস্তমুখপ্রভৃতি অবয়ব কল্পনা করিয়া পরবর্ত্তী যাজ্ঞিকেরা মঙ্গলামঙ্গল সূচনা করিয়া থাকেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা সমগ্রই উদ্ধৃত হইতেছে :—

"অশ্বত্থো যঃ শমীগর্ভঃ প্রশস্তোর্বীসমুদ্ভবঃ।
তস্য যা প্রাঙ্মুখী শাখা যোদীচী যোর্দ্ধ্বগাপি বা ॥১॥
অরণিস্তন্ময়ী প্রোক্তা তন্ময়ী চোত্তরারণিঃ।
সারবদ্দারবং চাত্রমোবিলী চ প্রশস্যতে ॥২॥
সংসক্তমূলো যঃ শম্যা শমীগর্ভঃ স উচ্যতে।
অলাভে ত্বশমীগর্ভাদাহরেদবিলম্বিতঃ ॥৩॥
চতুর্বিংশতিরঙ্গুষ্ঠা দৈর্ঘ্যং ষড়পি পার্থবং।
চত্বার উচ্ছ্রয়ো মানমরণ্যোঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৪॥

* খুব সম্ভব প্রাকৃতনিয়মানুসারে ইহা অ ব বি লী শব্দ হইতে হইয়াছে; অব=নিম্ন, বি ল =গর্ত্ত।

অষ্টাঙ্গুলঃ প্রমন্থঃ স্যাচ্ চাত্রং স্যাদ্ দ্বাদশাঙ্গুলম্ ।
ওবিলী দ্বাদশৈব স্যাদেতন্মন্থনযন্ত্রকম্ ॥৫॥
অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিমানং তু যত্র যত্রোপাদিশ্যতে ।
তত্র তত্র বৃহৎপর্ব্বগ্রন্থিভির্মিনুয়াৎ সদা ॥৬॥
গোবালৈঃ শণসম্মিশ্রৈস্ত্রিবৃদ্‌বৃত্তমনংশুকম্ ।
ব্যামপ্রমাণং নেত্রং স্যাৎ প্রমথ্যস্তেন পাবকঃ ॥৭॥

মূর্দ্ধাক্ষিকর্ণবক্ত্রাণি কন্ধরা চাপি পঞ্চমী ।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রাণ্যেতানি দ্ব্যঙ্গুলং বক্ষ উচ্যতে ॥৮॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং হৃদয়ং ত্র্যঙ্গুষ্ঠমুদরং স্মৃতম্ ।
একাঙ্গুষ্ঠা কটির্জ্ঞেয়া দ্বৌ বস্তির্দ্বৌ তু গুহ্যকম্ ॥৯॥
ঊরূ জঙ্ঘে চ পাদৌ চ চতুস্ত্র্যেকং যথাক্রমম্ ।
অরণ্যবযবা হ্যেতে যাজ্ঞিকৈঃ পরিকল্পিতাঃ ॥১০॥
যত্তদ্ গুহ্যমিতি প্রোক্তং দেবযোনিস্তু সোচ্যতে ।
তস্যাং যো জায়তে বহ্নিঃ স কল্যাণকৃদুচ্যতে ॥১১॥
অন্যত্র মথ্যতে যৎ তু তদ্ রোগভয়মাপ্নুয়াৎ ।
প্রথমে মন্থনে হ্যেষ নিয়মো নোত্তরেষু চ ॥১২॥
উত্তরারণিনিষ্পন্নঃ প্রমন্থঃ সর্ব্বদা ভবেৎ ।
যোনিসঙ্করদোষেণ যুজ্যতে হ্যন্যমন্থকৃৎ ॥১৩॥
আর্দ্রা সশুষিরা চৈব ঘুণাঙ্গী স্ফুটিতা তথা ।
ন হিতা যজমানানামরণির্নোত্তরারণিঃ ॥"

কর্ম্মপ্রদীপ (=কাত্যায়নসংহিতা) ১০ ৭

"আশ্বত্থীং তু শমীগর্ভামরণিং কুর্ব্বীত সোত্তরাম্ ।
উরোদীর্ঘাং রত্নিদীর্ঘাং চতুর্বিংশাঙ্গুলাং তথা ॥
চতুরঙ্গুলোচ্ছ্রিতাং কুর্য্যাৎ পৃথুত্বেন ষড়ঙ্গুলাম্ ।
অষ্টাঙ্গুলঃ প্রমন্থঃ স্যাচ্ চাত্রং স্যাদ্ দ্বাদশাঙ্গুলম্ ।
ওবিলী দ্বাদশৈব স্যাদেতন্মন্থনযন্ত্রকম্ ॥
মূলাদষ্টাঙ্গুলমুৎসৃজ্য ত্রীণি ত্রীণি চ পার্শ্বয়োঃ ।
দেবযোনিঃ স বিজ্ঞেয়স্তত্র মথ্যো হুতাশনঃ ॥

মূলাদষ্টাঙ্গুলং ত্যক্ত্বা অগ্রাৎ তু দ্বাদশাঙ্গুলম্ ।
দেবযোনিঃ স বিজ্ঞেয়স্তত্র মথ্যো হুতাশনঃ ॥"

গোভিলগৃহ্যাসংগ্রহ, ১.৭৮-৮২ক।

"পরিধায়াহতং বাসঃ প্রাবৃত্য চ যথাবিধি ।
বিভৃয়াৎ প্রাঙ্মুখো যন্ত্রমাবৃতা বক্ষ্যমাণয়া ॥
চাত্রবুধ্নে প্রমন্থাগ্রং গাঢ়ং কৃত্বা বিচক্ষণঃ ।
কৃত্বোত্তরাগ্রামরণিং তদ্বুধ্নমুপরি ন্যসেৎ ॥
চাত্রোর্দ্ধকীলকাগ্রস্থামোবিলীমুদগগ্রগাম্ ।
বিষ্টভ্য ধারয়েদ্ যন্ত্রং নিষ্কম্পং প্রযতঃ শুচিঃ ॥
ত্রিরুদ্বেষ্ট্যাথ নেত্রেণ চাত্রং পত্ন্যাহতাংশুকা ।
পূর্ব্বে মন্থেদরণ্যান্তে প্রাচ্যগ্নেঃ স্যাদ্ যথা চ্যুতিঃ ॥"

কর্ম্মপ্রদীপ ১.৮.১-৪ ।

দ্রষ্টব্য—কা. শ্রৌ. ৪.৭, পদ্ধতি ; পা. গৃ. সূ. ১. ২, হরিহরভাষ্য-পদ্ধতি ।

প্রপাঠকসূচী

অধ্যায়সূচী

ব্রাহ্মণসূচী

যাজ্ঞিককর্ম্মাদিসূচী*

* অনুবাদে অধিকাংশ স্থলেই এই সকল শব্দের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

আখ্যায়িকাসূচী

প্রথমে পৃষ্ঠা এবং তাহার পর যথাক্রমে কাণ্ড, প্রপাঠক, ব্রাহ্মণ ও কণ্ডিকার সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

১। হিরণ্য বা স্বর্ণের উৎপত্তি, ৫; ২.১.১.৫।

২। দ্যুলোক পৃথিবীকে (ক্ষারমৃত্তিকারূপ) পশুগুলি প্রদান করিয়াছিলেন, ৬; ২. ১. ১. ৬।

৩। প্রজাপতির অপত্য দেবগণ ও অসুরগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা করিলে দেবগণ পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন, ৭; ২. ১. ১. ৮-১০।

৪। কৃত্তিকা (নক্ষত্র) সপ্তর্ষিগণের পত্নী ছিলেন, ১০; ২. ১. ২. ৪।

৫। দেবগণ ইষু দ্বারা প্রজাপতিকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, ১১; ২. ১. ২. ৯।

৬। মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুনের অ র্জ্জু ন নামের মূল সূত্র, ১২; ২. ১. ২. ১১ (টীকা)।

৭। প্রজাপতির অপত্য দেবগণ ও অসুরগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া দ্যুলোকে আরোহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ১৩-১৪; ২. ১. ২. ১৩-১৭; দ্রঃ—১৪পৃ. ২০ টীকা।

৮। অগ্নি আধান করিবার জন্য উদ্যত দেবগণকে অসুরেরা বাধা দিয়াছিল, তাহাদের র ক্ষঃ নামের কারণ, ২৪; ২. ১. ৪. ৫-৬।

৯। দেবগণ ও অসুরগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা করেন, অনন্তর দেবগণ অগ্ন্যাধেয় দ্বারা অগ্নিকে অন্তরাত্মায় স্থাপন করিয়া এবং তাহা দ্বারা অমৃত হইয়া অসুরগণকে অভিভব করেন, ৩৮-৩৯; ২. ১. ৬. ৮-১৪।

১০। দেবগণ গ্রাম্য ও আরণ্য সমস্ত রূপ অগ্নির নিকটে রাখিয়াছিলেন, এবং অগ্নি তৎসমুদয় একত্র সংগ্রহ করিয়া ঋতুসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ৪৩; ২. ২. ১. ২-৪।

১১। সৃষ্টির পূর্ব্বে এক প্রজাপতিই ছিলেন; কিরূপে প্রভূত হইব এই চিন্তা করিয়া তিনি মুখ হইতে অগ্নিকে উৎপাদন করেন। সে সময় পৃথিবীতে ওষধি বা বনস্পতি কিছুই ছিল না, অগ্নির আহার্য্য কিছুই ছিল না। অগ্নি

বদন বিবৃত করিয়া প্রজাপতিকেই ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। অনন্তর প্রজাপতি ঘৃত বা পয়ঃ (দুগ্ধ) উৎপাদন করিয়া ও তাহা দ্বারা আহুতি দিয়া অগ্নিকে তৃপ্ত করেন, ৫১-৫৩ ; ২. ২, ২. ১-৭।

১২। বিকঙ্কত-বৃক্ষ, সমুদ্র, গাভী, ও গাভীর দুগ্ধের উৎপত্তি, ৫৪-৫৫ ; ২. ২. ২. ১৮-১৫।

১৩। কাহার হোম অগ্রে হইবে এই লইয়া অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যের পরস্পর বিবাদ ও মীমাংসার জন্য প্রজাপতির নিকট গমন, এবং প্রজাপতিকর্তৃক তাহার মীমাংসা, ৫৫-৫৬ ; ২. ২. ২. ১৬-১৭।

১৪। প্রজাপতি প্রজাসমূহ ও অগ্নিকে সৃষ্টি করিবার পর অগ্নি প্রজাসমূহকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে প্রজাসমূহ তাঁহাকে পেষণ করিতে ইচ্ছা করে, অগ্নি ভীত হইয়া কোনো লোকের নিকট প্রত্যুপকারের প্রতিজ্ঞা করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, ৭৮ ; ২. ৩. ১. ১-২।

১৫। দেবগণ গ্রাম্য ও আরণ্য পশুসমূহ অগ্নির নিকটে ন্যাসরূপে স্থাপন করিয়াছিলেন, অগ্নি তাহা গ্রহণ করিয়া তিরোভূত হন, পরে দেবগণ উপস্থান করিলে তিনি তাহা ফিরাইয়া দেন, ৮৪-৮৫ ; ২. ৩. ২. ১-২

১৬। পূর্ব্বে দেবগণ ও মনুষ্যগণ একত্র ছিলেন, কিন্তু মনুষ্যগণ দেবগণের নিকট বার-বার অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করায় তাঁহারা ইঁহাদের নিকট হইতে তিরোভূত হইয়া গিয়াছেন। ৮৫ ; ২. ৩. ২. ৪।

১৭। সমস্ত জীবই জীবিকার জন্য প্রজাপতির নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন, প্রজাপতি অসুরগণকে তমঃ ও মায়া দিয়াছিলেন, (বৃহস্পতিকর্তৃক নাস্তিকবাদের উদ্ভাবন-প্রবাদের সূচনা), ১০৬-১০৭ ; ২. ৩. ৪. ১-৫।

১৮। দেব ও অসুরগণের পরস্পর স্পর্দ্ধা, অসুরেরা ওষধিসমূহ নষ্ট করায় ও তাহাতে বিষলেপন করায় জীবসমূহের পরাভব, দেবগণ তাহা শ্রবণ করিয়া যজ্ঞের দ্বারা ঐ উপদ্রব নিবারণ করেন, ১১৮-১১৯ ; ২. ৩. ৫. ২-৫।

১৯। দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ, ১২৪ ; ২-৪. ১. ১-২।

২০। প্রথমে প্রজাপতি একক ছিলেন, তাহার পর প্রজাসৃষ্টি করিলেন, সৃষ্ট প্রজাসমূহ মৃত হইয়া বিহঙ্গ হইয়া উৎপন্ন হইল ; তিনি দ্বিতীয়

ও তৃতীয় বারও প্রজা সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় মৃত হইয়া যথাক্রমে ক্ষুদ্র সরীসৃপ ও সর্প হইয়া জন্ম গ্রহণ করে; প্রজাপতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া স্বশরীরে স্তনদ্বয়ের উৎপাদন, ১৩৬-১৩৭; ২. ৪. ২. ১-৩।

২১। প্রজাপতির সৃষ্ট প্রজাসমূহ বরুণের যব ভক্ষণ করিলে বরুণ তাহাদিগকে গ্রহণ করায় তাহারা অত্যন্ত ক্লান্ত ও খিন্ন হইয়া পড়ে, এবং প্রজাপতি তাহাদিগকে বরুণপাশ হইতে মুক্ত করেন, ১৪৫-১৪৬; ২. ৪. ৩ ১-৩

২২। খর্জ্জুর-বৃক্ষের উৎপত্তি-বিবরণ, ১৫১, টীকা।

২৩। দেবগণ বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, ১৭৭; ১৮১; ২০১; ২. ৫. ১. ১; ২. ৫. ২. ১; ২, ৫. ৩. ১।